CASTES AND SECTS.

OF

BENGAL

VAISYA KANDA

BY

Nagendra Nath Vasu, M. R. A. S.

Prachyavidyamaharnava ; Siddhanta-Varidhi.

Editor, Visvakosha ; Mem. Philo, Com.,

Asiatic Society of Bengal, &c.,

VOL. I.

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

(বৈশ্য-কাণ্ড)

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত

প্রথম ভাগ

[উপক্রম-খণ্ড]

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩২০

প্রথমবারের মুখবন্ধ

প্রবল বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রে বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ তরণীমধ্যে বণিকের যেরূপ অবস্থা, এই বণিক্‌সমাজের ইতিহাস-সঙ্কলনকালে আমারও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। মধ্যে দুইবার কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়াছিলাম। এখনও তাহার বেগ সামলাইতে পারি নাই। অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে কার্য্যে এত বাধা বিঘ্ন, তাহা বুঝি আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হইবার নহে। যাহা হউক, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নানা বাধা, বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্যে বৈশ্যকাণ্ডের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল।

প্রথমে যখন জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ করি, সে সময়ে সঙ্কল্প ছিল যে, রাজন্যকাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া বৈশ্যকাণ্ড লিখিতে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু বৈশ্যসাম্রাজ্য-ধ্বংসের পর গৌড়বঙ্গে রাজন্য-সমাজের অভ্যুদয়; সুতরাং ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য-রক্ষা ও রাজন্যসমাজে বৈশ্যপ্রভাবের পরিমাণ অবধারণ-জন্য বৈশ্যপ্রাধান্যের ইতিহাস প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করি। তদনুসারে চারি বর্ষ হইল, বঙ্গের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে কএক সপ্তাহ বৈশ্যকাণ্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকালে অনেক মহাত্মাই নানা প্রকার ঐতিহাসিক উপকরণ পাঠাইয়া আমায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, কংসবণিক্, সুবর্ণবণিক্, গৌড়বণিক্, সাধু-বণিক্ প্রভৃতি বহুজাতি বৈশ্যকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের বৈশ্যমূলত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন কুলগ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নাই। এই বিশাল বণিক্‌সমাজের ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত উপকরণ এখনও সংগৃহীত হইতেছে। আলোচ্য বৈশ্যকাণ্ডে প্রথমতঃ তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বৈশ্যসমাজ নানাজাতি ও উপ-জাতিতে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বিশাল আদিম-সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় এবং তাঁহাদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লিখিতেই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ায় পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

কিরূপে প্রাচীন ভারতের গৌরবাস্পদ বৈশ্যসমাজের অপূর্ব্ব অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া আলোচ্য উপক্রমখণ্ডের উপসংহার করিবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু উপসংহার-ভাগ-মুদ্রণকালেই সৌলুক-সাহা-সমাজ লইয়া বঙ্গে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং অনেকেই এই সমাজের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পরিশিষ্টে এই সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। আমার অসুস্থতা ও সময়াভাবে বিশাল সৌলুকবংশের সকল সমাজের কুলপরিচয় সংগ্রহ ও প্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই।

সৌলুকবংশকে আমরা গুর্জ্জরের চালুক্যবংশের একশাখা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। সম্প্রতি বোম্বাইর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভাণ্ডারকার মহাশয়ও চালুক্য বা সোলাঙ্কিদিগকে গুর্জ্জর ও হিমালয়প্রদেশস্থ 'সপাদলক্ষ'বাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'সপাদ-লক্ষ' শব্দ পশ্চিমা অপভ্রংশে 'সওলখ্' হইয়াছে। ভাণ্ডারকর মহাশয় মনে করেন যে, এই 'সওলখ্' শব্দই চালুক্য শব্দের মূল। (Indian Antiquary, Vol. XI. p. 24) এই 'সও-লখ্' শব্দই পূর্ব্ববঙ্গে 'সৌলক' এবং সাহাকুলপরিচয়ে 'সুলোক' বা 'সৌলুক' হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এই 'সওলখ্' শব্দই মহাভবিষ্যপুরাণে ব্রহ্মাবর্ত্তের শুক্ল হইয়া পড়িয়াছে। সাহাকুল-পরিচয়ে যে কমায়ুনের প্রসঙ্গ আছে, তাহাও এই সওলখের নিকট বটে। (Ind. Ant. X. p. 242-9) এই 'সওলখ্' হইতে সুরাষ্ট্রে গিয়া যাঁহারা গুর্জর আখ্যা লাভ করেন, ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহাদের পূর্ব্বসমাজ হইতে বৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই বাহির করিয়াছেন। অতএব বঙ্গাগত বাণিজ্যজীবী সৌলুকগণ যে পূর্ব্বকাল হইতেই বৈশ্যসমাজভুক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

অবশেষে আলোচ্য বৈশ্যকাণ্ড-প্রকাশকালে যে সকল ব্যক্তি আমাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার কনিষ্ঠসোদর-প্রতিম পরমসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, মেদিনীপুরবাসী শুঙ্কীসমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ বি এল্, এবং পূর্ব্ববঙ্গের সৌলুক সমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস এম্ এ বি এল্, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী এম এ প্রভৃতির নাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শেষোক্ত ব্যক্তিচতুষ্টয় পরিশিষ্টের জন্য সামাজিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

যদি ভগবান্ কৃপা করেন, আবার যদি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে পরবর্ত্তী অংশে বৈশ্যসমাজভুক্ত নানা জাতির ইতিহাস প্রকাশে অগ্রসর হইবে।

৩০এ আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণে বক্তব্য

অল্পদিন মধ্যেই ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া এই গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সংস্করণের পরিশিষ্ট অংশে অনেক নূতন পরিচয় সংযোজিত ও অনেক ভ্রান্ত বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, পরিশিষ্ট মধ্যে এবার সৌলুক-সমাজের সমগ্র কুল-পরিচয় প্রকাশ করিব। এজন্য আমার শত চেষ্টা থাকিলেও সৌলুকদিগের ঔদাসীন্যনিবন্ধন আমার সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না। তবে যে যে পরিবার স্ব স্ব বংশপরিচয় পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবার তাঁহাদের কুলবিবরণী পরিশিষ্ট মধ্যে গৃহীত হইল। এবার অল্পসংখ্যা ছাপা হইল। সৌলুকসমাজ এখনও যদি সকলের পরিচয় লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আগামী সংস্করণে প্রকাশিত হইতে পারে।

জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা, ১৩২০ সাল। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৈশ্যকাণ্ড—প্রথম ভাগ

বিষয়-সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

* ৩৪১ হইতে ৩৫৭ পৃষ্ঠার শিরোভাগে সর্ব্বত্র 'বারেন্দ্র-সৌলুক' স্থানে 'রাঢ়ীয় সৌলুক' পাঠ করিতে হইবে।

অনুক্রমণিকা

—•●•—

এমন এক দিন গিয়াছে, যে সময়ে বঙ্গের আপামর-সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের এই বঙ্গভূমে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মাত্র দুইটী বর্ণের বাস আছে—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। এমন কি, সেই সময়ে সমাজের প্রধান অঙ্গ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের নাম পর্য্যন্ত অনেকে বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এরূপ অভূতপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার কারণ কি? খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের উপর দুই জন মহাত্মা অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই দুই মহাত্মা অপর কেহ নহেন—স্বয়ং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ও বাচস্পতি মিশ্র। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের নিবাস নবদ্বীপ, মিশ্রঠাকুর মিথিলাবাসী ছিলেন। একের প্রভাব সমস্ত দক্ষিণ-বাঙ্গালায় ও অপরের প্রভাব উত্তরবঙ্গে অপ্রতিহত ছিল! এই দুই জনের স্মৃতিনিবন্ধ অভ্রান্ত শাস্ত্রস্বরূপে সমস্ত বঙ্গের সকল টোলে নিত্য অধীত হইত। সুতরাং তাঁহাদের অভিমত শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট যে বেদবৎ গৃহীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহারা দুইজনেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণ অদর্শনহেতু এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।' ১ ঐ সঙ্গে তাঁহারা আরও স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে ক্ষত্রিয় ত নিঃশেষ হইয়াছে, বৈশ্যগণও এই সঙ্গে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় বলিয়া কেহ পরিচয় দান করিলেও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যপদানুসৃত বঙ্গীয় স্মার্ত্তসমাজ তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। এমন কি স্মার্ত্তগণ ঐ দুই শ্রেষ্ঠ জাতিকে নিতান্ত অভিশপ্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব বর্ণোচিত অধিকারদানেও একান্তই কুণ্ঠিত ছিলেন। উচ্চ ধর্ম্মানুষ্ঠান ত দূরের কথা, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যসন্তান সংসার-যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য এবং পরমমোক্ষপদ লাভের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতেও পারিবেন না, এরূপ অযৌক্তিক ও নীতিবহির্ভূত শাসন-প্রচার করিতেও স্মার্ত্তপ্রবর পরাঙ্মুখ হন

(১) "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতাঃ লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" (মনু ১০।৪৩)

নাই[২]। পাছে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-সন্তান মস্তকোত্তোলন করেন, এই আশঙ্কায় স্মার্ত্ত-সমাজ কল্পিত যমবচন উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন, 'এই জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—এই দুইটী মাত্র জাতি বিদ্যমান'।[৩]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ লইয়াই আর্য্য-সমাজ। আর্য্য-সমাজদেহের এই চারিটীই প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণ এই সমাজ-দেহের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু ও বক্ষঃস্থল, বৈশ্য মধ্য বা উরুদেশ এবং শূদ্র নিম্নাংশ বা পাদস্বরূপ। এই অঙ্গচতুষ্টয়ের একটী বাদ দিলেও আর্য্যসমাজদেহ কখনও থাকিতে পারে না। তাই ভগবান্ বিষ্ণু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'যে দেশে চারি বর্ণের বাস নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে, সেই দেশে আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যাবাস হইতে পারে না।'[৪]

ব্রাহ্মণকাণ্ডের প্রারম্ভে আমরা দেখাইয়াছি যে অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণাগমনসহ চাতুর্বর্ণ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৫] কুরুপাণ্ডবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই এখানে ব্রাহ্মণ-সংস্রব ঘটিয়াছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণ-অদর্শন-হেতু এখানকার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃষলত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?"[৬]

(২) স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের উক্তি এই—

"কলৌ সন্ন্যাসনিষেধকং ক্ষত্রিয়বৈশ্যবিষয়কং।
সন্ন্যাসং প্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

(৩) "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব তে॥"

আশ্চর্য্যের বিষয় বৈদ্যপণ্ডিত ভরতমল্লিক (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে) 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী তাঁহার বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় উক্ত কল্পিত বচনটী উদ্ধৃত এবং রঘুনন্দন ও বাচস্পতিমিশ্রের মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

"এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্বমিতি স্ব স্ব গ্রন্থেষু
বাচস্পতিমিশ্রাদিভিস্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তং।"

(৪) "চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরম্॥" (বিষ্ণু)

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১মাংশ ৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) রঘুনন্দন ক্ষত্রিয়ের বৃষলত্বজ্ঞাপক যে মনুবচন (১০।৪৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন, মনুসংহিতার তৎপরে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (১০।৪৪)

বিশেষতঃ এখানে দুইটী প্রধান জাতির অভাব স্বীকার করিলে শাস্ত্রজ্ঞের নিকট ইহা কি ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য হইবে না? ম্লেচ্ছদেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিলে ম্লেচ্ছত্ব ঘটিয়া থাকে। তবে কি, গৌড়বাসী উচ্চ-নীচ সকল জাতিই ম্লেচ্ছ? অবশ্য কেহই এরূপ দারুণ দুর্গতি স্বীকার করিবেন না।

আবার কেহ কেহ মনুর দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন—'বর্ণসমূহের ব্যভিচার, অবিবাহ্য-বিবাহ এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মত্যাগ এই কয়টী কারণে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে।'[1] ক্ষত্রিয়-বৈশ্যসমাজে এরূপ দোষ ঘটিয়াছে, তাই তাহারা বহুকাল হইতে শূদ্র বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণই মনুর উক্ত অনুশাসন হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এখানকার বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-সমাজ মনুর শাসন এড়াইতে পারিয়াছেন, তখন বঙ্গের ক্ষত্রিয়-বৈশ্যসমাজই বা কেন চিরদিন অভিশপ্ত থাকিবেন? গৌড়বঙ্গ ব্যতীত আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজের উজ্জ্বল অধিষ্ঠান নিরীক্ষণ করিতেছি। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রবংশধরগণ অদ্যাপি ভারতের নানা স্থানে বিদ্যমান আছেন। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের ঊর্ম্মিমালা বিক্ষোভিত করিয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত যে জাতি পূর্ব্বকালে বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত বৈশ্যগণের বংশধরগণ ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছেন। বোধ হয়, মুসলমানশাসনভীত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বঙ্গীয় স্মার্ত্তগণের দৃষ্টি স্ব স্ব জন্মভূমির বাহিরে পতিত হয় নাই, নহিলে কখনই তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব মনে স্থান দিতে পারিতেন না।

উদ্ধৃত বচনে কাম্বোজ-যবনাদির বৃষলত্ব কথিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণহীন দেশে বাস করায় তাহাদের বৃষলত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। ভগবান্ মনুর মতে উক্ত জাতিসমূহ ব্যতীত তৎকালে বহুতর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন। মনুভাষ্যকার মেধাতিথি উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যত্র সংকার্য্যতয়া সবধ্যতে তথোপনয়নাদিষু যত্র বা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্র-সন্ধ্যোপাসনাদিষু তাসাং লোপ উত্তরাসামপ্যনুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবলমুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতিভ্রংশঃ। অপি ভূপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি।"

(১) "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" (মনু ১০।২৪)

পশ্চিমাঞ্চলে যে যে শ্রেষ্ঠ বণিক্‌বংশ বিশুদ্ধ বৈশ্যসন্তান বলিয়া চিরদিন পরিচিত, তাঁহাদেরই দায়াদগণ যে এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ভারতবর্ষীয় বৈশ্যসমাজের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু শ্রেণির বৈশ্যজাতি আসিয়া বঙ্গের বাণিজ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা গন্ধবণিক, তাম্বুলবণিক, সাধু, সাহু (সাহা) মহাজন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। অতীত ভারতের গৌরবচ্ছবি সেই সেই বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিবার জন্যই বর্ত্তমান বৈশ্যকাণ্ড লিপিবদ্ধ হইল।

বঙ্গীয় বৈশ্যসমাজের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে কিরূপে এই সমাজের উৎপত্তি, পুষ্টি ও সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, অগ্রে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের জ্ঞানালোকে ও সাত্ত্বিক তপশ্চর্য্যায় আর্য্যভারত প্রবুদ্ধ ও জগতের গুরুস্থানীয় হইয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্যবীর্য্যে ও অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রভাবে পুণ্যভূমি সুশাসিত ও ধন্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৈশ্যসমাজই ভারতভূমিকে ধনধান্যে সুসমৃদ্ধ ও জগতের স্পৃহণীয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ইংরাজ, জর্ম্মণ, রুষ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি যৎকালে অজ্ঞানতার অন্ধতমসে আচ্ছন্ন ছিলেন, তাহার বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যবণিক্‌গণ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ও পণ্যদ্রব্য লইয়া সুদূর য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। যখন ভারতের ক্ষত্রিয়শক্তি গৃহবিবাদে ও অন্তর্বিপ্লবে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে ধনজনপুষ্ট বৈশ্যসমাজই ধীরে ধীরে ভারতরাজলক্ষ্মী করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত আদরে ও কত সৌষ্ঠবে ভারতমাতাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, কেবল ভারতীয় কবি বলিয়া নহে, বৈদেশিকগণও বিস্ময়বিমুগ্ধহৃদয়ে ধরায় অতুলনীয় সেই ভারতীয় ভূ-স্বর্গের বর্ণনা করিয়া সভ্যজগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন! বর্ত্তমান বৈশ্যকাণ্ডে অতীত ভারতের সেই সু-সমৃদ্ধির ইতিহাস সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তার পর কিরূপে এই অখণ্ড প্রতাপশালী বৈশ্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইল, কিরূপে সেই বিরাট্ বৈশ্যসমাজ নানা জাতি, নানা শাখা ও নানা শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং কিরূপে ধনধান্যে সুসম্পন্ন সেই

মহাজাতির অধঃপতন ঘটিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া বঙ্গীয় বিভিন্ন বৈশ্য-সমাজের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকায়স্থাদির ইতিহাস লিখিবার যেরূপ প্রভূত মালমসলা—বহুতর প্রাচীন কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, দুঃখের বিষয় বিভিন্ন বৈশ্যজাতির সমাজ ও বংশপরিচয় প্রদান করিতে পারে, সেরূপ বিস্তৃত কুলগ্রন্থ-সমূহের একান্ত অভাব। যখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে বৈশ্যজাতি ধীরে ধীরে গৌড়দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের পূর্ব্ববংশ-পরিচয় অনেকেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই সকল কুলপরিচয় হিন্দীভাষায় নাগরী বা কায়থী অক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। বঙ্গীয়ব্রাহ্মণকায়স্থসমাজের স্থায় উপযুক্ত কুলাচার্য্য না থাকায়, পরবর্ত্তিকালে এখানকার উপনিবেশী বৈশ্যবংশধরগণ কায়থী বা নাগরাক্ষর ভুলিয়া যাওয়ায় এবং বংশপরিচয়রক্ষায় তাদৃশ যত্নশীল না হওয়ায়, কালপ্রকোপে কীটদংশনে ও গৃহদাহে বহু কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, এখনও নানাস্থানে নানা সমাজে তাহার স্মৃতিমাত্র বিদ্যমান। বহু অনুসন্ধানে, বহু চেষ্টায়, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মণ্ডল বা সামাজিকগণের নিকট কুল ও বংশপরিচায়ক যে সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ ও আধুনিক সামাজিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; তাহা হইতে আশানুরূপ জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাহা হউক, নানা অসুবিধার মধ্যে বৈশ্যকাণ্ড লিখিত হইয়াছে এবং অনেক বিষয়ে অভাব রহিয়া গিয়াছে। তথাপি বিভিন্ন বৈশ্যসমাজের গৌরব-রক্ষায় যদি কিছুমাত্র সমর্থ হইয়া থাকি এবং এই অসম্পূর্ণ জাতীয় ইতিহাসদ্বারা যদি বঙ্গীয় বৈশ্যসমাজের যৎকিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হয়, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

বৈশ্য-বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

আদি বণিক্-সমাজ

যৎকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যাজ্ঞিক আর্য্যগণের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন কি, যে সময়ে বৈদিক আর্য্যসমাজে চাতুর্বর্ণ্যবিভাগও ঘটে নাই, সেই গণনাতীতকালে (প্রায় দশ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ?) গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে পণি নামে এক পরাক্রান্ত বণিক্‌জাতি শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদভাষ্যে (১।৩৩।১) সায়ণাচার্য্য [১] এই জাতিকে "অসুর" (Assyrian ?) বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন ; কিন্তু মূল বেদসংহিতায় কোথাও এই জাতি অসুররূপে অভিহিত হন নাই এবং এই বেদপ্রসিদ্ধ জাতিমধ্যে অসুরের লক্ষণ বা আচার ব্যবহারের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ! বরং অথর্ব্বসংহিতায় একই মন্ত্রে 'পণি' ও 'অসুর' স্বতন্ত্রভাবেই কথিত হইয়াছে [২]। জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় ভারতে যাজ্ঞিক আর্য্যগণের প্রথম অভ্যুদয়কালে যাজ্ঞিক দেবাসুর এবং যজ্ঞবিরোধী পণি ও দস্যু বা দাস জাতির উল্লেখ পাওয়া

(১) সায়ণাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া মহীধরও বাজসনেয়-সংহিতাভাষ্যে (৩৫।১) লিখিয়াছেন,—"পণন্তি পরদ্রব্যৈর্ব্যবহরন্তীতি পণয়োঽসুরাঃ" অর্থাৎ 'পণয়ঃ' অর্থে পরদ্রব্যব্যবহারকারী অসুরগণ।

(২) "যেন ঋষয়ো বলমদ্যোতয়ন্ যুজা যেনাসুরাণামযুবন্ত মায়াঃ।
তেনাগ্নিনা পণীনিন্দ্রো জিগায় স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥" (অথর্ব্বসংহিতা ৪।১৩।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই পণিজাতি অসুরজাতি হইতে পৃথক্ এবং দৈত্যের, দানব, নিবাতকবচ, কালকেয় ও হিরণ্যপুরবাসী পৃথক্ পৃথক্ রসাতলবাসী জাতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

(ভাগবত ৫।২৪।৩০)

যায়। ঋগ্বেদের আদ্য অংশে দেব ও অসুর একসমাজভুক্ত একজাতিরূপে পরিকীর্ত্তিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে পরস্পর বিরোধী দুইটী পৃথক্‌জাতিরূপে গণ্য হইয়াছিল।[৩] এমন কি এই বিরোধের ফলে যজ্ঞবিরোধী যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অসুরসম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও পরে ‘অসুর’ অর্থাৎ ‘দেববিরোধী’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয়, এইরূপেই সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির নিকট পণিগণ ‘অসুর’ বলিয়া অভিহিত। বাস্তবিক পণিজাতির ঘোরশত্রু ঋষিদৃষ্ট ঋঙ্মন্ত্রসমূহ আলোচনা করিলেও এই জাতিকে অতি পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী সভ্য আর্য্য-জাতিরই শাখা বলিয়া মনে হইবে। এই জাতি গোধনজীবী, বাণিজ্যপ্রিয়, অর্থসংগ্রহে নিপুণ, সুদ-খোর, দধি-দুগ্ধ-ঘৃতব্যবসায়ী, এবং মাংস ও সোমরসপ্রিয় যাজ্ঞিকগণের ঘোর বিরোধী বলিয়া আদি বৈদিকসমাজে পরিচিত ছিলেন। গোধনই বৈদিক আর্য্যগণের শোভনীয় প্রধান সম্পত্তি। মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে মৎস্যরাজের সহিত কৌরবগণের মহাসমর সকলেই অবগত আছেন। কৌরবগণ আসিয়া বিরাটের ষষ্টিসহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়[৪]। ঠিক এইরূপ ভাবেই যাজ্ঞিকসমাজ ও পণিগণ মধ্যে বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে কখন পণিগণ, কখন বা যাজ্ঞিকগণ জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঋক্‌সংহিতায় বহুস্থানে পণি-ভয়ে ভীত যাজ্ঞিকঋষিগণের কাতরোক্তি শুনা যায়। এমন কি, শুক্লযজুর্ব্বেদে পিতৃমেধযাগপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম উচ্চার্য্য মন্ত্রটীতে বলা হইয়াছে—

‘দেবদ্বেষী অসুখকর পণিগণ দূর হউক’[৫]

উক্ত মন্ত্র হইতে কি মনে হয় না, প্রথম পিতৃমেধযাগকারী ঋষিগণের পিতৃপুরুষ বা আদি ঋষিগণ পণিভয়ে নিতান্ত ভীত ছিলেন অথবা তাঁহারা পণিহস্তে নিগৃহীত বা দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন? সেই জন্য মৃত পিতৃগণের পবিত্র

(৩) ঋগ্বেদের আদ্য অংশে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ‘অসুর’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তৎকালে দেবাসুর একসমাজভুক্ত। সম্ভবতঃ তাহা অতিপ্রাচীনকালের কথা। তৎপরে দেবাসুর মধ্যে দারুণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে পরস্পরে পরস্পরের জাতিশত্রুরূপে পরিচিত হইল। তাই পরবর্ত্তীকালে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে সর্ব্বত্রই দেবগণ অসুরবিরোধী এবং অসুর (অহুর)-মত সমর্থক অবস্তাশাস্ত্রে অসুরগণ দেববিরোধী বলিয়া পরিচিত।

(৪) মহাভারত বিরাটপর্ব্ব ৩৩ অঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৫) “অপেতো যন্ত পণয়োঽসুম্না দেবপীয়বঃ।” (বাজসনেয়সংহিতা ৩৫।১)

অস্থিসঞ্চয়পূর্ব্বক পিতৃমেধ-যাগ করিবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে পণিদিগকে দূর করিবার মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। যাজ্ঞিক ও পণিগণের সঙ্গে এরূপ বিরোধের কারণ কি? কোন কোন বৈদিক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে আর্য্যঋষিগণ যখন পঞ্চনদ হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তৎকালে ভারতের সমৃদ্ধশালী জনপদসমূহ পণিদলপতিগণের এবং পার্ব্বত্য ও বন্যপ্রদেশসমূহ অনার্য্য দাস বা দস্যু-জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। অধিকাংশ ভারতীয় গোধন তখন পণিগণের করায়ত্ত। এদিকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত না হইলে ঋষিগণের যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয় না। ঋঙ্মন্ত্র হইতে জানা যায় যে—'পণিগণ গোসমূহে তিনপ্রকার দীপ্ত পদার্থ অর্থাৎ ক্ষীর, দধি ও ঘৃত গোপনে রাখিয়াছিলেন। দেবগণ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। (তন্মধ্যে) ইন্দ্র একটীকে, সূর্য্য একটীকে এবং (দেবতারা) দীপ্তিমান্ (অগ্নি বা বায়ুর) নিকট হইতে অপরটী উৎপন্ন করিয়াছিলেন।' [৬] উদ্ধৃত বেদোক্তি হইতে কি বুঝিতেছি না যে আর্য্য-যাজ্ঞিকগণ প্রথমে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতের সন্ধান জানিতেন না; পণিগণ হইতেই তাঁহারা এই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবহার শিখিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ আর্য্যঋষিগণের অতিথিসৎকারের প্রধান অঙ্গ গোবৎস[৭]। অর্থাৎ বাছুরের মাংস না হইলে পূর্ব্বে অতিথির[৮] ভোজন চলিত না।

(৬) "ত্রিধা হিতং পণিভিগুর্হ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।
ইন্দ্রং একং সূর্য্যং একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ॥" (ঋক্‌সংহিতা ৪।৫৮।৪)

(৭) এই প্রাচীনপ্রথা বোধ হয় মহাভারত-রচনাকালেও প্রচলিত ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে যখন আত্মীয় স্বজন সহ দুর্য্যোধন দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন, তিনি এই রমণীয় বনে উপস্থিত হইয়া শতসহস্র গোদর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া কোন্‌টী কিরূপ কার্য্যে আসিতে পারে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সকল গোসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কালয়ামাস তা অপি॥
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৩৯।৪-৫)

উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয় যে, তৎকালে কেবল বৎসতর গুলিই মারা হইত।

(৮) পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে অতিথির উদ্দেশে গোবধ হইত বলিয়া অতিথির প্রাচীন নাম "গোঘ্ন"।

সুতরাং পণিগণের গোধন অপহরণ করিবার জন্য ঋষিপ্রমুখ সুপ্রাচীন আর্য্যবৈদিক-সমাজকে বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং উভয় সমাজে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। ঋত্বিক্গণ গোধন অপহরণ করিয়া আনিতেন। পণিগণও বলবীর্য্য-প্রভাবে যুদ্ধ করিয়া উদ্ধার করিতেন। যখন গভীর নিশায় সকলে নিদ্রিত থাকিত, সেই সময়েই গোহরণের সুবিধা হইত। এই কারণেই বোধ হয় বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট পণিগণকে অপ্রবুদ্ধ বা নিদ্রিত রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।[৯]

ঋক্সংহিতাপাঠে মনে হয়, অথর্ব্বা ঋষিই সর্ব্বপ্রথম গাভীর আশায় পণিগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন।[১০] তৎপরে অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ ও নবগ্বগণ পণিগণের সহিত বহুকালব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে গোধনের সন্ধান লইবার জন্য পণিদিগের দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে সরমা নাম্নী এক দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন। পণিগণ রূপযৌবনসম্পন্না সরমাকে পরম সমাদরে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরমা পণিদিগকে ভীত করিবার জন্য দেবগণের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে পণিগণ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'হে সরমে! আমাদিগের এই ধন পর্ব্বতদ্বারা রক্ষিত, ইহা গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে সমাকীর্ণ। যাহারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারে, এরূপ (বলশালী) পণিগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে।[১১] এইরূপে দূতী পাঠাইয়া ঋত্বিগ্সমাজ পণিগণের যথাসর্ব্বস্বহরণে নিয়ত যত্নবান্ ছিলেন। যে সকল ঋষি পণিসমাজের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অগস্ত্য[১২], অনানত[১৩] অযাস্য[১৪], ঋজিশ্বা[১৫], ঔচথ্য দীর্ঘতমস[১৬], কক্ষিবান্[১৭], কলিপ্রগাথ,[১৮] গোতম রাহুগণ,[১৯] ভরদ্বাজ,[২০] বন্ধু,[২১] বামদেব,[২২] বিশ্বামিত্র,[২৩] বিরূপ

(৯) ঋকসংহিতা ১।১২৪।১০।

(১০) "যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।" (১।৮৩।৫)

(১১) "অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগংথ॥" (১০।১০৮।৭)

(১২) ঋক্ ১।১৮২।৩,৫।১৮৪।৪। (১৩) ৯।১১১।২। (১৪) ১০।৬৭।৬।

(১৫) ৬।৫১।১৪। (১৬) ১।১৫১।৯। (১৭) ১।১২৪।১০।

(১৮) ৮।৬৬।১০। (১৯) ১।৮৪।৪,১।৯৩।৪। (২০) ৬০।২০।৪-৫,৬।৩৯।২।

(২১) ১।৯৪।৪,১০।৬০।৬। (২২) ৪।২৭।৭,৪।৫১।৩,৪।৫৮।৪।

(২৩) ৩।৫৮।২,৩।৫৩।১৪।

আঙ্গিরস,[২৪] সম্বরণ[২৫] ও হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস[২৬] এই কয়জন ঋষিই প্রধান। ইঁহারাই প্রধানতঃ পণিগণের বিনাশ অথবা অধঃপতনসাধন জন্য অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মিত্রাবরুণ, অথবা অশ্বিদ্বয়কে কাতরকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে, আহ্বান করিয়াছেন। যে সকল রাজর্ষি যাজ্ঞিকগণের সাহায্যার্থ পণিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা অসমাতি ও দভীতির নাম ঋক্‌সংহিতায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল ঋষিগণ বলিয়া নহে, গোধন লাভের জন্য ঋষিপত্নীগণও সময় সময় অস্ত্রধারণ করিতেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রসেনা নাম্নী মুদগলপত্নীর নাম ঋক্‌সংহিতায় অতিপ্রসিদ্ধ।[২৭]

ঋক্‌সংহিতায় বৃসয, তুগ্র, শুষ্ণ, পিপ্রু, বেতসু, দশোনি, তূতুজি, ইভ, শরৎ, নববাস্ত্ব, সুপ্তধুনি, চুমুরি, কুযব, প্রমগন্দ ও বৃবু এই কয়জন পণিদলপতি বা অধিপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে বৃসয় সরস্বতীকূলে, বৃবু গঙ্গাকূলে এবং প্রমগন্দ কীকটে বা দক্ষিণবেহারে রাজত্ব করিতেন। সরস্বতীকূলে যাজ্ঞিক ও পণিসম্প্রদায়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক পণি নিহত হয় এবং বৃসয়ের পুত্র[২৮] প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অপর পণিপতিগণের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে সিন্ধুসৌবীর দেশে সামন্তরাজরূপে একজনের সন্ধান পাওয়া যায়। (ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৯ম অঃ)

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাবলশালী সৈন্যসামন্তপরিবৃত পণিপতিগণ গবাশ্বজীবী, সূদখোর, কৃপণ ও বাণিজ্যপ্রিয় বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। ক্ষীর, দধি ও ঘৃত প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাঁহাদের 'চতুঃশৃঙ্গ' ও 'দশযন্ত্র উৎস'[২৯] যন্ত্র ছিল।

(২৪) ৮।৭৫।৭।   (২৫) ৫।৩৪।৭।   (২৬) ১।৩২।৩,১।৩৩।৩।

(২৭) তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎসহস্রং।

রথীরভূম্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥" (ঋক্ ১০।১০২।২)

অর্থাৎ বায়ু ইঁহার বস্ত্র উড়াইয়া দিল, ইনি রথারূঢ় হইয়া সহস্রকে জয় করিলেন। গাভীজয়ের সময় মুদ্গলানী রথী হইলেন। (সেই) ইন্দ্রসেনা গাভীগণকে শত্রুসৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

(২৮) মোক্ষমূলর এই বৃসয়ের সন্ততি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"In the Illiad, Briseis, the daughter of Brises, is one of the first captives taken by the advancing army of the west......That daughter of Brises is restored to Achilles when his glory begins to set."

Max-Muller's Science of language, (1882) Vol. II. p. 515.

(২৯) "অয়ং গোষু শচ্যা পক্কমন্তঃ সোমো দাধার দশযন্ত্রমুৎসং।" (ঋক্‌সংহিতা ৬।৪৪।২৪)

বাণিজ্য উপলক্ষে ধনলাভের জন্য তাঁহারা সমুদ্রযাত্রাও[৩০] করিতেন, অল্প মূল্যের দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া বেশী দাম লইতেন,[৩১] টাকা কড়ি ধার দিতেন, ও যথেষ্ট সুদ আদায় করিতেন।[৩২] আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ মনুষ্যজাতিকেও কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত "a group of demons of the upper air"[৩৩] অর্থাৎ 'ঊর্দ্ধতন বায়ুমার্গের উপদেবতার দল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বেদের নিরুক্তকার যাস্ক পণি শব্দে 'বণিক্'[৩৪] অর্থই করিয়াছেন, কোথাও তিনি অসুর বা অপদেবতা অর্থ করেন নাই। 'পণ' ধাতু হইতেই পাণিনি 'বণিক্' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বণিক্জাতিই বৈশ্যসমাজের মেরুদণ্ড। তাই বৈশ্যসমাজের আদি পরিচয় দিবার পূর্ব্বে জগতের আদিবণিক্ পণিজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তৎপূর্ব্বে ঋত্বিক্ ও পণিসমাজে দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে পণিপতিগণ পরাক্রান্ত ঋত্বিক্সমাজের নিকট রাজ্যসম্পদ্ হারাইলেন, এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেহ সমুদ্রপথে, কেহ বা দাক্ষিণাত্যে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কেহ বা ঋত্বিক্সমাজের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া ঋত্বিক্সমাজভুক্ত হইলেন।

ঋক্সংহিতার ১০।১০৮ সূক্তে পণিসরমা-সংবাদে পণিগণই ঋষি[৩৫] বলিয়া

(৩০) "তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবঃ।" (ঋক্ ১।৫৬।২)
"সমীং পণেরজাতি ভোজনং মুষে বি দাশুষে ভজতি সূনরং বসু।" (ঋক্ ৫।৩৪।৭)

(৩১) "ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্॥" (ঋক্ ৪।২৪।৯)

(৩২) "ইন্দ্রো বিশ্বান্ বেকনাটাঁ অহর্দৃশ উত ক্রত্বা পণীঁরভি।" (ঋক্ ৮।৬৬।১০)

(৩৩) A. A. Macdonell's Vedic Mythology (in Grundriss der Indo-Arischen Philologie, Vol. III.) p. 157.

(৩৪) "নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ" (১।৩২।৩)
এই ঋঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যাস্ক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—
'পণির্ব্বণিগ্ ভবতি পণিঃ পণনাদ্বণিক্ পণ্যং নেনেক্তি।" (নিরুক্ত ২।৫।৩)
ইহার পরও—'উত ক্রত্বা পণীঁরভি' (৮।৬৬।১০)
ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নিরুক্তে—'পণীংশ্চ বণিজঃ' (নিরুক্ত ৬।৫।৩)
এইরূপে বণিক্ অর্থই প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩৫) "প্রথমাতৃতীয়াদ্যা অযুজোঽস্ত্যাবর্জ্জিতাঃ পণীনাং বাক্যানি। অত্র ত এব ঋষয়ঃ। সরমা দেবতা।" (সায়ণভাষ্য)

পরিচিত। এখানে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আর্য্য বৈদিকভাষা। সুতরাং ঋত্বিক্‌সমাজের ন্যায় পণিসমাজেও আর্য্য বৈদিকভাষাই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেও একস্থানে 'পণি' বলা হইয়াছে। [৩৬] এতদ্দারা পণিগণ কখনই অনার্য্য ছিলেন না, বরং আর্য্য বা আর্য্যভাবাপন্ন ছিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ পণি-বিরোধী ঋষিগণের নামোল্লেখ করিয়াছি, সেইরূপ পণিজাতির পক্ষাবলম্বী কেতু, শংযু বার্হস্পত্য প্রভৃতি কএকজন ঋষির নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কেতু ঋষি পণিগণের বাণিজ্যপ্রসারের জন্য অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন।[৩৭] বৃবু নামে এক পণিপতি ঋত্বিক্‌সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এই পণিপতির প্রশংসা আছে। শংযু বার্হস্পত্য ঋষি জানাইয়াছেন—'গঙ্গার উন্নতকূলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে বৃবু অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার ন্যায় ধনার্থীকে যিনি দয়া করিয়া বায়ুবেগে সহস্রসংখ্যক (ধেনু) প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমরা সকলে স্তব করিয়া সহস্রধেনুপ্রদানকারী, প্রাজ্ঞ ও সহস্রস্তোত্রভাজন সেই বৃবুর সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেছি।'[৩৮] এমন কি মনুসংহিতায় (১০।১০৭) ও নীতিমঞ্জরীতেও পণিপতি বৃবুর বদান্যতার আভাস পাওয়া যায়।

বৈদিক পণিজাতিই পাশ্চাত্যসভ্যজগতে ফিনিক (Phœnician) নামে সুপরিচিত। পূর্ব্বতন গ্রীক ও জর্ম্মণগণের নিকট এই জাতি ফোনিক (Fonik) বা ফেনেক (Fenek) এবং পণিক (Punic) নামেও অভিহিত ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, 'ফেনিকগণই আদিবণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে পারস্যোপসাগরকূলে বাস করিতেন।" আবার কোন

(৩৬) "ককুহং চিত্বা কবে মন্দন্তু ধৃষ্ণবিন্দবঃ। আ ত্বা পণিং যদীমহে॥" (৮।৪৫।১৪।)

(৩৭) "অগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনং।
অংগ্ধি খং বর্ত্তয়া পণিং॥" (১০।১৫৬।৩।)

হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর। পণির বাণিজ্য প্রসার কর।

(৩৮) "অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্দ্ধন্নস্থাৎ। উরুঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ॥
যস্য বায়োরিব দ্রবদ্ভদ্রা রাতিঃ সহস্রিণী। সদ্যো দানায় মংহতে॥
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ। বৃবুং সহস্রদাতমং সূরিং সহস্রসাতমং।"
(ঋক্‌সংহিতা ৬।৪৫।৩১-৩৩)

কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত বহু গবেষণার ফলে জানাইয়াছেন যে আফগানিস্থানেই তাঁহাদের আদিবাস।[৩৯] বাস্তবিক পূর্ব্বে যে পণি-সরমা-সংবাদ উল্লেখ করিয়াছি, ঋক্‌সংহিতার উক্ত সূক্তে স্পষ্টই আছে যে দেবদূতী সরমা রসানদী পার পাইয়া পণিনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণিগণ সরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রসানদী কিরূপে পার হইয়া আসিলে?"[৪০] এই রসানদী প্রাচীন গান্ধার, বর্ত্তমান আফগানিস্থানের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিত।[৪১] এই রসানদীতীরে পণিদিগের সুরক্ষিত দুর্গাদি ছিল, তাহাও ঋক্‌সংহিতা হইতে জানা যায়।

চারি সহস্রাধিক বর্ষ[৪২] পূর্ব্বে যে জাতি হইতে আসীরীয়, বাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি সুপ্রাচীন জনপদসমূহ সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল, সেই আদিবণিক্-জাতির আদি জন্মস্থান পুণ্যভূমি পঞ্চনদ ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

সমস্ত ভারতে ঋত্বিক্ বা যাজ্ঞিক আর্য্যগণের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও পঞ্চনদ হইতে এই জাতির অস্তিত্ব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানিতে পারি, যে সিন্ধুসৌবীর দেশে রাজর্ষি রহুগণের রাজত্বকালে আঙ্গিরস ব্রাহ্মণবংশে জড়ভরতের আবির্ভাব। তৎকালে এখানকার পণিগণ ভদ্রকালীর উপাসক ছিলেন। পণিপতি পুত্রকামনায় দেবীর নিকট নরবলি দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরেরা বলি দিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকে ধরিয়া লইয়া যায়। পণিগণ আপনাদের 'বৈশস-সংস্থা'নুসারে[৪৩] জড়ভরতের অভিষেকাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া

(৩৯) Poecock's India in Greece, p. 218.

(৪০) "কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি॥" (১০।১০৮।১)

'রসা নাম নদী অধার্দ্ধযোজনবিস্তারা' (নিরুক্তটীকায় দেবরাজ ১১।৩।৪)

(৪১) ঋগ্বেদে রসা, অনিতভা, কুভা, ক্রুমু ও সিন্ধু এই কয়টী নদীর একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

"মা বো রসা নিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমঃ।" (৫।৫৩।৯)

রসা অবস্তাশাস্ত্রে রংহ নামে কথিত। কুভার বর্ত্তমান নাম কাবুল ও ক্রুমু বর্ত্তমান কুরুম্ নদী। এই কয়টাই আফগানস্থান ও পঞ্জাবের প্রান্তসীমায় প্রবাহিত। পঞ্জাবের সিন্ধুনদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

(৪২) পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে ফিনিকগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হইতে ২৫০০ বর্ষ মধ্যে সিরীয়ার উপকূলে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

(৪৩) বৈশসক্রিয়া হইতেই বৈশ্যনামোৎপত্তি। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায়

গীতবাদ্যাদি সহ তাঁহাকে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। নিজে পণিপতি জড়ভরতের রুধির দ্বারা ভদ্রকালীর পূজা করিবার জন্য শাণিত কৃপাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবী ভদ্রকালী সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিতনয়ের রক্ষার জন্য করালবদন বিস্তার করিয়া সগণ পণিপতিকে বিনাশ করেন। মহদভিচারক্রিয়া-দ্বারাই[৪৪] এরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।[৪৫]

সিন্ধুপ্রদেশের পণিগণ ভাগবতে 'বৃষল' অর্থাৎ বৈদিকাচারহীন বলিয়াই পরিচিত। আচারভেদ হেতুই এই জাতি পরাক্রান্ত বৈদিক ঋত্বিক্‌সমাজের নিকট যথেষ্ট নিগ্রহভোগ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা হৃতরাজ্য ও হতমান হইলেও অতিপ্রাচীন পাশ্চাত্যজগতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত জনপদ তাঁহাদের নামানুসারেই ফণিকীয় (ফিনিসীয়=Phœnicia) বা ফণিকদেশ বলিয়া পরিচিত। মিসর, আসীরীয়, বাবিলন ও গ্রীসের অতিপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ও উৎকীর্ণ লিপিমালায় এই জাতি ও তজ্জনপদের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় উজ্জ্বলাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। ফণিকদেশবাসিগণ জানিতেন যে,ত্রিশহাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের অভ্যুদয়।[৪৬] পূর্ব্বসমুদ্রতীর-(সম্ভবতঃ সিন্ধুসাগরতীর)-বর্ত্তী সুপ্রাচীন ভূভাগ হইতেই যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গিয়াছিলেন, একথাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।[৪৭] তাঁহারা স্থলপথে ও সমুদ্রপথে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন,[৪৮] ফিনিসীয়ার আদি ইতিহাসে তাহার আভাস আছে।

দ্রষ্টব্য।) বৈশস সংস্থা কি? ভাগবতে লিখিত আছে—"স্altবিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপমাল্যলাজকিশলয়াঙ্কুরফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া" (৫।৯।১৫)

অর্থাৎ অভিষেচনের পর আহতকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত; ভূষণ, আলেপন ও চন্দনতিলকাদিদ্বারা ভূষিত ও আহারাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (তাহাকে) ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, কিশলয়, অঙ্কুর ও ফলোপহার সহ নিবেদনই বৈশসসংস্থা।

(৪৪) জড়ভরত এখানে আঙ্গিরস বলিয়া অভিহিত। আঙ্গিরসেরা চিরদিন প্রধান আভিচারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভদ্রকালী নিজ ভক্তের প্রাণনাশ করিলেন কেন? ভাগবতকার বলেন যে, ইহা অভিচারক্রিয়ার ফল।

(৪৫) ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৯অঃ।

(৪৬) Africanus in Syncellus, p. 31.

(৪৭) Herodotus VII. 89.

(৪৮) জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার সময় সমুদ্রে তাহাদের কত বিপত্তি হইয়াছিল, ঋগ্বেদ হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়—

পক্ষের বিশ্বাস যে, পূর্ব্ব-ইরাণ হইতেই আর্য্য-জাতির এক শাখা সেই অতি প্রাচীন কালে মিতনি বা মেসোপোটমিয়ায় গিয়া উক্ত দেবগণের পূজা প্রচার করিয়া থাকিবেন। মিতনিপক্ষীয় লিপির অংশে যে সকল লোকের নাম আছে, ঐ সকল নামের সহিত ইরাণীয় নামের সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিয়া উক্ত শিল্পলিপিবর্ণিত মিতনি-গণের পূর্ব্বপুরুষগণকে অনেকে পূর্ব্ব-ইরাণবাসী মনে করিতেছেন। কিন্তু আমরা নানা কারণে তাহাদিগকে ইরাণীয় মনে করিতে পারিতেছি না। ঋক্-সংহিতা হইতে আমরা পূর্ব্বে যে সকল পণিপতিগণের নাম উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশের নামের সহিত পরবর্ত্তী ভারতীয় আর্য্য নামের সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও তাঁহাদিগকে যেমন আমরা ভারতবাসী ও আর্য্যবৈদিকভাষী বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহি, সেইরূপ কেবল নাম সৌসাদৃশ্য দেখিয়া উক্ত দেব-পূজকগণকে ইরাণীয় বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যে সকল মিতনিপতির নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইরূপ একটী বংশলতা পাওয়া গিয়াছে—
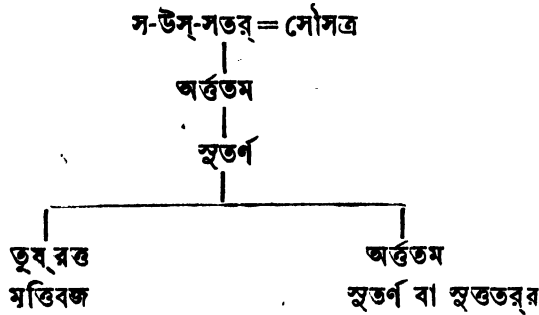
এই সকল নামের সহিত বেদোক্ত পণিপতিগণের নাম পাশাপাশি রাখিয়া দিলে অনেকটা একই ছাঁচে ঢালা মনে হইবে। বিশেষতঃ উক্ত দেবতাগণের মধ্যে 'ইন্দ্র' ও 'নাসত্য' নাম স্পষ্ট রহিয়াছে। ইরাণীয়দিগের আদিধর্ম্মপুস্তক অবস্তায় 'ইন্দ্র' কুদেব বা ভূতপ্রেত মধ্যে গণ্য এবং নাসত্য শব্দ 'নাওন্‌হৈথ্য' রূপে কথিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে কিরূপে বলিব যে, ঐ সকল দেবতা ইরাণীয়-দিগের উপাস্য? এ সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এমনও বলিতেছেন যে যখন বৈদিক আর্য্য ও আবেস্তিক আর্য্য মধ্যে বিরোধ বা সমাজ-পার্থক্য ঘটে নাই, সেই সময়ের আর্য্যধর্ম্ম মিতনিগণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সুপ্রাচীন মিলন-অবস্থার মত ও বিশ্বাসের প্রকৃত পরিচয় এ পর্য্যন্ত কোথাও বাহির হয় নাই। বরং আমরা আবেস্তিক ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী যে মিত্রধর্ম্মের পরিচয়

পাই, তাহাতে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি এক মিত্রেরই বিভিন্নরূপ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৫৪] কিন্তু মিতনিগণের উপাস্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়াই উল্লিখিত। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে আমরা আদি-ইরাণীয়গণের উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় যে নিঃসন্দেহে বৈদিক দেবতা, তাহা বলাই বাহুল্য।[৫৫] বোঘজ্‌কোই হইতে যে সকল সুপ্রাচীন বিবরণী উদ্ধার হইয়াছে, এখনও তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই, এখনও ঐ স্থানের ভূগর্ভ উৎখাত করিয়া পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের যথেষ্ট আয়োজন চলিতেছে। ইহা অসম্ভব নহে যে, সুদূর এসিয়া-মাইনর হইতে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার বিশিষ্ট নিদর্শন উদ্ধার হইয়া সভ্যজগৎকে বিস্ময়বিমুগ্ধ এবং যাঁহারা বৈদিক সভ্যতার অতিপ্রাচীনতা অস্বীকার করেন, সেই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিবে।

বর্ত্তমান যে উপকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভারতের আদিবণিক্‌ পণিজাতি হইতেই চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এসিয়া-মাইনরে ভারতীয় সভ্যতা ও বৈদিক দেবতাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। যে বোঘজ্‌কোই হইতে মিতনিগণের উপাস্য উক্ত বৈদিক দেবগণের নাম বাহির হইয়াছে, সেই সুপ্রাচীন জনস্থান হইতেই সার্দ্ধত্রিসহস্রাধিক বর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী কীলরূপা শিল্পলিপিতে স্পষ্ট 'পণি' নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে ?[৫৬] এরূপ স্থলে আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতীয় পণিগণ বাবিলনে গিয়া সেই দূর অতীতকালে ভারতীয় বৈদিক দেবতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদেরই নিকট মিতনির প্রাচীন অধিবাসিগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। মিতনি-পতিগণ ঠিক কোন্‌ জাতি ছিলেন এবং কোথা হইতে গিয়া তাঁহারা এসিয়া-মাইনরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অনুমান ভিন্ন পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ এখনও তাহার স্পষ্ট নিদর্শন বাহির করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা হয় পণিপতিগণের

(৫৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৪র্থ অংশ শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণবিবরণ ৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৫৫) সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭ সাল ২য় সংখ্যায় 'বাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৫৬) J. Roy. As. Society, for 1909, p. 970-971. বহুভাষাবিদ্‌ অধ্যাপক A. H. Sayce উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "পণি" শব্দের 'পূর্ব্ববর্ত্তী' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে পণিশব্দে Phoenician অর্থ করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।

বংশধর, নয় তাঁহারা কোনরূপে পণিরাজবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত ঘোষণা করিয়াছেন যে বাবিলনের পতনে আর্য্যগণের হর্ষসংবাদ ঋগ্বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৫৭] এরূপস্থলে স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতেই যে আর্য্য-ভারতের সহিত বাবিলনের সংস্রব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন ইংরাজজাতির সহিত আধুনিককালে ভারতের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, সেইরূপ পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষেই পণি বা আর্য্য বণিক্ জাতির সহিত মিসর, বাবিলন, ট্রয় প্রভৃতি সুপ্রাচীন জনপদের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। যেমন ইংরাজ-বণিক্ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য এখানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের সমাগম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ পণিদিগের ধর্ম্মকর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের সমভিব্যাহারী পুরোহিত বা ঋত্বিগ্‌গণের যত্নেই সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বৈদিক দেবপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নয়।

বৈদিক আর্য্যগণের অশ্বমেধ একটী প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান। অশ্বমেধের অশ্বটী আরোহণের জন্য নহে, তাহার মেধে যজ্ঞ সম্পন্ন হইত ও যজ্ঞান্তে তাহার মাংস সকলে খাদ্য স্বরূপ গ্রহণ করিত। বাবিলনের সুপ্রাচীন ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৯৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তথায় সর্ব্বপ্রথম অশ্ব আনীত হয়। এ সময়ে হম্মুরবির পুত্র সম্সুইলুনা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। আরোহণের জন্য নহে, পবিত্র যজ্ঞীয় পশুরূপেই বা আহার্য্য সামগ্রীরূপেই আর্য্য কাশ বা কাশী (Kassites) নামক জাতি হইতেই বাবেরুসভায় প্রথমে অশ্ব পরিচিত হইয়াছিল।[৫৮] ভারতীয় মহাপুরাণসমূহে এই জাতি 'কাশেয়' ও 'কাশ্য' নামে অভিহিত। এই জাতি হইতেই ভারতে কাশী-রাজবংশের উৎপত্তি ও কাশী জনপদের নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদ্ প্রকাশ করিয়াছেন যে কাশ (Kassite) জাতির প্রধান উপাস্য 'সূরিয়'[৫৯] বা সূর্য্য। এসিয়া-মাইনরে এই জাতিই সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যপূজা প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে পণি বা আদি বণিক্‌জাতিও সূর্য্যপূজা করিতেন।

(৫৭) H. Brunnhofer, *Iran und Turan*, p. 221.

(৫৮) Meyer, Das erste Auftreten der Arier in der Geschichte, p. 15.

(৫৯) 'সুরিয়' শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাশ্যগণ ইরাণবাসী ছিলেন না, তাঁহারা ইরাণবাসী হইলে ইরাণীয়গণের ন্যায় "সূর্য্য" নামের পরিবর্ত্তে 'মিথ্র' নামেই উপাস্য দেবতার পরিচয় দিতেন।

সম্ভবতঃ এই জাতি যখন সুদূর সিরীয়া প্রদেশে গিয়া বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময় ভারতীয় কাশ্যজাতির এক শাখা সুদূর বাবিলনে গিয়া পণিদিগের ন্যায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পূর্ব্ব-ইরাণ হইতে বৈদিক আর্য্যসভ্যতা এসিয়া-মাইনরে প্রচারিত হয় নাই। বিভিন্ন দেবতার স্ব স্ব নাম হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, চারিহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্য দ্বারাই য়ুরোপ-সীমায় বৈদিকধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। পণি-পুরোহিত অথবা তদনুগামী কাশ্য-জাতিই সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর্য্যবৈদিক ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

এসিয়া-মাইনর ও সমস্ত দক্ষিণ-য়ুরোপে ফণিকগণ খৃষ্টজন্মের দুইসহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, য়ুরোপীয়গণের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহার পরিচয়দানে বিরত হইলাম। স্থূলতঃ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই আদি বণিক্-জাতি চারি সহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বে, সর্ব্বজাতির অগ্রে কাচনির্ম্মাণ, বর্ণলিপি-প্রচলন, মহাসমুদ্রে অর্ণবপোতচালন ও গিরিশৈল ভেদ করিয়া সুবৃহৎ মন্দিরাদি গঠন করিয়া অতিপ্রাচীন সভ্যজগৎকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। সমুদ্রে নৌচালন-বিদ্যায় তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। মিসর, গ্রীক্ ও রোমকগণ ইঁহাদের নিকটই নৌ-চালনবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইঁহারা ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া পোতচালনা করিতেন, এ কারণ গ্রীক-নাবিকগণ ঐ তারাটীকে ফণিকতারা বলিয়া অভিহিত করিত। ফণিকেরা ক্ষুদ্রবৃহৎ পোতগুলি যেরূপ দ্রুতবেগে চালনা করিতেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও গ্রীকগণ তাহার সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। পণিগণ সমুদ্রপথে স্পেন হইতে মলবার উপকূল পর্য্যন্ত সকল নগরে বাণিজ্যবিস্তার করিয়া অসম্ভব ধনশালী হইয়াছিলেন। ধনশালিতা ও নৌ-যুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য হেতু সিরীয় হইতে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী সকল প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জনপদ তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহাদেরই যত্নে প্রায় তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের পণ্যসম্ভার সুদূর দক্ষিণ-য়ুরোপের বিভিন্ন রাজপুরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে মিসর পাশ্চাত্য-জগতে সভ্যতার আদিকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত, সেই মিসরও স্মরণাতীতকাল হইতে এই আদি বণিক্সমাজের নিকট নানা সভ্যতা-শিক্ষায় ঋণী। অতি পূর্ব্বতনকাল হইতে মিসরে চিত্রলিপি

প্রচলিত থাকিলেও এই পণিজাতিই তথায় সঙ্কেতলিপি ও বর্ণলিপি প্রচার করিয়া নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেবল মিসর বলিয়া নহে, সমস্ত সভ্যজগৎ বর্ণলিপি-প্রচারের জন্য এই জাতির নিকট ঋণী। বাস্তবিক এই পণিক-জাতিই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা বলিয়া পাশ্চাত্যপুরাবিদ্‌গণের নিকট চিরদিন পরিচিত আছেন। এখানে আমরা বলিতে বাধ্য যে, বর্ত্তমান লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ফনিকজাতির লিপি হইতেই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি। এখন তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, যে পাশ্চাত্যভূমি হইতে এদেশে লিপিপ্রথা আসিয়াছে, না পণিজাতির আদিবাসভূমি ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহাদের সঙ্গে লিপিলেখনপ্রণালী পাশ্চাত্যভূখণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে।[৬০] পণিজাতির নাম বহুদিন হইতে ভারতবাসী ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও হিন্দীভাষায় দুগ্ধসার 'পণীর' নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বকালে পণিজাতি যে লতা দুগ্ধে প্রয়োগ করিয়া দধি প্রস্তুত করিতেন, সিন্ধুপ্রদেশে সেই লতা আজও তাঁহাদের নামানুসারে 'পণীর' (Withania coagulans) নামে অভিহিত হইতেছে। সেই সুপ্রাচীন সুসভ্য পণিকবংশ এখন ভারতীয় বিরাট্ বণিক্‌সমাজে অন্তর্লীন হইয়াছে।

(৬০) বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগে বর্ণলিপি শব্দে ভারতীয় লিপির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে পণিজাতি-কর্ত্তৃক লিপিপ্রবর্ত্তনের ইতিহাস সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে সাধারণকে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি ও বৃত্তি-নির্ণয়

যে সময়ে বৈদিক আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ইতর-বিশেষ ছিল না, সকলেই দেবভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সেই সময়ের অবস্থাই সত্যযুগ বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন,—'বর্ণের কোন ইতর-বিশেষ নাই, এই জগৎ সমস্তই ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মার সন্তান।'[১]

পরে আর্য্যসন্তানগণ সুমেরু হইতে অবতরণপূর্ব্বক হিমাচল ভেদ করিয়া যখন ভারতপ্রান্তে উপনীত হইলেন, রত্নপ্রসূ শস্যশ্যামলা ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তৎকালে 'কামভোগপ্রিয়, অনার্য্যদিগের প্রতি ক্রোধপরায়ণ ও তাহাদের ধনরাশি অধিকারে অতি কঠোর এবং সৎসাহসে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্যসমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেন।'[২] এই সময়ই পুরাণে ত্রেতাযুগ বলিয়া পরিকল্পিত। এই সময়েই ভারতবর্ষে যজ্ঞধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। যজ্ঞসাধনের জন্য দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়ের আবশ্যক। যে সময়ে ভারতবর্ষে যজ্ঞসাধক এই অগ্নিত্রয়ের বহুল বিস্তার হইয়াছিল, সেই সময়ই ত্রেতা বা যাজ্ঞিকযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যুগেই যাজ্ঞিকগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; বেদসংহিতাসমূহে ঋষিপ্রত্যাদিষ্ট ভাষায় এই যুগের সমুজ্জ্বল চিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সময়ে যাজ্ঞিক আর্য্যসমাজ হইতেই ঋত্বিক্‌গণের পরিপোষ্টা আর্য্যবীরগণের অভ্যুদয়। আর্য্যবীরগণ হইতেই

(১) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।" শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অঃ।

(২) "ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তা স্বধর্ম্মান্ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥"

ক্ষত্রিয়-সমাজের সূত্রপাত।[৩] তাই মহাভারতাদিতে ত্রেতায় রাজচক্রবর্ত্তী ও ক্ষত্রিয় বীরগণের অভ্যুদয় স্বীকৃত হইয়াছে।[৪] এই সময়েই ঋত্বিক্ ও পণি-সমাজে মহাসংঘর্ষ চলিয়াছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, যাজ্ঞিক সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহিত পণি-সমাজের অধঃপতন ঘটে। পণিসমাজের অধঃপতনের সহিত পণিপতিগণের বংশধরগণ প্রথমে পারস্যোপসাগরকূলে, পরে সিরীয়ায় প্রবেশ করিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইয়া আদি দ্রাবিড় সমাজের অঙ্গপুষ্টি করেন এবং কেহ কেহ ঋত্বিক্ সমাজভুক্ত হইয়া যজ্ঞধর্ম্মা-বলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতের বিশাল প্রজাসাধারণ যাজ্ঞিকগণের অধীনতা স্বীকার করিলেও স্ব স্ব পূর্ব্ববৃত্তি ও পূর্ব্বাচার এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই জাতীয় পূর্ব্ববৃত্তিই বিদ্যমান ছিল। ঋত্বিক্ ও রাজন্যবংশ ব্যতীত আর্য্যসমাজের জনসাধারণের সহিতই উক্ত প্রজাসাধারণ মিশিয়া গেল; সেই মিলিত বিশালসমাজ ঋক্‌সংহিতায় 'বিশ্' বা 'বিট্'[৫] বলিয়া সুপরিচিত।

উত্তরভারতে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে যাজ্ঞিক আর্য্যগণ অকৃষ্টপচ্য বা স্বভাবজাত শস্যাদি দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, এ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কৃষিপ্রণালী সুপ্রচলিত হয় নাই, এই কারণেই বোধ হয় বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অকৃষ্টপচ্য শস্যাদির ব্যবস্থা আছে। তাই আমরা ব্রহ্মাণ্ডাদি মহাপুরাণে দেখিতে পাই যে সত্যযুগে অকৃষ্টপচ্য শস্যাদি দ্বারাই সাধারণে জীবনরক্ষা করিত। ত্রেতাযুগেই অর্থাৎ পণিসমাজের সহিত সংস্রবের সঙ্গে সঙ্গেই যাজ্ঞিকসমাজ কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করেন। তাই পুরাণে দেখা যায় যে ত্রেতাযুগের শেষে প্রজাসাধারণ নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।[৬]

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগ ২৮-৩০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৪) "ত্রেতায়াং ক্ষত্রিয়া রাজন্ সর্ব্বে বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ।
আয়ুষ্মন্তঃ ক্ষত্রিয়া বীরা ত্রেতায়াং বশবর্ত্তিনঃ॥" মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব।

(৫) বেদভাষ্যকারগণ 'পণি' ও 'বিট্' শব্দের একই অর্থ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালে পণিক, বণিক, বিট্, ও বৈশ্য এ গুলি একপর্য্যায়বাচী শব্দ হইয়া পড়িয়াছে।

(৬) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৮।১৩২।

এই সময়েই ভারতীয় ঋক্‌সংহিতায় বহু অংশ ঋষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতায় কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য-কৃষকগণ গো ও অশ্ব-সাহায্যেই যবচাষ করিতেন।[৬] কিরূপ যন্ত্রে ও কি প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইত, কে কে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ করিত, কিরূপে তাহা পরিচালিত হইত, ঋক্‌সংহিতার একটী সূক্তে তাহার বেশ পরিচয় আছে[৭]।

(৬) "গোভির্যবং ন চর্ক্বৃষৎ।" (ঋক্ ১।২৩।১৫)

(৭) "যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥৩
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥৪
নিরাহাবান্ কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন।
সিংচামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতং ॥৫
ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং।
উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতং ॥৬
প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎকৃণুধ্বং।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিংচতা নৃপাণং ॥৭
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মাবঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তং ॥৮
(ঋক্ ১০।১০১ সূক্ত)

উক্ত মন্ত্রসমূহের ভাবার্থ এইরূপ—

'লাঙ্গল যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তার কর, এখানে যে ক্ষেত্র করা হইয়াছে, তাহাতে বীজবপন কর। সৃণি সকল নিকটবর্ত্তী পক্ব শস্যে নিপতিত হউক। আমাদের এই স্তবের সঙ্গে আমাদের অন্ন পূর্ণ হউক।৩

'লাঙ্গলগুলি জোড়া গিয়াছে, কর্ম্মকারগণ যুগগুলি পৃথক্ করিতেছে। ধীরগণ দেবতার সুন্দর স্তোত্র পড়িতেছেন।৪

'পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা (চর্ম্মরজ্জু) যোজনা কর। এই সুকর পরিপূর্ণ অনুপেক্ষিত গর্ত্ত হইতে জল লইয়া সেচন করি।৫

'পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, এই উদীর্ণ অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জলসেচন করা যায়, ইহা হইতে জলসেচন কর।৬

'ঘোটকগুলিকে ঠাণ্ডা কর, ক্ষেত্রের ধান তুলিয়া লও, সুশৃঙ্খলে ধান্য বোঝাই হইতে,

এমন কি একটী সূক্তে শস্যাদি রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্রপালের স্তুতিও পাওয়া যায়।[৮]

পারে, এরূপ রথ প্রস্তুত কর। পশুদিগের নিমিত্ত এই জলপূর্ণ জলাধার এক দ্রোণ পরিমাণ। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত চক্র আছে। এ ছাড়া মনুষ্যদিগের পানীয় জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবে, তাহাও জল পূর্ণ কর।৭

'ব্রজ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মানবের পানভূমির উপযুক্ত। বহু মোটা কবচ সেলাই কর। কঠিন লৌহময় পাত্র বাহির কর। চমস দৃঢ় করিয়া ধর, যেন জল গড়াইয়া না পড়ে।'

(৮) "ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃড়াতীদৃশে ॥১
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥২
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥৩
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয় ॥৪
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতং ॥৫
অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥৬
ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥৭
শুনং ন ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং ॥"৮
(ঋক্ ৪।৫৭ সূক্ত)

ক্ষেত্রপতির মঙ্গল দ্বারা আমরা জয় করিব। আমাদের গো ও অশ্ব পোষণ করিয়া আমাদিগকে তিনি সুখী করুন। হে ক্ষেত্রের পতি! ধেনু যেমন মধুমান্ দুগ্ধ দেয়, তুমিও সেইরূপ মধুস্রাবী, সুপবিত্র, অমৃতময় জলদান কর। যজ্ঞপতিগণ সুখী করুন।২

ওষধিসমূহ মধুযুক্ত হউক; দ্যুলোকসমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রের পতিও আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।৩

প্রথম অধ্যায়ে বৈদিক পণিজাতিপ্রসঙ্গে বাণিজ্য ও গোরক্ষার আভাস দিয়াছি। এখন আমরা ঋক্‌সংহিতা হইতে পাইতেছি যে আর্য্যসমাজে কৃষিকার্য্য সমাদৃত এবং কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষ বিধান আশায় ক্ষেত্রপতির পূজাও প্রচলিত হইয়াছিল। আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন যাজ্ঞিক-সমাজ গন্ধার ও পঞ্চনদের সীমায় আবদ্ধ ছিলেন, সেই অতিপ্রাচীনকালে এক আর্য্যপরিবার মধ্যেই এক ভাই তাঁত বুনিতেছেন, এক ভাই গোচারণ করিতেছেন, আর এক ভাই আচার্য্য বা পৌরোহিত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ঋক্‌সংহিতা হইতে আমরা আদি বৈদিক-সমাজের এরূপ চিত্র পাইতেছি। ক্রমে যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যাজ্ঞিক সমাজের শাসন সুবিস্তৃত হইল, তৎকালে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রত্যেক পরিবারের আকৃতি, প্রকৃতি ও বৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক একটী বর্ণ কল্পিত হইল। কিরূপে এই বর্ণবিভাগ সাধিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৯] তবে আমাদের আলোচ্য বৈশ্যসমাজ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যই যাহাদের বৃত্তি ছিল, তাহাদিগকে লইয়াই বৈশ্য-সমাজের সূত্রপাত। নানা বৈদিক গ্রন্থ হইতে বৈশ্যসমাজের গঠন সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। সাধারণের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য উদ্ধৃত হইতেছে—

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মতে "ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"

শুন* বলদগুলাকে, শুন মানুষকে, শুন লাঙ্গলকে চাষ করান।৪

হে শুন! হে সীরা†! তোমরা আমাদিগের এই স্তব গ্রহণ কর। তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তদ্দ্বারা এই (পৃথিবীকে) সেচন কর।৫

ইন্দ্র সীতাকে‡ গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন, (এই লাঙ্গলপদ্ধতি) জলময়ী হইয়া উত্তরোত্তর বর্ষে বর্ষে (শস্য) দোহন করুক।

ফালগুলি শুনকে দিয়া ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ শুনের সাহায্যে বলদ লইয়া চলুক, পর্জ্জন্য মধুর জল দিন। হে শুন! আমাদিগকে সুখী কর।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* শৌনক বলেন, শুন—দ্যুদেবতা। যাস্কের মতে শুন—বায়ুদেবতা।

† যাস্কের মতে সীর—আদিত্য। মহীধর শুক্লযজুঃসংহিতার ভাষ্যে 'সীরাণি হলানি' অর্থাৎ সীর শব্দের অর্থ লাঙ্গল করিয়াছেন।

‡ সীতা অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতি। (বাজসনেয়সংহিতাভাষ্য (১২।৭০)

(১০।৯০।১২) অর্থাৎ যাহা হইতে বৈশ্য তাহাই পুরুষের উরুযুগল। অথর্ববেদে “উরু” স্থানে “মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ” এইরূপ উক্তি আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

(প্রজাপতি ইচ্ছাক্রমে) তাঁহার মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে বিশ্বদেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুগণের মধ্যে গোগণ সৃষ্ট হইল। অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অন্নবান্। ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল।’ [১]

শতপথব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, ‘ভূঃ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়াছিলেন, ‘ভুবঃ’ এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং ‘স্বঃ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। [২]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

‘এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন; যজুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের যোনি বা উৎপত্তি স্থান; সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি।’ [৩]

উপরি উক্ত বৈদিক প্রমাণ হইতে মনে হয়, আদিকালে আর্য্য প্রজা সাধারণ ‘বিশ,’ ‘অর্য্য’ বা ‘বৈশ্য’ বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও কার্য্যানুরোধে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ হইতে বেশ জানা যায় যে, গো-অন্নাদি বৈশ্যের সহজাত অর্থাৎ আর্য্যজাতির মধ্যে যাঁহারা গোরক্ষা ও অন্নাদি বা আহার্য্য দ্রব্যের উপায় করিয়া দিত, তাহারাই ‘বৈশ্য’ নামে

(১) “মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতীচ্ছন্দো বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নাধানাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াংসোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত।” (৭।১।৪।৯)

(২) “ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়তভুবঃ ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশং।
এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্ব্রহ্মক্ষত্রং বিট্।” (২।১।৪।১৩)

(৩) “সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ।
যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ॥” (৩।১২।৯৩)

আখ্যাত। যজুর্ব্বেদে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে, ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। পুরুষসূক্তের মতে পুরুষের উরু বা মধ্যস্থানই বৈশ্য। যাস্কের নিরুক্ত মতে উরু বা মধ্যস্থানের অর্থ ভূমি বা পৃথিবী। তাই অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে, মধ্য বা ভূমিই বৈশ্য অর্থাৎ ভূমিকর্ষণাদির জন্যই বৈশ্যের সৃষ্টি। কৃষ্ণযজুর্ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, বৈশ্যবর্ণকে ঋক্ হইতে জাত বলিয়া জানিবে। আবার কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বদেব দেবতা ও জগতীচ্ছন্দঃসহ বৈশ্যবর্ণ হইয়াছে। পারস্করগৃহ্যসূত্রে আছে, 'অগ্নিদেবতাক গায়ত্রী ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করিবেন, কারণ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণই আগ্নেয়। 'দেব সবিতঃ' ইত্যাদি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবিশিষ্ট সাবিত্রী ক্ষত্রিয়ের এবং জগতীছন্দোযুক্ত সাবিত্রী বৈশ্যের পক্ষে উচ্চার্য্য।' [৪] জগতীচ্ছন্দের সাবিত্রী কি? পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার গদাধর লিখিয়াছেন,—"জগতীচ্ছন্দস্কাং বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে ইত্যৃচং বৈশ্যস্যানুব্রূয়াৎ" অর্থাৎ জগতীছন্দোযুক্ত 'বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে' ইত্যাদি ঋক্ বৈশ্যের উচ্চার্য্য। ঋগ্বেদে উক্ত জগতী ছন্দের সাবিত্রী এইরূপ পূর্ণাকারে দৃষ্ট হয় (এই ঋকের দেবতা সবিতা, ঋষি আত্রেয় শ্যাবাশ্ব।)

"বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ
প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো
হনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি॥"* (৫।৮১।২)

(৪) সম্বেব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াদাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ। ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য। জগতীং বৈশ্যস্য।" (২।১।৭-৯)

* সায়ণাচার্য্য উক্ত ঋকের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন,—'কবির্মেধাবী সবিতা বিশ্বা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাত্মনি প্রতি মুঞ্চতে বধ্নাতি ধারয়তি। কিঞ্চ ভদ্রং কল্যাণং গমনাদিবিষয়ং প্রাসাবীৎ অনুজানাতি। কর্ম্মে দ্বিপদে মনুষ্যায় চতুষ্পদে গবাশ্বাদিকায়। কিঞ্চ সবিতা সর্ব্বস্য প্রেরকো দেব বরেণ্যো বরণীয়ঃ সন্ ব্যখ্যৎ খ্যাপয়তি প্রকাশয়তি। কিং নাকং নাস্মিন্নকং দুঃখমস্তীতি নাকঃ স্বর্গঃ। যজমানার্থং স্বর্গং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স দেব উষসঃ প্রয়াণমুদয়মনু বি রাজতি প্রকাশতে। সবিতুরুদয়াৎ পূর্ব্বং হ্যষা উদেতি।'

শুক্লযজুর্ব্বেদেও (১২।৩) উক্ত বৈশ্যসাবিত্রী দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার মহীধর বৈশ্যসাবিত্রীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অর্থ—জ্ঞানবান্ সবিতা আপনিই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের সকল কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সেই বরণীয় সবিতা স্বর্গলোককে প্রকাশ করিয়াছেন এবং উষার পশ্চাৎ বিরাজিত হইয়াছেন।

উক্ত ঋঙ্মন্ত্র বৈশ্যের অবলম্বন বলিয়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৈশ্যকে ঋগ্‌জাত এবং বিশ্বদেব সবিতা-মন্ত্রাত্মক জগতীছন্দঃ বৈশ্যবর্ণের গ্রাহ্য বলিয়া কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে বিশ্বদেব ও জগতী ছন্দঃ সহ বৈশ্যের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে।

বৈশ্যবর্ণ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

'অনভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ ক্ষত্রিয়ের তিনটী হেয় ভক্ষ্যের মধ্যে এক অংশ লইয়া থাকেন, হয় সোম, নয় দধি, নয় জল। অনভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ ব্রাহ্মণভক্ষ্য সোম যখন গ্রহণ করিবেন, নিজে ব্রাহ্মণদিগকেই জয় করিবেন, আপনি ব্রাহ্মণকল্প হইবেন, তাঁহারা আদায়ী বা প্রতিগ্রহশীল, আপায়ী বা সোমপানে আগ্রহান্বিত ও আবসায়ী বা পরগৃহে সর্ব্বদা যাচ্ঞাকারী হইবেন এবং ইচ্ছামত সর্ব্বদা কালযাপন করিবেন। যখন ক্ষত্রিয়ের কোন দোষ ঘটে, (অর্থাৎ যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের অংশ লয়), তাহা হইলে তাহার সন্ততিও ব্রাহ্মণকল্প হইবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র) সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে। যখন অনভিজ্ঞ ঋত্বিক্ বৈশ্যের অংশ দধি আহরণ করিবেন, তখন বৈশ্যদিগের উপর তাহার মতিগতি ফিরিবে। তাহার বংশ বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অপর রাজাকে কর দিবে। রাজার ইচ্ছামত তাহারা তিরস্কারভাগী হইবে। যখন

[কা° ১৬।১।৬] 'শিক্যপাশং প্রতিমুঞ্চতে ষড়ুদ্ধামং বিশ্বা রূপাণীতি। উৎ উর্দ্ধং যম্যতে নিযম্যতে যৈস্তে উদ্ধামা রজ্জবঃ ষড়ুদ্ধামা রজ্জব উর্দ্ধাকর্ষণহেতবো যস্যেদৃশমাসন্দীস্থং শিক্যপাশং যজমানঃ কণ্ঠে বধ্নাতীতি সূত্রার্থঃ। সবিতৃদেবত্যা জগতী শ্যাবাশ্বদৃষ্টা। কবিঃ বিদ্বান্ ক্রান্তদর্শনঃ। বরেণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সবিতা সর্ব্বস্য প্রসবিতা সূর্য্যঃ বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে দ্রব্যেষু প্রতিবধ্নাতি রাত্রিতমোহপহত্য রূপাণি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। যশ্চ দ্বিপদে চতুষ্পদে দ্বিপাদ্ভ্যশ্চতুষ্পাদ্ভ্যো মনুষ্যপশ্বাদিভ্যো ভদ্রং কল্যাণং স্বস্বব্যবহারপ্রকাশনরূপং শ্রেয়ঃ প্রাসাবীৎ প্রেসৌতি প্রেরয়তি। যশ্চ নাকং স্বর্গং ব্যখ্যৎ বিখ্যাতি প্রকাশয়তি অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ খ্যাতিভ্যোহঙ্ ইতি চ্লেরঙ্। যশ্চ উষসঃ উষঃকালস্য প্রয়াণং গমনমনু পশ্চাৎ উষঃকালে ব্যতীতে সতি বিরাজতি বিশেষেণ দীপ্যতে। উষাঃ সবিতুঃ পুরোগামিনীতি সবিতুঃ স্তুতিঃ। ঈদৃশঃ সবিতা শিক্যং প্রতিমুঞ্চত্বিতি শেষঃ।'

ক্ষত্রিয়ের দোষ ঘটিবে (অর্থাৎ যদি যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অংশ দধি লইয়া ফেলে) তাহার সন্তান বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মিবে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র) বৈশ্যজাতি ভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং বৈশ্যরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে।'৫

উদ্ধৃত বৈদিক প্রমাণাদি অবলম্বনে আভাস পাওয়া যাইতেছে, যে আর্য্য প্রজাসাধারণের ভূমিকর্ষণ, গোরক্ষা ও অগ্ন্যাধানই উপজীবিকা ছিল, যাহারা রাজকর দিত ও রাজপীড়িত হইত এবং জগতীচ্ছন্দঃবিশিষ্ট ঋঙ্মন্ত্রই যাহাদের সাবিত্রী বা আর্য্যত্বের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, বৈদিক যুগে তাহারাই 'অর্য্য'* বা বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল।

এক এক বর্ণের পক্ষে এক একটী যজ্ঞীয় দ্রব্যগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এক বর্ণ অপর বর্ণের গ্রাহ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাকে সেই বর্ণের সমাজে মিশিতে হইত এবং তাহার বংশধরগণ সেই বর্ণ বলিয়াই গণ্য হইত। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া এক ভিন্ন বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহাদের কার্য্য ও ধর্ম্ম অনুসারে তাহারা ভিন্ন বর্ণে মিশিতে পারিত। সেই সময়ে এখনকার মত কঠোরতা ছিল না। বৃত্তিই বর্ণবাচী ছিল।

মগদিগের আদিধর্ম্মশাস্ত্র জন্দ্ অবস্তার অন্তর্গত 'যশ্ন' নামক বিভাগে ১ আথব, ২ রথএস্তাও ৩ বাশ্ত্রিয়-ফ্সুয়ন্ট ও ৪ হুইতি এই চারি বর্ণের উল্লেখ আছে। (যশ্ন ১৯।৪৬) যশ্নের সংস্কৃতটীকাকার নেরিওসিংহ উক্ত চারিটী শব্দের

(৫) "ত্রয়াণাং ভক্ষাণামেকমাহরিষ্যন্তি সোমং বা দধি বাহপো বা স যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি ব্রাহ্মণকল্পস্তে প্রজায়া মাজনিষ্যতে আদায্যাপায্যাব-সায়ী যথাকামপ্রযাপ্যো। যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণকল্পোঽস্য প্রজায়া মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতামভ্যুপৈতোঃ স ব্রহ্মবন্ধবেন জিজ্যূষিতোঽথ যদি দধি বৈশ্যানাং স ভক্ষো বৈশ্যাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি বৈশ্যকল্পস্তে প্রজায়া মাজনিষ্যতেঽন্যস্য বলিকৃদন্যস্যাদ্ যো যথাকামজ্যেয়ো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি বৈশ্যকল্পোঽস্য প্রজায়া মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা বৈশ্যতামভ্যুপৈতাঃ স বৈশ্যতয়া জিজ্যূষিতঃ"। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।৫।৩)

* অর্য্য শব্দের প্রমাণ শুক্লযজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়সংহিতার ১৪।৩০)
"নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাং।"
'অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ' (বেদদীপে মহীধর)

যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন—১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন্ ও ৪ প্রকৃতিকর্ম্মন্। এখানে কুটুম্বি-শব্দ দ্বারা বৈশ্যবর্ণকেই বুঝাইতেছে।

বেদে চারিবর্ণের মধ্যে "আর্য্যৈস্ত্রৈবর্ণিকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য্য এবং শূদ্র অনার্য্য বা দস্যু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্ত চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও তদুৎপন্ন বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গ বেদে নাই। বরং শুক্লযজুঃ-সংহিতার মন্ত্র মধ্যে তক্ষা বা শিল্পী, রথকার বা সূত্রধার, কুলাল বা কুম্ভকার, কর্ম্মার বা কামার (লৌহকার), নিষাদ বা মাংসাশী গিরিচর, পুঞ্জিষ্ঠ বা পাখ্‌মারা, শ্বন্য বা কুকুরপালক (শিকারী), মৃগয়ু বা ব্যাধ ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গুলি কর্ম্মবাচী,[৬] জাতীবাচী নহে।

স্মৃতিসংহিতা-প্রচারকালে নানাজাতির উৎপত্তি হইতেছিল বটে, কিন্তু সে সময়েও আর্য্য-সমজে সমাজবন্ধনের কঠোরতা ছিল না, এ সময়েও একবর্ণ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণান্তর আশ্রয় করিতে পারিতেন। মনুসংহিতায় আছে—

'উৎকৃষ্টজাতি-ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সে নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তমজন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।'[৭]

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

'জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণ্যলাভ; কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) এবং উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে।'[৮] মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার উদ্দেশ্য এইরূপ বুঝাইয়া গিয়াছেন—

'ব্রাহ্মণদ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্না কন্যা নিষাদী, সেই কন্যা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা

(৬) "নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ" (১৬।২৭)

(৭) "শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌যুগাৎ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" (১০।৬৪-৬৫)

(৮) "জাত্যুৎকর্ষে যুগে জ্ঞেয়ো পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥" (১।৯৬)

হইলে তাহাতে যদি আবার কন্যা জন্মে, সেই কন্যাকে আবার যদি ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে পুনরায় কন্যা উৎপাদন করেন, তাহা হইলে এইরূপে উৎপন্না ষষ্ঠীকন্যার সপ্তমপুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। ব্রাহ্মণদ্বারা বৈশ্যাতে উৎপন্না কন্যা অম্বষ্ঠা, সেই অম্বষ্ঠার কন্যা-পরম্পরায় পঞ্চমী-ষষ্ঠপুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। এই প্রকার ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা উগ্রা বা মাহিষ্যা যথাক্রমে ষষ্ঠ বা পঞ্চমপুরুষে ক্ষত্রিয় উৎপাদন করিয়া থাকে।'[৯]

পুরাণেও আমরা বেদস্মৃতিবচনের সমর্থক অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। কত ক্ষত্রিয়রাজবংশ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কত বৈশ্য কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। এখানে দুই একটী প্রমাণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—

সকল প্রধান পুরাণমতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণমতে, নাভাগ কর্ম্মানুসারে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১০]

মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, নাভাগ বৈশ্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। আবার হরিবংশে লিখিত আছে যে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১১]

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ভলন্দ, বন্দ্য ও সংকৃতি এই তিন জন বৈশ্য বেদের মন্ত্র প্রকাশ করেন।[১২]

মনুসংহিতায় ও যাজ্ঞবল্ক্যে অবশ্য প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলির মতই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসরণ করিয়াই ভৃগুপ্রোক্ত প্রচলিত মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র একজাতি;

(৯) "ব্যবস্থা চ—ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতা নিষাদী সা ব্রাহ্মণেনোঢ়া কাঞ্চিজ্জনয়তি। সাপি ব্রাহ্মণেনোঢ়া অভ্যাবিত্যনেন প্রকারেণ ষষ্ঠী সপ্তমং ব্রাহ্মণং জনয়তি। ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপাদিতা অম্বষ্ঠা সাপ্যনেন প্রকারেণ পঞ্চমী ষষ্ঠং ব্রাহ্মণং জনয়তি। এবমুগ্রা ক্ষত্রিয়েণোঢ়া মাহিষ্যা চ যথাক্রমং ক্ষত্রিয়ং ষষ্ঠং পঞ্চমং জনয়তি।"

(১০) "নাভাগো দৃষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।" (ভাগবত ৯।২।২৩)

(১১) "নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।" (হরিবংশ ১১ অঃ)

(১২) "ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ বৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ।" (মৎস্যপুঃ ১৩২ অঃ)

এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। সকল বর্ণের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় বর্ণের অক্ষতযোনি পত্নীতে যে সন্তান হয়, তাহারা সেই সেই জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই যেমন স্বযোনিতে সবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঠিক পরবর্ত্তী বর্ণের ভার্য্যাতেও অর্থাৎ স্বজাতীয়া ও অনন্তর-জাতীয়া এই দুই প্রকার ভার্য্যায় আত্মা বা সবর্ণপুত্রই উৎপাদন করিয়া থাকে।[১৩]

বশিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন প্রভৃতি সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রেও আমরা উক্ত মতের সমর্থন পাই।* ভগবান্ বেদব্যাসও সেই সুপ্রাচীন মত উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

(১৩) "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষপি ক্রমাৎ ॥২৮ (মনু ১০অঃ)

* কেহ কেহ মনুর "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহু-র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥" (১০।৬) এই শ্লোক দেখিয়া বলিতে চান যে, অনন্তরস্ত্রীজাতপুত্র মাতার হীনজাতিত্বপ্রযুক্ত মাতৃজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইবে, কিন্তু পিতার সমান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তিকালে সাধারণের ঐ রূপই ধারণা ছিল বটে, কারণ পরবর্ত্তী কোন কোন টীকাকারও ঐরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রের মতানুযায়ী নহে। মনুস্মৃতি রচিত হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"অনুলোমা অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্যন্তপারশবাঃ।" (৪।১৬) অর্থাৎ অনন্তর, একান্তর ও দ্ব্যন্তরানুক্রমে জাত অনুলোম পুত্রগণ সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্যন্ত ও পারশব হইয়া থাকে। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে এ বিষয়ে আরও একটু স্পষ্ট বিবৃতি আছে,—"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণো বৈশ্যায়ামম্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদঃ" (৯।৩) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রকন্যাতে পারশব। এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যা-জাত পুত্রও বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইত। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসূত্রকারেরই এই মত। বেদব্যাসও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

'ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিবর্ণের ভার্য্যাই বিহিত, এই চারি ভার্য্যার মধ্য হইতে যাঁহারা ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত তাঁহারা তদীয় আত্মা বা তৎসদৃশ ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। তৎপরে অনুলোমক্রমে অপর দুই পত্নীর (অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার ও শূদ্রকন্যার) গর্ভজাত পুত্র মাতৃজাতিত্ব (বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্য ও শূদ্রকন্যার গর্ভজাত পুত্র শূদ্র) হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের তিনটী (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা) ভার্য্যার মধ্যে প্রথম দুইটীর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয় এবং তৃতীয় হীনবর্ণা শূদ্রকন্যার গর্ভজাত পুত্র উগ্র শূদ্র বলিয়াই গণ্য। বৈশ্যেরও (বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা এই) দুইটী ভার্য্যা বিহিত, এই দুইটীতেই তাঁহার আত্মা বা তৎসদৃশ বৈশ্যবর্ণ জন্মিয়া থাকে। শূদ্রের পক্ষে এক শূদ্রাই নির্দ্দিষ্ট এবং তাহাতে শূদ্রবর্ণ পুত্র জন্মিয়া থাকে।'[১৪]

এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণ হইতেই দেখা যাইতেছে যে প্রথমে গুণ ও কর্ম্মানুসারে আর্য্য প্রজাসাধারণ বৈশ্যবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াও, পরে অপরাপর যৌনসম্বন্ধ হেতু ক্রমে ক্রমে বৈশ্য-সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। যথা ক্ষত্রিয়সংস্রবে বৈশ্যকন্যায় বৈশ্য এবং বৈশ্যসংস্রবে বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়েতেই বৈশ্যজাতি দেখা দিয়াছিল। এ ছাড়া যজ্ঞভাগগ্রহণদোষে বা গুণকর্ম্মানুসারে কত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্রেণী মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া উত্তরপুরুষে বৈশ্য বলিয়াই গণ্য হইয়া গিয়াছে।

পুরাণে জম্বুব্যতীত অপরাপর দ্বীপেও বৈশ্যবর্ণের কথা লিখিত হইয়াছে। তাহারা প্লক্ষদ্বীপে ঊর্দ্ধায়ন, শাল্মলদ্বীপে বসুন্ধর, কুশদ্বীপে অভিযুক্ত, ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্রবিণ ও শাকদ্বীপে দানব্রত নামে খ্যাত। পুষ্করদ্বীপে সকলেই একবর্ণ, সুতরাং তথায় ইহাদের পৃথক্ কোন সংজ্ঞা নাই। (ভাগবত)

বৈশ্যের ধর্ম্ম ও অধিকার।

ভগবান্ মনুর মতে, পশুপালন, দান, যাগযজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন এই কয়টী

(১৪) "ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্বাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ ॥৪
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীনবর্ণাতৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ ॥৫
দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥" ৬ (অনুশাসনপর্ব্ব ৪৮ অঃ)

বৈশ্যের ধর্ম্ম। জলস্থলে বাণিজ্য, কুসীদ বা তেজারতী ও কৃষি এইগুলি বৈশ্যের উপজীবিকা।[১৫] (কিন্তু আপদ্‌কালে) বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে পাদধাবনাদি এবং উচ্ছিষ্ট অপমার্জ্জনাদি অকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজ-শুশ্রূষাদি শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ্‌মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।[১৬]

বৈশ্যের দশবিধ সংস্কারই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ও ক্ষত্রিয়ের যেমন বলবাচক নাম রাখিতে হয়, বৈশ্যের সেইরূপ জাতকের দশম বা দ্বাদশাহে ধনবাচক নাম হইবে।[১৭]) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে যেমন শর্ম্মা বর্ম্মা নাম রাখিতে হয়, বৈশ্যের নামের শেষে সেইরূপ বর্দ্ধনাদি রাখিবে।[১৮] সাধারণতঃ বৈশ্যের গর্ভকাল হইতে গণনা করিয়া ১২শ বর্ষে উপনয়ন হইবে। কিন্তু ধনকামী বৈশ্যের গর্ভ অষ্টমে উপনয়ন কর্ত্তব্য।[১৯] উপনয়নকালে বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগ-চর্ম্মের উত্তরীয়, মেষলোমের অধোবসন ও শণতন্তুনির্ম্মিত ত্রিগুণিত

(১৫) "পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" (মনু ১।৯০)

(১৬) "বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥
অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥" (মনু ১০।৯৮-৯৯)

(১৭) "নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥" (২।৩০-৩১)

(১৮) "শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥" (২।৩২)

মনুটীকাকার কুল্লূক শ্লোকের টীকায় যমস্মৃতি ও বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন যে বৈশ্যের ভূতি, দত্ত বা গুপ্ত উপাধি হইবে।

(১৯) "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥"
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥" (২।৩৬-৩৭)

মেখলা ধারণ করিবে। শণের অভাবে বল্বজ তৃণের মেখলা ব্যবহার্য্য।[২০] তাহাকে পীলু অথবা ওড়ুম্বরের দণ্ড ধারণ করিতে হইবে। দণ্ড নাসাগ্র পর্য্যন্ত হইবে।[২১] দণ্ডধারী হইয়া সেই ব্রহ্মচারী সূর্য্যের উপাসনা ও তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে।[২২] 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' বলিয়া ভিক্ষা করিতে হয়।[২৩] ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি ভিক্ষাচরণ বিহিত হইলেও এই দুই দ্বিজাতির একান্ন-ভোজনের বিধি নাই।[২৪] বৈশ্যের উপবীত মেষসূত্রে ও ত্রিবৃৎ হইবে।[২৫] বৈশ্যের আচমনপ্রণালীও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন। অন্তরাস্য প্রবিষ্টজলে বৈশ্যের আচমন করিতে হয়।[২৬] এই বর্ণের গর্ভ চতুর্বিংশতি বর্ষে চূড়াকরণ হইবে।[২৭] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যসাবিত্রী-

(২০) "কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥
মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ।" (২।৪১-২)

(২১) "পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥৪৫
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥৪৬

(২২) "প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি॥ (২।৪৮)

(২৩) "ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥ (২।৪৯)

(২৪) "ব্রাহ্মণস্যৈব কর্ম্মৈতদুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্যবৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈতৎ কর্ম্ম বিধীয়তে॥ ২।১৯০

(২৫) "ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥ ৪০
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" ২।৪৪।

(২৬) "শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥ ৬১
বৈশ্যোহদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ ৬২

(২৭) "কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥ ২।৬৫।

পরিভ্রষ্ট হইলে সাধুসমাজে নিন্দিত হন।[২৮] সাবিত্রীই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। দ্বিজাতি মাত্রই তিন বর্ষকাল প্রতিদিন প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করেন।[২৯] উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উদক-দানাদি শ্রাদ্ধকর্ম্ম ব্যতীত কোন বেদোচ্চারণে অধিকার জন্মে না। ব্রহ্মযজ্ঞ বা উপবীত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজাতির সমস্ত কার্য্য শূদ্রের মত।[৩০] (বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নহে) বৈশ্যজাতির মধ্যে যিনি ধন-ধান্যে বড়, তিনিই জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত।[৩১] ব্রাহ্মণকে দেখিলে যেমন তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বৈশ্যকে দেখিলে তাঁহার ক্ষেম অর্থাৎ ধনধান্য নিরাপদ কি না জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।[৩২]

ব্রাহ্মাদি যে অষ্টপ্রকার বিবাহ-বিধান আছে, তন্মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মতান্তরে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে, একমাত্র রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এবং আসুর-বিবাহ বৈশ্যশূদ্রের পক্ষে প্রথম কল্প বা প্রশস্ত।[৩৩] বৈশ্যজাতির পক্ষে যে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ

(২৮) "এতয়র্চাবিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড়্যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥ ৮০

(২৯) "ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥ ৮১
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥ ২।৮২।

(৩০) "নাভিব্যাহারয়েদ্‌ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌যাবদ্বেদে ন জায়তে॥ ২।১৭২।

(৩১) "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ২।১৫৫।

(৩২) "বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥" ২।১১৭।

(৩৩) "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২১
ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসান্॥ ২৩
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" ৩।২৪।

বিবাহ উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ বিবাহের লক্ষণ ভগবান্ মনু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শাস্ত্রবিধানে নয়, কিন্তু আপনার শক্তি অনুসারে কন্যাকে ও তাহার জ্ঞাতিগণকে টাকা দিয়া স্বেচ্ছাচারে কন্যাগ্রহণকে আসুর-বিবাহ বলে।[৩৪] কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহারই নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, ইহা কামমূলক ও মিথুনেচ্ছাসম্ভব।[৩৫] নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা, বা উন্মত্তা স্ত্রীলোকে গোপনে গমন করাই পৈশাচ-বিবাহ। অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ নিতান্ত জঘন্য ও পাপজনক।[৩৬]

ঋগ্বেদে অযজ্ঞ আদি-বণিক্ পণিজাতির গোধনাদি বলে ছলে বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কাড়িয়া লইবার কথা আছে, মনুস্মৃতিতেও সেইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—'যে বৈশ্যের বহু পশ্বাদি ধন আছে, সে অসোমপ ও যজ্ঞহীন হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ তাহার গৃহ হইতে তাহার গোধনাদি কাড়িয়া বা চুরি করিয়া লইতে পারিবেন।'[৩৭]

ধর্ম্মশাস্ত্রকার হারীত বলেন, বৈশ্য নিজ প্রধান ধর্ম্ম গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যতীত যথা শক্তিদান করিবে। দম্ভ, মোহ, হিংসা ও পরদারবিহীন, দান্ত ও স্বদারনিরত হইবে। ধন ব্যয় করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এবং যজ্ঞকালে যাজকদিগকে ভোজন করাইবে। দেহ-পাত পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণে কালক্ষেপ এবং নিরালস্য হইয়া সর্ব্বদা যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করিবে; পিতৃকার্য্যপরায়ণ ও ভগবান্ নরসিংদেবের

অপর ধর্ম্মশাস্ত্রকার-গণের মত

(৩৪) "জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩।৩১।

(৩৫) "ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩।৩২

(৩৬) সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩।৩৪।

(৩৭) "যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্দ্রব্যমাহরেদ্যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥" ১১।১২।

পূজায় রত হইবে। যে বৈশ্য এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।[৩৮]

ধর্ম্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, কুলাচারানুসারে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে।[৩৯]

পূর্ব্বকালে অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে বর্ণানুসারে দায়াধিকারের ব্যবস্থা ছিল। মনে করুন, এক ব্রাহ্মণ চারিবর্ণ হইতেই পত্নীগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর কোন্ পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কিরূপে পৈতৃক অংশ পাইবে, সে সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন—

ব্রাহ্মণের পরিণীতা ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র ৪ ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ এবং শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র অংশ পাইবে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ার পরিণীতা ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ এবং শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ; এইরূপে বৈশ্যের পরিণীতা বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ এবং শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ লইবে।[৪০]

স্মৃতিকার লিখিতের মতে, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকার্য্যে এবং পুষ্করিণীখননাদি পূর্ত্তকার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমান অধিকার। তবে ইষ্টকার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই।[৪১]

(৩৮) "গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥
দম্ভমোহবিনির্ম্মুক্তস্তথা বাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ॥
ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্।
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেষাদেহপাতনাৎ॥
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনপরঃ॥
এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোঽয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যোহি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ॥" (হারীত ২।৬-১০)

(৩৯) "রাজন্যৈকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্।"

(৪০) "চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেকভাগা বিড়্জাস্তু দ্ব্যেকভাগিনঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১২৮)

(৪১) "ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥" (লিখিত ৬)

ধর্ম্মশাস্ত্রকার দক্ষ বলেন, বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া যদি রাজ্যপালন বা দাসত্ব করে, জানিয়া করুক বা শাস্ত্রবিধি না জানিয়া করুক, তাহাকে পাপভাগী হইতে হইবে।[৪২]

উপরে যে সকল স্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বতন ধর্ম্মসূত্র ও পুরাণসমূহের বিবৃতিমাত্র।[৪৩] তদ্ভিন্ন পরাশর বৈশ্যের লৌহকর্ম্ম ও রত্নসংগ্রহ[৪৪] এবং বিষ্ণু যোনিপোষণ[৪৫] স্বতন্ত্র উপজীবিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে বৈশ্যের বৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

'ছয়টী ধেনুর মধ্যে বৈশ্যের একটীর দুগ্ধপানে অধিকার। শতের মধ্যে দুইটী ধেনু বৈশ্য পাইবে। প্রাপ্ত ধেনুর শৃঙ্গ-ক্ষুরাদির সপ্তম ভাগে বৈশ্যের অধিকার। শস্যের সমস্ত বীজই বৈশ্য লইবে। কারণ ইহা তাহার বার্ষিক ভরণোপায়। বৈশ্য ইচ্ছা করিলে পশুপালন নাও করিতে পারে, কিন্তু তাহারা পশুপালন করিতে চাহিলে, আর কোন বর্ণেরই পশুপালন কর্ত্তব্য নহে।" বৈশ্যের পশু-রক্ষা সম্বন্ধে ভগবান্ মনুও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনু-সংহিতায় আছে—"বৈশ্য যেন কখন মনে করে না যে পশুরক্ষা করিব না। আবার বৈশ্য পশুরক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে অপরের দ্বারা কোন মতে এই কার্য্য করা না হয়। নানাপ্রকার মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, তন্তুনির্ম্মিত দ্রব্য, নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য ও বিভিন্ন (লৌহাদি) রসদ্রব্য এই সকলের ভাল মন্দ বিচারে অভিজ্ঞতালাভ বৈশ্যের কর্ত্তব্য। কোথায় কিরূপ বীজ বোনা উচিত, ক্ষেত্রের দোষগুণ, নানা প্রকার মাপ ও ওজন এই সকলেও বৈশ্য অভিজ্ঞ হইবে। বিক্রেয় বস্ত্র ও অজিন প্রভৃতির ভালমন্দ জ্ঞান, নানাদেশের গুণদোষ, বাণিজ্যপণ্যাদির লাভালাভ এবং নানা জাতীয় গোমহিষাদির বৃদ্ধির উপায় জানা আবশ্যক।

(৪২) "যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য যদন্যৎ কুরুতে দ্বিজঃ।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ স তেন পতিতো ভবেৎ।" (দক্ষ ২।৩)

(৪৩) আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ১ম অঃ, বসিষ্ঠধর্ম্মসূত্র ২য় অঃ ও গৌতমধর্ম্মসূত্র ১০ম অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮ অঃ, এবং মার্কণ্ডেয়পু° ২৮ অঃ, ভাগবত ৭।১১ অঃ, নারদীয়পু° ২২ অঃ, নৃসিংহপু° ৫৩ অঃ।

(৪৪) "কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।" (বিষ্ণু ২ অঃ)

(৪৫) "লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা।" (পরাশর)

গোমেষাদি পালকের দেশাচারভেদে বেতন, নানাদেশীয় মানুষের ভাষা, কোথায় কোন দ্রব্য রাখিতে হয়, এবং কিরূপে ক্রয়বিক্রয় সুবিধাজনক, ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। ধর্ম্মানুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির বৃদ্ধিবিষয়ে চেষ্টা এবং সর্ব্বভূতে অন্নদানে যত্ন থাকা কর্ত্তব্য।'[৪৬]

বণিক্ বলিলেই ধনবান্ বৈশ্য জাতিকে বুঝাইত। বণিক্ বা পণিক বৈশ্য শব্দের পর্য্যায়। বৈদিক সময় হইতে এই বর্ণ বাণিজ্যকল্পে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন ও যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়া আনিতেন। প্রথম অধ্যায়ে তাহার পরিচয় দিয়াছি।

যদিও পণিকগণ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বাণিজ্যপ্রসঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারে ও সুবিস্তৃত রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে তাঁহারা আচার্য্য ও যাজ্ঞিক রাজন্যবর্গের হস্তে প্রথমে উপযুক্ত সদ্ব্যবহার পান নাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেই দেখাইয়াছি—

"তে প্রজায়ামাজনিষ্যন্তেঽন্যস্য বলিকৃদন্যস্যাদ্যো যথাকামজ্যেয়ঃ।"[৪৭] (৭৫।৩)

(৪৬) "ন চ বৈশ্যস্য কামস্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন ॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্ ॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াত্তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্ ॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ ॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ ॥" (মনু ৯।৩২৮-৩৩৩)

(৪৭) সায়ণাচার্য্য এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

'বৈশ্যশ্চ বাণিজ্যং কুর্ব্বন্ অন্যস্য রাজ্ঞো বলিকৃৎ বলিং পূজাং করোতি, করং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। অতএব অন্যস্য রাজ্ঞঃ আদ্যঃ ভক্ষ্যোঽধীনো ভবতীত্যর্থঃ। তস্য রাজ্ঞঃ কামমিচ্ছামনতিক্রম্য জ্যেয়ঃ অভিভবনীয়ো ভবতি। জ্যা অভিভবে ইতি ধাতুঃ। ত এতে করপ্রদানপরাধীনত্ব-তিরস্কার্য্যত্বাখ্যা বৈশ্যগুণাঃ।' (সায়ণ ৭।৫।৩)

অর্থাৎ করপ্রদান, পরাধীনতা ও তিরস্কারভাগিত্ব এইগুলি বৈশ্যের গুণ বলিয়া বেদের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজাকে বৈশ্যগণ করপ্রদান করিবে ও তাঁহার অধীন হইয়া থাকিবে, ইহা অবশ্য ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু তাহারা তিরস্কারভাগী হইবে কেন? এটা কি বৈশ্যপণিদিগের উপর বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণ-কারের বিদ্বেষদৃষ্টি নহে? সাধারণতঃ কৃষিসমাজের উপর কৃপাদৃষ্টি থাকিলেও পরবর্ত্তী স্মৃতি, পুরাণ ও নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পণিক বা প্রকৃত বৈশ্যসমাজের উপর বরাবর ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণের কৃপাদৃষ্টির অভাব।

যাহা হউক যে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বৈশ্যের উপর রাজোৎপীড়নের আভাস আছে, আবার সেই ব্রাহ্মণেই প্রায়ণারেষ্টিযাগপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—

'মরুৎ প্রভৃতি যে সকল দেববৈশ্য আছেন,তাঁহারাই কেবল এই যাগ সম্পাদন করাইতে পারেন এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে মনুষ্য-বৈশ্যগণ যজমানের যাগ সুসম্পন্ন করান। কারণ তাঁহাদের নিকট দ্রব্য পাইলে তবে যজমান স্বপ্রয়োজনানুসারে যজ্ঞ করিতে সমর্থ।'[৪৮]

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যগণও পূর্ব্বকালে বেদপাঠের সহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ষাকালই বৈশ্যের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত ছিল। যজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

'বসন্তকালে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবেন, কারণ বসন্তকাল ব্রাহ্মণ। গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয় অগ্ন্যাধান করিবেন, কারণ বর্ষাকাল সাধারণ প্রজা। যিনি সন্তান ও পশ্বাদি পাইতে চান, তিনি যেন বর্ষাকালে অগ্ন্যাধান করেন।'[৪৯] উক্ত ব্রাহ্মণে

(৪৮) "দেববিশঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাহুস্তাঃ কল্পমানা অনু মনুষ্যবিশঃ কল্পন্ত ইতি সর্ব্বা বিশঃ কল্পন্তে কল্পতে যজ্ঞোঽপি তস্যৈ জনতায়ৈ কল্পতে যত্রৈবং বিদ্বান্ হোতা ভবতি।" (১।২।৩) 'এবং সতি দেবেষু বিশো বৈশ্যজাতিরূপাঃ প্রজা মরুদাদয়ো যাঃ সন্তি তা অস্মিন্ যাগে [illegible]সম্পাদয়িতব্যাঃ ইতি এবং ব্রহ্মবাদিনঃ আহুঃ। কল্পমানাঃ সম্পন্নাঃ তা দেববিশঃ অনুসৃত্য মনুষ্যবিশঃ অপি তদনুগ্রহাৎ সম্পদ্যন্তে ইতি এবং দৈব্যো মানুষশ্চ সর্ব্বা বিশঃ যজমানস্য সম্পদ্যন্তে। তাসু সম্পন্নাসু দ্রব্যলাভাৎ যজ্ঞোঽপি কল্পতে স্বপ্রয়োজনসমর্থো ভবতি।' (সায়ন)

(৪৯) "ঋতবৈ বসন্তঃ। ক্ষত্রং গ্রীষ্মো বিড়েব বর্ষাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো বসন্ত আদধীত ব্রহ্ম হি বসন্তস্তস্মাদ্ ক্ষত্রিয়ো গ্রীষ্ম আদধীত ক্ষত্রংহি গ্রীষ্মস্তস্মাদ্বৈশ্য বর্ষাস্বাদধীত বিড়্‌টি বর্ষাঃ।২।১।৩।৫।

হইতে আরও জানা যায় যে দেবগণ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত আলাপ করেন, কারণ তাঁহারা যজ্ঞের অধিকারী। যদি কোন দীক্ষিত ব্যক্তির কোন শূদ্রকে কথা বলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তিনি অপর (দ্বিজ) দ্বারা বলিবেন যে অমুককে এইরূপ বল।' ৫০

যাহা হউক ক্ষত্রিয়রাজগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রেষ্ঠী বা ধনী বণিক্‌গণ রাজার নিকট সেরূপ নিগ্রহভাগী হন নাই। রাজসভায় তাঁহারা মহাসম্মানে কাটাইয়া গিয়াছেন। পর অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কৃষক ও বণিক্ এই দুই শ্রেণির লোক লইয়া বৈশ্যসমাজ বা প্রজাসাধারণ, ইহাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়াই রাজার রাজস্ব। কারণ শূদ্রের নিকট রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। গৌতম-ধর্ম্মসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে কৃষকেরা রাজাকে একদশমাংশ, একঅষ্টমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ কর দিত। গবাদি পশু ও সুবর্ণের উপর $\frac{1}{50}$ অংশ, পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক হিসাবে $\frac{1}{20}$ অংশ, মূল, ফল, ফুল, ভেষজ লতাগুল্মাদি, মধু, মাংস, তৃণ ও ইন্ধনের উপর $\frac{1}{60}$ অংশ কর আদায় হইত। কর্ম্মকারক ও শিল্পিদিগকে মাসের মধ্যে এক দিন করিয়া রাজার কাজ করিয়া দিয়া আসিতে হইত।

বৈশ্য সাধারণ কি কি ব্যবসা করিতেন ও তন্মধ্যে কোন্‌টী নিন্দিত ও কোন্‌টী প্রশস্ত ছিল, মনুসংহিতার আপদ্ধর্ম্মে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের নিজ বৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধ বস্তু পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তুজাত বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ। কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র; শণ ও অতসী তন্তুময় বস্ত্র এবং

অথ যঃ কাময়েত। বহুঃ প্রজয়া পশুভিঃ স্যামিতি বর্ষাসু স আদধীত বিড়্ বৈ বর্ষা অন্নং বিশো বহুর্হৈব প্রজয়া পশুভির্ভবতি য এবং বিদ্বান্ বর্ষাস্বাধত্তে।" ২।১।৩৮।

(৫০) "দেবান্ বা এষ উপাবর্ত্ততে যো দীক্ষতে স দেবতানামেকো ভবতি ন বৈ দেবাঃ সর্ব্বেণেব সংবদন্তে ব্রাহ্মণেন বৈব রাজন্যেন বা বৈশ্যেন বা তে হি যজ্ঞিয়াস্তস্মাদ্যদ্যেনং শূদ্রেণ সংবাদো বিন্দেদেতেষা মেবৈকং ব্রূয়াদিমমিতি বিচক্ষ্ব মিতি বিচক্ষ্বত্যেষ উ তত্র দীক্ষিতস্যোপচারঃ।" ৩।১।১।১০।

রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোমবিনির্ম্মিত কম্বলাদি এ সকল বিক্রয় করিতেও নিষেধ। জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, মোম, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং কুশ এ সকল বস্তুরও বিক্রয় নিষেধ। সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী পশু, অখণ্ডিত খুর অশ্বাদি, এতদ্ভিন্ন পক্ষী, নীল, মদ্য এবং লাক্ষা এ সকল বস্তুর বিক্রয়ও নিষেধ। স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদনপূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যে বিশুদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভপ্রত্যাশায় বিলম্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ভোজন, মর্দ্দন এবং দান ব্যতীত যদি কেহ তিল বিক্রয় করে, তবে সে পিতৃপুরুষদিগের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুকুরবিষ্ঠায় নিমগ্ন হয়। ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্র পতিত হয়; কিন্তু দুগ্ধ ক্রমাগত তিন দিন বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাংসাদি ভিন্ন অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত সাত দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রসদ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না; সিদ্ধান্নের বিনিময় আমান্নের সহিত হইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণে দিতে হইবে।

'ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয়ও বিপন্ন হইলে তদনুরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু তিনি কখনও বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, শীঘ্র তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয়, আর পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় নহে। জাত্যন্তর ধর্ম্মদ্বারা জীবন ধারণ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।'[৫১]

(৫১) "ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্ ॥৮৫
সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ ॥৮৬
সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শানক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী ॥৮৭
অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাশ্চ সর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ং কুশান্ ॥৮৮

মনুর বচন হইতে জানিতেছি, বৈশ্যেরা এই সকল দ্রব্যের ব্যবসা করিত—

সর্ব্বপ্রকার রস (গুড়, দাড়িম, আমলকী, কিরাততিক্তাদি), সিদ্ধান্ন (তণ্ডুলাদি), তিল, পাষাণ, লবণ, নানাবিধ পশু, মনুষ্য, সর্ব্বপ্রকার তাঁতের কাপড়, রক্ত বস্ত্র, শণের কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্র, এবং অজিন বা মেষলোমনির্ম্মিত অরক্ত বস্ত্র, ফল, মূল, ঔষধি, জল, লৌহ, বিষ, সোমরস, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, তৈল, গুড়, কুশ, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য, মদ্য, মাক্ষিক, মধু, মোম, শস্ত্র, আসব, সকল প্রকার বন্য পশু, দংষ্ট্রী বা বন্য শূকরাদি, পক্ষী, সকল প্রকার একশফ (অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভাদি), নীল, লাক্ষা ইত্যাদি। তবে ঐ সকলের মধ্যে কতক ব্যবসা শ্রেষ্ঠ বৈশ্যের পক্ষে নিন্দিত ছিল, বিশেষতঃ তৈল, দুগ্ধ, লাক্ষা, লবণ, মাংস, গুড় ও সিদ্ধান্ন যাহারা বিক্রয় করিত, তাহারা অনেকটা হেয় হইত ;—এই

আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলিঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা ॥৮৯
কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্ ॥৯০
ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥৯১
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতী ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥৯২
ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি ॥৯৩
রসা রসৈর্নিমাতব্যা ন ত্বেব লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥৯৪
জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
নত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ ॥৯৫
যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥৯৬
বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥৯৭
বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যানি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্ ॥৯৮ (মনুসংহিতা ১০ অঃ)

কারণে আপদ্‌কালেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের পক্ষে ঐ সকল নিন্দিত ব্যবসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সাধারণতঃ শূদ্র জাতির পক্ষে দ্বিজ-শুশ্রূষা ব্যতীত অপর কোন প্রকার বৃত্তি নিষিদ্ধ হইলেও বিপন্ন শূদ্র পুত্রদারাদি প্রতিপালনার্থ কারু ও শিল্পকর্ম্ম করিতে পারিত। (মনু ১০।৯৯) এই কারু ও শিল্পকার্য্য কি? এ সম্বন্ধে মনুভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

'কারুকাঃ শিল্পিনঃ সূদতন্তুবায়াদয়স্তেষাং কর্ম্মাণি পাকবয়নাদীনি প্রসিদ্ধানি' অর্থাৎ কারুকর ও শিল্পিগণ বলিতে সূপকার বা পাচক, তন্তুবায় প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। কারণ তাহাদের কার্য্য পাক ও বয়নাদি।

পরবর্ত্তী শ্লোকের ভাষ্যেও মেধাতিথি লিখিয়াছেন—'তক্ষকিবর্দ্ধকি-প্রভৃতয়ঃ কারবস্তেষাং কর্ম্মাণি তক্ষণবর্দ্ধনাদীনি শিল্পানি বস্ত্র ছেদরূপকর্ম্মাণ্যালেখ্যানি।'

তক্ষকী, বর্দ্ধকী প্রভৃতি কারিকর, তাহাদের কাজ কাঠ ছোলা ও বাড়ান, আর নানাপ্রকার শিল্প, তাহাতে ছেদরূপ কর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ মনুটীকাকার সর্ব্বজ্ঞনারায়ণও লিখিয়াছেন, 'কারুকাণাং বিশিষ্ট-কর্ম্মকরাণাং চিত্রকরাদীনাং'—কারুকর অর্থে প্রথিত কামার ও চিত্রকর জানিবে।

সুতরাং দেখা যাইতে পাচক,[৫২] তন্তুবায়, কামার, চিত্রকর বা পটুয়া প্রভৃতির কার্য্যও বৈশ্য বা দ্বিজাতির বৃত্তি নহে, উহা শূদ্রবৃত্তি।

এখন বুঝিলাম, কৃষি দ্বারা সকল প্রকার শস্য উৎপাদন, গোমহিষাদি পালন ও অর্থকরী অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই বৈশ্যজাতির উপজীবিকা। আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষি ও গোরক্ষা বৈশ্যজাতির প্রধান বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও কালে

(৫২) এখন ব্রাহ্মণেরা এই পাচকবৃত্তি গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহা শূদ্রবৃত্তি। শূদ্রজাতির মধ্যে কে কে পাচক হইতে পারিবে অর্থাৎ কাহার কাহার হাতে সকল দ্বিজাতিই ভোজন করিতে পারিবেন, সকল স্মৃতিসংহিতায় তাহার ব্যবস্থা আছে। যথা—

মনু—"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ৪।২৫৩।

যাজ্ঞবল্ক্য—"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্নো নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ১।১৬৬।

যমসংহিতা (২০) ও পরাশর-সংহিতায়ও (১১।২০) ঐ রূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ঐ কৃষি হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। তাহার কারণ কি? মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে যদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে উভয়েই হিংসাবহুল বলীবর্দ্দাদি পশ্বাধীন কৃষিকার্য্য সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষির প্রশংসা করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্জননিন্দিত, কারণ লাঙ্গলের লৌহমুখ (ফলায়) ভূমিস্থিত তৃণজলৌকাদি প্রাণী-দিগকে মারিয়া ফেলে।'[৫৩]

যে দিন আর্য্যসমাজে কৃষিকার্য্য এইরূপে নিন্দিত হইল, সেই দিন হইতেই বৈশ্যবর্ণের প্রধান উপজীবিকা কৃষিবর্জ্জনের সূত্রপাত হইল। যে কৃষিবৃত্তি বেদবেদাঙ্গে ও ধর্ম্মসূত্রে অতি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি বহু আর্য্যঋষি সমাদরে ও সসম্মানে যে কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেই কৃষি-বৃত্তি এরূপ নিন্দিত হইবার কারণ কি? আশ্চর্য্যের বিষয় মানব-কল্পসূত্রে, মানবশ্রৌতসূত্রে বা মানবগৃহ্যসূত্রে এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলেও ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় এরূপ স্থান পাইবার কারণ কি? ইহা যে জৈনবৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"-রূপ মূল-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সহিত বৈশ্যসমাজও কৃষিবৃত্তি ছাড়িলেন, দধি ও দুগ্ধের ব্যবসাও উচ্চ শ্রেণির পক্ষে হীন বলিয়া গণ্য হওয়ায় গোরক্ষা-পশুপালনাদি বৃত্তিও বৈশ্যসমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিল।

এই বৃত্তি-পরিত্যাগ সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বহুদর্শী ও নানাভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'চারিবর্ণ গঠিত হইবার পূর্ব্বে বৈশ্যগণ 'বিশ্‌' অর্থাৎ আর্য্যপ্রজা-সাধারণরূপে সমাজের সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেন। পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্য ও অর্থকরী মহাজনের কাজও তাঁহারা সম্পাদন করিতেন। যে সকল নীচ ও দাসত্বজ্ঞাপক কর্ম্মে শারীরিক শ্রমের আবশ্যক হইত, শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি হইলে, বৈশ্যগণ সেই সকল

(৫৩) "বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥" (১০।৮৩-৮৫)

অবসর পাইলেন। পরে নানা বৈশ্যজাতির উৎপত্তি হইলে বৈশ্যগণ কারু ও শিল্পাদি কার্য্য হইতেও অবসর লইলেন। শিল্পকার্য্যের ভার সূত্রধার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির উপর অর্পিত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্যগণ কেবল 'বণিক্' নামেই পরিচিত হইয়াছিল, রামায়ণের ফলশ্রুতি হইতেও আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি।' *

* "Before the creation of the four orders, the Vaisyas, representing the Vis or the Arian populace had all secular offices as their proper duties. They had charge of pasturage and agriculture and all the arts of life—and so far as "money" was understood or introduced, they were also Bankers. On the institution of the Sudra caste, the Vaisyas were relieved of all meaner and servile work which required manual labour ; and on the multiplication of the mixed classes, they were again relieved of much of the mechanical arts, which were distributed among carpenters, weavers, goldsmiths, black-smiths, potters, braziers, &c. The Vaisyas then followed the pure occupation of Bankers and Merchants, and began to be called 'Baniks,' their occupation of Bankers and Merchants, and began to be called "Baniks," their occupation being named "bānijya" or commerce. They became in fact the commercial class of the Arian commonwealth. And this must have been as early as the days of Vālmiki himself. At the end of the first chapter of the Ramayana, the poet says—"A twice-born man (Brahman) reading of the acts of Rama bacomes an orator—one of Kshatriya birth, a King —the 'Banik' (meaning the third order) succeeds in his merchandise—and the Sudra on hearing them (for he was not allowed to read) becomes great." Here the Vaisya is distinctively called Banik." *

Rev. K. M. Banarji's Lecture in Bengal Social Science Association.

* "পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনং পণ্যফলত্বমীয়াৎ জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ॥"

(রামায়ণ আদিকাণ্ড ১।১০১)

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশ্যসমাজের পূর্ব্বতন অবস্থা

(খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১০০)

যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্ব অধ্যায়ের বিবরণ সঙ্কলিত হইল, ঐ সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এক সময়ের নহে। উহার মধ্যে অতিপ্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন উভয় কথাই স্থান পাইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল প্রমাণাবলি কালক্রমিক ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা যায় না। এ কারণ আর্য্যভারতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের গ্রন্থ হইতে তাৎকালিক বৈশ্যসমাজের অবস্থা ও মর্য্যাদা অবধারণে অগ্রসর হইতেছি।

ভারতপ্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য পণ্ডিতের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ২২৫০ বর্ষেরও কিছু পূর্ব্বে তিনি রাজ্যশাসনকল্পে এক 'অর্থশাস্ত্র' প্রচার করেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যজগৎ যেমন অর্থনীতিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন, মহামতি বিষ্ণুগুপ্তও একদিন অর্থের শ্রেষ্ঠতা ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ। ধর্ম্ম ও কাম অর্থমুলক বলিয়া অর্থই প্রধান।[১] বলা বাহুল্য, বৈশ্যসমাজই রাষ্ট্রপতির অর্থোপায়ের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। চাণক্য এই বৈশ্য বা বণিক্-সমাজ, তাঁহাদের বাণিজ্য ও অর্থাগম সম্বন্ধে তাঁহার অর্থশাস্ত্রে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথম তাহাই আলোচিত হইতেছে :—

চাণক্যের সময়েও বৈশ্য বর্ণের অধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিনটী ধর্ম্ম এবং কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যই উপজীবিকা ছিল। শূদ্রের পক্ষে দ্বিজ অর্থাৎ প্রথম ত্রিবর্ণের সেবা, বার্ত্তা, কারুকার্য্য ও নাচ গান নির্দ্দিষ্ট ছিল।[২]

(১) অর্থ এব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্যঃ—অর্থমূলৌ হি ধর্ম্মকামাবিতি। ১।৭ অঃ।

(২) বৈশ্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ। শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম্ম চ। ১।২ অঃ। কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ বার্ত্তা ; ধান্যপশুহিরণ্যকুপ্যবিষ্টিপ্রদানাদৌপকারিকী। ১।৩ অঃ।

কৃষিবৃত্তি এক্ষণে কতকটা হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য বটে এবং ইহার কারণও আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে জানাইয়াছি, কিন্তু চাণক্যের সময় কৃষিকার্য্য হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং কৃষিবিভাগ-পরিদর্শনের জন্য রাজপুরুষ নিযুক্ত হইতেন, তিনি জাতিতে বৈশ্য "সীতাধ্যক্ষ" নামে পরিচিত ও 'উপনীত' হইতেন।[৩] কৃষিতন্ত্র, গুল্ম ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ এই সকল বিষয়ে সীতাধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। তাঁহাকে যথাকালে সকল প্রকার ধান্য, ফুল, ফল, শাককন্দ, মূল, পাল্লীক্য, ক্ষৌম ও কার্পাসবীজ সংগ্রহ করিতে হইত।[৪] ধান্য, স্নেহ, ক্ষার, ও লবণবর্গের বিষয়ও তাঁহাকে জানাইতে হইত।[৫]

বৈশ্যের কৃষি জীবিকা হইলেও নিজ বহুভূমিতে ধান বুনিবার জন্য তিনি দাস কর্ম্মকর নিযুক্ত করিতেন।[৬] ইহারা শূদ্রকর্ষক বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহারাই এক ক্রোশ বা দুইক্রোশের মধ্যে পরস্পরে জমির সীমা রক্ষা করিত।[৭]

পশুপালক বা গোরক্ষা তৎকালে বৈশ্যবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও যাহারা বেতন লইয়া গোরক্ষা করিত, তাহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ষকের ন্যায় শূদ্র ও 'গোরক্ষক' বলিয়া পরিচিত ছিল। সূপকার, পিষ্টককার, মার্জ্জক, রক্ষক, ধরক, মায়ক, মাপক, দারক, দাপক, শলাকাপ্রতিগ্রাহক এই সকল দাসকর্ম্মকরও শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত।[৮]

সে সময়ের বৈশ্যসমাজের অবস্থা অনুধাবন করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে

(৩) সীতাধ্যক্ষোপনীতঃ সস্তকর্ণকঃ সীতা ॥

(৪) সীতাধ্যক্ষঃ কৃষিতন্ত্রগুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞস্তজ্জ্ঞসখো বা সর্ব্বধান্যপুষ্পফলশাককন্দমূল-পাল্লীক্যক্ষৌমকার্পাসবীজানি যথা কালং গৃহ্নীয়াৎ। ২।২৪ অঃ।

(৫) ধান্যস্নেহক্ষারলবণানাং ধান্যকল্পং সীতাধ্যক্ষে বক্ষ্যামঃ। সর্পিস্তৈলবসামজ্জানঃ স্নেহাঃ। ফাণিতগুড়মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করাঃ ক্ষারবর্গঃ। সৈন্ধবসামুদ্রবিড়্যবক্ষারসৌবর্চ্চলোদ্ভেদজা লবণ-বর্গঃ। ২।১৫ অঃ।

(৬) বহুহলপরিকৃষ্টায়াং স্বভূমৌ দাসকর্ম্মকরদণ্ডপ্রতিকর্ত্তৃভির্বাপয়েৎ। ২।২৪ অঃ।

(৭) শূদ্রকর্ষকপ্রায়ং কুলশতাবরং পঞ্চশতকুলপরং গ্রামং ক্রোশদ্বিক্রোশসীমানমন্যোন্যারক্ষং নিবেশয়েৎ। ১।২২ অঃ।

(৮) তেষু চৈতাবচ্চাতুর্বর্ণ্যমেতাবন্তঃ কর্ষকগোরক্ষকবৈদেহকারুকর্ম্মকরদাসাশ্চৈতাবচ্চ দ্বিপদচতুষ্পদমিদং চৈব হিরণ্যবিষ্টিশুল্কদণ্ডঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি। ২।৩৫ অঃ।

কণিকাঃ দাসকর্ম্মকরসূপকরাণামতোঽন্যদৌদনিকাপূপিকেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ। মার্জ্জক-রক্ষক-ধরক-মায়ক-মাপক-দারক-দাপক-শলাকাপ্রতিগ্রাহকদাসকর্ম্মকরবর্গশ্চ বিষ্টিঃ। ২।১৫ অঃ।

যে বাণিজ্যই এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল। রাজা দুর্গমধ্যেই বণিক্‌দিগের বাসস্থান দিতেন।[৯] দুর্গের দক্ষিণাংশে বৈশ্যজাতি বাস করিতে পাইতেন।[১০] স্থলপথে ও জলপথে সর্ব্বত্রই তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন।[১১]

বণিক্‌দিগের কার্য্যপরিদর্শনার্থ একজন পণ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। তিনি স্থলপথে ও জলপথে নানাবিধ পণ্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, ভালমন্দ বিচার করিতেন ও ক্রয়বিক্রয়ের নিয়ম ও দর বাঁধিয়া দিতেন। স্বভূমিজাত পণ্যসমূহের মূল্য একরূপ এবং পরভূমিজাত পণ্যসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া হইত। যাহাতে প্রজাদিগের অনিষ্ট না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। বৈদেহক পণ্যের দর স্থির করিয়া দিলে তবে বিক্রীত হইত। মানদণ্ডে চাতুরী করিলে ১৬ ভাগ, তুলাদণ্ডের গোলমাল করিলে ২০ ভাগ এবং গণ্য পণ্যে শঠতা প্রকাশ পাইলে একাদশ ভাগ দণ্ড হইত। পরভূমিজাত পণ্যের উপরও শুল্ক আদায় হইত। পণ্যাধিষ্ঠাতৃগণ একমুখ কাষ্ঠদ্রোণীর একছিদ্র ঢাকনীর মধ্যে পণ্যমূল্য রাখিয়া দিতেন। বেলার অষ্টমভাগে পণ্যাধ্যক্ষ "ইহা বিক্রয় হইয়াছে। ইহা শেষ আছে।" এইরূপ সকলকে শুনাইয়া তুলাদণ্ড ও মানদণ্ড পণ্যোপরি চাপাইয়া দিতেন। এইরূপ নিজ রাজ্যের প্রতি রাজার ব্যবস্থা ছিল।[১২]

(৯) দুর্গেষু বণিজসংস্থা দুর্গান্তে সিদ্ধতাপসাঃ।
কর্ষকোদাস্থিতা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রান্তে ব্রজবাসিনঃ॥
বনে বনচরৈঃ কার্য্যাশ্রমণাটবিকাদয়ঃ।
পরপ্রবৃত্তিজ্ঞানার্থাঃ শীঘ্রাশ্চারপরম্পরাঃ॥ ১।১২ অঃ।

(১০) দক্ষিণপশ্চিমং ভাগং কুপ্যগৃহমায়ুধাগারং চ। ততঃ পরং নগরধান্যব্যবহারিককার্ম্মান্তিকবলাধ্যক্ষাঃ পকান্নসুরামাংসপণ্যাঃ রূপাজীবাস্তালাবচারা বৈশ্যাশ্চ দক্ষিণাং দিশমধিবসেয়ুঃ। ২।৪ অঃ।

ততঃপরমূর্ণাসূত্রবেণুচর্ম্মবর্ম্মশস্ত্রাবরণকারবঃ শূদ্রাশ্চ পশ্চিমাং দিশমধিবসেয়ুঃ। ২।৪ অঃ।

(১১) স্থলপথো বারিপথশ্চ বণিক্‌পথঃ। ২।৬ অঃ।

(১২) পণ্যাধ্যক্ষঃ স্থলজলজানাং নানাবিধানাং পণ্যানাং স্থলপথবারিপথোপযাতানাং সারফল্গ্বর্ঘান্তরং প্রিয়াপ্রিয়তাং চ বিদ্যাৎ। তথা বিক্ষেপসংক্ষেপক্রয়বিক্রয় প্রয়োগকালান্।২।১৬ অঃ।

স্বভূমিজানাং রাজপণ্যানামেকমুখং ব্যবহারং স্থাপয়েৎ। পরভূমিজানামনেকমুখম্। বহুমুখং বা রাজপণ্যং বৈদেহকাঃ কৃতার্ঘং বিক্রীণীরন্। ছেদানুরূপঞ্চ বৈধরণং দদ্যুঃ। ২।১৬ অঃ।

পরভূমিজং পণ্যমনুগ্রহেণাবাহয়েৎ। নাবিকসার্থবাহেভ্যশ্চ পরিহারমায়তিক্ষমং দদ্যাৎ। অনভিযোগশ্চার্থেষ্বাগন্তূনামন্যত্র সভ্যোপকারিভ্যঃ। ২।১৬ অঃ।

পণ্যাধ্যক্ষ ব্যতীত চারিপাঁচ জন শুল্কআদায়কারী থাকিত, তাহারা বাণিজ্যোপযাত বণিক্‌গণের কে কোথা হইতে আসিল, কাহার কাহার কত পণ্য, কিরূপ অভিজ্ঞানমুদ্রা বা ছাড় ইত্যাদি লিখিয়া রাখিত। প্রত্যেক বণিক্‌কেই অভিজ্ঞানমুদ্রা বা ছাড় দেখাইতে হইত। মুদ্রা দেখাইতে না পারিলে দ্বিগুণ শুল্ক দণ্ড হইত। আবার অভিজ্ঞানমুদ্রা জাল করিয়া আনিলে তাহার শুল্কের আটগুণ দণ্ড এবং মুদ্রা ছিঁড়িয়া ফেলিলে ও নাম পরিবর্ত্তন করিলেও সয়া পণ দণ্ড হইত।[১৩]

ক্রয়বিক্রয়েরও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। দুর্গের সম্মুখ ভাবে রাজার ধ্বজ উড়িত। বৈদেহকেরা (ব্যাপারীরা) ধ্বজমূলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্যের পরিমাণ ও দর জানাইত। এই জিনিষের এই মাপ, কে কিনিবে? এইরূপ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ক্রেতাকে জানাইতে হইত। ক্রেতাগণের ডাকা ডাকিতে নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা দাম বাড়িয়া গেলে যে দাম বাড়িত, শুল্কসহ তাহাও রাজকোষে যাইত। শুল্ক দিবার ভয়ে পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ বা মূল্য কম করিয়া বলিলেও, পরীক্ষায় যাহা বৃদ্ধি হইত, তাহা রাজা গ্রহণ করিতেন অথবা বিক্রেতাকে দেয় শুল্কের আটগুণ দণ্ড দিতে হইত। ভাল জিনিষের সঙ্গে মন্দ জিনিস লুকাইয়া বিক্রয় করিলে অথবা মন্দ জিনিষের উপর ভাল জিনিস রাখিয়া ভাল জিনিস বলিয়া বিক্রয় করিলেও শুল্কের আট গুণ দণ্ড হইত। ক্রেতা অপরে লইবে এই আশঙ্কায় মূল্য বাড়াইয়া দিলে, নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা যাহা বৃদ্ধি হইত, তাহা রাজা লইতেন অথবা দ্বিগুণ শুল্ক আদায় করিতেন।[১৪]

পণ্যাধিষ্ঠাতারঃ পণ্যমূল্যমেকমুখং কাষ্ঠদ্রোণ্যামেকচ্ছিদ্রাপিধানায়াং নিদধ্যুঃ। অহ্নশ্চাষ্টমে ভাগে পণ্যাধ্যক্ষার্পয়েয়ুঃ"ইদং বিক্রীতমিদং শেষমিতি।" তুলামানভাণ্ডকং চার্পয়েয়ুঃ। ২।১৬ অঃ।

(১৩) শুল্কাদায়িনশ্চত্বারঃ পঞ্চ বা সার্থোপযাতান্ বণিজো লিখেয়ুঃ—"কে কুতস্ত্যাঃ কিয়ৎপণ্যাঃ ক চাভিজ্ঞানমুদ্রা বা কৃতা" ইতি। অমুদ্রানামত্যয়ো দেয়দ্বিগুণঃ। কূটমুদ্রাণাং শুল্কাষ্টগুণো দণ্ডঃ। ভিন্নমুদ্রাণামত্যয়ো ঘটিকাস্থানে স্থানং। রাজমুদ্রাপরিবর্ত্তনে নামকৃতে বা সপাদপণিকং বহনং দাপয়েৎ। ২।২১ অঃ।

(১৪) ধ্বজমূলোপস্থিতস্য প্রমাণমর্ঘং চ বৈদেহকাঃ পণ্যস্য ব্রূয়ুঃ—"এতৎ প্রমাণার্ঘেন পণ্যমিদং কঃ ক্রেতেতি" ত্রিরুদ্‌ঘোষিতমর্থিভ্যো দদ্যাৎ। ক্রেতৃসঙ্ঘর্ষে মূল্যবৃদ্ধিঃ সশুল্কা কোশং গচ্ছেৎ। শুল্কভয়াৎ পণ্যপ্রমাণং মূল্যং বা হীনং ব্রুবতস্তদতিরিক্তং রাজা হরেৎ। শুল্কমষ্টগুণং বা দদ্যাৎ। তদেব নিবিষ্টপণ্যস্য ভাণ্ডস্য হীনপ্রতিবর্ণকেনার্ঘাপকর্ষণে সারভাণ্ডস্য ফল্গুভাণ্ডেন

পণ্যাধ্যক্ষও যদি পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপনে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নির্দ্দিষ্ট শুল্কের আটগুণ দণ্ড দিতে হইত। কোন পণ্যদ্রব্য অধ্যক্ষকে না দেখাইয়া চাপা দিয়া রাখিলেও আট গুণ দণ্ড হইত। ধরা, মাপা বা গণা হইলেও বিক্রয়কালে তর্ক করিলে অথবা রাজপক্ষে যাহারা মাপের ভাঁড় ধরিত, তাহাদিগের সহিত গোলমাল করিলেও দণ্ড হইত। এমন কি নির্দ্দিষ্ট ধ্বজমূল ছাড়িয়া অন্যত্র বিক্রেয় পণ্য রাখিলেও অথবা যে পণ্যের শুল্ক দেওয়া হয় নাই, তাহা বিক্রয় করিলেও আটগুণ দণ্ড হইত।[১৫] বিবাহ, অন্নায়ন, উপযানিক, যজ্ঞোপলক্ষে নৈমিত্তিক কার্য্য, দেবপূজা, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদানব্রত, ও দীক্ষা ইত্যাদি ক্রিয়াবিশেষের জন্য যে পণ্য আসিত সেই সকল পণ্যের উপর শুল্ক ধরা হইত না, কিন্তু ঐরূপ স্থলে মিথ্যাচরণ করিলে চোরের মত সাজা হইত।[১৬]

সীমান্তাধ্যক্ষ বিদেশাগত পণ্যের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া ছাড় ও মুদ্রা দেখিয়া তবে বণিক্‌কে শুল্কাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রাজার চর ব্যাপারীর ন্যায় ছদ্মবেশে বিদেশাগত সমস্ত পণ্যের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানাইয়া রাখিত। রাজা আবার সেই সংবাদ শুল্কাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া পাঠাইতেন। সুতরাং বাণিজ্য দ্রব্য সহ বণিক্‌গণ ধ্বজের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র শুল্কাধ্যক্ষ বণিক্‌দিগকে ডাকাইয়া বলিতেন যে এই সকল সার ও অসার পণ্য আনিয়াছ, রাজা সমস্তই জানিয়াছেন। রাজার এরূপ প্রভাব জানিয়া প্রকৃত বিষয় গোপন করা কখনই উচিত নহে।[১৭]

দেশীয় আমদানী দ্রব্যের উপর সাধারণতঃ তাহার মূল্যের এক পঞ্চমাংশ শুল্ক

প্রতিচ্ছাদনে চ কুর্য্যাৎ। প্রতিক্রেতৃভয়াদ্বা পণ্যমূল্যাদুপরি মূল্যং বর্দ্ধয়তো মূল্যবৃদ্ধিং রাজা হরেৎ, দ্বিগুণং বা শুল্কং কুর্য্যাৎ। ২।২১ অঃ।

(১৫) তদেবাষ্টগুণমধ্যক্ষস্য ছাদয়তঃ। তস্মাদ্বিক্রয়ঃ পণ্যানাং ধৃতো মিতো গণিতো বা কার্য্যঃ তর্কঃ কস্তভাণ্ডানামানুগ্রাহকাণাং চ। ধ্বজমূলমতিক্রমান্তানাং চাকৃতশুল্কানাং শুল্কাদষ্টগুণো দণ্ডঃ। ২।২১ অঃ।

(১৬) বৈবাহিকমন্নায়নমৌপযানিকং যজ্ঞকৃত্যপ্রসবনৈমিত্তিকং দেবেজ্যাচৌলোপনয়ন-গোদানব্রতদীক্ষণাদিষু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাণ্ডমুচ্ছুল্কং গচ্ছেৎ। ২। ২১ অঃ।

(১৭) বৈদেহকং সার্থং কৃতসারফল্গুভাণ্ডবিচয়নমভিজ্ঞানং মুদ্রাং চ দত্ত্বা প্রেষয়েদধ্যক্ষস্য। বৈদেহকব্যঞ্জনো বা সার্থপ্রমাণং রাজ্ঞঃ প্রেষয়েৎ। তেন প্রদেশেন রাজা শুল্কাধ্যক্ষস্য সার্থপ্রমাণ-

দিতে হইত। মূল্যবান্ শঙ্খ, হীরকাদি, মণি, মুক্তা, শুক্তি ও প্রবাল সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তির নিকট মূল্য স্থির হইলে তদুপরি শুল্ক আদায় হইত।

ক্ষৌমবস্ত্র, সাড়ী, রেসমী কাপড়, কঙ্কট, হরিতাল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, লৌহ, বর্ণ অঞ্জনাদি নানা প্রকার ধাতু; চন্দন, অগরু, কটুক, নানা প্রকার ঔষধি, আসব, সুরা, হস্তিদন্ত, অজিন, পশমী ও রেশমী আস্তরণ ও আবরণ প্রভৃতির উপর একদশমাংশ হইতে একপঞ্চদশাংশ পর্য্যন্ত। নানা ছিটের কাপড়, কার্পাস-সূত্র, চন্দনগন্ধ, ভৈষজ্য, কাষ্ঠ (timber), বেণু, বল্কলবস্ত্র, চর্ম্ম, মৃদ্ভাণ্ড, ধান্য, স্নেহ, ক্ষার, লবণ, অপকৃষ্ট মদ্যাদি, ও পকান্ন প্রভৃতির উপর বিংশতি ভাগ হইতে পঞ্চবিংশতিভাগ শুল্ক দিতে হইত।[১৮]

তৎকালে শ্রেষ্ঠ বণিক্‌গণ কি কি ব্যবসা করিতেন, চাণক্য তাহারও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

নানা প্রকার অগরু যথা, জোঙ্গক, কালচিত্র বা মণ্ডলচিত্র ইহা কালাগুরু নামে খ্যাত, দোঙ্গক এবং পারসমুদ্রক চিত্ররূপ উশীর বা নবমালিকাগন্ধযুক্ত। সমুদ্রের পরপার হইতে আনীত হইত বলিয়া পারসমুদ্রক নাম হইয়াছে।[১৯]

নানা প্রকার তৈলপর্ণিক, এতন্মধ্যে অশোকগ্রামিক—মাংসবর্ণ ও পদ্মগন্ধযুক্ত, চোঙ্গক—রক্তপীতবর্ণ, উৎপলগন্ধ বা গোমূত্রগন্ধযুক্ত, গ্রামেরুক—স্নিগ্ধ গোমূত্র-গন্ধি, সৌবর্ণকুড্যক—রক্তপীতবর্ণ মাতুলঙ্গগন্ধি, পূর্ণকদ্বীপক পদ্ম বা নবনীতগন্ধ-যুক্ত, লৌহিত্যের অপরপারজাত ভদ্রশ্রায় জাতিফুলের ন্যায় বর্ণ,আন্তরপত্য—উশীর বর্ণ, শেষোক্ত উভয় প্রকার চন্দনই কুড়ের ন্যায় গন্ধযুক্ত; স্বর্ণভূমিজাত কালে-

মুপদিশেৎ সর্ব্বজ্ঞত্বখ্যাপনার্থম্। ততঃ সার্থমধ্যক্ষোঽভিগম্য ব্রূয়াৎ ইদমমুষ্যামুষ্য চ সারভাণ্ডং ফল্গুভাণ্ডঞ্চ ন নিগূহিতব্যং এষ রাজ্ঞঃ প্রভাবঃ। ২। ২১।

(১৮) শঙ্খবজ্রমণিমুক্তাপ্রবালহারাণাং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েৎ কৃতকর্ম্মপ্রমাণকাল-বেতনফলনিষ্পত্তিভিঃ। ক্ষৌমদুকূলক্রিমিতানকঙ্কটহরিতালমনঃশিলাহিঙ্গুলকলোহবর্ণধাতূনাং চন্দনাগরুকটুককিণ্বাবরণানাং সুরাদন্তাজিনক্ষৌমদুকূলনিকরাস্তরণপ্রাবরণক্রিমিজাতানামৌর্ণকস্য চ দশভাগঃ পঞ্চদশভাগো বা॥ বস্ত্রচতুষ্পদদ্বিপদসূত্রকার্পাসগন্ধভৈষজ্যকাষ্ঠবেণুবল্কলচর্ম্মমৃদ্ভাণ্ডানাং ধান্যস্নেহক্ষারলবণমদ্যপকান্নাদীনাং চ বিংশতিভাগঃ পঞ্চবিংশতি ভাগো বা॥ ২।২২ অঃ।

(১৯) অগরু—জোঙ্গকং কালং কালচিত্রং মণ্ডলচিত্রং বা; শ্যামং দোঙ্গকং, পারসমুদ্রকং চিত্ররূপমুশীরগন্ধি নবমালিকাগন্ধিবেতি। ২।১১ অঃ।

কালেয়ক—স্নিগ্ধ পীতবর্ণ এবং উত্তরপর্ব্বতক, রক্তপীতক নামে আরও দুই প্রকার চন্দনকাষ্ঠ ছিল।[২০]

উপরোক্ত অগুরু ব্যতীত বণিকেরা নানা দেশ হইতে নানা প্রকার রক্তচন্দন সুবর্ণ, রূপ্য, ও অজিনাদি আনিয়া তাহার ব্যবসা করিতেন। মহামতি চাণক্য সেই সকলের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

রক্তচন্দন—সুন্দর রক্তবর্ণ ভূমিগন্ধি, গোশীর্ষক—কালতাম্রবর্ণ মৎস্যগন্ধি, হরিচন্দন—শুকপত্রবর্ণ আম্রগন্ধি বা তৃণগন্ধি, গ্রামেরুক—রক্ত বা রক্তকৃষ্ণবর্ণ ছাগমূত্রগন্ধি, দৈবসভেয়—রক্তবর্ণ পদ্মগন্ধি, জাপকও পূর্ব্ববৎ, জোঙ্গক ও তৌরূপ—রক্ত বা রক্তকৃষ্ণবর্ণ স্নিগ্ধ, মালেয়ক—পাণ্ডুরক্তবর্ণ, কুচন্দন কালরুক্ষ, অগরুকাল রক্ত বা রক্তকৃষ্ণবর্ণ (বর্ণভেদে নানা প্রকার), কালপর্ব্বতক সুন্দরবর্ণ, কোশাকার-পর্ব্বতক কাল বা কালবিন্দুযুক্ত, শীতোদকীয় পদ্মাভ অথবা কালস্নিগ্ধ, নাগপর্ব্বতক রুক্ষ বা শৈবাল-বর্ণ, এবং শাকল কপিলবর্ণ (এই কয় প্রকার রক্তচন্দন)।[২১]

নানা প্রকার সুন্দর চর্ম্ম। যথা, কান্তনাবকম—ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত, প্রৈয়ক—নীলপীতশ্বেতাদি বিন্দুযুক্ত এই উভয় প্রকার চর্ম্মের আয়াম অষ্টাঙ্গুল। অব্যক্তরূপ ও নানা বর্ণযুক্ত বিসী, পরুষ ও শ্বেতপ্রায় মহাবিসী এই উভয় প্রকার চর্ম্মের আয়াম দ্বাদশাঙ্গুল, উহা দ্বাদশগ্রামীয় নামেও খ্যাত ছিল। বিন্দু বিন্দু চিত্র ও শ্যামবর্ণযুক্ত শ্যামিকা, কপিল বা কপোতবর্ণবিশিষ্ট কালিকা এই উভয় প্রকার চর্ম্মের আয়াম অষ্টাঙ্গুল। এ ছাড়া আরও কএকপ্রকার চর্ম্ম পণ্যদ্রব্যরূপে প্রচলিত ছিল।

(২০) তৈলপর্ণিকং অশোকগ্রামিকং মাংসবর্ণং পদ্মগন্ধি, চোঙ্গকং রক্তপীতকমুৎপলগন্ধি গোমূত্র-গন্ধি বা, গ্রামেরুকং স্নিগ্ধং গোমূত্রগন্ধি, সৌবর্ণকুড্যকং রক্তপীতং মাতুলুঙ্গগন্ধি, পূর্ণকদ্বীপকং পদ্মগন্ধি নবনীতগন্ধিবেতি, ভদ্রশ্রীয়ং পারলৌহিত্যকং জাতীবর্ণং আন্তরপত্যমুশীরবর্ণং, উভয়ং কুষ্ঠগন্ধি চেতি, কালেয়কঃ স্বর্ণভূমিজঃ স্নিগ্ধপীতকঃ, ঔত্তরপর্ব্বতকো রক্তপীতক ইতি সারাঃ। ২।১১ অঃ।

(২১) চন্দনং সাতনং রক্তং ভূমিগন্ধি, গোশীর্ষকং কালতাম্রং মৎস্যগন্ধি, হরিচন্দনং শুকপত্রবর্ণ-মাম্রগন্ধি, তার্ণসং চ; গ্রামেরুকং রক্তং রক্তকালং বা বস্তমূত্রগন্ধি, দৈবসভেয়ং রক্তং পদ্মগন্ধি, জাপ-কঞ্চ; জোঙ্গকং রক্তং রক্তকালং বা স্নিগ্ধং, তৌরূপঞ্চ; মালেয়কং, পাণ্ডুরক্তং, কুচন্দনং, কালরুক্ষম-গরুকালং রক্তং রক্তকালং বা, কালপর্ব্বতকমনবদ্যবর্ণং বা, কোশাকারপর্ব্বতকং কালং কালচিত্রং বা, শীতোদকীয়ং পদ্মাভং কালস্নিগ্ধং বা, নাগপর্ব্বতকং রুক্ষং শৈবলবর্ণং বা, শাকলং কপিলমিতি। ২।১১ অঃ।

যথা—কদলী, চন্দ্রচিত্রা, চন্দ্রোত্তরা, কদলীত্রিভাগা, শাকুলা, কোঠমণ্ডলচিত্রা, কৃতকর্ণিকা ও অজিনচিত্রা ; এই সকল চর্ম্ম এক হস্ত আয়ত। এ ছাড়া ৩৬ অঙ্গুল আয়ত সামুর, চীনসী, ও সামূলী, এই গুলি বাহ্লবেয় নামে খ্যাত। এতন্মধ্যে সামুর অঞ্জনবর্ণ, চীনসী রক্তকৃষ্ণ বা পাণ্ডুকৃষ্ণবর্ণ, সামূলী গোধূম বর্ণ। উৎকলের সাতিনা, নলতূলা ও বৃত্তপুচ্ছা এই কয় প্রকার চর্ম্মও প্রসিদ্ধ ছিল। সাতিনা কাল ও বৃত্ত-পুচ্ছ কপিলবর্ণ। এই চর্ম্ম আস্তরণের জন্য ব্যবহৃত হইত।[২২]

নানা প্রকার কম্বল যথা—শুদ্ধ, আবিক ও খণ্ডসঙ্ঘাত্য উভয়ই শুদ্ধ, শুদ্ধরক্ত বা পদ্মরক্তবর্ণ ; আবিক খচিত ও নানা চিত্রে বোনা, খণ্ডসঙ্ঘাত্য তন্তুবিচ্ছিন্ন। আবিকও নানা প্রকার—কৌচপক, কুলমিতিকা, সৌমিতিকা, তুরগাস্তরণ, বর্ণক, তালচ্ছত্রক, বারবাণ, পরিস্তোম ও সমন্তভদ্র। নেপালী কম্বল যথা—অষ্টপ্লোতি কৃষ্ণবর্ণা, সঙ্ঘাত্যা, বর্ষবারণ, অপসারক ও ভিঙ্গিসী। মৃগরোম যথা—সম্পুটিকা, চতুরশ্রিকা, লম্বরা, কটবানক, প্রাবরক ও সত্তলিক।[২৩]

তৎকালে পূর্ব্ব-ভারতের প্রসিদ্ধ জনপদসমূহে বহুবিধ সুন্দর দুকূল, অংশুপট্ট, ক্ষৌম বস্ত্র, পত্রোর্ণা বা ওড়না প্রস্তুত হইত। এতন্মধ্যে বঙ্গদেশীয় দুকূল বা সাড়ী বাঙ্গক নামে, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা রাজসাহী জেলায় প্রচলিত অংশুক বা সুচিক্কণ মসলিন্ সমূহ পৌণ্ড্রক বা সৌবর্ণকুড্য নামে, কাশী ও পৌণ্ড্রের

(২২) কান্তনাবকং প্রৈয়কং চৌত্তরপর্ব্বতকং চর্ম্ম। কান্তনাবকং ময়ূরগ্রীবাভং প্রৈয়কং নীল-পীতশ্বেতলেখিবিন্দুচিত্রং তদুভয়মষ্টাঙ্গুলায়ামম্। বিসী মহাবিসী চ দ্বাদশগ্রামীয়ে। অব্যক্তরূপা দুহিলিতিকা চিত্রা বা বিসী। পরুষা শ্বেতপ্রায়া মহাবিসী। দ্বাদশাঙ্গুলায়ামমুভয়ম্।

শ্যামিকা কালিকা কদলী চন্দ্রোত্তরা শাকুলা চারোহজাঃ। কপিলা বিন্দুচিত্রা বা শ্যামিকা, কালিকা কপিলা কপোতবর্ণা বা। তদুভয়মষ্টাঙ্গুলায়ামম্। পরুষা কদলী হস্তায়তা। সৈব চন্দ্রচিত্রা চন্দ্রোত্তরা কদলীত্রিভাগা শাকুলা কোঠমণ্ডলচিত্রা কৃতকর্ণিকাঽজিনচিত্রা চেতি।

সামূরং চীনসী সামূলী চ বাহ্লবেয়াঃ। ষট্ত্রিংশদঙ্গুলমঞ্জনবর্ণং সামূরং, চীনসী রক্তকালী পাণ্ডুকালী বা সামূলী গোধূমবর্ণেতি। সাতিনা নলতূলা বৃত্তপুচ্ছা চ ঔড্রাঃ। সাতিনা কৃষ্ণা। নলতূলা নলতূলবর্ণা। কপিলা বৃত্তপুচ্ছা চ। ইতি চর্ম্মজাতয়ঃ। ২।১১ অঃ।

(২৩) শুদ্ধং শুদ্ধরক্তং পদ্মরক্তং চ আবিকং ; খচিতং বানচিত্রং খণ্ডসঙ্ঘাত্যং তন্তুবিচ্ছিন্নং চ কম্বলঃ॥ কৌচপকঃ কুলমিতিকা সৌমিতিকা তুরগাস্তরণং বর্ণকং তালচ্ছত্রকং বারবাণঃ পরিস্তোমঃ সমন্তভদ্রকঞ্চ আবিকম্। অষ্টপ্লোতি সঙ্ঘাত্যা কৃষ্ণা ভিঙ্গিসী বর্ষবারণমপসারক ইতি নৈপালকম্॥ সম্পুটিকা, চতুরশ্রিকা, লম্বরা, কটবানকং, প্রাবরকঃ, সত্তলিকেতি মৃগরোম॥

উৎকৃষ্ট ক্ষৌমবস্ত্র কাশিক ও পৌণ্ড্রক নামে, এ ছাড়া বেহার, উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-রাঢ়ের সুন্দর পত্রোর্ণা বা ওড়নাগুলি যথাক্রমে মাগধিকা, পৌণ্ড্রিকা ও সৌবর্ণ-কুড্যকা নামে প্রচলিত ছিল।[২৪]

তৎকালে কোন্ কোন্ বৃক্ষে রেশম বা তসরের গুটী প্রস্তুত করা হইত, চাণক্য তাহারও এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

নাগ, লিকুচ ও বট। নাগবৃক্ষের গুটীসূতা পীত, লিকুচের গোধূম, বকুলবৃক্ষ-জাত গুটী শ্বেত এবং বটবৃক্ষের গুটী নবনীত বর্ণ। ঐ সকলের মধ্যে সৌবর্ণ-কুড্যক অর্থাৎ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যে গুটী হইত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিল। তৎপরে চীনদেশীয় কৌশেয় চীনাংশুক বা চীনপট্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। নানা স্থানে কার্পাসসূত্রের যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তন্মধ্যে মাথুর, অপরান্তক, কালিঙ্গক, কাশিক, বাঙ্গক, বাৎসক, ও মাহিষক শ্রেষ্ঠ।[২৫]

তৎকালে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবসা জগৎবিখ্যাত ছিল, এ কারণ আর্য্যরাজগণ বস্ত্রশিল্পে যথেষ্ট উৎসাহদান করিতেন এবং ঐ কারণেই কার্পাস, রেশম বা পশম হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য রাজসংসারে ও সকল গৃহস্থের গৃহে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। রাজকীয় নানা বিভাগের মধ্যেও একটী সূত্রবিভাগ ছিল।

তৎকালে কিরূপে বস্ত্রাদির সূত্র প্রস্তুত হইত এবং রাজগণের তৎপ্রতি কিরূপ লক্ষ্য ছিল, চাণক্য তাহারও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

রাজসংসারে একজন সূত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্যক্তি সূত্র, বস্ত্র, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। ঊর্ণা, বল্ক, কার্পাস, তুল, শণ ও ক্ষৌম ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় বস্ত্রাদির সূত্রপ্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল। বিধবা, অন্যঙ্গা, কন্যা, প্রব্রজিতা, দণ্ডপ্রতিকারিণী, রূপাজীবা, মাতৃকা, বৃদ্ধরাজদাসী ও দেবদাসী

(২৪) বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং, সৌবর্ণকুড্যকং সূর্য্যবর্ণং মণিস্নিগ্ধো-দকবানং চতুরস্রবানং ব্যামিশ্রবানঞ্চ। এতেষামেকাংশুকমর্দ্ধদ্বিত্রিচতুরংশুকমিতি। তেন কাশিকং পৌণ্ড্রকঞ্চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম্। মাগধিকা পৌণ্ড্রিকা সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণাঃ।

(২৫) নাগবৃক্ষো লিকুচো বকুলো বটশ্চ যোনয়ঃ। পীতিকা নাগবৃক্ষিকা, গোধূমবর্ণা লৈকুচী, শ্বেতা বাকুলী, শেষা নবনীতবর্ণাঃ। তাসাং সৌবর্ণকুড্যকা শ্রেষ্ঠা। তয়া কৌশেয়ং চীনপট্টাশ্চ চীনভূমিজা ব্যাখ্যাতাঃ। মাথুরমাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকঞ্চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি। ২।১১ অঃ।

প্রভৃতি স্ত্রীলোক বিভিন্ন প্রকার সূতা কাটিত। সরু, মোটা ও মাঝারি সূতার অবস্থা অনুসারে বেতন ঠিক করা হইত। কোন্ তিথিতে কতটা কার্য্য হইবে, তাহারও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সূতা কম হইলে বেতনও কম দেওয়া হইত। যাহারা ক্ষৌম, দুকূল, ক্রিমিতান, রাঙ্কব ও কার্পাসসূত্রের বোনা কাজে নিযুক্ত হইত, তাহাদের বস্ত্র, আস্তরণ ও প্রাবরণ লইবার সময় গন্ধমাল্যাদি উপহার দিয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হইত। অনিষ্কাসিনী, প্রোষিতবিধবা, ন্যঙ্গা, কন্যকা এবং যাহারা আশ্রিতা নিজ দাসীর মত তাহাদিগেরও উপগ্রহ কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল, ঐ সকল অথবা যাহারা স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে আসিত, প্রত্যূষে সূত্রশালায় আসিবার পরই তাহাদের কার্য্য লইয়া বেতন মিটাইয়া দেওয়া হইত।

সূত্রশালায় যে সকল স্ত্রীলোক কার্য্য করিত, কেহ তাহাদের মুখ দেখিতে পাইত না। কোন অধ্যক্ষ যদি তাহাদের মুখ দেখিত বা অন্যকার্য্যের আলাপ করিত, তাহা হইলে তাহার অশীতিপণদণ্ড হইত। যথা সময়ে বেতন না দিলে এবং কর্ম্ম না করাইয়া বেতন দিলেও চল্লিশপণ দণ্ড হইত। যে বেতন পাইয়া কর্ম্ম না করিত, তাহার অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দেওয়া হইত। ভক্ষিত, অপহৃত ও অবস্কন্দিতার পক্ষেও এই নিয়ম ছিল।[২৬]

উক্ত বিভিন্ন পণ্য ব্যতীত বণিক্‌গণ নানা দেশীয় নানাবিধ হীরক, মণি, মুক্তা,

(২৬) সূত্রাধ্যক্ষঃ সূত্রবর্ম্মবস্ত্ররজ্জুব্যবহারং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েৎ। উর্ণাবল্ককার্পাসতূলশণ-ক্ষৌমাণি চ। বিধবান্যঙ্গাকন্যাপ্রব্রজিতা-দণ্ডপ্রতিকারিণীভীরূপাজীবামাতৃকাভির্বৃদ্ধরাজদাসীভির্ব্যুপরতোপস্থানদেবদাসীভিশ্চ কর্ত্তয়েৎ॥

শ্লক্ষ্ণস্থূলমধ্যতাং চ সূত্রস্য বিদিত্বা বেতনং কল্পয়েৎ। বহ্বল্পতাং চ সূত্রপ্রমাণং জ্ঞাত্বা তৈলামলকোদ্বর্ত্তনৈরেতা অনুগৃহ্লীয়াৎ। তিথিষু প্রতিপাদনমানৈশ্চ কর্ম্ম কারয়িতব্যাঃ। সূত্রহ্রাসে বেতনহ্রাসঃ দ্রব্যসারাৎ।

ক্ষৌমদুকূলক্রিমিতানরাঙ্কবকার্পাসসূত্রবানকর্ম্মান্তাংশ্চ প্রযুঞ্জানো গন্ধমাল্যদানৈরন্যৈশ্চোপগ্রাহিকৈরারাধয়েৎ। বস্ত্রাস্তরণপ্রাবরণাবিকল্পানুত্থাপয়েৎ।

যাশ্চানিষ্কাসিন্যঃ প্রোষিতবিধবা ন্যঙ্গা কন্যকা বাত্মানং বিভৃযুস্তাঃ স্বদাসীভিরনুসার্য্য সোপগ্রহং কর্ম্ম কারয়িতব্যাঃ। স্বয়মাগচ্ছন্তীনাং বা সূত্রশালাং প্রত্যুষসি ভাণ্ডবেতনবিনিময়ং কারয়েৎ। সূত্রপরীক্ষার্থমাত্রঃ প্রদীপঃ॥ স্ত্রিয়া মুখসন্দর্শনেঽন্যকার্য্যসংভাষায়াং বা পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। বেতনকালাতিপাতনে মধ্যমঃ। অকৃতকর্ম্মবেতনপ্রদানে চ। গৃহীত্বা বেতনং কর্ম্ম অকুর্বত্যাঃ অঙ্গুষ্ঠসন্দংশনং দাপয়েৎ। ভক্ষিতাপহৃতাবস্কন্দিতানাং চ॥ ২। ২৩ অঃ।

কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্রাদি নানা ধাতুরও বাণিজ্য করিতেন। চাণক্য সেই সকল বিভিন্ন জাতীয় হীরকাদির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

সভারাষ্ট্রক, মধ্যমরাষ্ট্রক, কাশ্মীরক বা কান্তাররাষ্ট্রক, শ্রীকটনক, মণিমন্তক ও ইন্দ্রবাণক এই কয় প্রকার বজ্র।[২৭]

সৌগন্ধিক, পদ্মরাগ, অনবদ্যরাগ, পারিজাতপুষ্পক, বালসূর্য্যক, উৎপলবর্ণ বৈদূর্য্য, উদকবর্ণ শিরীষপুষ্পক, শুকপত্রবর্ণ পুষ্পরাগ, গোমূত্রবর্ণ গোমেদক, নীল আবলিযুক্ত ইন্দ্রনীল, কলায়পুষ্পসদৃশ মহানীল, জম্বুফলসদৃশ জীমূতপ্রভ, স্রবন্মধ্য নন্দক ও শীতবৃষ্টি সূর্য্যকান্ত এই কয় প্রকার মণি।[২৮] এই সকল মণি প্রধানতঃ কৌট, মৌলেয়ক ও পারসমুদ্রক এই ত্রিবিধ নামে পরিচিত ছিল। [২৯]

তাম্রপর্ণিক, পাণ্ড্যকবাটক, পাশিক্য, কৌলেয়, চৌর্ণেয়, মাহেন্দ্র, কার্দ্দমিক, স্রোতসীয়, হ্রাদীয় ও হৈমবত এই কয় প্রকার মুক্তা। [৩০]

বিমলক, শস্যক, অঞ্জনমূলক, পিত্তক, সুলভক, লোহিতক, অমৃতাংশুক, জ্যোতীরসক, মৈলেয়ক, আহিচ্ছত্রক, কূর্প, প্রতিকূর্প, সুগন্ধিকূর্প, ক্ষীরপক, শুক্তিচূর্ণক, শিলাপ্রবালক, পুলক, ও শুক্রপুলক এই সকল কাচমণি।[৩১]

জাম্বূনদ, শাতকুম্ভ, হাটক, বৈণব, শৃঙ্গশুক্তিজ, জাতরূপ, রসবিদ্ধ ও আকরোদগত এই কয় প্রকার সুবর্ণ। [৩২]

(২৭) সভারাষ্ট্রকং মধ্যমরাষ্ট্রকং কাশ্মক (কান্তার) রাষ্ট্রকং শ্রীকটনকং মণিমন্তকমিন্দ্রবানকং চ বজ্রম্। খনিস্রোতঃ প্রকীর্ণকঞ্চ যোনয়ঃ॥

(২৮) সৌগন্ধিকঃ পদ্মরাগঃ আনন্দরাগঃ পারিজাতপুষ্পকঃ বালসূর্য্যকঃ। বৈদূর্য্যঃ উৎপলবর্ণঃ শিরীষপুষ্পক উদকবর্ণো বংশরাগঃ শুকপত্রবর্ণঃ পুষ্পরাগো গোমূত্রকো গোমেদকঃ। নীলাবলীয় ইন্দ্রনীলঃ কলায়পুষ্পকো মহানীলো জাম্ববাভো জীমূতপ্রভো নন্দকঃ স্রবন্মধ্যঃ শীতবৃষ্টিঃ সূর্য্যকান্তশ্চেতি মণয়ঃ। ২।১১ অঃ।

(২৯) মণিঃ কৌটো মৌলেয়কঃ পারসমুদ্রকশ্চ। ২।১১ অঃ।

(৩০) তাম্রপর্ণিকং পাণ্ড্যকবাটকং পাশিক্যং কৌলেয়ং চৌর্ণেয়ং মাহেন্দ্রং কার্দ্দমিকং স্রোতসীয়ং হ্রাদীয়ং হৈমবতং চ মৌক্তিকম্। ২।১১ অঃ।

(৩১) বিমলকঃ সস্যকোঽঞ্জনমূলকঃ পিত্তকঃ সুলভকো লোহিতকোঽমৃতাংশুকোঃ জ্যোতীরসকো মৈলেয়ক আহিচ্ছত্রকঃ কূর্পঃ প্রতিকূর্পঃ সুগন্ধিকূর্পঃ ক্ষীরপকঃ শুক্তিচূর্ণকঃ শিলাপ্রবালকঃ পুলকঃ শুক্রপুলকঃ ইত্যন্তরজাতয়ঃ॥ শেষাঃ কাচমণয়ঃ॥ ২।১১ অঃ।

(৩২) জাম্বূনদং শাতকুম্ভং হাটকং বৈণবং শৃঙ্গশুক্তিজং জাতরূপং রসবিদ্ধমাকরোদ্গতং চ সুবর্ণং। ২।১৩ অঃ।

তুত্থোদ্গত, গৌড়িক, কাসমল, কম্বুক, ও চাক্রবালিক এই কয় প্রকার রৌপ্য।[৩৩]

কালিঙ্গস্থালী ও মুদ্গবর্ণ কষ্টি-পাথরও পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল।[৩৪]

পৌতবাধ্যক্ষকে নিক্তি দেখাইয়া লইতে হইত, তাহারই উপদেশে স্বর্ণরৌপ্যের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইত।[৩৫]

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বিবরণ হইতে বেশ বোধ হইতেছে, এখন ভারতের যে যে স্থান যে যে দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ, অথবা কিছু দিন পূর্ব্বেও যে স্থান যে জিনিসের জন্য খ্যাত ছিল, সাড়ে বাইশশত বর্ষ পূর্ব্বেও সেই সেই স্থান সেই সেই পণ্যের জন্য বাণিজ্যজগতে আদৃত হইত। তৎকালেও যে ভারতীয় আর্য্য বণিক্‌গণ বৈদিকযুগের ন্যায় সমুদ্রের পর পারে গিয়া বাণিজ্য করিতেন, "পারসমুদ্রক" শব্দ দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষই যে সকল বাণিজ্যরত্নের আকর ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সে সময়ে চীনদেশের সহিতও যে বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, তাহা চাণক্যবর্ণিত চীনপট্ট ও চীনাংশুক হইতেই অবগত হইতেছি।

চীনের সহিত যে ভারতের সংস্রব তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল, লাকুপেরি* নামে এক ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ চীনের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতীয় বণিক্‌গণ চীনদেশে বাণিজ্য চালাইতেন। সেই দূর অতীত কালেও তাঁহারা চীনদেশে যথেষ্ট প্রভাববিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি চীনদেশের বহুস্থানে তাঁহাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।† সেই সুপ্রাচীন কালে তাঁহারা ভারতীয় বাণিজ্যপণ্য সহ এখানে যে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টেই চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলনের সূত্রপাত। উক্ত ফরাসী পণ্ডিত প্রভৃত গবেষণা ও প্রগাঢ় অনুসন্ধান-ফলে প্রমাণ করিয়াছেন—

চীনে ভারতীয় বণিক্
খৃঃ পূঃ ৮ম হইতে ১ম শতাব্দ।

কিয়াও-চৌ (Kia-tchou) উপসাগরের চতুঃপার্শ্বে প্রায় ৬৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে

(৩৩) তুত্থোদ্গতং গৌড়িকং কাসমলং কম্বুকং চাক্রবালিকং চ রূপ্যম্। ২।১৩ অঃ।

(৩৪) কালিঙ্গকস্থালী পাষাণো বা মুদ্গবর্ণো নিকষশ্রেষ্ঠঃ। ঐ

(৩৫) তুলাপ্রতিমানং পৌতবাধ্যক্ষে বক্ষ্যামঃ। তেনোপদেশেন রূপ্যসুবর্ণং দদ্যাদাদদীত চ॥ ঐ

* Professor Terrien De Lacouperie, Ph. D., Litt. D.

† Western Origin of the Early Chinese Civilisation, p. 89.

সমুদ্রযাত্রী ভারতীয় বণিক্‌গণ ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তত্রত্য চীনের সামন্তরাজগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বণিক্‌কুলের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় বণিক্‌কুলও সাহস ও শক্তিপ্রভাবে তথায় রাজ্যপত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল উপনিবেশী বণিক্ 'লঙ্‌-ষ' নামে চীনভাষায় খ্যাত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সিংহলীয় 'লঙ্কা' শব্দই 'লঙ্‌-ষ'-রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সিংহলের আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, ঐ সময়ে সিংহলে সেরূপ সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং 'লঙ্‌-ষ' বণিক্‌দিগকে আমরা সিংহলী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। উহা ভারতীয় 'রঞ্জ' বা 'রণজয়' শব্দ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ চীনদিগকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহারা 'রণজয়' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিয়াও-চৌ উপসাগরের উত্তরকূলে চি-মিএ (Tsi-mieh) বা চি-মো (Tsi-moh) নামক স্থানে *তাঁহাদের বাণিজ্য-বন্দর ও টঙ্কশালা স্থাপিত* ছিল। আরব-সমুদ্র হইতে চীনসমুদ্র পর্য্যন্ত সকল বন্দরে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। তাঁহারা সকলেই হিন্দু। তাঁহাদের একজন প্রধানের নাম কুতলু বা কুতূহল। ৬৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেই বণিক্‌প্রধান পবিত্র গাভী সহ সান্‌তুঙ্গ্ উপদ্বীপের লু-বংশীয় চীনরাজকুমারের সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। চীনরাজকুমার মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, চীনদেশে তাঁহার উপাখ্যান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উক্ত বণিক্‌গণের উপনিবেশ চীনরাজের অধিকারভুক্ত হইতে পারে নাই, এ কারণ তাঁহারা অনেকটা স্বাধীনভাবেই অতিবাহিত করিতেছিলেন এবং চীনরাজকে যেরূপ কর বা বাণিজ্যশুল্ক দিবার বিধি ছিল, তাঁহাদিগকে সেই বিধির মধ্যে পড়িতে হয় নাই।

চীনের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল শক্তিশালী বণিক্‌সম্প্রদায় ৬৭৫ হইতে ৬৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে স্ব স্ব বাণিজ্যসুবিধার্থ চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম ধাতব মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী চীনজনপদের সামন্ত রাজবর্গের সহিত তাঁহাদিগের বেশ সদ্ভাব ছিল, ঐ সকল চীনরাজও স্ব স্ব জনপদে উক্ত হিন্দুমুদ্রার আদর্শে ধাতবমুদ্রা চালাইয়া ছিলেন।

৫৮০ হইতে ৫৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের চীনরাজগণ ও বণিক্‌সম্প্রদায় মিলিত হইয়া একটী মুদ্রাসঙ্ঘ গঠন করিয়া ছিলেন, চীনের অভ্যন্তরবাসী বণিক্‌গণও এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি একপৃষ্ঠে

চীন ও অপর পৃষ্ঠে ভারতীয় বণিক্‌গণের চিহ্নাঙ্কযুক্ত তখনকার বহু সংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লঙ্-য (বা 'রণজয়') উপনিবেশের বণিক্‌গণ ৪৭২ হইতে ৩৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে আবার বৃহদায়তন মুদ্রা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ সকল সুপ্রাচীন মুদ্রা হইতে উক্ত মুদ্রাসঙ্ঘে আরও দুইটী নগরের চীনবণিক্‌গণের যোগদানের সন্ধান পাওয়া যায়। রণজয়ের প্রধান সহর চি-মো নগরের টাঁকশাল হইতে উৎকীর্ণ সেই সময়ের বহুবিধ ও বহু সংখ্যক মুদ্রার পরিচয় লাকুপেরি সাহেবের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।*

চীন ও ভারতীয় হিন্দু লিপিযুক্ত মুদ্রা হইতে সন্দেহ থাকিতেছে না, যে সেই সুদূর অতীত কালে ভারতীয় বণিক্‌গণ চীনদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে নানা স্থানে যথেষ্ট বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চীন বণিক্‌গণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল, নচেৎ চীনবাসী সহজে ভারতীয় বণিক্‌মুদ্রার অনুকরণে কখনই অগ্রসর হইতেন না। যে চীন বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে নানা বিষয়ের উদ্ভাবয়িতা বলিয়া প্রাচীন সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ, সেই জাতি যে বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্য-সম্পর্কে ভারতীয় বণিক্‌গণের নিকট হইতে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যসম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমাধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে,বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেমন ভারতীয় পণি নামক বণিক্‌জাতি হইতে মিসর, গ্রাস ও বাবিলনে আর্য্যসভ্যতালোক প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রূপ বহু প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিক্‌গণ হইতেই আর্য্যসভ্যতা চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, চীনদেশের মুদ্রাতত্ত্ব ও নানা চীনগ্রন্থ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে চীন জাতির অদম্য আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বণিক্‌গণও কতকটা খর্ব্ব হইয়া পড়েন এবং প্রায় ৫৪৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী জনপদবাসী চীনরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সেই বণিক্‌সমাজের উপর পুনঃ পুনঃ বিপ্লবঝটিকা বহিতে আরম্ভ হইল। ৪৯৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অপর একজন চীনপতি তাঁহাদের উপনিবেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সেই চীনপতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই ৪৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যুএহ্‌বংশীয়

* Western Origin of the Chinese Civilisation, by Prof. Terrien de Lacouperie, p. XII, XLVII, 224ff.

আর একদল চীনবীর আসিয়া এখানকার বণিক্ উপনিবেশ বিধ্বস্ত করিয়া যান। এই সময় লঙ্-য ও চি-মো পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বণিকেরা কেই-কি ও তুঙ্-যেহ্ বন্দরে আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আড়াই শত বর্ষের অধিককাল তাঁহারা পুরুষ-পরম্পরায় উক্ত স্থানেই সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ঐ সকল স্থানও চীনসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই সময় হইতে চীনরাজপুরুষগণ ভারতীয় বণিক্গণকে অতি-বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের অর্থশোষণের জন্যও তাঁহারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছিলেন। তৎপরে ১৪০ হইতে ১১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী অন্তর্বিপ্লবে এই স্থান এক কালেই উৎসাদিত ও দুর্দ্দশার চরম সীমায় পতিত হইয়াছিল; মানসম্ভ্রম ও আত্মরক্ষার্থ হিন্দু বণিক্কুল সকলেই চীনাধিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলে হিন্দুরাজশাসিত অন্নম্ বা কম্বোজ-রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

চীনবিজয়কাহিনী হইতে আরও জানা যায় যে চীনপতি হিন্দুবণিক্দিগকে পরাজয় করিয়া ৪৭২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে লঙ্-য নামক স্থানেই চীনদেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে সময়েও উপনিবেশী হিন্দু বণিক্গণ চীনপতির বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের সুবিধার্থ কতকগুলি অর্ণবপোত ও ২৮০০ নৌ-সেনা দিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। রণপোতে হিন্দু বণিক্সৈন্যগণই চীনউপকূলে চীনপতির পক্ষে বাণিজ্যাদির তত্ত্বাবধান করিয়া ঘুরিত। তৎপরেও বহুকাল ভারতীয় বণিক্গণের হস্তেই চীনের সামুদ্র বাণিজ্য সংন্যস্ত ছিল।

ভারতীয় বণিক্গণ চীনদেশে নানাবিধ বাণিজ্যসম্ভার প্রচলিত করিয়া-ছিলেন। চীনের পুরাবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী (৩২৪ হইতে ৩১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে) asbestos, খড়গা, পদ্মরাগ, গজমুক্তা ও নানা প্রকার মুক্তা চীনদেশে আনীত হয় এবং চীনবাসী অতি অভিনব সামগ্রী ভাবিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে ভারতীয় বণিকেরাই তথায় ইক্ষুদণ্ড ও ইক্ষুকন্দ সর্ব্বপ্রথম লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব হইতে এবং তাহার বহু পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষই একমাত্র ইক্ষুৎপাদক ভূভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।* চীন হইতেই আবার চীনির (চিনির) ব্যবহার ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে।

* Western Origin of Chinese Civilisation, pp. 178-181

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে আরবসমুদ্র হইতে একদল প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিল। যদিও ভারতীয় হিন্দু বণিক্‌গণ চীন সাম্রাজ্যের বাহিরে আসিয়া স্বাধীন উপনিবেশ করিয়া অধিষ্ঠান করিয়া ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্যের প্রায় সকল বন্দরেই তাঁহাদের মোকাম বা কুঠী ছিল। হোম্পু ও কাটিগরা বন্দর দিয়া তাঁহারা ভেষজ, ময়ূর, প্রবালাদি বহুবিধ পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতেন। এই সময়েই তাঁহারা চীন উপকূলে হৈনান দ্বীপে সিংহলের ন্যায় মুক্তা-সংগ্রহের উপায় আবিষ্কার করেন।

চীনেতিহাস হইতেই পাওয়া যায় যে ১১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চীনসম্রাট্ তাঁহার প্রমোদোদ্যানে ভারতীয় বণিগানীত নানাপ্রকার অপূর্ব্ব পুষ্পলতা ও ভেষজ উদ্ভিদাদি রোপণ করিতেছেন। ইহার কএক বর্ষ পরে উক্ত বণিক্‌গণ চীনসম্রাট্‌কে বহু সংখ্যক উজ্জ্বল মুক্তা, নানা প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর ও গান্ধার দেশীয় নানা-বর্ণের কাচের দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট্ কাচের দ্রব্য পাইয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি অবিলম্বে ভারতীয় বণিক্‌গণের দক্ষিণ-কেন্দ্র হইতে তাঁহার অভিপ্রেত কাচ দ্রব্য আনিবার জন্য সমুদ্রপথে এক রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বণিক্‌গণের প্রায় ৮ শত বর্ষব্যাপী বাণিজ্যপ্রভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন নানা চীনমুদ্রায় ও চীনগ্রন্থে রহিয়াছে, সেই বণিক্‌গণের নাম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই যেন লুপ্ত হইবার উপক্রম! অধ্যাপক লাকুপেরি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে রচিত চীনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বণিক্‌পতি 'কুন্তিএন্' (কুন্তি) সদলে প্রায় ৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চীনবন্দরে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মাই চীন-সমুদ্রকূলে কম্বোজের হিন্দুরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব উপনিবেশী বণিক্‌গণ তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়াই পূর্ব্ব পরিচয় লোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঐ স্থান একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া প্রথিত ছিল। সম্ভবতঃ কম্বোজে চলিয়া আসিবার পর অপরাপর কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় তাঁহারা সুমাত্রা ও যবদ্বীপের পথে বাণিজ্য-পোত চালিত করার পর হইতে চীনের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ অথবা তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস হইতে থাকিবে, এ কারণ চীনের পুরাতত্ত্বে আর তাঁহাদের সেরূপ প্রভাব ও প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া যায় না।* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক

* পূর্ব্বতন বণিক্‌গণের ন্যায় প্রতিপত্তি ও খ্যাতি না থাকিলেও চীনের সহিত ভারতীয়

সময় চীনদেশে ভারতীয় বণিকেরাই নাবধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহুকাল তাঁহারাই সামুদ্রবাণিজ্য রক্ষা সম্বন্ধে চীন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের এই নৌবিদ্যা ও নাবধ্যক্ষতা ভারত হইতেই উদ্ভাবিত।

প্রথমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে চারি হাজার বর্ষেরও বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণের সম্বন্ধ এক কালে গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। চীনরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও সময়ে সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণের চীনরাজসভায় আগমন ও তাঁহাদের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শনে মনে হয় যে তৎকালে ভারতীয় বৌদ্ধবণিক্‌গণের এখানে বাণিজ্যসম্বন্ধে কোন অসুবিধার কারণ ঘটে নাই। তবে এ সময়ে চীন ও অপরাপর নানা স্থানের বণিক্‌বৃন্দ তাঁহাদের প্রতি-যোগী হইয়া পড়ায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। অনেককেই চীনের বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়িতে হইয়াছিল। চীনদেশের প্রতি বহু দূরদেশবাসী বণিক্‌গণের যে বিশেষ লক্ষ্য ছিল, চীন ইতিহাস হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনসম্রাট্ তাঁহাদের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য পণ্যাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ ও নাবধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি চীনদেশে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগে ঐ সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে রচিত মতুয়ান্-লিনের শত খণ্ডে বিভক্ত মহাকোষ মধ্যে লিখিত আছে, ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক রাজপুরুষগণের অনুরোধে এবং বৈদেশিক বণিক্‌গণের সুবিধার জন্য চীনপতি প্রত্যেক বন্দরে পণ্যপরিদর্শক (Inspector of Trade) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালেও চীনবন্দরসমূহে ভারতীয়, আরব্য ও পারস্য বণিক্‌গণের গতিবিধি ছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা স্ব স্ব জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় বিচারকগণের শাসনাধীন ছিল।*

চাও-জুকুআ নামে ঐরূপ একজন চীন পণ্যাধ্যক্ষের বিবরণাতে প্রকাশ যে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের প্রারম্ভে মলবার উপকূল হইতে বণিক্‌প্রবর শীল ও উপশীল কনিষ্ঠ (শি-লো-প-ছি-লি থন্) নামে পিতা ও পুত্র উত্তরে আসিয়া চুআন্ নগরীর দক্ষিণাংশে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উক্ত নগরীর দক্ষিণ সহরতলীতে বৈদেশিকগণ বাস করিতেন। এখানে একটী বৃহৎ বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। রাহুলভদ্র নামে একজন ভারতীয় শ্রমণ ৯৮৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এখানে আগমন করিলে তাঁহাকে এই সহরতলীর বৈদেশিকগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া এত বহু পরিমাণে রেসম, সুবর্ণসূত্র ও মণিমুক্তা-হীরকাদি প্রদান করিয়াছিলেন, যে তাহা হইতেই তিনি ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।†

* Journal of the Royal Asiatic Society, 1896, p. 69.

† Do Do. 1896, p. 75, 486, 499.

বণিক্‌গণ আরবসাগর দিয়া সুদূর ইজিপ্ট ও এসিয়া মাইনরে গিয়া বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল্ হইতেও আমরা পরিচয় পাই যে ১৭০৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যখন যুষফ মিসর দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালেও ইস্‌রাএল্ বণিক্‌গণ ভারতজাত ও ভারতীয় অনুদ্বীপজাত তেজস্কর ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্য লইয়া যাইতেছেন।[১] তাঁহারা যে ভারতীয় সমুদ্রযানকুশল বণিক্‌দিগের নিকটই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিসর ও বাবিলনের সহিত যে ভারতবাসী বণিক্‌গণের প্রভূত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, এই সম্বন্ধ যে ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহারও বহুতর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।[২] যে ভারতীয় বণিক্‌জাতি প্রতীচ্যজগতে বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ফরাসী পণ্ডিত লাকুপেরি মনে করেন, সেই পণিক (Phœnician) বা ভারতীয় বণিক্‌জাতি হইতেই চীন-সাম্রাজ্যে আদি সভ্যতালোক প্রবেশ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবাসী সমুদ্রে পোত-চালনবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন, এমন কি সুপ্রাচীন কোন সভ্যজাতি তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। সুপ্রাচীন বেদসংহিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেও সমুদ্রযানকুশল বণিক্‌গণের সন্ধান পাইতেছি।

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন,—"সমুদ্রযানকুশল, দেশকাল ও লাভালাভদর্শী বণিকেরা যেরূপ পোতাদির ভাড়া ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, রাজা তাহাই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিবেন।"[৩] 'বহু দূর দেশে গমন করিলে দেশকাল বিশেষতঃ নৌমূল্যের যে তারতম্য আছে, তাহা নদীবিষয়ে জানিবে, কিন্তু সমুদ্রগমন বিষয়ে তাদৃশ নির্দ্দেশ নাই, কারণ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে সেরূপ বাঁধাবাঁধি হার ঠিক হইতে পারে না।[৪]

(১) Bible—Genesis XXXVII, 29.

(২) The Early Commerce of Babylon with India—700-300 B. C. by J. Kennedy in the Journal of the Royal Asiatic Society for 1898.

(৩) "সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥" ৮।১৫৭।

(৪) "দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥" ৮।৪০৬

রামায়ণেও আছে, 'উত্তর দেশীয়, পশ্চিম দেশীয়, দাক্ষিণাত্য, কোট্টাপরান্ত ও সমুদ্রগামী বণিক্‌গণ রত্নসকল উপহার করুক।'[৫]

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব বানরদিগকে সীতান্বেষণকল্পে যেরূপ সমুদ্র-পরপারস্থ বিভিন্ন জনপদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হইবে যে তৎকালে ভারতমহাসাগরীয় অনুদ্বীপসমূহে ভারতবাসীর যথেষ্ট গতি-বিধি ছিল, তৎকালেও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ও রূপক দ্বীপ বিশেষ সমৃদ্ধি-শালী রাজ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল।[৬] সমুদ্রযাত্রী বণিক্‌গণের মুখেই যে বানর-পতি সুগ্রীব ঐ সকল বহু দূর জনপদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যবদ্বীপের নিকট হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সাগরবর্ত্তী দ্বীপমালাই এক সময় লঙ্কারাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।[৭] শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক লঙ্কাবিজয়ের পর হইতেই ভারতীয় বণিক্‌গণ রত্ন আহরণের জন্য এই দুর্গম ও সুদূর লঙ্কাদ্বীপে গমনাগমন করিতেন, স্কন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ড হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] তাই আমরা নানাপুরাণে, এমন কি চণ্ডীর ফলশ্রুতিতেও সামু-দ্রিক রত্নরাজির ও সমুদ্রপোতের উল্লেখ পাইতেছি।[৯]

মহাভারত-রচনা-কালেও ভারতীয় বণিক্‌গণ সামুদ্র বাণিজ্যে অশেষ লাভবান্ ও তজ্জন্য মহাধনবান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অশেষ ধনলাভের জন্যই যে

(৫) "উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্টাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥"
রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৬৩ অঃ।

(৬) "যত্নবন্তং যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্॥" কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

(৭) বিশ্বকোষে ২য় ভাগে "উপনিবেশ" শব্দ এবং ১৭শ ভাগে "লঙ্কা" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৮) "ভবিষ্যন্তি কলৌ কালে দরিদ্রা নৃপমানবাঃ।
তেঽত্র স্বর্ণস্য লোভেন যেষ্যন্তাদর্শনায় চ॥
নিত্যান্বৈরাগনিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা রক্ষঃ কৃতং ভয়ম্।" নাগরখণ্ড ৯৪।৪০-৪১।

(৯) "নিত্যতস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।" (চণ্ডী)
"আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।" (চণ্ডী ফলশ্রুতি)

তাঁহারা অসমসাহসে সামুদ্রবাণিজ্যে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, মহাভারতে সে কথাও লিখিত আছে।[১০] তাঁহাদিগকে সমুদ্রে কত বাধা বিপত্তি ভোগ করিতে হইয়াছে, একদ্বীপে যাইতে পোতভঙ্গে অপর দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া কতবার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।[১১] এখনও যেমন সমুদ্র দিয়া যাইবার সময় পোত ভগ্ন হইলে অপর পোত গিয়া পোতস্থ যাত্রিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে, মহাভারতের সময়েও সেইরূপ অপরাপর পোত গিয়া ভগ্ন তরীর বণিক্‌গণকে উদ্ধার করিত।[১২]

মহাভারতের সময় হইতেই আমরা 'যন্ত্রযুক্ত' পোতের সন্ধান পাইতেছি। জতুগৃহদাহের সময় কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে রক্ষা করিবার জন্য বিদুর গোপনে যে নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও 'মনোমারুতগামিনী' 'সর্ব্ববাতসহা' 'পতাকিনী' ও 'যন্ত্রযুক্তা' বলিয়া বিশেষিত হইয়াছে।[১৩] অধিক সম্ভব, এইরূপ 'সর্ব্ববাতসহ' 'মনোমারুতগামী' পোতে চড়িয়াই ভারতীয় আর্য্য বণিক্‌গণ ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতেন। যে সকল পোতে আরোহণ করিয়া বণিক্‌গণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তন্মধ্যে এক প্রকার পোতের 'যানপাত্র' বা 'যানপাত্রক'[১৪]

(১০) "বণিগ্‌যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্ম্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥" (শান্তিপর্ব্ব)

(১১) "ভিন্ননৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ।
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে॥" (দ্রোণপর্ব্ব।)
"বিষগ্‌বাতহতা রুগ্না নৌরিবাসীন্মহার্ণবে।"
"বণিজো নাবিভিন্নায়ামগাধেহপ্লবা যথা।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হৃতে দ্বীপে কিরীটিনা॥" (কর্ণপর্ব্ব)

(১২) "নিমজ্জতস্তানথ কর্ণসাগরে বিপন্ননাবো বণিজো যথার্ণবাৎ।
উদ্দধ্রিরে নৌভিরিবার্ণবাশ্রয়ৈঃ সুকল্পিতৈর্দ্রৌপদীজাঃ স্বমাতুলান্॥" ঐ

(১৩) "ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিস্রম্ভিভিঃ কৃতাম্।"
মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৪৯।৪-৫।

(১৪) কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

নাম পাওয়া যায়, এই 'যানপাত্র'ই চীনেরা অদ্যাপি 'যান্‌ক' নামে ব্যবহার করিতেছেন।[১৫]

মহাভারতীয় 'মনোমারুতগামিনী' 'সর্ব্ববাতসহা' 'যন্ত্রযুক্তা' নৌকার কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ? কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কথা নহে। রামায়ণে 'পুষ্পকযানের' কথা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, সীতা ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সেই পুষ্পকরথে চড়িয়া সুদূর লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন; তাহা বিমান বা বৈহায়স যান বলিয়া পরিচিত।[১৬] সুপ্রাচীন পুষ্পকযানকে অনেকে কবিকল্পনা বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু য়ুরোপের প্রধান প্রধান জনপদে air-ship বা বৈহায়স যান প্রচলিত হওয়ায় পুষ্পকের বর্ণনাকে আর এখন কবিকল্পনা বলিয়া মনে হইবে না। বিশ্বকর্ম্মার রচিত শিল্পশাস্ত্রে পুষ্পকনির্ম্মাণের প্রসঙ্গ আছে, তদনুসারে বিশ্বকর্ম্মাই এই যান প্রথম নির্ম্মাণ করেন, 'উহা বাষ্পযোগে চালিত, অবিচ্ছেদ-গতিযুক্ত, বায়ুবৎ কামগামী ও নানা উপকরণযুক্ত।'[১৭] মহাভারতে শাল্ব নৃপতির বৈহায়স যানের উল্লেখ আছে। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পসংহিতায় লিখিত আছে যে বৃষ্ণিবংশের সহিত বৈরতানিবন্ধনই শাল্ব 'তমোধাম' 'কামগ' যান প্রস্তুত

(১৫) Chinese Junk.

(১৬) "আরুরোহ তদা রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্ ॥ ১১
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং যশস্বিনীম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা ॥ ১২
ততঃ স পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ।
আরুরোহ মুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ ॥ ২৪
তেষ্বারূঢ়েষু সর্ব্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সম্ ॥" ২৫

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১২৪ অধ্যায়।

(১৭) "বাষ্পযোগেতু বৈ যানং চকার বিশ্বনন্দনঃ।
অবিচ্ছেদগতির্যস্য বায়ুবৎ কামগামিনম্ ॥
নানোপকরণৈর্যুক্তং তাবত্তং পুষ্পকং বিদুঃ ॥"

শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়।

করিয়াছিলেন, তাহা ইচ্ছামত ভূমি আকাশ গিরিশৃঙ্গ বা জলের মধ্য দিয়া চালিত হইত। ১৮

উল্লিখিত বিবরণী হইতে কতকটা বুঝিতে পারিতেছি যে ভারতবাসী বহুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা প্রকার বাষ্পীয় পোত ও পুষ্পকের ব্যবহার জানিতেন। বর্ত্তমান কালে জর্ম্মণী ও ফরাসীদেশে বৈহায়স যান (airship) যেমন বহু ব্যয়-সাধ্য বলিয়া বিরল প্রচার, সেইরূপ পূর্ব্বকালে ভারতে পুষ্পকযান অতি বিরল প্রচার ছিল। সে জন্য এই যান সাধারণের ব্যবহার্য্য বা উপযোগী ছিল না। ভারতীয় বণিকগণের সহিত এই যানের সংশ্রব না থাকিতেও পারে। মহাভারতীয় যন্ত্রযুক্ত ও সর্ব্ববাতসহ পোত লইয়া যে তাঁহারা বহুদূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ সকল পোতনির্ম্মাণে ও পোতচালনে তাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারা চীনসম্রাট্ কর্ত্তৃক নাবধ্যক্ষপদে ও নৌবাণিজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

নোনস্ নামে মিসরদেশীয় একজন প্রাচীন কবি তাঁহার কাব্যে প্রসঙ্গতঃ লিখিয়া গিয়াছেন যে—'হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রায় বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। তাঁহারা স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সমুদ্রযুদ্ধেই বিশেষ পারদর্শী।' ১৯

য়ুরোপে ভারতীয় বণিক্।

সুতরাং আমরা বেশ প্রমাণ পাইতেছি যে অধুনাতনকালে ইংরাজ বণিক্দিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুবণিক্গণও প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও নৌযুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই অতি প্রাচীন কালে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান উপযোগী অতি দূরবর্ত্তী দ্রব্য লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহারা দূরবীক্ষণযন্ত্রের ন্যায় 'দূরদর্শন' নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিশ্বকর্ম্মার শিল্পসংহিতা হইতে আভাস পাইতেছি। ২০

(১৮) "স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্।
কচিদ্ভূমৌ কচিদ্ ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে কচিৎ।"
শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়।

(১৯) Asiatic Researches, Vol. XVII. pp. 619-620.

(২০) "মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্টার্থে দূরদর্শনম্।
[illegible] দণ্ডমূলা কৃত্বা কাচমনন্তরম্।" শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়।

আরবীয়েরা স্থলপথে পারসিকদিগের নিকট ভারতীয় দ্রব্য পাইয়া আরবের মরুভূমির মধ্যে বাজার বসাইয়া বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্ট জন্মাইবার দুই শত বৎসরের পূর্ব্বাবধি তাঁহাদের ঐরূপ বাণিজ্য চলিয়াছিল। তৎপরে তাহাদের ভারতসমুদ্রে যাতায়াত আরম্ভ হয়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌গ্রন্থকার আগথার্সেদেস্ (Agatharcides) তাহার সাক্ষী। আরবীয়েরা ভারতসমুদ্রে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসী বণিক্‌দিগের নিকট দিগনির্ণয়যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা বা সামুদ্রিক বাণিজ্য যথেষ্ট প্রচলনের সঙ্গেই ভারতীয় বণিক্ হস্তেই দিগ্‌দর্শনযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

গ্রীককবি হোমর খৃঃ পূঃ ৯০৭ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি অনেক গুলি ভারতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।* ভারতে অবস্থিতির কথা দূরে থাকুক তিনি উহার নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না; তখন অবশ্যই ভারতীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, নতুবা ঐ সকল দ্রব্য তাঁহারা কি প্রকারে পাইলেন?

গ্রীসে ভারতীয় বণিক্।

হোমরের গ্রন্থে যে কেবল ভারতীয় দ্রব্যগুলির উল্লেখ আছে তাহা নহে, উহার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানবিশেষের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।† হিন্দু বণিকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন, এবং তদ্বিষয়ক গান ও কীর্ত্তন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। এ সকল বিষয় লইয়া গান ও কীর্ত্তন করা তাঁহাদের মধ্যে নূতন প্রথা নয়, উহা আবহমানকাল প্রচলিত আছে।‡ অতএব হোমরের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থবিষয়ক মূল উপাখ্যানগুলি হিন্দুবণিক্‌গণের দ্বারা তথায় প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে। সেই অতি প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের গ্রীসদেশে যাতায়াতের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকপণ্ডিত

* হোমরের গ্রন্থে "কাশীতিরস" (Kassiteros) ও "এলিফস্" (Elephos) শব্দের উল্লেখ আছে। প্রথমটী সংস্কৃত কস্তীর শব্দের অপভ্রংশ। দ্বিতীয়টী সংস্কৃত "ইভ" শব্দের অপভ্রংশ, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "এলু" একটী উপসর্গ মাত্র। কস্তীর শব্দের অর্থ টীন বা রাং এবং ইভ শব্দের অর্থ হস্তী।

† Monier Willlams' Indian Wisdom, Lec. XIV.

‡ "পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥" (রামায়ণ ১।৪।৮)

পিথাগোরাসের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দের পূর্ব্বে তথায় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রচলন হইয়া থাকিবে, তাহাও অনেকে স্বীকার করিতেছেন।*

মহাভারতে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে প্রতীত হয় যে পুরাকালে য়ুরোপখণ্ডে ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল।†

হিপক্রেটিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক-চিকিৎসক খৃঃ পূঃ ৩৫৭ অব্দে ৯৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাঞ্জন, এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান, বিরজা, হিঙ্গু ও চিরতা এই সমস্ত দ্রব্য রোগবিশেষে ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এ সমস্ত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসদেশে নীত ও বিক্রীত হইত। দ্বিতীয়তঃ রোমকচিকিৎসক সেলসস্ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি মিসরদেশীয়দিগের নিকট অশ্মরীরোগের চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন এবং মিসর দেশীয়েরা তাহা ভারতীয় চিকিৎসকগণের নিকট শিক্ষা করেন; অথচ হিপক্রেটিসের সময় মিসর দেশে ওরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচলন ছিল না অথবা সেই প্রাচীন কালে গ্রীস্ দেশীয় লোকের ভারতে আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভারতবাসীই গ্রীস দেশে গিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ ৫ম শতাব্দীতে যে সকল ভারতীয় ঔষধ গ্রীস্‌দেশে ব্যবহৃত হইত, সে সকল বসুকেরাই স্বদেশ হইতে লইয়া গিয়া গ্রীসদেশে বিক্রয় করিতেন।

খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দে হিপালস্‌কর্ত্তৃক ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে ভারতের সহিত য়ুরোপবাসীদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাণিজ্য সংস্থাপিত হয়। য়ুরোপ হইতে ভারতে যাতায়াতকালে বণিক্‌দিগের পক্ষে ইজিপ্টের পথই অতি সরল ও সুবিধাজনক ছিল। বিশেষতঃ ইজিপ্টবাসীদিগের বাণিজ্যবিষয়ে তৎকালে সমধিক উৎসাহ ছিল, সেই জন্য ইজিপ্টদেশেই ভারতীয় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঐ সময় বসুকেরাও বোধ হয় তন্তুবায় সহিত তথায় গিয়া বাস করেন। এই বসুক বণিকেরাই এখন বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতায় শেঠ-বসাক নামে খ্যাত। বসুকদিগের সঙ্গে যে সকল তন্তুবায় আফ্রিকা দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারা বোধ হয় এখন বসোনগোড়া, অর্থাৎ বসনগড়া নামে

* Elphinstone's History of India, p. 138.

† Indian Wisdom, p, 138n.

পরিচিত।[১] রসনগড়া জাতি আবার স্থানভেদে তথাকার কোথাওবা উসোনগোড়া নামে খ্যাত।

গ্রীক বণিক্ এরিয়ান তাঁহার "পেরিপ্লাস্" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতীয় বণিকেরা আরবের অন্তর্গত ইউডেমন নগরে অবতরণ করিতেন এবং ইজিপ্ট দেশীয় বণিকেরা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী কোন পূর্ব্বদিক্স্থ বন্দরে আসিতে সাহস না করিয়া তথা হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন।[২]

এরিয়ান্ আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার সময় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ডাইয়স্-কোরাইড্স্ অর্থাৎ বর্ত্তমান সকোট্রাদ্বীপে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতেন।

এরিয়ান্ আরও বলেন যে তাঁহার সময় বণিকেরা জাহাজে করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদি লইয়া খম্বাৎ, গুজরাট ও কোঙ্কণ হইতে সরলপথে একদল আফ্রিকায় ও অপর একদল আবার তথা হইতে আরব দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহাতে ভিন্সেণ্ট সাহেব বলেন যে এক্ষণে যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা প্রাচীন কাল হইতেও আরব ও আফ্রিকা দেশের সহিত ভারতের এইরূপই বাণিজ্য চলিয়াছিল।[৩]

ইজিপ্টবাসীরা ভারতবাসী বণিক্দিগের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে কার্পাসের ব্যবহার জানিত না। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে ভারতই কার্পাসের জন্মভূমি। বাণিজ্য সংসর্গে উহা ক্রমে ইজিপ্ট ও অন্য অন্য দেশে গিয়াছে।[৪]

উক্ত বণিক্প্রবর এরিয়ান যিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইজিপ্ট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক প্রভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন ভারতীয় বণিক্গণ করমণ্ডল উপকূল হইতে বড় বড় জাহাজ লইয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া মলয় উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতেছিলেন।[৫]

যবদ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দে হিন্দুরা ভারতবর্ষের

(১) Stanley's Darkest Africa, p. 473.

(২) Mc Crindle's Translation of the Periplus, pp. 85-86.

(৩) Vincent's Commerce and Navigation, Vol II. pp. 282.

(৪) Mc Culloch's Dictionary of Commerce and Commercial Navigation, p. 451.

(৫) Mc Crindle's Translation of the Periplus, pp. 140-142.

অন্তর্গত কলিঙ্গদেশ হইতে ঐ দ্বীপে গমন করেন এবং তথায় গমন করিয়া তাঁহারা একটী অব্দ প্রচলিত করেন। ঐ অব্দ এখনও তথায় প্রচলিত আছে। এক সময়ে যবদ্বীপে যে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রাতুর্ভাব ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় বণিক্‌গণ কেবল ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে সামুদ্রিক বাণিজ্য লইয়াই যে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। কলম্বস্ যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন নাই, অথবা আরবগণ আমেরিকার সন্ধান পর্য্যন্ত জানিতেন না, তাহারও বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্‌কুল বাণিজ্যব্যপদেশে আমেরিকায় গিয়া হিন্দুসভ্যতা বিস্তার ও ইন্দ্রপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্য আমেরিকায় যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকলের গঠন-প্রণালী সর্ব্বাংশেই দক্ষিণভারত ও ভারতমহাসাগরীয় অন্তুদ্বীপস্থিত হিন্দুমন্দিরের অনুরূপ।[৬] ভারতবর্ষে পাহাড় কাটিয়া যেরূপ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, মেক্সিকোর সিৎল নামক স্থানে তদনুরূপ প্রস্তরমন্দির সকল দর্শন করিলে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুগণ সমুদ্রপরপারস্থ সেই অতিদূরবর্ত্তী মহাদেশে যাইয়া ভাস্কর-বিদ্যার বিরাট্ নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছেন। তথায় প্রস্তরখোদিত বহুতর দেবদেবীর মূর্ত্তিও বাহির হইয়াছে, তাহা অনেকাংশেই এদেশীয় হিন্দু দেবদেবীর মত। দক্ষিণ আমেরিকার টিটি-কাকা হ্রদের তীরেও ভারতীয় শিল্পচাতুর্য্য প্রকটিত রহিয়াছে। মেক্সিকোবাসীরা গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্ব্বে হস্তী পাওয়া যাইত না, সে দেশে কখনই এরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারেনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দু বণিক্‌দিগের নিকট হইতেই তাঁহারা সিদ্ধিদাতা-গণেশমূর্ত্তি পাইয়াছিল। এখনও কম্বোজ, শ্যাম, যব, বালি প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপসমূহে নানাবিধ গণেশ-মূর্ত্তি ও গণেশমন্দির দৃষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে হিন্দুরা কম্বোজ বা যবদ্বীপাদি হইতে আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন।

আমেরিকায় সকল জাতি অপেক্ষা ইঙ্ক জাতিই শ্রেষ্ঠ। ইঙ্কদিগের প্রাচীন বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, মঙ্ক নামক প্রথম ইঙ্ক 'ইন্তির' আদেশে টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন। তিনিই অসভ্য জাতিগণকে সুসভ্য করিয়া ইঙ্ক রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় সকলেই আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয়

(৬) Squire's Serpent Symbol.

তাঁহারা "রামসীতোয়া" নামে একটী মহোৎসব করিতেন। ইহা [illegible] প্রসিদ্ধ উৎসব রামলীলার অনুকরণ বলিয়াই মনে হইবে। উক্ত নিদর্শন-সমূহ হইতে বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ অথবা ভারতীয় অনুদ্বীপ হইতে কতক-গুলি হিন্দু আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ করিয়া ছিলেন। ইন্দ্র উপাধিধারী কোন মহাত্মা তাঁহাদের পরিচালক।

অনেকের বিশ্বাস যে আমেরিকা আবিষ্কারের পর এসিয়ায় তামাক প্রচলিত হয়, কিন্তু কলম্বসের জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ভারতে তামাক প্রচলিত।(৮) আমেরিকার টোবেগোদ্বীপ হইতেই 'তামাকু' নাম হইয়াছে সন্দেহ নাই। হিন্দুবণিক্‌গণই আমেরিকায় যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ এদেশে তামাক আসিয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই।

উত্তমাশা-অন্তরীপ ভেদ করিয়া তুষারাবৃত উত্তর-মহাসাগর দিয়া তাঁহারা যে দুই সহস্র বর্ষেরও বহুপূর্ব্ব হইতে গ্রেটবৃটেন ও জর্ম্মণীতে গিয়া বাণিজ্য করিতেন, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। সুপ্রসিদ্ধ রোমক ঐতিহাসিক তাসি-তাসের বর্ণিত উত্তরদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া, তাঁহার বন্ধুবর প্লিনি লিখিয়াছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ অব্দে কতকগুলি ভারতবাসী বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে আসিয়া বাত্যাবিতাড়িত হইয়া জর্ম্মণ-উপকূলে পতিত হইয়াছিল; সুএবীয়রাজ তাহাদিগকে উপহার স্বরূপ গলের প্রধান শাসনকর্ত্তা মেটেলাসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।(৯)

তাসিতাসের অনুবাদক মার্কি সাহেব প্লিনির উক্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, কর্ণোলিয়া নেপোস্ (তাসিতাস) সমুদ্রযাত্রাপ্রসঙ্গে যে বিস্তৃত

(৭) দক্ষিণ আসাম্ হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিসমূহে "ইন্দ্র" উপাধিধারী বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (De Guignes) এই 'ইন্দ্র' উপাধিকে অপভ্রংশে 'ইন্তো' বা 'ইন্তি' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপস্থলে আমেরিকার 'ইন্তি' ও সংস্কৃত 'ইন্দ্র' অভিন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে।

(৮) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহ ৫মপর্ব্ব ৫৮ খণ্ড।

(৯) "Cornelius Nepos de Septentrionali circuitu tradit quinto Metello Celeri, Lucii Afranii in Consulatu Collegæ, sed tum Galliæ, procunsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii Causa navigantes, tempestatibus essent in Germanian abrepit". Pliny, lib. ii. s. 67.

ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, প্লিনি তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, মূল গ্রন্থখানি পাওয়া গেলে, তাহা হইতে আমরা সামুদ্র-বাণিজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস পাইতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের বিবেচ্য, ভারতীয় সাংযাত্রিকেরা উত্তমাশা অন্তরীপের পার্শ্ব দিয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর ভেদ করিয়া উত্তর সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন; অথবা আরও বিস্ময়জনক উপায়ে জাপানদ্বীপ হইয়া সাইবেরিয়া, কামস্কাট্‌কা ও জেম্বলা উপকূল দিয়া তুষার মহাসমুদ্রে আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে লাপ্‌লাণ্ড ও নরওয়ে ঘুরিয়া বল্‌টিক বা জর্ম্মণসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। *

ভারতীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্যপ্রভাব দেখিয়া ভারতীয় অধীশ্বরগণ জলপথে বাণিজ্যসম্ভারের লক্ষ্য রাখিবার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই নাবধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন। নাবধ্যক্ষের কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ভারতীয় নৌবাণিজ্যের কতকটা পরিচয় পাইতে পারি। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নৌবিভাগের কিরূপ কার্য্য ছিল, তাহা আমরা মহামতি চাণক্যের "অর্থশাস্ত্র" হইতেই জানিতে পারি। চাণক্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,—

ভারতে নৌ-বিভাগ।

'নাবধ্যক্ষ (Superintendent of boats and ships or Port-

* "Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A. U. C. 694, before Christ 60), certains Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present, by the King of the Suevians, to Metellus who was at that time proconsular Governor of Gaul. The work of Cornelius Nepos has not come down to us; and Pliny, as it seems, has abriged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the Cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern Seas; or whether they made a voyage still, more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatka, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either into the Baltic or the German ocean."

(Tacitus, translated by Murphy, Philadelphia, 1839. p. 606).

commisioner) সমুদ্রগামী ও নদীমুখপ্রবিষ্ট জাহাজগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন এবং দেবমাতৃক নদী, স্বাভাবিক বা কৃত্রিম হ্রদ বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী-সমূহের পারাপারে খেভাড়া আদায় হইবে, তাহার হিসাব রাখিবেন। সমুদ্র অথবা নদীকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহে যে সকল বণিকের বাস, তাঁহারা যে কেবল ক্রীত দ্রব্যের উপর শুল্ক দিবেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে আমদানী দ্রব্যের উপর যে রাজভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহাও দিতে হইবে। সমুদ্র হইতে শঙ্খ ও মুক্তাসংগ্রাহক যদি রাজকীয় নৌকা বা জাহাজ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহারা যদি স্ব স্ব নৌকা বা পোত ব্যবহার করে, তাহা হইলে আর কিছু দিতে হইবে না।'[১]

'নাবধ্যক্ষকে উপকূলস্থ নগর ও পণ্যাদির বিবরণ ও হিসাবাদি লিখিয়া রাখিতে হইবে। যে সকল ঝটিকাগ্রস্ত ভগ্নতরী বন্দরে আসিয়া লাগিবে, তাহাদিগের উপরও পিতৃবৎ যত্ন রাখিতে হইবে। সমুদ্রপোতবাহী যে সকল পণ্য জল পাই-য়াছে, তাহার শুল্ক লওয়া হইবে না অথবা তাহার উপর তাহার অর্দ্ধেক শুল্ক আদায় করা হইবে। পত্তনে যে সকল সমুদ্রযাত্রী পণ্যপোত ধরিবে, সেই সকল পোত হইতেই নাবধ্যক্ষ কিছু কিছু শুল্ক আদায় করিবেন।[২] হিংস্রক বা বিপজ্জনক অথবা শত্রুদেশগামী কিম্বা যদ্দ্বারা বাণিজ্যকেন্দ্র পত্তনাদির সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা, নাবধ্যক্ষ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।[৩]

'শরৎ বা গ্রীষ্মকালে যে সকল বড় বড় নদী দিয়া গমনাগমন চলে, সেই সকল নৌ-পথে শাসক, নিয়ামক, দাত্ররশ্মিগ্রাহক ও উৎসেচকগণ সহ বড় বড় নৌকা বা পোতে চড়িয়া নাবধ্যক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইবেন। যে সকল ছোট নদী বা স্রোতস্বতীতে

(১) নাবধ্যক্ষঃ সমুদ্রসংযাননদীমুখতরপ্রচারান্ দেবসরোবিসরোনদীতরাংশ্চ স্থানীয়াদিষ্ববেক্ষেত। তদ্বেলাকূলগ্রামাঃ ক৯প্তং দদ্যুঃ। মৎস্যবন্ধকা নৌহাটকং ষড়্ভাগং দদ্যুঃ। পত্তনানুবৃত্তং শুল্কভাগং বণিজো দদ্যুঃ। যাত্রাবেতনং রাজনৌভিঃ সম্পতন্তঃ। শঙ্খমুক্তাগ্রাহিণো নৌহাট-কান্দদ্যুঃ স্বনৌভির্বা তরেয়ুঃ ॥

(২) অধ্যক্ষশ্চৈষাং খন্যধ্যক্ষেণ ব্যাখ্যাতঃ। পত্তনাধ্যক্ষনিবদ্ধং পণ্যপত্তনচারিত্রং নাবধ্যক্ষঃ পালয়েৎ। মূঢ়বাতাহতাং তাং পিতেবানুগৃহ্ণীয়াৎ। উদকপ্রাপ্তং পণ্যমশুল্কমর্দ্ধশুল্কং বা কুর্য্যাৎ। তথা নির্দ্দিষ্টাশ্চৈতাঃ পণ্যপত্তনযাত্রাকালেষু প্রেষয়েৎ ॥

(৩) সংযাতীর্নাবঃ ক্ষেত্রানুগতাঃ শুল্কং যাচেত। হিংস্রিকা নির্ঘাতয়েৎ। অমিত্রবিষয়াতিগাঃ পণ্যপত্তনচারিত্রোপঘাতিকাশ্চ ॥

বর্ষাকালে মাত্র যাতায়াত চলে, সেই সকল নদীতে ছোট ছোট নৌকা বা ডিঙ্গী চালাইবেন।[৪] শত্রুগণের আগমন ও নির্গমন ধরিবার জন্য রাজমুদ্রা বা ছাড় ব্যতীত সকল প্রকার জলপথেই গমনাগমন নিষিদ্ধ। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে জলপথে যাতায়াত করিলে তাহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে। মুদ্রা বা ছাড় ব্যতীত যে কোন সময়ে জলপথে যাত্রা করিলেই ২৭ পণ দণ্ড হইবে। রাজকীয় গুপ্তচর, দূত, সৈন্য ও অনুচরগণ সেনাবিভাগের জন্য রসদাদি লইয়া গেলে এবং জ্বালানি কাষ্ঠ, তৃণ, ফল ও শাকাদি মাথায় বহিয়া আনিলে সেই ভারবাহী গ্রামবাসী, কৈবর্ত্ত এবং গোপালকদিগকে সকল সময়ে নদীপথে যাইতে ও পারাপার হইতে দেওয়া হইবে। যাহারা নিজ নিজ নৌকা বা ডিঙ্গী লইয়া যাতায়াত করিবে, নদ্যধ্যক্ষ (Superintendent of Rivers) তাহাদিগকে বিনা শুল্কে ছাড় দিবেন। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, গর্ভবতী এবং যাহারা জলাজমির মধ্যস্থ গ্রামাদিতে বীজ ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী লইয়া যাইবে, তাহাদিগের নিকটও কোন প্রকার শুল্ক আদায় হইবে না।[৫]

'অধ্যক্ষ এইরূপ লোক পাইলেই বন্দী করিবেন :—যাহারা কাহারও স্ত্রী বা কন্যা লইয়া পলাইতেছে, যাহারা অপহৃত দ্রব্য লইয়া যাইতেছে, সন্দিগ্ধ ও চঞ্চল চিত্ত, গোপনে যাহারা মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া চলিয়াছে, হঠাৎ যে ছদ্মবেশ পরিয়াছে, সন্ন্যাসী হইলেও যাহাদের সম্প্রদায়চিহ্ন নাই, উৎপীড়িত বলিয়া যাহারা ভাণ করে, যাহাদের হৃদয় কোন কারণে দুরু দুরু করিতেছে বোধ হইবে, যাহারা গোপনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ গুপ্ত সংবাদ, বিষ বা প্রাণসংশয়কর অস্ত্রাদি (explosives) লইয়া যাইতেছে এবং যাহারা বিনা কারণে চলিয়াছে।[৬]

(৪) শাসকনিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকোৎসেচকাধিষ্ঠিতাশ্চ মহানাবো হেমন্তগ্রীষ্মতার্ষাসু মহানদীষু প্রযোজয়েৎ। ক্ষুদ্রকাঃ ক্ষুদ্রিকাসু বর্ষাস্রাবিণীষু॥

(৫) বদ্ধতীর্থাশ্চৈতাঃ কার্যাঃ রাজদ্বিষ্টকারিণাং তরণভয়াৎ। অকালেঽতীর্থেচ চরতঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। কালে-তীর্থে চ অনিসৃষ্টতারিণঃ পাদোনসপ্তবিংশতিপণঃ তরাত্যয়ঃ কৈবর্ত্তকাষ্ঠতৃণভারপুষ্পফলবাটষণ্ডগোপালকানামনত্যয়ঃসম্ভাব্যদূতানুপাতিনাং চ সেনাভাণ্ডপ্রচারপ্রয়োগাণাং চ; স্বতরণৈস্তরতাং; বীজভক্তদ্রব্যোপস্কারাংশ্চানূপগ্রামাণাং তারয়তাম্। ব্রাহ্মণপ্রব্রজিতবালবৃদ্ধব্যাধিতশাসনহরগর্ভিণ্যো নাবধ্যক্ষমুদ্রাভিস্তরেয়ুঃ॥

(৬) কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষয়িকাঃ সার্থপ্রমাণা বা বিশেয়ুঃ। পরস্য ভার্য্যাং কন্যাং বিত্তং বাঽপহরন্তং শঙ্কিতমাবিগ্নমুদ্ভাণ্ডীকৃতং মহাভাণ্ডেন মূর্দ্ধিভারেণাবচ্ছাদয়ন্তং সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনং অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যব্যাধিতং ভয়বিকারিণং গূঢ়সারভাণ্ডশাসনশস্ত্রাগ্নিযোগং বিষহস্তং দীর্ঘপথিকমমুদ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।

'নদীসীমাধ্যক্ষ যাত্রীদিগের নিকট হইতে নৌকাভাড়া, মাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর পথকর ও পণ্যদ্রব্যের পথকর আদায় করিবেন। যে ব্যক্তি ছাড় না লইয়া পণ্য লইয়া যাইবে, তাহার পণ্য বাজেয়াপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময় লঙ্ঘন করিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট তরণ বা খেয়াঘাট না দিয়া অপর স্থান দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবে তাহারও সমস্ত পণ্যই বাজেয়াপ্ত হইবে।৭ উপযুক্ত মাঝি মাল্লা অথবা ভগ্ন পোতাদির জন্য যাত্রিগণের যাহা কিছু ক্ষতি হইবে, পোতাধ্যক্ষ তজ্জন্য দায়ী।৮ ক্ষুদ্র নৌকা বা ডিঙ্গী সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম সকল আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।৯'

চাণক্যের উপরোক্ত ব্যবস্থা হইতে বেশ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের পরাক্রান্ত হিন্দুনৃপতিগণ জলপথে বাণিজ্যের প্রতি কিরূপ সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার পরই ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন হইতেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তখন হইতেই বোধ হয় হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। *

(৭) প্রত্যন্তেষু তরাঃ শুল্কমাতিবাহিকং বর্ত্তনীং চ গৃহ্ণীয়ুঃ। নির্গচ্ছতশ্চাম্ দ্রব্য ভাণ্ড হরেয়ুঃ॥

(৮) অতিভারেণাবেলায়ামতীর্থে তরতশ্চ পুরুষোপকরণহীনায়ামসংস্কৃতায়াং নাবি বিপন্নায়াং নাবধ্যক্ষো নষ্টং বিনষ্টং বাহভ্যাভবেৎ॥

(৯) সপ্তাহবৃত্তামাষাঢ়ীং কার্ত্তিকীং চান্তরা তরঃ।
কার্ম্মিকপ্রত্যয়ং দদ্যান্নিত্যং চাহ্নিকমাবহেৎ॥ (অর্থশাস্ত্র ২।২৯ অঃ)

* প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বুহ্‌লার হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"During the time when Hindu rulers were strong, travelling beyond the sea, and living in foreign countries, was not forbidden. Numerous Sanscrit inscriptions in Champa, Kamboja (Tonking and Annam), in Java and Sumatra tell us that Hindus conquered these countries, and held them from the second century of the Christian era downwards untill the 12th. century. Temples of Siva and Vishnu were built there, the Vedas, the Puranas, and the Bharata, were recited in these distant regions, among settlers were numerous Brahmins"—Dr. Bühler in the Bombay Gazette, 1890.

ভারতীয় বণিক্‌গণ কেবল যে সামুদ্র-বাণিজ্যেই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহারা স্থলপথেও শত শত তুঙ্গ শৃঙ্গ, কত শত মরু প্রান্তর ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি ভেদ করিয়া কেবল পারস্থ তুরুস্ক বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে রুষ রাজ্য এবং সুদূর পশ্চিমে মিসর, গ্রীস, ও রোম পর্য্যন্ত বহুসহস্র বর্ষ-পূর্ব্ব হইতেই বাণিজ্য-পণ্যসহ উপস্থিত হইতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

স্থলপথে ভারতীয় বণিক্।

জোনারস্ (Zonaras) নামে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে ৬২০ খৃঃ পূঃ উত্তরমদ্রাধিপতি (Median king) কায়েক্ষরেসের (Cyaxares) সহিত আসিরীয় দেশবাসীর বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ নিস্পত্তির জন্য মধ্যস্থ হইয়া কোন হিন্দু নরপতি উক্ত মদ্রাধিপতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে অপর একজন হিন্দু ভূপতি পারসিক সম্রাট্ কাইরুষের নিকট কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রাসহ কয়েকজন দূত পাঠাইয়াছিলেন।[১] উত্তরমদ্রের সহিত ভারতবাসীর সংশ্রব যে কেবল পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে পাইতেছি, তাহা নহে। আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেও জানিতে পারি যে বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সুদূর উত্তরমদ্রের সহিত বৈদিক আর্য্যগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এমন কি তথায় এক প্রকার বৈদিক ভাষাও প্রচলিত ছিল, তাহাও আমরা উক্ত ব্রাহ্মণ হইতে কতকটা আভাস পাইয়াছি।[২]

অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে সিরীয়াদেশে ভারতীয় বণিক্‌গণের যথেষ্ট গতি-বিধি ছিল। তথায় তাদ্‌মোর নামক একটা নগর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধই উহার খ্যাতি ও সমৃদ্ধির প্রধানতঃ কারণ। রোমকদিগের আক্রমণ ও আধিপত্য বিস্তারের সহিত এখানকার স্বাধীনতা ও বাণিজ্যপ্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে।[৩] সিরীয়াদেশের অন্তর্গত হায়েরপোলিস্‌নগরে আর্য্যদেবীপ্রতিমার নিদর্শন রহিয়াছে।[৪]

জেনোবিয়া নামক একজন সিরীয়া খৃষ্টান খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে আর্ম্মেণীয় ভাষায় একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান; সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

(১) Universal History, Vol. XX. Chap. 31. p. 39.
(২) বিশ্বকোষে উত্তরকুরু ও আর্য্য শব্দ দ্রষ্টব্য।
(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 339.
(৪) Universal History, Vol. XX. Chap. 31. p. 100.

'দেমিতর (দেবমিত্র) ও কিসানী (কৃষ্ণ) নামক দুইজন হিন্দুরাজকুমার রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় রাজা তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ে রাজদণ্ডভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বলর্শকেশ নামক রাজার আশ্রয় লন। সেই রাজা উভয়কে ওরোন নামক রাজ্য প্রদান করেন। এখানে হিন্দুরাজকুমারদ্বয় বিসাপ নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপরে আষ্টিষট্ নামক স্থানে আসিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দেবমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর মধ্যে তাঁহাদের উপনিবেশ জনাকীর্ণ হইলে উভয় ভ্রাতা পরলোক গমন করেন। অনন্তর সেই দেশের অধিপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের তিনটী পুত্রকে সেই জনপদ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিন পুত্রের নাম,—কুমার, মেঘতি ও হরিণ। তিনজনেই স্ব স্ব নামানুসারে গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনজনই স্ব স্ব বাসস্থান ছাড়িয়া তরুগুল্মাদি-পরিশোভিত একটী সুখসেব্য পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, এই মনোরম স্থানে তাঁহারা আপন আপন পিতৃদেবের স্মরণার্থ দেমিতর ও কিসানী নামে দুইটী বৃহৎ মূর্ত্তি ও দুইটী দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মূর্ত্তি দুইটী চূড়া ধড়া পরা। বহুদূরদেশ হইতে অনেক হিন্দুবণিক্ উক্ত দেবদর্শনে আগমন করিতেন। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রতিষ্ঠিত হইলে আর্ম্মেণিয়ার অনেক রাজকুমার সেই দেবোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ধর্ম্ম তথায় বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কিছুকাল পরেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য সেণ্ট-গ্রেগরি এই প্রদেশে উপনীত হইলেন, এই সময়ে আর্ম্মেণিয়াবাসী হিন্দুগণের সহিত খৃষ্টানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। বহুবার যুদ্ধের পর প্রায় চারি পাঁচ সহস্র দেবোপাসক নিহত এবং হিন্দুদিগের নানা স্থানের দেবমন্দির বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত হইয়াছিল। তৎকালে প্রাণভয়ে অনেকে খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতসের বর্ণনা হইতে জানা যায় খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে পারসিক সম্রাট্ জরক্সেস্ দিগ্বিজয় উপলক্ষে গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দুসৈন্যগণ কার্পাসবস্ত্র পরিয়া ও ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া তাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিল। [৫]

সেই প্রাচীনকাল হইতে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত স্থলপথেও বহু দূরে হিন্দু

(৫) Herodotus, translated by Cary, p. 434

বণিক্‌গণের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্রাট্‌ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যবনপুর বা আলেকসান্দ্রিয়া নগরীতে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া ছিলেন, সম্রাট্‌ অশোকের অনুশাসনলিপিতে অদ্যাপি তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথমভাগেও ভারতবর্ষের অনেক লোক মিসরদেশের রাজধানী আলেকসান্দ্রিয়া নগরীতে অবস্থান করিতেন; এমন কি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে সেবেরস্‌ নামক এক পণ্ডিত উক্ত নগরে নিজ ভবনে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন। তণ্ডুল ও খর্জ্জুরমাত্র সেই ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য, এবং জলমাত্র তাঁহাদের পানীয় ছিল। [৬]

অতি পূর্ব্বকালে বাণিজ্যোপলক্ষে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পায় সাগরের উপকূলে যে সকল বণিক্‌ যাতায়াত করিতেন, উক্ত কাস্পীয় সাগরের মধ্যস্থিত কল্‌চিস্‌ নামক জনপদে অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধর হিন্দুসন্তানগণ বাস করিতেছেন। হেসিচিয়ম্‌ নামক জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, থ্রেসদেশের সোগ্দি (শাকদ্বীপী ?) নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতেই তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। [৭]

যাহা হউক স্থলপথে ও জলপথে অতি দূরদেশে ভারতীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাতায়াত করিতেন, এ সম্বন্ধে বোধ হয় আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক হইবে না।

খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্য-সমাজে বৈদিক ধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল, তৎকালে বণিক্‌সাধারণ বৈদিকধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিতেন, সমস্ত সভ্যজগতে বাণিজ্যসম্বন্ধ-স্থাপনের সহিত সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানোন্নতির পথ সুগম হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জ্ঞানবীর শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে ভারতীয় আর্য্য-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীও বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী জিনধর্ম্ম প্রচার করায় বহুলোক তাঁহারও মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। সৌর ও শৈবসম্প্রদায় তৎপূর্ব্বেই অনেকটা বেদবিরুদ্ধ

(৬) Asiatic Researches, Vol. X. p. 113-114.

(৭) Heeren's Scythians. ও জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, শাকদ্বীপীব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মত আশ্রয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনমতের অভ্যুদয়ের সহিত অনেকেই উক্ত উভয় ধর্ম্মের একতমের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজাসাধারণ বা বৈশ্যসমাজই প্রধানতঃ নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়সমাজও তাঁহাদের অনুকূল ছিলেন; কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৈদিক আচার্য্যগণের যথেষ্ট মতভেদ ঘটায় আর্য্যসমাজে প্রথমতঃ একটী ঘোরতর সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় জনসাধারণ ক্ষত্রিয় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। নানা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সেই সময়কার জনসাধারণের মত জানিতে পারা যায়।

এ সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজে প্রচলিত আচারব্যবহারেরও কতকটা পরিবর্ত্তন হইতেছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যেই জৈন ও বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। অবশ্য ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানবলে ও বাহুবলে যে উক্ত উভয় ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈশ্যের অর্থবলও ঐ দুই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

বৈশ্য বণিক্ হইতে যে, শৈব, সৌর, জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল, নানা জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবগ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ ব্যতীত বহুদূর দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নানা শৈব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মন্দির কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, সুদূর চীন, কম্বোজ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ ও অনুদ্বীপসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। আনাম, শ্যাম, কম্বোজ, সিংহল প্রভৃতি নানা স্থানে সেই সকল প্রাচীন বণিক্‌বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন।*

পাটলীপুত্রবাসী গ্রীক্‌দূত ভারতীয় প্রজাসাধারণের সম্বন্ধে ২২শত বর্ষেরও পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

'ভারতীয় প্রজাসাধারণ অতি সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা মিতব্যয়ী ও আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সরল। যজ্ঞোৎসব ভিন্ন কখনও তাঁহারা মদ্যপান করেন না। তাঁহারা যবের পরিবর্ত্তে ধান্যের সুরাই পানীয়রূপে ব্যবহার করেন। ভাতই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য। তাঁহাদের আইন অতি সোজা। তাঁহারা কখনও চুক্তি-ভঙ্গ করেন না বলিয়া প্রায়ই তাঁহাদিগকে আইন-আদালতে যাইতে

* Bowring's Siam, Vol. II.

হয় না। বন্ধক বা গচ্ছিত দ্রব্যের জন্য কখনও তাঁহাদিগকে মোকদ্দমা করিতে দেখা যায় না। কোন কার্য্যে তাঁহাদের শিলমোহর বা সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না; পরস্পরে গচ্ছিত রাখেন এবং পরস্পর পরস্পরকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। তাঁহাদিগের গৃহ ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য কোনপ্রকার রক্ষীর আবশ্যক হয় না, এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্যবুদ্ধি আছে। তাঁহারা সমভাবে সত্য ও ধর্ম্মের সম্মান করিয়া চলেন, এইজন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠ-বিজ্ঞতা বা বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত বয়োবৃদ্ধকেও বিশেষ অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন।'*

ঐ সময়ের কিছু পরে অর্দ্ধ মাগধীভাষায় রচিত জৈনদিগের 'উপাসকদশাসূত্র' নামক সুপ্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে আনন্দ নামে এক বৈশ্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি জৈনশাস্ত্রানুসারে যতিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলেও পঞ্চ অনুব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলপ্রকার জীবহিংসা, সকলপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চারি কোটী সুবর্ণ তাঁহার কোষাগারে গচ্ছিত থাকিত, চারি কোটী সুবর্ণ কুসীদের জন্য খাটিত এবং চারি কোটী সুবর্ণের জমিদারীও ছিলেন। ইহাই তাঁহার গচ্ছিত আয়ের সীমা। ইচ্ছা করিয়া তিনি আর বাড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। এ ছাড়া তাঁহার চারি দল গোমেষাদি ছিল, ইহার এক এক দলে দশহাজার হইবে। ৫০০ হাল এবং প্রত্যেক হালের উপযুক্ত ১০০ নিবর্ত্তন জমি ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পাঁচ শত এবং দেশজাত বাণিজ্যের জন্য পাঁচ শত শকট, এ ছাড়া জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চারিখানি জাহাজ এবং স্বদেশী বাণিজ্যের জন্য চারি খানি জাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।'

উপাসকদশাসূত্রে একজন সামান্য জৈন বণিকের যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই

* "They live happily enough, being simple in their manners and frugal. They never drink wine, except at sacrifices. Their beverage is a liquor composed from rice instead of barley, and their food is principally a rice pottage. The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledges and deposits, nor do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confide in each other. Their house and property they generally leave unguarded. These things indicate that they possess sober sense. Truth and virtue they hold alike in esteem. Hence they accord no special privileges to the old unless they possess superior wisdom."

Bohn's Translation of Strabo. Vol. III.

বুঝিতে হইবে যে ভারতীয় বৈশ্যসমাজ কিরূপ উন্নত ছিল। মৃচ্ছকটিকনাটকে রাজধানী মধ্যে 'শ্রেষ্ঠী-চত্বরের' উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠীচত্বরে ধনকুবেরগণ বাস করিতেন। ভারতের সকল প্রধান সহরেই তাঁহাদের কুঠী ছিল। নানা জহরত, নানাপ্রকার রেশমী ও মূল্যবান্ দ্রব্য ও স্তূপাকার ধনরাশি বহুজনপূর্ণ সহরের নিভৃত গলি মধ্যস্থ অন্ধকার কুঠীর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত থাকিত। প্রয়োজন হইলে রাজাধিরাজকেও তাঁহাদিগের নিকট কর্জ্জ লইতে হইত। তাঁহাদের অহঙ্কার বা গৌরবস্পৃহা ছিল না, তাঁহারা স্বজাতিপোষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবালয় স্থাপন ও দেবগুরুতে ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধর শ্রেষ্ঠীগণের মধ্যেও সেই পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের সকল জৈনতীর্থগুলি এখনও এই উদারচরিত শ্রেষ্ঠীবংশীয়দিগের যত্নে ও ব্যয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে; এখনও শত শত জৈন ও হিন্দু দেবালয় ভারতীয় বণিক্-সমাজের মহত্ব ঘোষণা করিতেছে।

প্রাচীন বৈশ্য সমাজের বিশেষত্ব সরলতা ও আড়ম্বরহীনতা, লক্ষ্য—বাণিজ্য ও কৃষি। যে কোটীপতি আনন্দের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, সেই আনন্দের আহার ব্যবহার নিতান্ত সামান্যরূপ ছিল; কোন বিষয়েই তাঁহার সুখভোগলালসা ছিল না। তাঁহার নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যে তালিকা উক্ত জৈনশাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

'আনন্দ নিদ্রা হইতে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া লালরঙের গামছা ও একটী কাঁচা ডালের দাঁতনকাটী লইয়া মুখ ধুইতেন। তৎপরে একটী ফল ও আমলকের শ্বেতাংশ শাঁস ভক্ষণ করিয়া দুইপ্রকার তৈল অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিতেন। অনন্তর গাত্রে একপ্রকার সুগন্ধিচূর্ণ লেপন করিয়া ৮ ঘড়া জলে গাত্র ধৌত করিয়া একজোড়া কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার নিত্য ব্যবহারের জন্য তিনি কুঙ্কুম, চন্দন, মুসব্বর, কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অঙ্গে লেপন করিতেন ও গৃহে ধূপ ধূনা জ্বালাইতেন। পূজার জন্য তিনি শ্বেতপদ্ম ও অন্য একপ্রকার ফুল লইতেন। তাঁহার কর্ণে অলঙ্কার ও হস্তে অঙ্গুরীয়ক ছিল।

'খাদ্যদ্রব্য উপভোগেও তাঁহার বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। কএকপ্রকার শীতল পানীয়, চাউল ডাইলের খিচুড়ী, ঘিয়ে ভাজা বা চিনির রসে পাক করা পিঠা, নানাপ্রকার চাউলের অন্ন, কলাই, মুগ বা মাষকলাইর ডাল, শরৎঋতুতে সংগৃহীত গব্যঘৃত, সাধারণ ব্যঞ্জনাদি ও পলঙ্গ মদ্য তাঁহার নিত্যনিয়মিত আহার্য্য ছিল;

সুপরিষ্কৃত পানীয়ের জন্য তিনি বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতেন। পাঁচপ্রকার মসলাযুক্ত তাম্বুল তাঁহার মুখশুদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইত।' (উপাসকদশাসূত্র)

একজন কোটিপতির কিরূপ সরল ও আড়ম্বরহীন আচরণ! এই কারণেই ভারতীয় বণিক্‌গণ কালে 'মহাজন' ও 'সাধু' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশ্যসমাজের অভ্যুদয়

কিরূপে বৈশ্যসমাজের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সামান্য পরিচয় হইতেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে বৈদেশিক বাণিজ্যপ্রভাবেই বৈশ্যসমাজ অসম্ভব ধনশালী ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধন, মান ও সামর্থ্যসঞ্চয়ের সহিত রাজ্যলিপ্সাও তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। শাক্যবুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়ের সহিত কেবল জ্ঞানমার্গে বলিয়া নহে, ভারতীয় আর্য্যসমাজেও ক্ষত্রিয়প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। *

* ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের প্রমাণ বহুতর বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা দুই একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

মজ্‌ঝিম-নিকায়ের কণ্ণকথালসুত্তে লিখিত আছে, "চত্তারো মে মহারাজ বণ্ণা—খত্তিয়া বম্ভণা বেস্‌সা সুদ্দা। ইমে সংখো মহারাজ চতুন্নং বণ্ণানং দ্বে বণ্ণা, অগ্‌গম অক্‌খায়ন্তি খত্তিয়া চ বম্ভণা চ যদিদং অভিবাদনপচ্চুপট্ঠান্ অঞ্জলিকম্ম সামীচিকম্মন্ তি।"

'চারিবর্ণ এই—ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যবর্ণ ও শূদ্রগণ। এই চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই অভিবাদন ও সেবার যোগ্য এবং অঞ্জলিকর্ম্ম ও যাজনক্রিয়ার অধিকারী।'

সকল ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রেই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত বৌদ্ধগ্রন্থে প্রথমেই ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ থাকায় ক্ষত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে। উক্ত মজ্ঝিমনিকায়ে ও সংযুক্তনিকায়ে তাই স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে—

এ সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে প্রবল বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষত্রিয়প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন।

"খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্‌সিন্‌ যে গোত্তপটিসারিণো।
বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্‌ঠো দেবমানুষে।"

অর্থাৎ 'জনসমাজে ক্ষত্রিয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই জন্যই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন, সেই দেব ও মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত।'

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বষ্ঠসূত্রে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের একটী বেশ উপাখ্যান আছে—

'ভগবান্ (বুদ্ধ) জিজ্ঞাসা করেন, হে অম্বষ্ঠ! যদি ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত সহবাস করে ও তাহাদের সহবাসে যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জল বা আসন প্রাপ্ত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, সে প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞে এবং শ্রাদ্ধাদিতে ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে সেই পুত্র নিমন্ত্রিত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বেদমন্ত্র প্রদান করে কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাই হয়। ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত তাহার বিবাহাদি হয় কি না? অম্বষ্ঠ বলিল, তাহাই হয়। তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা যায় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয় না, কারণ তাহার মাতৃকুল ক্ষত্রিয় নহে।

'বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ-কুমারের সহবাস ফলে পুত্রলাভ হইলে, সেই পুত্রও পূর্ব্বোক্তরূপ সকল বিষয়ের অধিকারী হইয়া রাজ-সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয় না, কারণ তাহার পিতা ক্ষত্রিয় নহে।) বুদ্ধদেব বলিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ তাহা অপেক্ষা হীন।

'বুদ্ধদেব বলিলেন, যদি ব্রাহ্মণকে কোন অপরাধের নিমিত্ত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, তবে সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জল ও আসন পাইবার অধিকারী হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, হয় না। যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে তাহাকে ভোজন করান হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, হয় না। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দেয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাও হয় না। ব্রাহ্মণ-কন্যার তাহার বিবাহাদি হয় কি না? তাহাও হয় না।

'বুদ্ধদেব বলিলেন, ক্ষত্রিয়গণ যদি কোন কারণে কোন ক্ষত্রিয়কে দেশ হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জল বা আসন পায় কিনা? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহারা পাইবে। যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদিতে তাহাকে ভোজন করান হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয়। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্রদান করিবে কি না? ও

তৎকালে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় যে সকল রাজবংশধরগণ ভারতের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেরই কতকটা

ব্রাহ্মণ-কন্যার মধ্যে তাহার বিবাহাদি হইবে কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন, কোন ক্ষত্রিয় যখন এইরূপ মুণ্ডিতমস্তকে দেশ হইতে বিতাড়িত হয়, সে তখন অত্যন্ত হীন অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে, তাদৃশ হীনাবস্থায়ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' *

জৈনদিগের মতেও ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রধান। চন্দ্রপ্রভসূরিরচিত জিনসংহিতায় লিখিত আছে—

---

* 'অথ খো ভগবা অম্বট্ঠং মাণবং আমন্তেসি—তং কিম্ মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? খত্তিয়-কুমারো ব্রাহ্মণ-কঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য। তেসং সংবাসমন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো খত্তিয়-কুমারেণ ব্রাহ্মণকঞ্ঞায় পুত্তো উপপন্নো অপিনু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি? 'লভেথ ভো গোতম!' অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজ্জেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?' 'ভোজ্জেয্যুং ভো গোতম।' অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি। 'বাচেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'অনাবটং হি স্স ভো গোতম।' 'অপি নু নং খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুন্ তি?" 'নো হে'তং ভো গোতম। 'তং কিস্স হেতু?' মাতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।'

'তম্ কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? ইধ ব্রাহ্মণকুমারো খত্তিয়-কঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য। তেসং সংবাসং অন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো ব্রাহ্মণ-কুমারেণ খত্তিয়-কঞ্ঞায় পুত্তো উপপন্নো অপি নু সো লভেত ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বাতি।' 'লভেত ভো গোতম!' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম!' অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম!' অপি নু, স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি? 'অনাবটং হি স্স ভো গোতম। 'অপি নু খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুন্তি? 'নো হে'তং ভো গোতম?' 'তং কিস্স হেতু? 'পিতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।

'ইতি খো অম্বট্ঠ ইত্থিয়া বা ইত্থিং করিত্বা পুরিসেন বা পুরিসং করিত্বা খত্তিয়া বা সেট্ঠা হীনা ব্রাহ্মণা। তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ। ইধ ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণং কিস্মিচিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা অস্সপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং। অপি নু সো লভেথা ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' অপি নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি? নো হীদং গোতম! অপি নু স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি? 'আবটং হি স্স ভো গোতম।'

'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? ইধ খত্তিয়া খত্তিয়ং কিস্মিচিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা অস্সপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং। অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি। লভেথ ভো গোতম! অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি। 'ভোজেয্যুং ভো গোতম!' 'অপিনু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি। 'বাচেয্যুং ভো গোতম! 'অপি নু স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' অনাবটং হি স্স ভো গোতম। 'এত্তাবতা খো অম্বট্ঠ খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি যদেব নং খত্তিয়া খুরমুণ্ডং করিত্বা অস্সপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেন্তি। ইতি খো অম্বট্ঠ যদা পি খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি তদা পি খত্তিয়া বা সেট্ঠা, হীনা ব্রাহ্মণা।" (অম্বট্ঠসুত্ত ৩।১।২৪—২৭)

অনুকূল ছিলেন বলিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে বহুদিন

"বর্ণাশ্চোৎপাদিতাস্তেন তদানীমাদিবেধসা।" (জিনসংহিতা ৪।১৩।)
"অসির্মসিঃ কৃষিবিদ্যা বাণিজ্যশিল্পমিত্যপি।
কর্ম্মাণি ষড়্বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবনহেতবে॥
ত্রয়ঃ ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভির্গুণৈঃ।" (জিনসং ৪।১২।)
"ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যেঽণুব্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাদ্ভরতেনাস্যবেধসা।" (৪।১৮।)
"অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া।
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্পিতম্।" (৪।১৯।)

আদিজিন হইতেই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অসি, মসি, কৃষি, বিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্প এই ষট্‌বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ক্ষতত্রাণাদি গুণহেতুই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চ মহাব্রতপরায়ণ, ভরত তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পশ্চাতে সৃষ্টি করিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, ইজ্যা, তৎক্রিয়া অর্থাৎ যাজন এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ-চিহ্নস্বরূপ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য জৈনশাস্ত্রকারগণ সামাজিক পূর্ব্বাচার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—

"সূতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাপ্নুয়াৎ বান্ধবানপি।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাসরান্॥ ৩৯
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যান্নৈতন্নৃপতপস্বিনোঃ॥ ৪০
আর্ত্তিদুর্ভিক্ষশস্ত্রাগ্নিজলপাতাদিনা মৃতৌ।
নাশৌচং গোত্রজানাং স্যাদ্দেশান্তরমৃতাবপি॥" ৪১

ক্ষত্রিয়ের অশৌচ কাল পাঁচ দিন, ব্রাহ্মণের দশ দিন, বৈশ্যের বার দিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র। রাজা ও তপস্বিগণের অশৌচ হয় না। আর্ত্তি, দুর্ভিক্ষ, অস্ত্র, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু ও বিদেশে মৃত্যু হইলেও সগোত্রজগণের অশৌচ হয় না।

জৈন ও বৌদ্ধগণ কেবল ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণেরা ঘোষণা করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় আর নাই, পরশুরাম যখন একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। অল্প সংখ্যক যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিল তাঁহাদের সহিত তাহারাও বিলুপ্ত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রকারগণও তদুত্তরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হন নাই, কার্ত্তবীর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ সুভৌম একবিংশতিবার

হইতেই "ব্রহ্মক্ষত্র" বা ব্রাহ্মণভক্ত ক্ষত্রিয়বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।[১] এ সময়ে মগধের রাজবংশই প্রবল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকেও সঙ্করবর্ণমধ্যে গণ্য করিতে ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতেছিল। অনেকে মনে করেন যে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় রাজন্যশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিলে আর্য্যসমাজে ব্রহ্মণ্যশক্তি একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। শাক্য-বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়ে বহুকালের সেই সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আমরা মনে করি যে ভারতীয় রাজন্যসমাজে বহুকাল হইতে যে বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে তাহারই পূর্ণ-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ভারতযুদ্ধের বহুকাল পরে নদীবন্যায় হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হইলে কৌশাম্বীতে ও শ্রাবস্তীতে চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলেও মগধে জরাসন্ধবংশই অতি প্রবল হইয়া উঠে, নানা পুরাণে তাঁহারাই বার্হদ্রথবংশ বলিয়া পরিচিত। জরাসন্ধের সময় হইতে ব্রাহ্মণসমাজের উপর বরাবর এই বংশের তীব্র কটাক্ষ ছিল, একারণ ব্রাহ্মণ-পৌরাণিকগণ এই বংশকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।[২] শুনক নামক এক ব্রাহ্মণমন্ত্রীর হস্তেই বার্হদ্রথবংশীয় শেষ নৃপতি পুরঞ্জয় নিহত হইয়াছিলেন এবং মন্ত্রিপুত্র প্রদ্যোত মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। নানা পুরাণ মতে, এই প্রদ্যোত-ব্রাহ্মণবংশ ১৩৮ বর্ষ মগধ শাসন করেন। বহুপুরাতন রাজবংশকে উচ্ছেদ করায় নবীন রাজবংশ প্রজাসাধারণের সেরূপ অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই, বরং নানা কারণে যথেষ্ট

পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন। জৈনদিগের হরিবংশপুরাণে ও সুভৌম-চরিত্রে রাজা সুভৌমের চরিতাখ্যায়িকা প্রসঙ্গে ২১ বার পৃথিবী অব্রাহ্মণ হইবার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) এই সময়ের কথাই বিভিন্ন পুরাণে এইরূপ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ ॥
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
অথ মাগধরাজানো ভাবিনো যে বদামি তে ॥" (ভাগবত ৯।২২।৪৪-৪৫)

(২) "জরাসন্ধস্য সহদেবঃ পুত্রোঽভূদিত্যুক্তং নবম স্কন্ধে। তস্মৈব সহদেবান্মার্জ্জারিশ্রুতঃ শ্রুতশ্রবা ইত্যাদয়ো রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতির্ভাবিনো রাজানো নিরূপিতাঃ। তদুপরিতনং বংশং লক্ষণাদিভেদৈঃ প্রপঞ্চয়তি যোহস্ত্য ইতি। রিপুঞ্জয় এব পুরঞ্জয়ঃ।"

(ভাগবতটীকায় শ্রীধরস্বামী ১২।১ অঃ)

শিরোধার্য্যভাজন হইতেছিলেন। এই সময় নাগবংশ অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, মগধের প্রজা সাধারণ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিলেন, তাহাদেরই আনুকূল্যে শিশুনাগ প্রদ্যোতবংশকে পরাজয় করিয়া মগধের আধিপত্যলাভে সমর্থ হইলেন। এই শিশুনাগের প্রপৌত্রপুত্র বিম্বিসারের সময় মগধে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাচীন জৈনশাস্ত্রসমূহে বিম্বিসার 'শ্রেণিক' নামে প্রসিদ্ধ, তিনি শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নিকট বিমল ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। আবার তৎপুত্র অজাতশত্রু শাক্যবুদ্ধের নিকট সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মগধে নাগবংশের আধিপত্যকালেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও সুপ্রসার। এই শিশুনাগবংশে মহাপদ্ম নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে বীরনির্ব্বাণের ৬০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) ১ম নন্দের অভিষেক। পৌরাণিকগণ সকলেই এই নন্দকে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সিংহলের মহাবংশটীকায় ও উত্তরবিহারের অত্থ-কথায় লিখিত আছে যে এই নন্দ দস্যুতা করিতেন, ক্রমে দস্যুপতি হইয়া নানা স্থান লুটিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। অবশেষে ধনবলে ও জনবলে পাটলি-পুত্র অধিকার করিয়া বসেন। বৃহৎকথায় ও কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে এই নন্দের শরীরে ইন্দ্রদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের আবেশ হইয়াছিল। এই নন্দই পুরাণে "নিখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-প্রভাবেই যে তাঁহার হস্তে ক্ষত্রিয়নিগ্রহ ঘটিয়াছিল, তৎপ্রতি 'ব্রাহ্মণাবেশ' প্রসঙ্গ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। নন্দরাজসভায় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণ-কবির উচ্চ সম্মান আলোচনা করিলেও তৎকালে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যই সূচিত হইবে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকালেই ধীরে ধীরে জৈনপ্রভাব প্রসারিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণসমাজ অতি সন্দেহের চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহারই ফলে নন্দরাজবংশ জৈনধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া-ছিলেন। মহাপরাক্রান্ত নন্দের হস্তে ভারতীয় ক্ষত্রিয় প্রাধান্য বিধ্বস্ত হইবার সময় বৈশ্যসমাজ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। তাঁহা-দের মধ্যে অনেকেই নবাভ্যুদিত জৈনধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত।

অনেক ব্রাহ্মণসন্তানও এই নবধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনে যোগদান করিয়াছিলেন। জৈনা-চার্য্য হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীচরিতে ও নানা জৈনগ্রন্থে নন্দবংশোচ্ছেদকারী ব্রাহ্মণ-প্রবর চাণক্য প্রথমে 'শ্রাবক' নামে এবং অবশেষে 'মুনি' নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ

করিয়াছেন। তাঁহার 'বোধিচাণক্য' দর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধ ও 'বৃহৎ চাণক্য' পাঠে জৈন বলিয়া মনে করেন। এদিকে আবার তাঁহার চারিবেদে অধিকারদর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে বৈদিক বিপ্র বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসনাটকে চাণক্যের বাসভবন বৈদিকানুষ্ঠানপরায়ণ যাজ্ঞিকের গৃহরূপেই পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রচিত অর্থশাস্ত্র ও নীতিমূলক শ্লোকাবলি মধ্যে কোথাও দেবদেবীর স্তবস্তুতি বা উল্লেখ নাই। বরং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে যে ধর্ম্মেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে,[১] চাণক্য সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা ন্যায়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।[২] এদিকে জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় চাণক্য সাংখ্য, যোগ ও লোকায়তের উপর আস্থা[৩] এবং বিনয়ধর্ম্মের উপর অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন,[৪] এই সকল কারণে তাঁহাকে বৈদিকব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত। তিনি একজন উদারনৈতিক উন্নতিশীল ও নবধর্ম্মের অনুকূল ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলি আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই কারণে হিন্দুগ্রন্থ অপেক্ষা নানা জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার আদিচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। চাণক্য যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও চেষ্টা দ্বারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ভারতসাম্রাজ্যের মহোচ্চ অমাত্যাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি একজন অজ্ঞাতকুলশীল মৌর্য্যনন্দনকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া ভারতের সর্ব্বোচ্চ সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই মৌর্য্যনন্দনই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের আদি পরিচয় সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। এ সম্বন্ধে আধুনিক মত পরিত্যাগ করিয়া পালিভাষায় রচিত উত্তরবিহারের অথকথার মত গ্রহণ করিলাম :—পঞ্জাবের প্রান্তসীমাস্থ তক্ষশিলা চাণক্যের জন্মভূমি[৫]; হিন্দুকুশ ও চিত্রলের মধ্যবর্ত্তী মোরিয়নগর বা মৌর্য্যনগরে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। সুতরাং

(১) "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(২) "শাস্ত্রং বিপ্রতিপদ্যেত ধর্ম্মন্যায়েন কেনচিৎ।
ন্যায়স্তত্র প্রমাণং স্যাত্তত্র পাঠো হি নশ্যতি॥" (চাণক্য)

(৩) "আন্বীক্ষকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যা। ...
সাঙ্খ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী।" (অর্থশাস্ত্র ১।২ অঃ)

(৪) অর্থশাস্ত্র ১ম অধিকরণে ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫) বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ ভাগ ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে সুদূর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক তরঙ্গ আসিয়া প্রাচ্যভারতকে উদ্বেলিত করিয়াছিল,[৬] সেই সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। এই দুই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত থাকিলেও আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে অমিত অর্থসাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ সীমান্তবাসী যোদ্ধৃবৃন্দকে বশীভূত করিয়া চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দকে লইয়া ৯ জন নন্দ প্রাচ্যভারত শাসন করেন এবং বিভিন্ন পুরাণে তাঁহাদের রাজ্যকাল ১০০ বর্ষ কথিত হইয়াছে। এদিকে অদ্বিতীয় জৈনশাস্ত্রবেত্তা হেমচন্দ্রের মতে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক ঘটে। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত।

চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃত কোন্ জাতি ছিলেন, এ সম্বন্ধে কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। মুদ্রারাক্ষসকার বিশাখদত্ত তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদই 'বৃষ' শব্দে আখ্যাত, যে দ্বিজ সেই বেদ বা বৈদিকাচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনিই 'বৃষল'।[৭] এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্তকে আমরা প্রকৃত শূদ্র না বলিয়া বৈদিকাচারহীন দ্বিজাতীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু চাণক্যের "অর্থশাস্ত্র" পাঠ করিলে আবার ভিন্নরূপ মনে হয়। উক্ত অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের জন্যই রচিত হইয়াছিল। তাহাতে রাজার প্রাত্যহিক কৃত্য সম্বন্ধে চাণক্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শূদ্র অথবা বৃষলের পক্ষে কখনই অনুষ্ঠেয় নহে। তবে চন্দ্রগুপ্ত কোন্ জাতি ছিলেন? যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র অনুসারেই জাতীয় উপাধিনির্ণয় ও নামকরণ হইত। পারস্কর-গৃহ্যসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে ব্রাহ্মণের নামের শেষে 'শর্ম্মন্', ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে 'বর্ম্মন্' এবং বৈশ্যের নামের শেষে 'গুপ্ত' উপাধি প্রচলিত ছিল।[৮] চাণক্যের যেমন বহু নামান্তর আছে, চন্দ্রগুপ্তের সেরূপ ভিন্ন নাম ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নামের শেষে যে 'গুপ্ত'

(৬) মুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে পর্ব্বতেশ্বর, শক, যবন, কাম্বোজ ও পারসিক সৈন্য চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিয়াছিল।

(৭) "ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্ত তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥" হলায়ুধরচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত যমবাক্য।

(৮) "শর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য বর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য গুপ্তেতি বৈশ্যস্য।" (পারস্করগৃহ্যসূত্র ১।১৭।৪)

উপাধিটী আছে, তাহাই তাঁহার বৈশ্যত্বব্যঞ্জক বলিয়া মনে করি। গিরণার হইতে আবিষ্কৃত অতিপ্রাচীন শিলালিপিতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্য পুষ্যগুপ্তের নাম উৎকীর্ণ আছে।[৯] চাণক্য অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বরং ব্যবস্থা করিয়াছেন যে অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তান পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইবে না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনভাগী।[১০] এরূপ স্থলে চাণক্যের হাতেগড়া চন্দ্রগুপ্ত অসবর্ণ বিবাহ না করিয়া চাণক্যের উপদেশ অনুসারে সবর্ণা বা বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের অধিকার কেবল প্রাচ্যভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার প্রিয় শ্যালক বৈশ্য পুষ্যগুপ্তের পরিচয় হইতে জানিতে পারি,—পারস্য ও আরবাসমুদ্রতটবিধৌত সুদূর পশ্চিম ভারতেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে পুষ্যগুপ্ত সৌরাষ্ট্র শাসন করিতেছিলেন। পুষ্যগুপ্ত সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বৃহৎ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে তাহারই পূর্ব্ব পরিচয় উৎকীর্ণ আছে। শ্রাবণ-বেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত জৈন শিলালিপিতে পরিস্ফুট হইয়াছে যে জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে আগমন করেন এবং তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া জিনধর্ম্মে অনুরক্ত হন। জিনধর্ম্মে অনুরাগহেতুই সম্ভবতঃ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণেরা পরবর্ত্তিকালে তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া পরিচিত করেন।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৈশ্যসমাজের সহায় সম্পত্তি ও অর্থশক্তির পরিচয় দিয়াছি,—তাঁহাদের প্রভূত ধনবল সমস্ত সভ্যজগৎকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিল,—তাহারই পরোক্ষফল চাণক্যসাহায্যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যলাভ। চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন না, অথচ তিনি সহায়সম্পত্তি ও কর্ম্মগুণে মহামতি চাণক্যের নিকট ক্ষত্রিয়ের অধিকার পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপ্রভাবে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যলোপ, ব্রাহ্মণপ্রভাবে নন্দবংশোচ্ছেদ ইত্যাদি স্মরণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম্মানুরক্ত হইলেও কখনও ব্রাহ্মণের অসম্মান করিতেন না। তিনি প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের

(৯) "মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রিয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং"
(Indian Antiquary, Vol. VII. p. 260)

(১০) "ঔরসে ভূৎপন্নে সবর্ণাস্তৃতীয়াংশহরাঃ। অসবর্ণা গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাঃ পুত্রাঃ সবর্ণা একান্তরা অসবর্ণাঃ॥" (অর্থশাস্ত্র ৩।৭ অঃ)

ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তিনি অবৈধ পশুহিংসার পক্ষপাতী না হইলেও তাঁহার আবসথাগারে নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিকানুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারই সাম্রাজ্যকালে পাটলিপুত্রে শ্রীসঙ্ঘ আহূত হয়। হেমচন্দ্রাচার্য্যের স্থবিরাবলী চরিতের পরিশিষ্টপর্ব্বে লিখিত আছে, জৈনশাস্ত্রসমূহ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম ঘটিলে প্রাচীন জৈনাঙ্গসমূহ উদ্ধার করিবার জন্য পাটলিপুত্রনগরে বীর-মোক্ষের ১৭০ বর্ষ পরে (৩৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) এই শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ ভিক্ষু মিলিত হইয়া শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জৈন একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষেই শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু দেহত্যাগ করেন।

শ্রীসঙ্ঘের প্রভাব সমস্ত প্রাচ্যভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিয়মপদ্ধতি শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, আবার জাতি-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণীর সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছিল। যে ব্রাহ্মণসমাজ ত্যাগ, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য্যগুণে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলবন্যাতেও প্রাধান্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারাও অর্থশালী বৈশ্যসমাজের আপাতমনোরম চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহারই ফলে চম্পাবাসী ব্রাহ্মণকুমার আপনার একমাত্র কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা বিন্দুসারের মন হরণ করিবার জন্য মৌর্য্যরাজান্তঃপুরে নাপিতানীর বেশে কিছুদিন অতিবাহিত করেন, অবশেষে তিনি সময় ও সুযোগক্রমে বিন্দুসারের হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। বিন্দুসার তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার পাটেশ্বরী করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভেই মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক। কিন্তু এই মতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহই আস্থাবান্ নহেন। তাঁহারা গ্রীক ঐতিহাসিকগণ-বর্ণিত মাকিদনবীর আলেক্সান্দরের সমসাময়িক Sandrocottus ও ১ম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন স্বীকার করিয়া ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ স্থির করিয়াছেন।[১১] সুতরাং জৈনশাস্ত্রে চন্দ্রগুপ্তের যে অভিষেককাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে চন্দ্রগুপ্ত (বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে) ৫২ বর্ষ পরবর্ত্তী হইতেছেন। এরূপ স্থলে কোন্ মত অধিক বিশ্বাসযোগ্য ?

(১১) Numismata Orientalia, 1877, p. 41.

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে চন্দ্রগুপ্ত হইতেই বৈশ্যসাম্রাজ্যের সূত্রপাত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও সকলই একবাক্যে প্রকাশ করিতেছেন যে চন্দ্রগুপ্তই ভারতীয় ইতিহাসের ধ্রুবতারা—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ। সুতরাং এই মৌর্য্যসম্রাট্ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা কর্ত্তব্য মনে করি।

যে যে কারণে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে আলেক্‌সান্দরের সমকালীন মনে করেন, নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি—

জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, এই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব। দৈববলেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি আলেকসান্দরের সহিত দেখা করেন। কিন্তু তাঁহার রূক্ষ কথায় আলেক্‌সান্দর রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া রক্ষা পান। নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশ্রয় ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, একটা বৃহৎ সিংহ লোল-জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও পশুরাজ কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে অস্ফুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্য অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন, তাহাদের সাহায্যে গ্রীকসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদ-প্রবাহিত প্রদেশ অধিকার করেন। (Justinus, XV. 4)

দিওদোরাস্ লিখিয়াছেন—আলেক্‌সান্দর ফিজিয়াসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে সিন্ধুর পরপারে মরুভূমির মধ্য দিয়া ১২ দিনের পথ গমন করিলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমসের (Xandrames) রাজ্য, তাঁহার বিশ-হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতি, দুই হাজার রথ ও চারিহাজার হস্তী আছে। এ কথা আলেক্‌সান্দরের বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু পুরুষ (Porus)কে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। পুরুষ আরও বলেন যে, গাঙ্গ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী তাহার সহবাস করে। সেই দুষ্টা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে। (Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্‌ও দিওদোরাসের মত উক্ত রাজার বিপুল সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে প্রজাগণ সকলেই এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে।

ডিওডোরাসের বর্ণনায় জানা যায়, গ্রীকসেনানায়ক ফিলিপের হত্যাকাণ্ডের পর আলেক্‌সান্দর ইউডেমস্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাবশাসনের ভারার্পণ করেন। কিন্তু ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুর পর ইউডেমস্ নিজে রাজা হইবার আশায় তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুষরাজকে বিনাশ করেন।

(Diodorus, XIX. 5)

কাহারও মতে উক্ত চন্দ্রগুপ্ত পুরুষরাজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডেমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী এবং প্রায় ১২০টী হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাশে চন্দ্রগুপ্ত জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন।

(Justinus, XV. 4.)

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, ইহারই অনতিকাল পরে সেলিউকস্ নিকেটর পুনরায় গ্রীকরাজ্য স্থাপনের জন্য (উক্ত) চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু তাঁহার সহিত চন্দ্রগুপ্ত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। মেগস্থেনিস্ লিখিয়াছেন, এই সময়ে সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, (উক্ত) চন্দ্রগুপ্ত ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়া সেলিউকসের সম্মান রক্ষা করেন। সেলিউকসের আদেশে গ্রীকদূত মেগস্থেনিস্ পাটলিপুত্র (Palembothra) নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধাবারেও চারিলক্ষ লোক উপস্থিত থাকিত। প্লুটার্ক একস্থানে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক যে প্রাচ্যভূপতি চন্দ্রমসের পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ৯ জন নন্দ রাজত্ব করেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যেরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, তাহার কোথাও শেষ নন্দকে নাপিতপুত্র বলা হয় নাই। বরং মুদ্রারাক্ষসের টীকাকার ঢুণ্ঢিরাজ শেষ নন্দকে শেষ ক্ষত্রিয়নৃপতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং Xandrames নামদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দরাজকে বুঝাইতে পারে না। এদিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত)এর যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের নানা আখ্যায়িকার মধ্যে কাহারও সহিত তাহার মিল নাই।

এমন কি চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায় চাণক্যের নাম বা তাঁহার আভাস পর্য্যন্ত কেহ দিয়া যান নাই, এরূপ স্থলেও গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রোকোত্তস্‌কে আমরা প্রথম মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

তবে আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক উক্ত সান্দ্রোকোত্তাস্ কে? সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ অশোকাবদানে বিবৃত হইয়াছে,—

"চম্পা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের একটী পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। এক দৈবজ্ঞ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই কুমারী রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে। ধনের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ লোভে পড়িলেন, কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাহাকে লইয়া পাটলিপুত্রে আসিলেন এবং রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিলেন। বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পুরমহিলাগণ সেই রূপসীকে দেখিয়া ভাবিলেন, এরূপ সুন্দরীকে পাইলে আর কি রাজা আমাদিগকে চাহিবে? সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ব্রাহ্মণবালাকে নাপিতানী করিয়া রাখিল ও তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। কিছুদিন যায়, সেই ব্রাহ্মণকন্যা রাজা বিন্দু-সারের দাড়ি চুল কামাইতে থাকেন। এক দিন রাজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার উপর বড় প্রীত হইয়াছি, তুমি কি চাও, বল। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' তখন ব্রাহ্মণবালা মুখ হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাকে চাই।' রাজা কহিলেন, 'সে কি, আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, আর তুমি নাপিতানী, তোমাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?' ব্রাহ্মণকুমারী কহিলেন, 'আমি নাপিতানী নহি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার পত্নী হইবার জন্যই পিতা দিয়া গিয়াছেন। পুরমহিলারাই আমাকে এ কাজ শিখাই-য়াছে।' তখন রাজা ব্রাহ্মণকন্যার কামনা পূর্ণ করিলেন। এখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাই পাটেশ্বরী হইলেন। তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মিল—১ম অশোক, ২য় বিগতশোক বা বীতশোক।

"অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অশোকের আচরণে বিন্দুসার তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তক্ষশিলানগরবাসীরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, বিন্দুসার সেখা-নেই অশোককে বিসর্জ্জন করেন। পথে অশোক বহু দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। নগরবাসিগণ তাঁহার সাজসজ্জা দেখিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল

"এদিকে বিন্দুসারের প্রধান মন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেই তক্ষশিলায় পাঠাইবার যোগাড় করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই রাজধানীতে আনাইয়া রাখিলেন।

"বিন্দুসারের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতি-বিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণ-শোণিত বাহির হইয়া প্রাণবায়ু চলিয়া গেল।

"এখন অশোক সম্রাট রূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিলেন। রাধগুপ্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তক্ষশিলায় সংবাদ গেল। সুসীম শুনিলেন, পিতা মরিয়াছেন এবং অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অশোকও প্রস্তুত ছিলেন। নগরের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে এক একজন নগ্ন, তৃতীয় দ্বারে রাধগুপ্ত, চতুর্থ দ্বারে স্বয়ং অশোক উপস্থিত রহিলেন। দ্বারের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদির ও অঙ্গার পূরিয়া তদুপরি এক অশোকমূর্ত্তি রক্ষিত হইল।

"সুসীম অশোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ মাত্রই অঙ্গারপূর্ণ পরিখায় পতিত হইলেন। এই সঙ্গে সুসীমের লীলা-খেলা শেষ হইল।"

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের বাল্যজীবন পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে যে তিনি যৌবনারম্ভে উদ্ধত স্বভাবহেতু সুদূর পঞ্জাবসীমান্ত তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত হইয়া-ছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে তিনিই ঐ সময়ে আলেক্‌সান্দরের শিবিরে সাহায্যলাভার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আলেক্‌সান্দর সেই উদ্ধত যুবকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আলেক্‌সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে অশোক পঞ্জাবের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র দেশীয় সামন্তরাজগণ গ্রীক-দিগকে ভারত হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে তক্ষশিলা-রাজের মৃত্যু হয় এবং অশোক বহু দল বল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলা

অধিকার করেন। অল্পকাল মধ্যেই সম্রাট্ বিন্দুসারের পীড়ার সংবাদ পঞ্চনদে পৌঁছিল। অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রভাব ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুসীমকে রাজধানী হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিলেন, তাই বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক সহজে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই অশোকই নানা শিলানুশাসনে প্রিয়দর্শী নামে ও গ্রীকদিগের গ্রন্থে Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত) নামে পরিচিত হইয়াছেন। পরে ৩১৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারত ছাড়িয়া গ্রীক বীরগণ যখন গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, সেই সুযোগে তিনি দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারতপ্রান্ত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করেন। অল্প দিন মধ্যেই নিজ শৌর্য্যবীর্য্য ও সহায় সম্পত্তিতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই সেলিউকস্ পুনরায় যবন (গ্রীক্) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পঞ্জাবে আসেন। কিন্তু মহাবল অশোকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ অশোক যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং যবনরাজের মর্য্যাদাস্বরূপ ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সেলিউকস্ পাটলিপুত্রের সভায় মেগস্থেনিস্‌কে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। সেই যবনদূত পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ যে মৌর্য্যসম্রাটের বিরুদ বা উপনাম 'পাটলিপুত্রক' ও একটী নাম 'চন্দ্রগুপ্তক।' * কেবল অশোক বলিয়া নহে, যিনি মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্‌গণের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে

* "The king, in addition to his family name, must adopt the surname of Palibothros, Sandrakottos, for instance, did, to whom Megasthenes was sent on an embassy."

McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes, p. 67.

যেমন অশোক-চন্দ্রগুপ্ত নিজ রাজধানী 'পাটলিপুত্র' নামেও অভিহিত হইতেন, সেইরূপ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক বহু নৃপতিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজধানীর নামানুসারেই গ্রথিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে তক্ষশিলা (Taxilus) ও পুরুষ (Porus) নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ উক্ত উভয়কেই মূল নাম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন,

পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত এবং পৌত্রের নাম বা বিরুদ চন্দ্রগুপ্ত এরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান। মৌর্য্যসম্রাট্ ১ম চন্দ্রগুপ্ত বৈশ্যকন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; অগ্নিসম তেজস্বী চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছেন হিন্দু জৈন বা বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ কোন আভাস নাই, তাঁহার সহিত যবন সম্বন্ধ থাকিলে কোন না কোন ভারতীয় প্রাচীন লেখক অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক যে যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যে সুপ্রাচীন শিলাফলকে মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তের বৈশ্যশ্যালক পুষ্যগুপ্তের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই লিপি মধ্যেই সম্রাট্ অশোকের শ্যালক যবনরাজ তুষাস্পের নামোল্লেখও রহিয়াছে।† হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে অশোক নাম থাকিলেও যেমন ভারতের সকল প্রধান জনপদ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার প্রসিদ্ধ অনুশাসনসমূহে তাঁহার 'অশোক' নাম পর্য্যন্ত আদৌ প্রকাশ নাই, ঐ সকল শিলালিপিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার একমাত্র 'প্রিয়দর্শী' নামে তিনি নিজে পরিচিত হইয়াছেন, অথচ কোন প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহার এই প্রিয়দর্শী নামটী পাওয়া যাইতেছে না, সেইরূপ এদেশের কোন প্রাচীন লিপি বা গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার বিরুদ বা নাম 'চন্দ্রগুপ্ত' বা 'পাটলিপুত্র' অধুনা দৃষ্ট না হইলেও তাঁহার

কিন্তু উক্ত দুইটী নামই স্থানবাচক ও সেই স্থানের রাজার বিরুদ বা উপনাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তক্ষশিলা রাজধানীর বর্ত্তমান অবস্থান শাহদেরী। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 104.) চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও য়ুঅন্ চুঅঙ্ এখানে প্রভূত বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছেন। (Watters' On Yuan Chuang, Vol. 1. p. 241-248)। উক্ত উভয় চীনপরিব্রাজকই পুরুষরাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই স্থান পুরুষক বা পরুষক নামে বিবৃত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন্-চুঅঙ্ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই পুরুষ রাজ্যের রাজধানী 'পুরুষপুরে' আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে মুসলমান ঐতিহাসিক অল-বেরুণি 'পুরুষাবর' ও পরবর্ত্তী মুসলমান লেখকগণ 'পরষাবর' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানই এক্ষণে 'পেশাবর' বা পেশোয়ার নামে প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলেক্সান্দরের সমসাময়িক পুরুষ (Porus) রাজাকে ভ্রমক্রমে সাধারণে 'পুরুরাজ' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন।

† "মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তেন যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতং।" (Indian Antiquary, Vol. VII. p. 260.)

সভাস্থ যবনদূত মৌর্য্যবংশের সর্ব্বজনপ্রিয় 'চন্দ্রগুপ্ত' নামটাই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং পরবর্ত্তী গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, অশোক রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'চন্দ্রগুপ্ত' নামও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলি বহু পরবর্ত্তী লেখক বিশাখদত্ত ১ম চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে। অশোক সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তিনি নাপিতানী-কার্য্যনিপুণা (দাসীর পরে) রাণীর গর্ভজাত, প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন,—সুতরাং হিন্দু গ্রন্থকারের চক্ষে তিনি অবৈধসন্তান 'বৃষল' বলিয়া অভিহিত। তাই মুদ্রারাক্ষসকার এই অশোকরূপী চন্দ্রগুপ্তকে দাসীপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের সহিত নন্দবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। নন্দবংশ আদিতে ক্ষত্রিয়,* কিন্তু মৌর্য্যবংশ আদিতে বৈশ্য।

অশোক-চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া শক-যবন-কাম্বোজাদি সীমান্ত প্রদেশবাসী† বীরগণকে সঙ্গে লইয়া পিতার জীবদ্দশায় পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন, সেই সময়ে মৌর্য্যমন্ত্রী খল্লাটক তাঁহাকে সাহায্য করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন এবং মনে হয় যে উভয়ের কূটনীতিবলে বিন্দুসার 'রক্ত বমন করিয়া' ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, সেই ঘটনাই পরবর্ত্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া মুদ্রারাক্ষসনাটকে চাণক্য ও ১ম চন্দ্রগুপ্তের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকিবে। পরে যখন বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম স্বীয় প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য কুলূত, কাশ্মীর ও পারসিক প্রভৃতি সীমান্ত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কুসুমপুরে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে অশোক-চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া কূটনীতি অবলম্বন করেন।‡

* "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলমিতি পৌরাণশাসনাৎ।" ঢুণ্ডিরাজকৃত মুদ্রারাক্ষসটীকা।

† "অস্তি তাবচ্ছকযবনকিরাতকাম্বোজপারসীকবাহ্লীকপ্রভৃতিভিশ্চাণক্যমতিপরিগৃহীতৈশ্চন্দ্রগুপ্তপর্ব্বতেশ্বরবলৈরুদধিভিরিব প্রলয়োচ্চলিতসলিলৈঃ সমন্তাদুপরুদ্ধং কুসুমপুরম্।"
(মুদ্রারাক্ষস ২য় অঙ্ক)

‡ "কৌলূতশ্চিত্রবর্ম্মা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদো নৃসিংহঃ
কাশ্মীরঃ পুষ্করাক্ষঃ ক্ষতরিপুমহিমা সৈন্ধবঃ সিন্ধুষেণঃ।
মেঘাখ্যঃ পঞ্চমোঽস্মিন্ পৃথুতুরগবলঃ পারসীকাধিরাজো
নামান্যেষাং লিখামি ধ্রুবমহমধুনা চিত্রগুপ্তঃ প্রমার্ষ্টু॥" ২০॥
(মুদ্রারাক্ষস ১ম অঙ্ক)

অশোকাবদান হইতে তাহার আভাস দিয়াছি। অশোকের অনুশাসন ও মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাজ্যলাভের পর চারি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। অধিক সম্ভব, এই কয়বর্ষ তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, মুদ্রারাক্ষসকার সেই দূরশ্রুত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। গৃহশত্রু ও বাহ্যশত্রু সকল সমূলে বিনাশ ও সিংহাসন নিরাপদ করিয়া ৫ম বর্ষে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই অভিষেকবর্ষ হইতে তাঁহার রাজ্যাঙ্ক গণিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সুপ্রাচীন বহু জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে ১ম চন্দ্রগুপ্তের সবিস্তার পরিচয় থাকিলেও কোথাও তিনি 'বৃষল' বা 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত হন নাই। এমন কি তাঁহার জন্য যে 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হইয়াছে, তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের বৃষলত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না, বরং চাণক্য তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কখনই 'বৃষল' বলিয়া গণ্য করা যায় না। অশোকের প্রতিলোমক্রমে নাপিতানী-রূপিণী দাসীগর্ভে জন্ম, পিতৃবৈরিতা ও তাঁহার যবন সম্বন্ধ হেতু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি নাপিতানীর গর্ভজাত এই প্রচলিত কিম্বদন্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার পিতার স্কন্ধে আরোপ করিয়া Chandramesকে নাপিতপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এখানে আর এক আপত্তি উঠিতে পারে, সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনে অন্তিওক, অন্তিকিনি, মক, তুরময় ও অলিকসুন্দর এই কয় জন গ্রীক নরপতির নামোল্লেখ আছে। অধ্যাপক লাসেন গ্রীক ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ নৃপতির এইরূপ সম্বন্ধ ও কাল নিরূপণ করিয়াছেন—

অন্তিওক = Antiochus Theos, সিরীয়রাজ Antiochus Soterএর পুত্র রাজ্যকাল ২৬১-২৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

তুরময় = Ptolemy Philadelphus—ইজিপ্টের রাজা (ঐ ২৮৫-২৪৭ ঐ)

অন্তিকিনি = Antigonus Gonatus, মাকিদনের রাজা (২৭৮-২৪২ ঐ)

মগ = Magas of Cyrene, তলেমি ফিলদেলফাসের বৈমাত্রভ্রাতা, ২৫৮ খৃঃ পূঃ মৃত্যু।

অলিকসুন্দর = Alexander, এপিরাস্‌রাজ, রাজ্যকাল ২৭২-২৫৮ খৃঃ পূঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—পাঁচজন নৃপতি ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক সেনার্টও প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ অঙ্কে* যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচজনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ লিপিখানিও ২৬০-২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" এই মত সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন কথা হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত হেমাচার্য্যের প্রমাণ অনুসারে [illegible] খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ১ম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক, কিন্তু পরবর্ত্তী [illegible] স্বীকার করিলে চন্দ্রগুপ্তের এক শতবর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ধরিতে হয়, [illegible]গুপ্তের রাজ্য-লাভের ১০০ বর্ষ পরে তৎপৌত্র অশোকের রাজ্যলাভ সম্ভবপর [illegible] বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। মহাবংশে লিখিত আছে যে, বুদ্ধনির্ব্বাণের (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের) ২[illegible] বর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ঘটে। এদিকে [illegible]াদি পুরাণ-মতে চন্দ্রগুপ্তের ২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। [illegible] সামঞ্জস্য করিয়া উভয়ের রাজ্যকাল মোটামুটি ৪৮ বর্ষ এবং ৩২৪ [illegible] সময় অশোকের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হয়। এখন দেখিতে হইবে যে ঐ [illegible] পরে অর্থাৎ অশোকের রাজ্য সময়ে উক্ত নামধেয় পঞ্চ যবন নৃপতি বিদ্যমান [illegible] কিনা?

দিগ্বিজয়ী মাকিদোনবীর আলেক্‌সান্দরের সমকালীন ও [illegible]াত্যয়ের পরবর্ত্তী কালের গ্রীক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা [illegible] পারি যে, অশোকের অনুশাসনে যে পঞ্চ যবননাম গৃহীত হইয়াছে, মাকি[illegible]ন্ট, সিরীয়া প্রভৃতি স্থানে সেই সেই নামে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে [illegible] করিতেন। এখন দেখিতে হইবে উক্ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতের [illegible] নির্ভর না করিয়া ঠিক সেই সময়ে তত্তৎ নামে পরিচিত পঞ্চ যবনরাজের [illegible] পাইতে পারি কি না?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে সাধারণতঃ [illegible] স্ব জনপদ ও রাজধানীর নামেই পরিচিত ছিলেন, পূর্ব্বে [illegible]রাজ প্রসঙ্গে তাহার আভাস দিয়াছি। মগধাধিপ ([illegible]) রাজধানী

* কিন্তু মূল অনুশাসনে এরূপ অঙ্কনির্দ্দেশ নাই।

পাটলিপুত্র হইতে 'পাটলিপুত্রক' নামেও পরিচিত ছিলেন, সেকথাও মেগস্থেনিসের বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সম্রাট্ অশোকের (শাহবাজগড়ীর) ১৩শ শিলানুশাসনেও ভারতীয় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব জনপদনামই উক্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহার উক্ত ১৩শ অনুশাসনে যে পঞ্চ যোন বা যবনরাজের উল্লেখ আছে, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানী নামেই মৌর্য্যসম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, বলিয়া মনে করি। এখন দেখা যাউক, উক্ত পঞ্চ রাজধানী কোথায় ?

আলেক্‌সান্দরের মৃত্যু ও তাঁহার উপার্জ্জিত সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইলে ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার সেনাপতিগণ যেখানে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা রাজোপাধি গ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্তিগোনস্ (Antigonus) এসিয়া-মাইনরে নিজনামে 'অন্তিগোনীয়' (Antigonia), তলেমি (Ptolemy) মধ্যইজিপ্টে 'তোলময় হর্ম্ম' (Ptolemais Hermii) এবং তাহার কএকবর্ষ পরে সেলিউকস্ সিরীয়ায় নিজ পিতৃনামে 'অন্তিওক' (Antioch) রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মকিদোন (Makedon) নামক গ্রীসের প্রাচীন নগরীতে কাসন্দর (Cassander) ও আলেক্‌সান্দরের প্রতিষ্ঠিত মিসরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র আলেক্‌সান্দরীয় (Alexandria) নামক স্থানে তলেমি আধিপত্য করিতেছিলেন। বাস্তবিক ৩১৭ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক (যবন) সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে, তৎকালে ইজিপ্ট, গ্রীস ও এসিয়াস্থ গ্রীক অধিকারে আলেক্‌সান্দরের সেনাপতিগণের মধ্যে পরস্পর প্রাধান্য লইয়া ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল স্থানের নিকট উক্ত সময় মধ্যে কোন যবনপতি স্থায়ী ও নিরাপদভাবে আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ কোন দূরদেশে সংবাদ পাঠাইতে হইলে সাধারণতঃ "অমুক দেশের রাজার কাছে" বা কেবল অমুক দেশে লোক পাঠান হইল, এরূপভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সম্রাট্ অশোকও তাঁহার উক্ত অনুশাসনে সেইরূপ চোল, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপস্থলে আমাদের বিশ্বাস, অনুশাসনে যে অন্তিওক (Antioch), অন্তিকিনি (Antigonia), তুরময় (Ptolemais), মক (Makedon), ও অলিকসুদর (Alexandria) এই পঞ্চ নামের উল্লেখ

আছে, এ গুলি গ্রীকঐতিহাসিকবর্ণিত তক্ষশিলা (Taxilus) ও পুরুষ (Porus) প্রভৃতি শব্দের ন্যায় জনপদ ও তজ্জনপদের অধিপতিজ্ঞাপক।

অশোকের অনুশাসনে যে অন্তিওকরাজের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে, তাঁহাকেই আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অন্তিওক-পতি সেলিউকস্ নিকেটর বলিয়া মনে করি। তিনি আপনাকে সমস্ত এসিয়ার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সিরীয়াস্থ অন্তিওক নগরেই তাঁহার এসিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অশোকের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া অশোকের অনুশাসনে যবনরাজগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

গির্নারের গিরিলিপিতে অশোকমৌর্য্যের শ্যালকের 'তুষাস্প' নাম দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পারসিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তখনকার গ্রীকবীরগণের পরিচয় আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে আলেক্সান্দরের

* অন্তিওক, অন্তিকিনি, তুরময়, মক ও অলিকসুদর এই পাঁচটীকে যদি প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থানুসারে অশোকের যে কাল পাইতেছি, অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ মধ্যেই উক্ত নামে পঞ্চ যবনরাজের নাম পাইতেছি। যথা—

১ম—অন্তিওক (Antiochus) সেলিউকসের পিতা, ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। তাঁহারই নামানুসারে তৎপুত্র সেলিউকস্ অন্তিওক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই অন্তিওকের সমৃদ্ধির সহিত অন্তিকিনির গৌরব নষ্ট হয়। (Encyclo. Brittanica, Vol. II. p. 131.)

২য়—অন্তিকিনি (Antigonus) সেলিউকস্ ইহাকে পরাজয় করিয়া ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার রাজধানী অন্তিগোনীয় অধিকার করেন।

৩য়—তুরময় (Ptolemy Soter) আলেক্সান্দরের একজন প্রধান সেনাপতি, আলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর ইহারই অংশে ইজিপ্ট, লিবিয় ও আরবের কতকাংশ পড়িয়াছিল। ইজিপ্টের দক্ষিণ ও আরবশাসনের সুবিধার জন্য ইনি থেবইস্‌প্রদেশে তুরময় (Ptolemais) নামে রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময়ে উত্তর ইজিপ্টে আলেক্সান্দ্রিয়াও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল।

৪র্থ—মক (Magus of Cyrene) রাজ্যকাল ৩০৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত।

৫ম—অলিকসুদর (Alexander of Epirus) ওলিম্পিয়ার ভ্রাতা, আলেক্সান্দরের মাতুল। রাজ্যকাল ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৩১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

গ্যায় তাঁহার সেনানীবৃন্দও পারসিকরমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যবন-সেনাপতির ঔরসে ঐ রূপ কোন পারসিকমহিলার গর্ভে যবনরাজ তুষাস্পের জন্ম। সেলিউকসের উপার্জ্জিত এসিয়াস্থ গ্রীকসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে কোন কোন গ্রীকরাজকুমার ভারতে আসিয়া সম্রাট্ অশোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যবনরাজ তুষাস্প তন্মধ্যে একজন। অশোকের অনুগ্রহে তিনি সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ-পদ লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মৌর্য্যাধিপ ১ম চন্দ্রগুপ্ত, এবং তৎপৌত্র অশোক বা ২য় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ঘটনাবলি আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি যে জৈন-শাস্ত্রমতে ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক এবং সিংহলের পালিমহা-বংশ-মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে* অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। অধিক সম্ভব, আলেক্সান্দরের ভারতপরিত্যাগ করিবার পরই অশোক পঞ্জাবের কোন পার্ব্বত্যজনপদ অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। তৎপরবর্ষে পঞ্জাবে মকিদোনবীরের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিবামাত্র যখন গ্রীকসেনাপতিগণ স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সুযোগে অশোক জাতীয় বিজয়কেতন উড়াইয়া দেশীয় সামন্তবর্গের সাহায্যে সমস্ত পঞ্চনদঅধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিপুল শক্তির সাহায্যেই তিনি পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকারে সফলতালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অশোকের ৩৭ বর্ষ মাত্র রাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। এরূপস্থলে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান স্বীকার করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, অশোকের বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে বৃদ্ধ বৌদ্ধরূপে তাঁহার যে অনুশাসনলিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ† ও তাঁহার

* Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, for 1909, p. 27.

† প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেবও সম্প্রতি ২৫৬ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ও উক্ত লিপিকে অশোকের রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লিপি বলিয়াই প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। (Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1308.) সিংহল ও শ্যামের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ-অব্দ আরম্ভ। মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ উহা হইতে আরও ৬৬ বর্ষ বাদ দিয়া ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ স্থির করিয়াছেন। এদিকে সকলেই

রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধরিয়া লইলেও তাঁহার রাজ্যকাল ৩৭ বর্ষই হয়। এখানেও আমরা ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার 'বিবাস' বা সংসারত্যাগেরই আভাস পাইতেছি।

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের অধিকারকাল ভারতের স্বর্ণযুগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। চাণক্যরচিত 'অর্থশাস্ত্রে' চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও গ্রীকদূত মেগস্থেনিসের গ্রন্থে অশোকের রাজ্যসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে শাসনসম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত একেবারে যথেচ্ছাচারী রাজার মত ছিলেন না। ইচ্ছা করিয়া তিনি অনেকগুলি বিষয়ে সমিতি সংগঠন করিয়া সেই সমিতির হস্তে কিয়ৎপরিমাণে রাজক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন ও উন্নতিসাধনের ভার তিনি একটা সমিতির হস্তে সমর্পণ করেন। এই

মিউনিসিপালিটী।

সমিতি অনেক অংশে বর্ত্তমান মিউনিসিপাল কমিশনের অনুরূপ। পাটলিপুত্রের মিউনিসিপাল সমিতিতে ৩০ জন সভ্য ছিলেন। এই সমিতি ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক ভাগে পাঁচ পাঁচজন করিয়া সভ্য থাকিতেন। এইরূপে গ্রাম্যপঞ্চায়ৎ প্রথার একটি উন্নততর সংস্করণ গঠন করিয়া তাহার উপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার অর্পণ করেন :—

শিল্পকলা সম্বন্ধীয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রথম বিভাগের উপর ন্যস্ত

বলিতেছেন যে শেষ জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ সমসাময়িক, সুপ্রাচীন বহু বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈনসম্প্রদায় বহুকাল হইতে যখন একবাক্যে ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিয়া আসিতেছেন, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটী প্রধান বৌদ্ধ জনপদে বহুকাল হইতেই (উক্ত বর্ষের ১৬ বর্ষ পরে অর্থাৎ) ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে আমরা নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া সমীচীন মনে করি না। নির্ব্বাণাব্দকে ৮৬ বর্ষ পরবর্ত্তী স্বীকার করিয়া লইলে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্যকাল সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে যে অব্দ ধরা হইয়াছে, তাহার সহিত কিছুই সামঞ্জস্য থাকে না এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক সম্বন্ধে যে অভিনব কালনির্ণয় করিতেছেন, তাহার সহিতও অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে। এ কারণ সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতই গৃহীত হইল।

ছিল। শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারণ; উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া যাহাতে ইহারা উপযুক্ত ভাবে কাজ করে, তাহার তত্ত্বাবধান এবং যাহাতে কারিকরেরা খাঁটি জিনিষ প্রস্তুত করে, তাহা দেখিবার ভার—এই সকল বিভাগের হাতে সমর্পিত ছিল। শিল্পী ও কারিকরদিগকে এক প্রকার রাজারই কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করা হইত। যদি কেহ হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করিয়া কোন কারিকরের কার্য্যসাধনের ব্যাঘাত জন্মাইত, তবে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম বিভাগ—শিল্পকলা।

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অনেক বৈদেশিক রাজ্যের সংশ্রব ছিল। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় আসিয়া পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। ইহা ছাড়া বিদেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াও বিভিন্ন দেশ হইতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দ্বিতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেন। সুধু তাহাই নহে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান ও অনুচর সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং আবশ্যক হইলে, যাহাতে তাঁহাদিগের সুচিকিৎসা হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতেন। কোন বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, যথারীতি তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইত এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

দ্বিতীয় বিভাগ—বৈদেশিকদিগের তত্ত্বাবধান।

সরকারের অবগতির জন্য এবং করস্থিরীকরণের সুবিধার জন্য বিশেষ সতর্কতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এই বিভাগ হইতে জন্মমৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করা হইত।

তৃতীয় বিভাগ জন্মমৃত্যুর হিসাব।

বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলাস্থাপনের ভার চতুর্থ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যাহাতে উপযুক্ত লাভে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় এবং যাহাতে সরকারপ্রবর্ত্তিত বাটখারা এবং পরিমাণ ব্যবহার করে, সেই বিষয়ে এই বিভাগের রাজপুরুষগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ব্যবসায়ীদিগকে সরকারের একটা নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দিয়া ব্যবসায় করিবার অনুমতি লইতে হইত। যাহারা একাধিক দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শুল্কের দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইত। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই বিভাগের বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চতুর্থ বিভাগ বাণিজ্যব্যাপার।

উপরোক্তরূপ প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্যাদিরও তত্ত্বাবধান চলিত। যাহাতে

নূতন ও পুরাতন মাল পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, সেজন্য একটা আইনও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। যে সকল ব্যবসায়ী ইহার উল্লঙ্ঘন করিত, তাহাদিগের অর্থদণ্ড করা হইত। নূতন ও পুরাতন জিনিষের উপর একহারে শুল্ক আদায় করা হইত না।

পঞ্চম বিভাগ শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইত, তাহার দশমাংশ রাজকর স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই কর আদায়ের ভার ষষ্ঠ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যদি কোন ব্যবসায়ী এই কর হইতে সরকারকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া ধরা পড়িত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইত।

ষষ্ঠ বিভাগ—বাণিজ্যদ্রব্যের উপর বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশমাংশ আদায়।

কেবল পাটলিপুত্র বলিয়া নহে, "অর্থশাস্ত্র" আলোচনা করিলে মনে হইবে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বড় বড় সহরেও এইরূপ মিউনিসিপাল শাসনের প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রত্যেক বিভাগের জন্য বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া, সমগ্র সমিতিটির হস্তে রাজধানীর সাধারণ শাসন এবং বন্দোবস্তের ভারও অর্পণ করা হইয়াছিল। বাজার, বন্দর ও মন্দির,—সাধারণসংক্রান্ত সকল বিষয়ই রাজপুরুষদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল।

দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনভার এক একটি রাজপ্রতিনিধির উপর সমর্পিত ছিল। সাধারণতঃ রাজবংশীয়দের মধ্য হইতেই রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করা হইত।

রাজপ্রতিনিধি।

দূরবর্ত্তী কর্ম্মচারিগণ কিরূপভাবে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা অবগত হইবার জন্য সংবাদ-লেখক ও সংবাদ-বাহক রাখা হইত। তাঁহারা কর্ম্মচারিদিগের উপর লক্ষ্য রাখিতেন এবং সহরে ও মফস্বলে যেখানে যাহা ঘটিত, তাহার বার্ত্তা আনিয়া সরকারে প্রদান করিতেন। যদিও স্বভাবতঃ আশা করা যায় না যে এ সকল লোক সর্ব্বদাই একেবারে খাঁটিসত্য সংবাদ আনিয়া রাজদরবারে পেষ করিতেন, তথাপি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরিয়ান্ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা কখনও সত্যের অপলাপ করেন নাই এবং তখন মিথ্যা কথা বলা ভারতবাসীমাত্রেরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

সংবাদবাহক ও সংবাদলেখক।

সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের সৈন্যবল অশ্বারোহী, পদাতিক,

গজারোহী ও রথারোহী এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই চারি বিভাগ ব্যতীত নৌবিভাগ এবং সৈন্যসংগ্রহ-বিভাগ বলিয়া নূতন দুইটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৈন্যবলের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে কেবল কাগজে কলমে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে; যাহাতে সেই সকল বিধিব্যবস্থা যথারীতি কার্য্যে পরিণত হয়, সেই দিকেও তাঁহার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই শৃঙ্খলা ও শিক্ষার গুণে তাঁহার সৈন্য-বল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইয়া উঠে। সেই সৈন্যবলেই তৎপৌত্র অশোক সমস্ত ভারত জয় করিতে সমর্থ হন। শুধু সমস্ত ভারতবর্ষই যে তাহারা পদানত করিতে সমর্থ, তাহা নহে; মকিদোন সৈন্যদলকে তাহারাই তাড়াইয়া দিয়াছিল এবং সেলিউকসের আক্রমণও ব্যর্থ করিয়াছিল।

সৈনিকবিভাগের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা।

যে সৈন্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ও সাম্রাজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্রাট্ হইবার পরে সেই সৈন্যের সংখ্যা তিনি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যপ্রথানুযায়ী তাহাদিগকে ধনুর্বেদে সুশিক্ষিত হইতে হইত। চন্দ্রগুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রেরও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে নিয়মিতরূপে বেশ মোটা বেতন দিয়া রাখা হইত। রাজসরকার হইতে তাহাদিগের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগান হইত। বিন্দুসারের (Xandrames) সময়ে ৮০০০০ অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ৮০০০ রথ, ও ৬০০০ রণহস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্তেরও এইরূপই বাহিনী-বল থাকার সম্ভাবনা। তৎপরে অশোক শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা ৬ হাজার, পদাতিকের সংখ্যা ৬ লক্ষ এবং রণহস্তীর সংখ্যা ৯ হাজার, এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহুসংখ্যক রথও ছিল।

সৈনিক বল।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর হস্তে দুইটি করিয়া বরষা ও একখানি করিয়া ঢাল থাকিত। পদাতিকদিগের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া প্রশস্তফলা তরবারি থাকিত; তদ্ব্যতীত ছোট ছোট বরষা কিম্বা ধনুর্ব্বাণও থাকিত। ধনুক মাটিতে রাখিয়া বামপদের দ্বারা চাপিয়া প্রচণ্ড বেগে তীর ছোড়া হইত।

অস্ত্র শস্ত্র।

রথগুলি দুইটি কি চৌরিটি অশ্বদ্বারা টানা হইত। প্রত্যেক রথে চালক ব্যতীত দুইজন করিয়া যোদ্ধা থাকিত। এক একটি হস্তীর উপরে মাহুত ব্যতীত তিনজন করিয়া ধনুর্দ্ধারী থাকিত।

রথ ও রণহস্তী।

রাজস্ব বা কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষকে, জমির খাজানা নিরূপণ করিবার সময় কি উপায়ে জমিতে জলসিঞ্চন করা হইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত।

রাজস্ব

সাধারণতঃ রাজা উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকর গ্রহণ করিতেন; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশও লইতেন, ইহা ছিল জমির বাবদ রাজস্ব। এতদ্ব্যতীত জলকর স্বরূপও কৃষককে আবার প্রায় এই পরিমাণই রাজকর দিতে হইত। ইহা ছাড়াও রাজা সকল প্রজার নিকট হইতেই আবশ্যকমত চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন কারণে প্রজাদিগকে রীতিমত বহু প্রকারের কর দিতে হইত।

প্রাচীরবেষ্টিত সহর গুলিতে বাণিজ্য দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর বেশ রাজস্ব আদায় করা হইত। এই রাজস্ব যাহাতে সুচারুরূপে আদায় হইতে পারে,

বিক্রয়ের উপর কর

তজ্জন্য এই নিয়ম ছিল—যে দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন কি প্রস্তুত হয়, সেখানে বিক্রয় করা হইবে না। আইন করা হইয়াছিল যে বিক্রেয় দ্রব্যাদি (শস্য ও গবাদি পশু ভিন্ন) সহরের সিংহদ্বারের মধ্যে মঞ্চগৃহের সন্নিকটে আনিয়া মজুত করিতে হইবে এবং সেখানে বসিয়াই বিক্রয় করা হইবে। বিক্রয়ের পূর্ব্বে কর দিতে হইত না, কিন্তু বিক্রয় হইয়া গেলেই সেখানে বসিয়াই রাজকর দিয়া আসিতে হইত। শুল্কের হার নানা প্রকার ছিল। বাহির হইত যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি করা হইত, তাহার উপর সাত রকমের শুল্ক ছিল, মোটের উপর শতকরা কুড়িটাকা হিসাবে শুল্ক দিতে হইত। শাক ফলমুল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সহজে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপর মূল্যের একষষ্ঠাংশ বা শতকরা ১৬ টাকা হিসাবে কর আদায় করা হইত। অন্যান্য বহুবিধ বিক্রেয় দ্রব্যের উপরে শতকরা ৪ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত রাজার প্রাপ্য ছিল। মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য জিনিষের সুদক্ষ জহুরীরা যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত, তাহার উপর রাজকর ধার্য্য করা হইত। বিক্রয় করিবার জন্য যে সকল জিনিষ আনা হইত, তাহার উপর সরকারী মোহর অঙ্কিত করা হইত।

প্রত্যেক সহরেই একজন নাগরক (নগরাধ্যক্ষ) থাকিতেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশে কয়জন নূতন লোক আসিল এবং এখান হইতে কয়জন লোক অন্যত্র

লোকগণনা

চলিয়া গেল, তাহার একটা হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত। লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক অধিবাসীর জাতি, শ্রেণী, নাম, উপাধি, ব্যবসায়, আয়, ব্যয়, এবং গবাদি পর্য্যায়ক্রমে একটা

তালিকা প্রস্তুত করিতে হইত। রাজস্ব সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করিলে অপরাধীর অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি গ্রহণ করা হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিত, তবে তাহাকে [illegible]পরাধের দণ্ডভোগ করিতে হইত।

গুপ্তচর নিয়োগ

প্রকৃতিবর্গের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য রাজা অনেকগুলি গুপ্তচর নিয়োগ করিতেন। ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছিল। রাজকার্য্য সাধনের জন্য ইহারা নির্ব্বিবাদে যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত।

রাজস্ব

পূর্ব্বকালে শস্যোৎপাদনক্ষম জমি সাধারণতঃ রাজসম্পত্তি বলিয়াই বিবেচিত হইত এবং উৎপন্ন শস্যের কি তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেশ মোটা রকমের একটি অংশ রাজাকে নির্ব্বিবাদে প্রদান করা হইত। চন্দ্রগুপ্ত সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। কৃষিলোককে কখনও রাজার যুদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিতে হইত না। এমন কি আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত উভয় দলই ইহাদিগকে সমানভাবে রক্ষা করিত। মেগস্থেনিস্ বলেন যে এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, অথচ তাহার সন্নিকটে নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃষকেরা আপনাদের কাজ করিয়া যাইতেছে।

কৃষিক্ষেত্রে জলগমনের প্রণালী

যাহাতে কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত জল আনয়ন ও জল সিঞ্চন করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জমির পরিমাপ করিবার ভারও ইহাদিগের উপর সংন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক কৃষক যাহাতে আবশ্যকানুযায়ী জল পাইতে পারে, তজ্জন্য ইহারা দায়ী ছিলেন। যে দেশে নদীনালা নাই, সেদেশে খাল খনন করিয়া দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনয়নের ব্যবস্থা করা হইত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক পুষ্যগুপ্ত সৌরাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে কোন একটা নদীকে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহা হইতে খাল খনন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এই সঙ্কল্প করিয়া [illegible] তিনি নদী বাঁধিয়া সুদর্শনহ্রদ নির্ম্মাণ করান। কিন্তু খালগুলি অশোকের [illegible] পারে নাই। অশোকের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক যবনরাজ তুষাস্প তাহা মেরামত করিয়াছিলেন।

তখন ভারতবর্ষীয়েরা সাধারণতঃ অত্যন্ত সৎ ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন।

যখন অশোকের শিবিরে গ্রীকদূত মেগস্থেনিস্ বাস করিতেছিলেন, তখন সেখানে প্রায় ৪০০০০০ লোক ছিল। এত লোকের সমাগম সত্বেও সেখানে দৈনিক যে সকল চুরি হইত, তাহাতে কখন সর্ব্ব রকমে ৮০।৮৫ টাকার অধিক মূল্যের জিনিষ চুরি হইত না। এই উপলক্ষে গ্রীক দূত লিখিয়া গিয়াছেন যে লোকেরাও যেমন সাধু, দণ্ডনীয় অপরাধগুলিতেও তেমন কঠিন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ কেহ কাহারও কোন অঙ্গহানি করিলে তাহারও সেই অঙ্গের হানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত অপরাধীর হস্ত কাটিয়া দিত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোন শিল্পী বা কারিকরের এইরূপ অঙ্গহানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে অপরাধীর একেবারে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। মিথ্যাসাক্ষী দিলে হস্তপদদ্বয়ের ও নাসিকাদির অগ্রভাগ কাটিয়া দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত অন্য কতকগুলি গুরুতর অপরাধে অপরাধীর মস্তক মুণ্ডন করা হইত। কোন পবিত্র চৈত্যবৃক্ষের অনিষ্ট করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের উপর যে শুল্ক দিতে হইত তাহার গোলমাল করিলে এবং রাজা যখন শিকারে বাহির হইতেন, তখন তাহার দলবলের গমনপথে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত।

দণ্ডবিধি

মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরকার হইতে রীতিমত অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত। বৈদেশিক মদ্যাদির উপর বিশেষরূপ শুল্ক আদায় করা হইত। রাজ-সরকার হইতে এইরূপ আদেশ প্রচার করা হইয়াছিল যে শৌণ্ডিকালয়ে আসনাদি গঠিত কতকগুলি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে ফুলের মালা সুগন্ধদ্রব্যাদি এবং যে ঋতুতে যে সকল জিনিষের উপভোগে স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, সেই ঋতুতে সেই সকল জিনিষ সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

মাদকদ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

রাজপথগুলির তত্বাবধান ও আবশ্যকমত সংস্কারাদি করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে রাস্তার পার্শে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া দূর নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপ একটি প্রশস্ত রাজপথ পাটলিপুত্র-রাজধানী হইতে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

পূর্ত্তবিভাগ

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং [illegible] ও সুদক্ষ করণ, এবং বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু [illegible] চন্দ্রগুপ্ত যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার

নিদর্শন। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজাদিগের কোন তাম্রশাসন কি শিলালিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও পাটলিপুত্র, বৈশালী, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন নগরীগুলির অভ্যন্তর ভূভাগ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হয়, তবে হয়ত প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ আরও কত অমূল্যরত্নরাজির সঙ্গে পরিচিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যজগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই এদেশে কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বৃক্ষের ত্বক্ এবং কার্পাসবস্ত্র লিখিবার সরঞ্জামরূপে ব্যবহৃত হইত।

সভ্যতার স্তরনির্ণয়

স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সকল শ্রেণীর ও সকল জাতীয় লোকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করা হইত। পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তিগণ রাজার অনুগ্রহলাভে এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণ রাজদণ্ডভোগে বঞ্চিত হইত না। ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, পুরোহিত প্রভৃতিরাও আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ক্রিয়াকার্য্যের সফলতা ও নিষ্ফলতার জন্য রাজানুগ্রহ কি রাজদণ্ড লাভ করিতেন। শিল্পী, জাহাজনির্ম্মাতা এবং অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্য হইতে ভাল ভাল কারিকরদিগকে রাজকার্য্যের জন্য রীতিমত মাসহারা দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখা হইত। তখন আর ইহারা অন্য লোকের কাজ করিতে পারিত না। কাঠুরিয়া, সূত্রধার, কর্ম্মকার, ও খনিকার প্রভৃতির উপরও রাজার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

শাসন-সংরক্ষণে রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি

তৎকালে ভারতবর্ষে যত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও সৈন্যসংখ্যা চন্দ্রগুপ্তের বা অশোকের সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের সৈনিক বিভাগের শাসন ও বন্দোবস্তের ভার এক রণসমিতির উপর সংন্যস্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথম বিভাগে সৈনিক ও নৌবিভাগের বিষয় নির্ব্বাচিত হইত; দ্বিতীয় বিভাগের উপর একস্থান হইতে অন্যস্থানে সৈন্যপ্রেরণের এবং রসদ ও সৈন্যসংগ্রহের ভার ছিল। ভেরীবাদক, তৃণচ্ছেদক, অশ্বরক্ষক এবং কারিকরও এই বিভাগ হইতেই সংগ্রহ করা হইত। তৃতীয় বিভাগের উপর পদাতিকের, চতুর্থের উপর অশ্বারোহীর, পঞ্চমের উপর রথের, এবং ষষ্ঠবিভাগের উপর রণহস্তীর ভার অর্পিত ছিল।

রণসমিতি

সাধারণতঃ রাজা স্ত্রীরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন;

বিচার, যজ্ঞ, পূজা, যুদ্ধ কি মৃগয়া বা উৎসব ব্যতীত প্রায় কখনই তিনি সাধারণের নয়নগোচর হইতেন না। তবে বিচার উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে একবার করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখে বাহির হইতে হইত। তখন তিনি নিজে অভিযোগ শ্রবণ ও বিচার করিতেন। বিচার করিবার সময় তখনকার রাজাদিগের গাত্রমর্দ্দনের সুখানুভব করিবার একটা প্রথা ছিল। সেই প্রথানুযায়ী অভিযোগ শ্রবণ ও মীমাংসা করিবার সময় চারিজন ভৃত্য আবলুস কাষ্ঠের চারিটি দণ্ড লইয়া আস্তে আস্তে সম্রাটের দেহমর্দ্দন করিতে থাকিত। জন্মদিনে সম্রাট্ যথারীতি অভিষিক্ত হইতেন; এই সময়ে রাজ্যের গণ্যমান্যব্যক্তিরা তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতেন এবং একটা মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান হইত।

রাজার আচার-ব্যবহার

এত ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও সম্রাটের মনে শান্তিসুখ ছিল না। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কতই ষড়যন্ত্রের সংঘটন হইত। কখন কি হয় এই ভয়ে দিবসে কখনও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিতেন না এবং একঘরে কখনও উপর্য্যুপরি দুই রজনী যাপন করিতেন না। মুদ্রারাক্ষসনাটকে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য দুইটি ষড়যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিবার চেষ্টায় ছিল; অপর দল বহুদূর হইতে তাঁহার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই সুড়ঙ্গে লুকাইয়াছিল।

ষড়যন্ত্র

সুবিস্তৃত একটি প্রমোদ উদ্যানের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। প্রধানতঃ দারুময় হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের নিকট সুসার এবং একবাতনের রাজপ্রাসাদ দুইটিকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি নানা চিত্রবিচিত্রে সুবর্ণরচিত; স্বর্ণবিনির্ম্মিত দ্রাক্ষালতায় স্তম্ভগুলি পরিবেষ্টিত। তাহার উপরে রজতময় পক্ষী আসিয়া ফললোভে উড়িয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে মৎস্যসমাকীর্ণ পুষ্করিণী ও চিত্রবিচিত্র পত্রপুষ্পশোভিত তরুরাজি ও লতামণ্ডপ।

রাজপ্রাসাদ

দরবার-গৃহটি ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার লীলাভূমি। সুবৃহৎ স্বর্ণময় পান-পাত্র, রত্নখচিত কারুকার্য্য-শোভিত আসন ও পাত্রাধার, তাম্রবিনির্ম্মিত মণিমুক্তালঙ্কৃত বৃহৎ বৃহৎ পান-পাত্র এবং বিচিত্রোজ্জ্বল বুটাদার বসন ও গাত্রাবরণ দেখিয়া চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইত। বিশেষ

দরবার।

কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে আবশ্যক হইলে রাজা, স্বর্ণমুক্তাখচিত সুচিক্কণ মস্‌লিন্ বস্ত্র পরিধান করিয়া ও মুক্তা[illegible]শোভিত সুবর্ণশিবিকায় আরূঢ় হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। কোন সমীপবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে সাধারণতঃ তিনি [illegible]রোহণেই গমন করিতেন; কিন্তু অধিক দূরে যাইতে হইলে সুবর্ণ[illegible] সজ্জায় সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইতেন। [illegible] রাজদরবারের একটি প্রধান আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং মধ্যে মধ্যেই মেষ, বৃষ, হস্তী ও গণ্ডারের যুদ্ধ প্রদর্শিত হইত। কুস্তী এবং [illegible]ও সমধিক আদর ছিল। এখন যেমন ঘোড়-দৌড়, তৎকালে সেইরূপ ষাঁড়ের দৌড় প্রচলিত ছিল। ঘোড়দৌড়ের মত ইহাতেও বাজি রাখিবার প্রথা ছিল; সাগ্রহে ও সৌৎসুক্যে রাজা এই সকল ব্যাপারে যোগদান করিতেন। দৌড়ের স্থান লম্বায় ছয় শত গজ ছিল। ষাঁড়ের দৌড় নাম হইলেও দৌড়টি প্রকৃতপক্ষে ঘোড়া, ষাঁড় ও গাড়ীর দৌড়। মধ্যস্থানে একটি ঘোড়া ও দুইপার্শ্বে দুইটি ষাঁড় থাকিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত।

মৃগয়াই ছিল রাজার প্রধান ব্যসন। খুব জাঁকজমক করিয়া রাজা শিকারে বাহির হইতেন। এই উপলক্ষে 'রক্ষিত' শিকার-ভূমিতে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইত; রাজা তাহাতে উপবেশন করিতেন। বনের [illegible] অন্যান্য দিক্ হইতে পশুগুলিকে তাড়াইয়া এই মঞ্চের নিকট [illegible], তখন রাজা ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহাদিগকে শিকার করিয়া পরম আ[illegible] অনুভব করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ [illegible] দুর্গম বনেও মৃগয়া করিতে যাইতেন। শিকারের সময় রাজা স্ত্রীরক্ষী [illegible] হইয়া বহির্গত হইতেন; তাহারা শিকারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। [illegible] পথে রাজা গমন করিতেন, তাহার উভয়-পার্শ্বে রজ্জু-রেখা টানা হই[illegible] ইহা অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, তা[illegible] করা হইত। সম্রাট্ অশোক এই রাজকীয় শিকার-প্রথা রহিত করে[illegible]

আরিয়া[illegible] সরূছেন যে তখন বাহনের মধ্যে সাধারণতঃ অশ্ব ও উষ্ট্র এবং [illegible] ব্যবহৃত হইত। ধনীরা হস্তিপৃষ্ঠেও

হয় হস্তী আরো[illegible]

[illegible] রাজার কার্য্যেই ইহা অধিকতর নিযুক্ত হইত। হস্তী উষ্ট্র কি চারিঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া বেড়ানটা বিশেষ সম্ভ্রম-

শালী ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পাইত, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িতে কি একঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া সকলেই বেড়াইতে পারিতেন।

প্রথম বৈশ্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত অতি অল্প বয়সেই সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।* অল্প বয়সে এক সামান্য ব্যক্তির এরূপ অসামান্য শক্তিলাভ [illegible] বিস্ময়জনক ইহা যে ব্রাহ্মণশক্তিসাহায্যে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনপ্রণালী আলোচনা করিলেও মনে হইবে তাঁহার শাসন-প্রণালী মধ্যে আদৌ বৈদেশিক প্রভাবের লেশমাত্র নাই।†

অধিকাংশের মতেই সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ মাত্র সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এরূপস্থলে তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (৩৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই) তিনি সাম্রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন। জৈনশাস্ত্রমতে, জৈনধর্ম্মে এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অবশেষে তিনি নির্গ্রন্থ হইয়া সংসারত্যাগ করেন। মহিসুরের শ্রাবণবেলগোলা নামক স্থানে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে।‡ সম্ভবতঃ মৌর্য্যসম্রাট্ 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

৩৪৬ বা ৩৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গ্রীকঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো Amitrochades¶ নামে যে প্রাচ্য-ভারতের অধীশ্বরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকেই বিন্দুসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের [illegible], প্রাক-বর্ণিত 'অমিত্রকেতু' বিন্দুসার ও অশোকের পরবর্ত্তী অপর কোন নরপতি। প্রাচীন ও আধুনিক মতে বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ৩২২ [illegible] খৃষ্টাব্দে অশোকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার রাজ্যাবসান ও জীবননাশ ঘটে।

* H. H. Wilson's Theatre of the Hindus, Vol. II. p. [illegible]

† এমন কি যাঁহারা আলেক্সান্দর ও চন্দ্রগুপ্তকে সমসাময়িক [illegible] তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের উপর গ্রীকসংস্রবের কিছুমাত্র [illegible] যায় না। (Smith's Early History of India, 1908, p. 137). এতদ্বারা [illegible] হইতেছে যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকশিবিরে [illegible] উপস্থিত হন নাই, অথবা [illegible] ও প্রভাব তাঁহার সময়ে ঘটে নাই।

‡ Rice's Mysore Gaze[illegible]

¶ পাশ্চাত্যমতে ইহার সংস্কৃত [illegible] 'অমিত্রকেতু' নাম মনে করি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, আলেক্‌সান্দারের ভারতপরিত্যাগের পরই অশোক খৃঃ পূঃ ৩২৫ কি ৩২৪ অব্দে রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার জন্মের সন ও তারিখ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সংবাদ এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায় যে তিনি যখন ৩৭ বৎসর কাল ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তখন সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় তাঁহার বয়স তেমন বেশি হয় নাই। পিতার মৃত্যুকালে, অশোক উজ্জয়িনীতে বাস করিতেছিলেন বলিয়া সিংহলে একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবনের নিষ্ঠুরতা ও দুষ্টতা সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে, সে গুলির উপর নির্ভর করিলে উজ্জয়িনীবাসপ্রবাদের উপর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। পিতার জীবদ্দশায় সুদূর পঞ্জাবে তাঁহার সৌভাগ্যোদয় এবং পঞ্জাব-সীমান্তবাসী দুর্দ্দান্ত বীরসৈন্যগণের সাহায্যে বলপূর্ব্বক তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনাধিকার ঘটিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রায় চারি বৎসর পরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩১৯-২০ অব্দে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে নির্ব্বিবাদে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। প্রতি বৎসরই তাঁহার অভিষেকের দিনে খুব আমোদ উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। এই উপলক্ষে বন্দীরাও ক্ষমা এবং মুক্তি লাভ করিত।

অশোকের জন্ম, সিংহাসনে অধিরোহণ ও অভিষেক

শিলালিপি হইতে জানা যায় যে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরেও সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাভগিনী জীবিত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনের চেষ্টা করিতেন।

সিংহাসনে আরোহণের ত্রয়োদশ কি অভিষেকের নয় বর্ষ পরে অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করিতে বহির্গত হন। এই প্রদেশ তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ-রাজ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত হন, এবং তাঁহার রাজ্য মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। কলিঙ্গ জয় করিবার পরে অশোক যে সকল কর্ম্ম-চারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের উপর তাঁহার এইরূপ আদেশ ছিল, 'সহানুভূতিপ্রদর্শন ও কৌশল অবলম্বন করিয়া বিজিতদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।'

কলিঙ্গবিজয়

কলিঙ্গরাজ বড় সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। মেগস্থেনিস্ বলেন, তাঁহার ৬০০০০ পদাতিক, ১ হাজার অশ্বারোহী ও সাতশত হস্তী ছিল। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে

অশোকের প্রভূত ক্ষতি হয়। তাঁহার দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী ও এক লক্ষ সৈন্য নিহত এবং বহু সৈন্য অনাহার ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ভীষণ দৃশ্যে অশোকের বিবেকে নিদারুণ আঘাত লাগে এবং তাঁহার হৃদয়ে অনুশোচনা, গভীর দুঃখ ও মনস্তাপের ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তখন তিনি দৃঢ়সংকল্প করিলেন যে আর কখনও রাজ্যলোভে লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবেন না। তাহারই ফলে যবনরাজ সেলিউকসের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া কেবল যুদ্ধাড়ম্বর দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন ও পরে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কলিঙ্গবিজয়ের চারি বৎসর পরে তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে কলিঙ্গযুদ্ধে যে লোকক্ষয় হইয়াছে, এখন তাহার শতভাগের এমন কি সহস্রভাগের একভাগ লোকক্ষয় হইলেও তাঁহার পরিতাপের সীমা থাকিবে না। এই সংকল্প হইতে কখনও তিনি বিচ্যুত হন নাই। আপনি অগ্রসর হইয়া কখনও তিনি কোন শত্রুকে আক্রমণ করেন নাই। তাঁহার পিতামহ জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন, তিনিও প্রথমে জৈন আজীবকদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। তাঁহার ত্রয়োদশ শিলানুশাসনে তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মের বলে যে জয় লাভ করা যায়, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জয় আর নাই এবং তাঁহার বংশধরদিগকে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে যুদ্ধই রাজার ধর্ম্ম এই সাধারণ বিশ্বাস যেন তাঁহারা হৃদয়ে স্থান না দেন। যদি তাঁহাদিগকে কখনও কোন যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হয়, তবে তখনও যেন তাঁহারা মনে রাখেন যে সহিষ্ণুতা এবং সদয় ব্যবহারেই মনে অধিক সুখ পাওয়া যায়।

কলিঙ্গ বিজয়ে শিক্ষা

এই সময় হইতে তিনি আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মাদির প্রচার, ধর্ম্মশিক্ষাদান ও দীক্ষাপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। ৩০৯ কি ৩০৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি চতুর্দ্দশটি অনুশাসন-লিপিতে আপনার শাসনপ্রণালী ঘোষণা করিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সেই প্রচারিত শাসন অনুসারে চলিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

ধর্ম্মবিস্তার ও প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক উন্নতিসাধন

খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য বহির্গত হন ও রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া বর্ত্তমান মজঃফরপুর ও চম্পারণ জেলার মধ্য দিয়া হিমালয় শৈলমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত গমন করেন। সম্ভবতঃ পর্ব্বত অনতিক্রম

তীর্থযাত্রা

করিয়া এখান হইতে তিনি পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে যাইয়া লুম্বিনী উদ্যান পরিদর্শন করেন। প্রবাদ অনুসারে এইখানে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় এবং একটী বৃক্ষের তলে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। এই খানে অশোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহার গুরু ও পথপ্রদর্শক উপগুপ্ত বলেন, মহারাজ, এইখানে পূজ্যপাদ বুদ্ধ ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কথাসম্বলিত একটী স্তম্ভ অশোকের আদেশে এইস্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান আছে।

ইহার পরে গুরু উপগুপ্তের সমভিব্যাহারে তিনি বুদ্ধের বাল্যলীলাক্ষেত্র কপিলবস্তু, প্রথম সিদ্ধভূমি বারাণসী সমীপবর্ত্তী মৃগদাব (সারনাথ), দীর্ঘবাসভূমি সরস্বতী, বোধিজ্ঞানস্থল গয়ার বোধিবৃক্ষ এবং নির্ব্বাণভূমি কুশীনগর পরিদর্শন করেন। এই সকল তীর্থক্ষেত্রে তিনি মুক্তহস্তে সঙ্ঘের উদ্দেশে ভূমিদান এবং আপনার আগমনের স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রায় খৃঃ পূঃ ২৯৪ অব্দে ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য তিনি যে সকল ধর্ম্মবিধি প্রচার করিয়াছিলেন তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখেন এবং জীবহিংসা বারণোদ্দেশ্যে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচার করেন। জীবহিংসা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

জীবহিংসা-নিবারণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন

সাংসারিক লোকে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। এই বৌদ্ধমতের যথার্থ উপলব্ধি করিয়া প্রায় খৃঃ পূঃ ২৯২ অব্দে তিনি, পুনর্জ্জন্মদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ভিক্ষুকশ্রেণীতে প্রবেশ ও তাঁহাদের পরিধেয় পীত বাস ধারণ করেন। কিন্তু তখনও তিনি রাজপদ পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পাঁচবৎসর পরে কতকগুলি অনুশাসনলিপি প্রচারিত হয়। এইরূপ মনে হয় যে এই সময়ে যুবরাজ ও মন্ত্রিগণ তাঁহার নামে এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তিনি নিজে প্রধানতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন।

ভিক্ষুকশ্রেণীতে প্রবেশ

উপরে যে শেষ অনুশাসনলিপি গুলির কথা বলা হইল সেগুলি খৃঃ পূঃ ২৮৭ কি ২৮৮ অব্দে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সাম্রাজ্যত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে প্রচার করা হইয়াছিল। মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের সমীপবর্ত্তী একটী পবিত্র শৈলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে অশোক অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। লোকের মুখে শুনিতে

পাওয়া যায় যে তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের শাসন সময়ে পাটলিপুত্র পরিদর্শন করেন, অশোকের রাজপ্রাসাদ তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তখনও ইহার যে শোভা ছিল, তাহা দেখিয়া ফা-হিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে ইহা মানুষের নির্ম্মিত নহে। তিনি বলেন রাজপ্রাসাদ এবং সহরের মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলি অশোকের নিযুক্ত যক্ষ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। এই সকল অট্টালিকার কোনটীই এক্ষণে দণ্ডায়মান নাই। সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষের উপরে গঙ্গা ও শোণের পলি পড়িয়াছে, ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং পাটনা ও বাঁকীপুর সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া যৎসামান্য যাহা উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া চীনপরিব্রাজকের কথা আর অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না।

অশোকের সময়ে স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ

অশোকের নির্ম্মিত অসংখ্য সঙ্ঘারামের একটীও আজ দণ্ডায়মান নাই। মধ্যভারতের উজ্জয়িনী সহরের অদূরবর্ত্তী সাঞ্চি নামক স্থানে ও তাহার আশেপাশে যে স্তূপমালা আছে, তাহাই শুধু তাঁহার অতীত গৌরবের ছিন্ন নিশান স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর আর্য্যাবর্ত্ত ভরিয়া তিনি যে সকল সমুচ্চ সুচিক্কণ বালুকাপ্রস্তরের স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরও কতকগুলি ধ্বংসের হাত এড়াইয়া এখনও আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কোন কোনটী ৫০ ফুট উচ্চ এবং ১৪০০ মণ ভারি।

এইরূপ একটী প্রবাদ সাধারণে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থাগুলি মীমাংসা এবং বৌদ্ধমঠের পবিত্রতা সংরক্ষণের অন্তরায়গুলি দূরীভূত করিবার মানসে অশোক একটী বৌদ্ধসভা আহ্বান করেন। পালি বৌদ্ধ-গ্রন্থমতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৩৬ বর্ষ পরে (৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) এই মহাসঙ্ঘ আহূত হয়। এই সভার গঠনপ্রণালী ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি আছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে; সভাটী যে বাস্তবিকই আহূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

বৌদ্ধসভা

অশোকের সমস্ত শিলালিপির মধ্যে মাত্র ভাব্রা-অনুশাসন এবং সারনাথের স্তম্ভলিপি এই দুইটীকেই সভার সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এ দুইটী লিপি তাহার বহু পরে তাঁহার "বিবাস" বা

ভাব্রা-অনুশাসন

সাম্রাজ্য-পরিত্যাগকালে প্রচারিত হয়। ইহাতে সম্রাট্‌ ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্যান্য ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

অশোকের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং সমগ্র বেলুচিস্তান কি ইহার কতক অংশ, সমগ্র সিন্ধুদেশ এবং আফ্‌গানিস্তানের বর্ত্তমান আমীরের শাসনাধীন প্রদেশের অধিকাংশই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। লোকসমাগমবিরল সুয়াত (সুবাস্তু) ও বাজৌরের উপত্যকায়, এবং কাশ্মীর ও নেপালের উপত্যকায়ও সম্রাট্‌ অশোকের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান শ্রীনগরের অদূরে অশোক যে রাজধানী পত্তন করাইয়াছিলেন, তাহারও নিদর্শন রহিয়াছে।

সাম্রাজ্যের আয়তন

অশোকের পূর্ব্বে মঞ্জুপাটনে নেপালের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডুর আড়াই মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ললিতপাটন বা ললিতপুর নাম দিয়া তিনি এক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। অশোক এখানে যে বিশিষ্ট বৌদ্ধ মোহর অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। তীর্থপরিদর্শন উপলক্ষে যখন তিনি খৃঃ পূঃ ৩০২ কি ৩০১ অব্দে নেপালে গমন করেন, সে সময়ে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। ললিতপাটনে অশোক পাঁচটী ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্তূপগুলি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

নেপালে অশোক

অশোকের সঙ্গে তদীয় কন্যা চারুমতিও নেপালে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তিনি সেই খানেই থাকিয়া যান, এবং স্বীয় স্বামী দেবপালের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দেবপত্তন নামক নগরের এবং পশুপতিনাথের উত্তরে একটী মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষুণীস্বরূপ সেখানেই জীবন অতিবাহিত করেন।

অশোকের কন্যা চারুমতি

পূর্ব্বদিকে সমগ্র বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তখন তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য। কলিঙ্গের দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী অন্ধ্ররাজ্য ঠিক তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলেও তাঁহার রক্ষণাধীন ছিল।

দক্ষিণে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তবে বোধ হয় যে পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী নেল্লুরের নিকটে পেন্নার নদী হইতে আরম্ভ করিয়া কড়াপার মধ্য দিয়া ও চিত্তলদুর্গের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমোপকূলের কল্যাণপুরী পর্য্যন্ত

রেখা টানিলে অশোক-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার দক্ষিণে তুলুবদেশ, স্বাধীন সতীয়পুত্ররাজ্য এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী চোল ও পাণ্ড্য নামক তামিল রাজ্য দুইটি এবং কেরলপুত্র ও সতীয়পুত্র এই দুইটি রাজ্য কখনও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবং বিন্ধ্যাচলের অসভ্যজাতি গুলি তাঁহার অধীনেই কতকটা স্বাধীনতা পরিচালন করিতেছিল।

অতএব বর্ত্তমান নামানুসারে অশোক-সাম্রাজ্যের সীমা এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে—পশ্চিমে হিন্দুকুশের দক্ষিণবর্ত্তী আফ্‌গানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু, উত্তরে কাশ্মীর, নেপাল ও হিমালয়ের নিম্নাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

অশোকের অধীনে সম্ভবতঃ চারিজন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনি স্বয়ংই পাটলিপুত্র হইতে মধ্যপ্রদেশ শাসন করিতেন। উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব, সিন্ধু, সিন্ধুনদের

রাজপ্রতিনিধি

পশ্চিমপ্রান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীর এই সকল স্থান একজন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, তক্ষশিলায় তাঁহার একটা রাজধানী ছিল। উজ্জয়িনী হইতে জনৈক রাজপুত্র দক্ষিণপশ্চিমে মালব ও তাঁহার শ্যালক তুষাস্প গুজরাট ও কাঠিবাড় এই সকল স্থান শাসন করিতেন। তোষলি হইতে একজন রাজপ্রতিনিধি বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। নর্ম্মদার অপর তীরবর্ত্তী দক্ষিণ দেশ স্বতন্ত্র একজন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। এ অঞ্চলের রাজধানী যে কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় নাই।

অশোক আজীবক জৈন-সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার জন্য গয়ার সমীপবর্ত্তি বরাবর

বাসগুহা

পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি গুহা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল গুহার অভ্যন্তরভাগের প্রাচীরগুলি অতীব মসৃণ।

শিলাগাত্রে, গুহাপ্রস্তরখণ্ডে এবং সমুচ্চ স্তম্ভে খোদিত ত্রিশটির উপর অশোকের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রধান স্মৃতিচিহ্ন। ইহা পর্য্যা-

খোদিত লিপি

লোচনা করিয়াই তাঁহার সময়ের প্রকৃত ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। হিমালয় হইতে মহিসুর এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ হইতে এই সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রধান প্রধান গুলিতে তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী,

নৈতিক নিয়মাবলী এবং তাঁহার আত্মজীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই পাওয়া গিয়াছে। বাকীগুলি কাহারও নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে অথবা কোনব্যক্তি বা কোন ঘটনার স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই সকল শিলালিপিতে তৎকালপ্রচলিত স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করা হইয়াছে। অনেকগুলিই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ্যে তখন লিখিত ভাষার বিশেষ প্রচলন ছিল। বড় বড় রাস্তার ধারে এবং যে সকল তীর্থে বহু লোকের সমাগম হয়, সেই সকল স্থানে এই সকল স্তম্ভাদি স্থাপন করা হইয়াছিল।

অনুশাসনের ভাষা ও শ্রেণীবিভাগ

ভারতের পশ্চিমসীমান্ত দেশের শিলাগাত্রে যে চতুর্দ্দশসংখ্যক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্থানীয় খরোষ্ঠীভাষার অক্ষরে লিখিত। বাকী লিপিগুলি ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে প্রচলিত ভাষাসমূহের বর্ণমালায় খোদিত। উক্ত লিপিগুলি আটশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে ঃ—

১। শিলালিপি—অশোকের অভিষেকের ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩০৭ কি ৩০৬ খৃঃপূর্ব্বাব্দে খোদিত।

২। কলিঙ্গ—অনুশাসন (দুইখানা) সম্ভবতঃ ৩০৫ খৃঃ কি ৩০৪ পূর্ব্বাব্দে প্রচারিত। ইহাতে সুধু নবজিত প্রদেশের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবরের গুহালিপি (তিনখানা) ৩০৩ কি ৩০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে খোদিত।

৪। তরাইয়ের স্তম্ভলিপি (দুইখানা) প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে খোদিত।

৫। শাসন-স্তম্ভ-লিপি—২৯৬ কি ২৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৬। অতিরিক্ত শাসন-স্তম্ভলিপি—২৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কি তাহারও পরে প্রচারিত।

৭। অপ্রধান শিলালিপি—সম্ভবতঃ ২৮৮ কি ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২৫৬ বৎসর পরে খোদিত।

৮। ভাব্রা অনুশাসন—অপ্রধান শিলালিপির কালে প্রচারিত।

১, চতুর্দ্দশ শিলালিপিতে অশোকের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও নৈতিক নিয়মগুলি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক শিলালিপিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এইগুলি কেবল দূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশের জন্যই প্রচার করা হইয়াছিল।

২, কলিঙ্গের দুইখানি অনুশাসনলিপি চতুর্দ্দশ শিলালিপির ক্রোড়পত্র স্বরূপ। ইহাতে নবলব্ধ রাজ্য কি ভাবে শাসন, এবং ইহার প্রান্তদেশবাসী অসভ্য জাতিসমূহের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লিপির মধ্যে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক লিপির পরিবর্ত্তে এই দুইটি প্রচার করা হইয়াছিল।

৩, আজীবক নামক দিগম্বর (নিগ্রন্থ) উগ্রতপস্বী সম্প্রদায়ের বাসের জন্য গুহা-নির্ম্মাণ করাইয়া এই লিপিদ্বারা অশোক সেই গুহাগুলি তাঁহাদিগের নামে উৎসর্গ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রাচীন জৈন ধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

৪, তরাইয়ের স্তম্ভলিপি দুই খানাতে যদিও রাজনৈতিক কিছু লেখা নাই, তথাপি অশোকের তীর্থযাত্রার সংবাদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে বলিয়া ইহাদের একটু বিশেষ মূল্য আছে। যে লুম্বিনী উদ্যানে গৌতম বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই লুম্বিনীর সংস্থানসম্বন্ধে রুম্মিন্দেই বা পদরিয়া লিপি হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে বুদ্ধজন্মস্থানসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। নিগ্লীবের দ্বিতীয় লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোক যে কেবল গৌতম-বুদ্ধের উপাসক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগেরও উপাসনা করিতেন।

৫, সাতখানি স্তম্ভলিপি চতুর্দ্দশ শিলালিপির কতকটা পরিশিষ্টের মত। তাহাদের সঙ্গে মিলাইয়া না পড়িলে ইহাদিগের অর্থ বোধগম্য হয় না। প্রথম উপদেশে যে সকল মূলসূত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল, এই গুলিতে সেই সকল বিশেষ করিয়া পুনর্ব্বার আলোচিত হইয়াছে। কোন জীবের প্রতি যাহাতে হিংসা করা না হয়, তাহার জন্য বিধিবদ্ধ ও বিশদরূপে বিবৃত রাজশাসন প্রচার করা হইয়াছে। প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সপ্তম স্তম্ভ-লিপিতে সেই সকল বিবৃত হইয়াছে।

৬, অতিরিক্ত স্তম্ভলিপিগুলি তেমন ভাল ভাবে রক্ষিত হয় নাই, এজন্য ইহাদের সকলের পাঠ উদ্ধার করা যায় না।

৭, ক্ষুদ্র শিলানুশাসনগুলি আকৃতিতে অপ্রধান হইলেও কোন কোন বিষয়ে অন্য সকল লিপি অপেক্ষা ইহাদের আদর অধিক। ইহাদের অর্থ সম্বন্ধে কতক গুলি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নানা পণ্ডিত নানা ভাবে সেই গুলি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহ কোন স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে অশোকের সিংহাসনে অধিরোহণের প্রায় ৩৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৮৮ কি ২৮৭ অব্দে এই লিপিগুলি প্রচারিত হইয়াছিল।

ভাব্রা অনুশাসন অশোকের জীবনের শেষভাগে তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার পরে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে সম্রাট্ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ও গৃহস্থদিগকে সম্বোধন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের যে সাতটি স্থান তাঁহার নিকট পরমচিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই সাতটি স্থানের দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই আবার এই টুকু যোগ করিয়াছেন যে, মহাত্মা বুদ্ধ যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, সে সকলই উত্তম ও সারসত্য।

কেবল মেগস্থেনিস্ বলিয়া নয়, মৌর্য্যসম্রাটের সময় গ্রীক্‌রাজগণ, সময়ে সময়ে দূত পাঠাইয়া পরস্পর সংবাদ লইতেন, তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অন্তিওকপতি সেলিউকস্ পরবর্ত্তী কালে পাটলিপুত্র-রাজ-সভায় দেমেকস্‌কে (Deimachos) পাঠাইয়া ছিলেন, এই রাজদূতও মেগেস্থেনিসের ন্যায় মৌর্য্যসাম্রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে মিসরপতি তলেমি-ফিলাদেলফস্ (Ptolemy Philadelphos) মৌর্য্য-সভায় দিওনিসিঅস্ (Dionysios)কে দূতরূপে পাঠাইয়া ছিলেন। এই দূতও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজদূতগণের ন্যায় তাঁহার অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনির হস্তগত হইয়াছিল। যবনরাজগণ যেরূপ পুনঃপুনঃ দূত পাঠাইয়া মৌর্য্যরাজের সহিত সম্বন্ধরক্ষা করিয়াছিলেন ; সম্রাট্ অশোকও সেইরূপ সুদূর গ্রীস, বাবিলন এবং মিসরে দূত বা ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া সখ্যতা বজায় রাখিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার অনুশাসনলিপি বলিয়া নয়, সিংহলের পালি বৌদ্ধ ইতিহাস হইতেও আমরা অশোক কর্ত্তৃক যবনরাজ্যসমূহে দূতপ্রেরণের সংবাদ পাইয়াছি।

গ্রীক্-রাজদূত

বাস্তবিক ইদানীন্তনকালে অশোকের মত বিচক্ষণ ও সর্ব্বসমদর্শী সম্রাট্ ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মহাত্মাকে আলেকসান্দর, আর্থার বা সার্লেমেনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু একাধারে এই মৌর্য্যসম্রাটে উপরোক্ত তিন মহাত্মারই গুণাবলীর একত্র সমাবেশ দেখা যায়। বরং শেষ জীবনে তিনি যেরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া

গিয়াছেন, উক্ত তিন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নৃপতিতে ঐরূপ দৃষ্টান্তের সম্পূর্ণ অভাব। এই কারণেই আমরা অশোককে শ্রেষ্ঠতম আসনদানে প্রস্তুত। যখন তিনি ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি প্রকৃত বৈশ্য বর্ণ হইলেও পূর্ব্বতন ভারতসম্রাট্‌গণের ন্যায় আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণরচিত পুরাণসমূহে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত মৌর্য্যবংশ বৃষল বা শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া পরিগণিত হইলেও বৌদ্ধ অবদানগ্রন্থসমূহে অশোক ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন।* ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণে অশোকের নাম 'অশোকবর্দ্ধন',

* দিব্যাবদানে এইরূপ আছে,—তিষ্যরক্ষিতা অশোককে তাঁহার রোগের ঔষধস্বরূপ পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলে অশোক বলিয়াছিলেন, "দেবি! অহং ক্ষত্রিয়ঃ কথং পলাণ্ডুং পরিভক্ষয়ামি।" (দিব্যাবদানে কুনালাবদান ৪০৯ পৃঃ।) 'দেবি! আমি ক্ষত্রিয়, কিরূপে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিব।' ঐ রূপ উক্তি হইতে মনে হয়, বৌদ্ধসমাজে অশোক আপনাকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, আসমুদ্রহিমালয় যাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, শত শত ক্ষত্রিয়নৃপতি যাঁহার পাদপীঠবহন করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই চন্দ্রগুপ্তের বংশধর নিজ সমুন্নত অবস্থায় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। এরূপ জাত্যন্তর পরিগ্রহের সংবাদ পৌরাণিক ভারতে বিরল ছিল না, কত বৈশ্য নিজ অবস্থা ও কর্ম্মগুণে কেবল ক্ষত্রিয় বলিয়া নহে, সশরীরে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। কত ক্ষত্রিয় আবার অবস্থাবৈগুণ্যে হীনবর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। (৩২।৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আমাদের শাস্ত্রাধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে কলিযুগের পূর্ব্বে এরূপ হইতে পারিত, কলিযুগে এরূপ প্রথা নাই। কিন্তু আমরা এই কলিযুগেই জাত্যন্তর-পরিগ্রহের বহুতর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। এথানে আমরা দুইটামাত্র প্রমাণ দিতেছি :—

১ম—অনেকেই অবগত আছেন যে ময়ূরভঞ্জ ও কেওন্ঝর উৎকলের এই দুই সর্ব্বপ্রধান গড়জাতের ভঞ্জরাজবংশ সহস্রাধিক বর্ষ হইতে 'সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত।

ভঞ্জব্রাহ্মণ

উড়িষ্যার 'বউদ' নামক গড়জাতে বহুকাল ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন, প্রায় ৭ শত বর্ষপূর্ব্বে উক্ত ভঞ্জবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়-রাজকুমার বউদে গিয়া ব্রাহ্মণরাজ্য লাভ করিয়া তিনি ও তদ্বংশধরগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার এই ব্রাহ্মণভঞ্জবংশের ইতিহাস উড়িষ্যার কমিসনর আফিসে রক্ষিত আছে।

২য়—মেবারের মহারাণার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি রাজস্থানের সমগ্র রাজপুত-সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর সূর্য্যবংশাবতংস বলিয়া সুপরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডি আর ভাণ্ডারকর অল্পদিন হইল, বহুতর শিলালেখসাহায্যে বিশেষরূপে প্রমাণ

তৎপরে তৎপুত্র কুণাল, তৎপরে বন্ধুপালিত, তৎপরে ইন্দ্রপালিত, তৎপরে দশধর্ম্মা বা দেবধর্ম্মা, তৎপরে শতধার এবং সর্ব্বশেষ বৃহদশ্ব বা বৃহদ্রথ এই কয়জন মৌর্য্য

করিয়াছেন যে, এই বংশ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাধারণের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য তাঁহার গবেষণার ফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

গুহিলোৎ-বংশ

যে বংশে মেবারের রাণাদিগের উদ্ভব, সেই বংশের নাম গুহিলোৎ। প্রাচীনতম শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে 'গুহিলপুত্র' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। চিতোরগড়ে ১৩৩৫ সম্বতের যে একটি লিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত উক্তিটি লিখিত আছে—

"শ্রী-একলিঙ্গ-হরারাধন-পাশুপতাচার্য্য-হারিত-রাশি-ক্ষত্রিয়-গুহিল-পুত্র-(সিংহ)-লব্ধ-মহোদয়া।"

প্রাচীনকালে মেবারবংশে সিংহ নামে যে একজন রাজা ছিলেন, এখানে তাঁহাকে গুহিলপুত্র বলা হইতেছে। কিন্তু কোন কোন লিপিতে আবার 'গোভিলপুত্র' শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ৯০৭ কলচুরি সম্বতে উৎকীর্ণ অহ্লণদেবীর ভেরাঘাট লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"অস্তি প্রসিদ্ধমিহ গোভিলপুত্রগোত্রান্তত্রাজনিষ্ট নৃপতিঃ কিল হংসপালঃ।"

গুহিলোৎ-রাজবংশাবলীতে হংসপাল নামক যে একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তাঁহাকে গোভিল-পুত্র বলা হইতেছে।

সংস্কৃত গুহিল-পুত্র কি গোভিল-পুত্র হইতে কেমন করিয়া যে গুহিলোৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। হাংসী হইতে প্রাপ্ত ১২২৪ বিক্রম সম্বতের একখানা লিপিতে সর্ব্বপ্রথম 'গূহিলোৎ' এই প্রাকৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে চাহমান পৃথ্বীরাজের মাতুল বিহ্লণকে আসিকা দুর্গের (হাংসী কেল্লার) রক্ষক নিযুক্ত করিবার সময় 'গূহিলোতান্বয়ের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

গুহিল-পুত্রই হউক কি, গুহিলোৎ-পুত্রই হউক, 'গোভিল' হইতে যে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কোন কোন স্থলে আবার পুত্র শব্দ উঠাইয়া দিয়া 'অপত্যার্থে ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া 'গৌহিল্য' এইরূপ নামও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৩৩১ বিক্রম-সম্বতে উৎকীর্ণ চিতোরগড়ের লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"যস্মাদ্-দধৌ গুহিল-বর্ণনয়া প্রসিদ্ধাং গৌহিল্য-বংশ-ভব-রাজ-গণোঽত্র জাতিম্।"

কুম্ভলগড়ে মামাদেবের মন্দিরের প্রশস্তিতেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

গৌহিল্য হইতে গোহিল এই জাতিবাচক নামটিরও উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫০০ বিক্রম-সম্বতের মহুবালিপিতে তৎকালীন রাজা 'গোহিল্ল' সারঙ্গের নাম পাওয়া যায়। এই 'গোহিল্ল' গৌহিল্য শব্দের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বংশের গুহিলবংশ 'গূহিলান্বয়' এইরূপ নামও দেখিতে পাওয়া যায়। মাংগ্রোলে ১২০২ বিক্রম সম্বতের যে একটি লিপি

নৃপতির নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। অশোকের 'বর্দ্ধন' উপাধি ও পরবর্ত্তি-মৌর্য্যরাজগণের 'পালিত' উপাধি যে বৈশ্যত্বজ্ঞাপক, তাহা পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে এই বংশকে একেবারে 'গুহিলাখ্যান্বয়' বলা হইয়াছে।

গোত্রবিচারে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বংশীয়েরা সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া খ্যাত। এই জন্যই মেবারের রাণাদিগকে 'সূর্য্যবংশী' এবং 'হিন্দুসূর্য্য' এইরূপ আখ্যা চিরকাল প্রদান করা হইতেছে। ছত্রিশ ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে ইঁহাদিগের আসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে রাজস্থানের প্রথম ইতিহাস-প্রণেতা টড্ সাহেব পুরুষ-পরম্পরাগত জনশ্রুতির এবং মুসলমান-ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতি অনুসারে সূর্য্যবংশের শেষ রাজা সুমিত্র হইতে মেবারের রাণাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং শেষ বলভীরাজ শিলাদিত্যের সঙ্গেও ইঁহাদিগের রক্তের সম্বন্ধ ছিল এমত প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমান-ঐতিহাসিক এই বংশের সঙ্গে পারস্যের শাসনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধ ছিল, এইরূপ আভাস দিয়াছেন। একজন মুসলমান-লেখক এরূপও বলিয়াছেন যে "এই বংশ হয় নশিরবানের পুত্র নসিজাদ হইতে, না হয় যজ্‌দেগার্দের কন্যা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।" কিন্তু ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই; এবং আবুলফজলের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইতিহাস-লেখকই এরূপভাবে লিখিতে সাহসী হন নাই।

টডের পরে মেবারে অনেক প্রাচীন শিলালিপির উদ্ধার হইয়াছে। এই সকলের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী। এই সকল লিপির পাঠ হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে মেবারের রাণা ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত।

আবুশৈলের শিখরদেশে অচলেশ্বরের যে মন্দির বিদ্যমান, তাহার অতিনিকটে একটি মঠ আছে। এই মঠে ১৩১২ বিক্রম সম্বতের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সমরসিংহের সময়ে খোদিত। এই বংশের একজন আদিরাজা স্বনামধন্য বপ্প সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"হারীতাৎ কিল বপ্পকোঽহ্রি (থ্রি)-বলয়ব্যাজেন লেভে মহঃ
ক্ষাত্রং ধাতৃনিভাদ্বিতীয়মুনয়ে ব্রাহ্ম্যং স্বসেবাচ্ছলাৎ।
এতেস্যাপি মহীভুজঃ ক্ষিতিতলে তদ্বংশসম্ভূতয়ঃ
শোভন্তে সুতরামুপাত্তবপুষঃ ক্ষাত্রা হি ধর্ম্মা ইব॥"

অর্থাৎ গল্প আছে যে 'স্বসেবাচ্ছলে' 'ধাতৃনিভ' মুনি হারীতকে অদ্বিতীয় 'ব্রাহ্ম্য' তেজ প্রদান করিলে পর তাঁহার নিকট হইতে বপ্পক নূপুরচ্ছলে রাজকীয় (ক্ষাত্র) তেজ লাভ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বংশোদ্ভব এখানকার রাজগণ, গৃহীতবপুঃ ক্ষত্রধর্ম্মের ন্যায় ক্ষিতিতলে অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

মাত্রেই স্বীকার করিবেন। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত এই কয়জন মৌর্য্য নৃপতি পুরাণানুসারে ১৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকটি হইতে বুঝা যাইতেছে বপ্পক বা বাপ্পারাও হারীতরাশির সঙ্গে ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র-তেজের বিনিময় করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব এবং গুরু হারীত ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত চিতোরগড়ের শিলালিপিতে যে শ্লোক আছে, তাহা হইতেও এইরূপ অর্থই হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্লোকটি এই—

"জীয়াদানন্দপূর্ব্বং তদহি পুরমিলাখণ্ডসৌন্দর্য্যশোভি-
ক্ষোণীপৃষ্ঠস্থমেব ত্রিদশপুরমধঃ কুর্ব্বদুচ্চৈঃ সমৃদ্ধ্যা।
যস্মাদাগত্য বিপ্রশ্চতুরুদধিমহী (।) বেদিনিক্ষিপ্তযূপো
বপ্পাখ্যো বীতরাগশ্চরণযুগমুপাসীত (সিষ্ট) হারীতরাশেঃ॥"

যে আনন্দপুর ইলাখণ্ডের (পৃথিবীর একাংশের) সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া, ক্ষোণীপৃষ্ঠস্থ হইলেও আপন সমৃদ্ধি দ্বারা ত্রিদশপুরকে অধঃপাতিত করিয়াছে এবং যে আনন্দপুর হইতে বীতরাগ, উদধিমহীবেদীনিক্ষিপ্ত যূপ (যিনি বেদীর অর্থাৎ চতুঃসমুদ্রপারবেষ্টিত মহীর উপরে যজ্ঞস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, এমন) বপ্প আসিয়া হারীত-রাশির চরণপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন,—সেই আনন্দপুর বিজয়ী হউক।—

এখানে বপ্পকে পরিষ্কারভাবে বিপ্র বা ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে এবং যে স্থান হইতে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার নাম আনন্দপুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বড়নগরই প্রাচীন আনন্দপুর, কুমারপালের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ বড়নগরে যে প্রশস্তি আছে, তাহাতে এই নগরের নাম আনন্দপুর, এবং এখানে সেই সময়ে 'নগর' নামে বহু ব্রাহ্মণের এক পল্লী ছিল। নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এই মর্ম্মের একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ৬৪৯ এবং ৬৫১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আলীনার দুই খানি তাম্রশাসন একই ব্যক্তিকে প্রদান করা হইয়াছিল। প্রথম শাসনে তাঁহাকে আনর্ত্তপুরবাসী এবং দ্বিতীয়শাসনে তাঁহাকে আনন্দপুরবাসী বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আনর্ত্তপুর আনন্দপুরের একটা নাম। এদিকে লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ত্রেতাযুগে বড়নগরকে আনর্ত্তপুর বলা হইত। এই দুই কারণে বড়নগরই যে আনন্দপুর এবং গুহিলোৎবংশের প্রতিষ্ঠাতা বপ্প যে বড়নগরের নাগরব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, এইরূপ বিশ্বাস স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে রাণা কুম্ভের সময়ে যে একলিঙ্গমাহাত্ম্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদ্বারাও সেই সন্দেহের সম্পূর্ণ রূপেই নিরাকরণ হইবে। একলিঙ্গমাহাত্ম্য হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"জয়তি জগতি বিখ্যাতং সকলমহীলোকপাবনং সুমহৎ।
শ্রীএকলিঙ্গদৈবতং গোত্রং বৈজবাপাহ্বম্॥১

যে সময়ে মৌর্য্যবংশ ভারতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, কয়েক খানি শিলালিপি, স্তম্ভানুশাসন এবং অনগ্রন্থি ব্যতীত সেই শতাব্দীর বিস্তৃত ইতি-

---

জয়তি তথানন্দপুরে নাগরকুলমণ্ডনো মহীদেবঃ।
যজনাদিকর্ম্মকুশলো বিজয়াদিত্যাভিধো বিপ্রঃ ॥২

* * * *

তস্য কুলালঙ্করণং গুহদত্তোঽন্বর্থনামধেয়োঽভূৎ।
অদ্যাপি যস্য নাম্না বংশোঽয়ং খ্যাতিমাপ্নোতি ॥

যদুক্তং পুরাতনৈঃ কবিভিঃ।

আনন্দপুরসমাগতবিপ্রকুলানন্দনো মহীদেবঃ।
জয়তি শ্রীগুহদত্তঃ প্রভবঃ শ্রীগুহিলবংশস্য ॥" ৮

একলিঙ্গ দেবতার এবং বৈজবাপ (গোত্রের) জয় হউক। তদ্রূপ, বিজয়াদিত্য নামক আনন্দপুরস্থ 'নাগরকুলমণ্ডন' 'যজনাদি কর্ম্মককুশল' 'মহীদেব' বিপ্রেরও জয় হউক। স্বার্থক নামা গুহদত্ত তাঁহার (মহাদেবের) কুলের অলঙ্কারস্বরূপ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার নামে এই বংশ আজ পর্য্যন্তও জগতে খ্যাতিমান্ রহিয়াছে। পুরাতন কবিগণও বলিয়া গিয়াছেন,—আনন্দপুরসমাগত বিপ্রকুলানন্দন শ্রীগুহিলবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহীদেব (ব্রাহ্মণ) শ্রীগুহদত্তের জয় হউক।

৮ম সংখ্যা শ্লোক হইতে দেখা যাইতেছে যে গুহিল (অর্থাৎ গুহিলোৎ) বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গুহদত্ত ছিল। তিনি মহীদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আনন্দপুর হইতে আগমন করিয়া ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে গুহিলোৎবংশের প্রতিষ্ঠাতা নাগরকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৈজবাপ এই বংশের গোত্র (১ম শ্লোক)।

রাণা কুম্ভ জয়দেবের গীতগোবিন্দের রসিকপ্রিয়া নামে যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার প্রথমাংশের একটি শ্লোক হইতেও এইরূপ জানিতে পারা যায়—

"শ্রীবৈজবাপেন সগোত্রবর্যঃ শ্রীবপ্পনামা দ্বিজপুঙ্গবোঽভূৎ।
হরপ্রসাদাদপসাদরাজ্যপ্রাজ্যোপভোগায় নৃপোঽভবদ্যঃ ॥"

এই শ্লোকেও বপ্পকে 'দ্বিজপুঙ্গব' এবং বৈজবাপগোত্রসম্ভব বলা হইয়াছে। মেবারের রাণা-বংশের পরিচয় দিতে হইলে ব্রাহ্মণেরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"দেবং শ্রীএকলিঙ্গো হরিতঋষিগুরুর্বাণমাতা কুলাম্বা
পর্ব্বাণি ত্রীণি সূত্রে যজুরিতি নিগমো বৈজবাপাহ্বগোত্রম্।
বপ্পো মূলং নরেশো দ্বিজসুরভিদয়া মেদপাটেশ্বরত্বং
চিত্রোদ্রিমূলভূমির্দশভিরিতি গুণৈর্ভাতি শীশোদবংশঃ ॥"

হাস লিখিবার কোন উপাদান পাওয়া যায় না। শিলালিপি প্রভৃতি হইতেই যে টুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহাতেই স্পষ্ট জানিতে পারি যে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সৈন্যব্যূহের সহায়তায় মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত

মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ

শিশোদবংশ (রাণাবংশ) দশটি দ্বারা অলঙ্কৃত বলিয়া এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সেই দশটি গুণের মধ্যে ইহাদিগের গোত্র 'বৈজবাপ' বেদ 'যজু' এবং উপবীতে 'তিন গ্রন্থি' এই তিনটি গুণেরও উল্লেখ আছে। গোত্রে যত প্রবর থাকে,উপবীতসূত্রে তত গ্রন্থি দেওয়া হয়। তাই তিন গ্রন্থি হইতে ইহাদিগের তিন প্রবরের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গোত্রপ্রবরনিবন্ধ-কদম্ব নামক গ্রন্থে 'আত্রেয় গাবিষ্ঠির, এবং পৌর্ব্বাতিথ' বলিয়া এই প্রবরত্রয়ের উল্লেখ আছে। সূত্রকার কাত্যায়ন ও লৌগাক্ষি রাণাবংশের এই গোত্র এবং প্রবরের সমর্থন করিয়াছেন। নাগরব্রাহ্মণদিগেরও বৈজবাপগোত্রপরিচয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিপি হইতেও জানা যায়। কোডিনারা হইতে নানাকের যে প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—

"ত্রেতাধূমপবিত্রিতোম্বরচরং স্বাধ্যায়ঘোষোত্তরং
স্থানং তীর্থমনোহরং নগরমিত্যাস্তে কিলানশ্বরং।
আর্য্যোপাসনায়া বৃষপ্রিয়তয়া যচ্চ দ্বিজেন্দ্রশ্রিয়া
ব্যক্তং বক্তি ফণীন্দ্রভূষণভৃতো দেবস্য সংস্থাপনং॥
গুঞ্জানাম গ্রামস্তদন্তিকে বৈজবাপগোত্রাণাং
শ্রীকরণব্যাপারাৎপ্রীণিতচৌলুক্যনৃপদত্তঃ॥"

প্রথম চারি চরণে বলা হইতেছে যে নগরনামে একটি 'অনশ্বর' তীর্থস্থান ছিল। এখানে বহু শ্রীসম্পন্ন দ্বিজেন্দ্র বাস করিতেন। শেষের চরণদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, এই নগর-তীর্থের নিকটবর্ত্তী গুঞ্জানামক গ্রামে বৈজবাপবংশীয় লোকদিগের বাস ছিল। ইহাদিগের শ্রীকরণব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া চৌলুক্যরাজ এই গ্রাম ইহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।'

এই শ্লোকে নগরবাসী (নাগর) ব্রাহ্মণদিগকে বৈজবাপবংশীয় বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু গুঞ্জাবাসীদিগকে বলা হইয়াছে। এখন নগরই যে বড়নগর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখনও বড়নগরের চারি মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গুঞ্জাগ্রাম বিদ্যমান আছে। এত কাছাকাছি থাকাতে গুঞ্জাবাসী বৈজবাপগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাও যে 'নাগর' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রশস্তি আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, গুঞ্জা আনন্দ-পুরের (অর্থাৎ বড়নগরের) অংশবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা হইতে গুঞ্জা ব্রাহ্মণেরাও নাগরব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা সুন্দররূপেই প্রতিপন্ন হয়। বর্ত্তমান নাগরবংশীয় ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যেও বৈজবাপগোত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে দেখা যাইতেছে যে মেবারের রাণাবংশ ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিচার করা হইতেছে, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-

যে বলদৃপ্ত প্রকাণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অশোকের সময়ে সেই রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণে মহিসুর ; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর

ভাগে উৎকীর্ণ অথচ রাণাবংশ ইঁহার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কাজেই এই সকল প্রমাণ অপেক্ষাও কোন পুরাতন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক। এইরূপ প্রমাণ যে ছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। উপর উদ্ধৃত 'একলিঙ্গমাহাত্ম্যের' শেষ শ্লোকের উপরে 'যদুক্তং পুরাতনৈঃ কবিভিঃ' এই কথাটি লিখিত আছে। চিতোর-গড়লিপির প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বকার ১০৩৪ বিক্রম সম্বতের (৯৭৭ খৃষ্টাব্দের) একখানা শিলালিপি ঐৎপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা মেবারের রাণা শক্তিকুমারের রাজত্ব সময়ে লেখা হইয়াছিল। জয়পুর রাজ্যের চাৎসু নামক স্থানে আর একখানা লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও প্রায় ইহার সমসাময়িক। দুঃখের বিষয় ইহাতে কোন তারিখ নাই। তবে বালাদিত্য নামক রাজার সময়ে যে ইহা লেখা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। ইনিও গোহিলোৎকুলোদ্ভূত, তবে মেবারের রাণাবংশীয় নহেন। এই লিপির সপ্তম শ্লোকের শেষার্দ্ধে ভর্ত্তৃভট নামক ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মক্ষত্রান্বিতোঽস্মিন্ সমভবদসমে রামতুল্যো বিশল্যঃ
সো(শৌ)র্য্যাঢ্যো ভর্ত্তৃপ(ভ)টোরিপুভটবিটপিচ্ছেদকেলীপটীয়ান্ ॥"

অর্থাৎ এই বংশে ভর্ত্তৃভট নামে একজন (রাজা) ছিলেন। তিনি রামের (পরশুরামের) মত ব্রহ্মক্ষত্রবীর্য্যান্বিত ছিলেন।

গুহিলোৎবংশীয় ভর্ত্তৃভটকে পরশুরামের সঙ্গে তুলনা করার কারণ এইরূপ বোধ হয়। পরশুরাম যেমন ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন ছিলেন, ইনিও সেইরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

গুহিলোৎবংশের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিবার এই দুইটি লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ইহার বহু শতাব্দী পরেও, যখন রাণারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন তখনও ইঁহাদিগের ব্রাহ্মণবংশ হইতে উৎপত্তির কথা একেবারে স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মূতা-নেনসীর 'খ্যাৎ' (গাথা) রচিত হইয়াছিল। রাজপুতানার সর্ব্বত্রই ইহা এখনও সুপরিচিত। এই খ্যাতের মধ্যেও রাণাবংশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছপ্পয়টি দেখিতে পাওয়া যায়—

"আদিমূল উতপত্তি ব্রহ্মপণ-ক্ষত্রী জাংণাং।
আনন্দপুর সিণগার নয়র আহোর বখাংণাং।
দল সমূহ রাব রাংণ মিলে মণ্ডলীক মহাভড়।
মিলে সবৈ ভূপতী গরু গহলোত নরেস্বর।

ও পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অথচ দেখা যায়, সৈন্যবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন যে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য তাহা সম্রাট অশোকের মৃত্যুর মাত্র ৪০ কি ৫০ বৎসর পরেই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি ?

একল্ল মল্ল ধ্রূয়ং অচল কহে রাজ বাপৈ কিয়ৌ।
একলিঙ্গদেব আ টুঠতাং রাজপাট ইণপর দিয়ৌ ॥"

ব্রাহ্মণ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও এখন তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। তিনি আনন্দপুরের অলঙ্কারস্বরূপ এবং আমরা জানি, তাঁহার রাজধানীর নাম আহোর ছিল। তাঁহার অধীনে রাব রাণা প্রভৃতি মণ্ডলীকের এবং মহাসৈন্যের দলসমূহ একত্র হইয়াছিল। সকল রাজা, সকল গুরুই গহলোৎনরেশ্বরের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে এই অদ্বিতীয় মল্ল বাপার (বপ্পের) ক্ষমতা ধ্রুবতারার মত অচল ছিল। সন্তুষ্ট হইয়া একলিঙ্গ-দেব ইঁহাকে রাজপাটদান করেন।

ইহাতে বাপা যে ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা পরিষ্কার বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ছপ্পয়টি বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। তাহাতে লেখা আছে যে বাপা গুহাদিত্যের (গুহাদিত্যের) পুত্র ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্বের কথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময়ে মুন্সি করিমুদ্-দীন্ নামক জনৈক মুসলমানপণ্ডিত 'তবারিখ মাল্‌বা' প্রণয়ন করেন। শীশোদীয়বংশের এক শাখা তখন বড়বাণী রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। কেমন করিয়া যে ইঁহারা বড়বাণী অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে এবং এই বৃত্তান্তেও জানা যায় যে শীশোদীয়-বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমে ইঁহাদের রাজধানী চিতোরে ছিল; তার পরে আদাসগড়ে স্থানান্তরিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ধনক, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহাকে "গহ্লোৎ" বলা হইত। ইহার পরে 'উদয়' হইতে 'গ্রহাদত' নামক ইঁহার বংশধরের পরিচয় গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ লিখিয়াছেন—'গ্রহদত্তের পুত্রের নাম শ্রী-বাপাজী। শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হন। এক সময়ে চিতোরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন স্থিরীকৃত হইল যে রাজহস্তী যাঁহার গলায় মাল্যপ্রদান করিবে, তিনিই রাজা হইবেন। বাপাও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। একবার নহে, তিন তিনবার রাজহস্তী তাঁহার গলায় মাল্যপ্রদান করিল। তখন বাপা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কোন এক সময়ে তাঁহার চক্ষুরোগ হয় এবং মত্তমিশ্রিত ঔষধপ্রয়োগ করিয়া চিকিৎসক তাহা আরোগ্য করেন। বাপা যখন জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বেতসীলতিকার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "কি করিয়াছ! আমি ব্রাহ্মণ, আর তুমি আমাকে মত্তমিশ্রিত ঔষধ দিয়াছ! আমার জাতি গিয়াছে!" ইহা বলিয়াই তিনি গলিত সীসক খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তদবধি এই বংশ 'শীশোদিয়া' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বাপার প্রথম পুত্র খুমান চিতোরের

ইতিহাস এ সম্বন্ধে নিরুত্তর। অতএব ইহার উত্তরের জন্য এই সাম্রাজ্যেরই আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অশোকের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি নিজে গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্ম্মমতের প্রতিই তিনি তুল্যরূপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং তাঁহার

সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং জ্যেষ্ঠের ভয়ে দ্বিতীয় পুত্র ধনক চিতোর হইতে নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচলে পলায়ন করেন।

এই সকল লিপি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তিন প্রকারের প্রমাণ পাইতেছি—১। অধিকাংশ লোকের মতে এই বংশপ্রতিষ্ঠাতার নাম গুহদত্ত; ২—অল্পসংখ্যকের মতে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বপ্প; ৩—সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা ব্রাহ্মণ।

১ম ও ২য় বিষয়ের সহিত আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, এই বিষয়ে আমরা বিশেষ বিচারের মধ্যে যাইব না। কেবল এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন কালে এইবংশে যে বপ্প নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ হয়ত পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপকে একেবারে অন্ধকারে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিল। সেই জন্যই তৎপরবর্ত্তী বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকেই আনিয়া প্রতিষ্ঠাতার পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রঘুর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি থাকাসত্ত্বেও তাঁহার নামানুসারে সূর্য্যবংশ 'রঘুবংশ' আখ্যা পাইয়াছে। আর বংশের নাম গুহিলপুত্র, গোভিলপুত্র, গুহিলোৎ প্রভৃতি হইতে ১ম মতেরই সমর্থন করিতে হয়। দেবদত্ত হইতে যেমন 'দেবল' কথার উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ গুহদত্ত হইতে 'গুহিল' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

এখন সমস্যা হইতেছে তৃতীয় বিষয়টি লইয়া। শক্তিকুমারের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৩৮ বিক্রম সম্বতে উৎকীর্ণ। ইহাতে গুহদত্তকে কেবল যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাহা নহে, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আনন্দপুর হইতে আসিয়াছিলেন, এই কথাটিও লিখিত আছে। একলিঙ্গমাহাত্ম্যেও এই কথাটী আছে। ইহা হইতে স্বভাবতঃই এইরূপ মনে হয় যে রাণারাও আনন্দপুরবাসী 'নাগর' ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। ইঁহাদিগের গোত্রপ্রবর পর্য্যন্তও পাওয়া গিয়াছে। এখন সমস্যা হইতেছে এই, 'ব্রাহ্মণ' হইয়া কেমন করিয়া ইঁহারা জনসমাজে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং নিজেরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন?

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে নাগর-ব্রাহ্মণকুল হইতে গুহিলোৎবংশের উদ্ভব হইয়াছে, সেই নাগরবংশীয় ব্রাহ্মণগণ, হূণজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৈত্রকজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং হূণেরা আসিয়া যখন (৪৮৫-৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন, ইঁহারাও তখন (৫০০ খৃঃ অব্দের সমকালে) ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়েন।

সময়ে প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ইহাতে সাধারণ প্রকৃতি-বর্গ যতই সন্তুষ্ট হইয়া থাকুক না কেন, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের নেতা ব্রাহ্মণগণ কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে যে অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠতা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ইহাতে তাহার মূলে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করা হইল; সকল জাতি সমান স্বাধীনতা পাইয়া কে আর এখন তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের

গুজরেরাও বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং এখানে আসিয়া ভারতের জাতি-বিভাগ অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুযায়ী আপনাদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেও পৌরিহিত্য-ব্যবসায়িগণ ব্রাহ্মণ রহিলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়, স্বর্ণব্যবসায়ী সোণী, এবং কারিকরেরা সূতার (সূত্রধর) হইয়া পড়িলেন। গুজর সোণী, গুজর লুহার প্রভৃতিরও এই ভাবেই উদ্ভব হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা হয় যে 'ব্রাহ্মণ হইয়াও রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকায় গুহিলোৎবংশীয়েরা ভারতের জাতিবিভাগের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণমূল বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিতে থাকেন।' আমাদিগের পূর্ব্বোদ্ধৃত "চাৎসু" লিপিতে গুহিলোৎরাজ ভর্ত্তৃভটকে ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় এইরূপ মনে হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও এই টুকু ভুলিয়া গেলেন এবং দেশীয় লোকেরাও তাঁহাদিগের ক্ষাত্রগুণের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্বের কথা বিস্মৃত হইল। পঞ্জাব, রাজপুতনা, কাঠিয়াবাড়, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল ব্রহ্মক্ষত্রী দেখা যায়, তাহারাও বোধ হয় এই ভাবে ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট হইয়াছিল। যোধপুরে বন্ধারা নামে যে এক জাতি আছে, তাহাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ কেবল ক্ষত্রিয় নহে, তন্তবায়ও হইয়াছেন। যোধপুরের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, এই বন্ধারাগণ ব্রহ্মক্ষত্রী; ইহারা বস্ত্রবয়ন এবং পাগড়ী ও ওড়নীর কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাপড় বয়ন করিয়া রং করে বলিয়াই ইহাদিগকে 'বন্ধারা' বলা হয়। ইহারা নাগরব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। ইহাদিগের পতন সম্বন্ধে ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, হস্তিনাপুরের রাজা নাগরব্রাহ্মণদিগকে কিছু বৃত্তি প্রদান করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা তাঁহাদিগের যজ্ঞ-সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং প্রাণবধ করিতে উদ্যত হন। তখন তাঁহারা যাইয়া চামুণ্ডা মাতার আশ্রয় লয়েন এবং তাঁহার জন্য একখানা 'চুন্দড়ী' বয়ন করেন, তাই তাঁহাদিগের 'বন্ধারা' আখ্যা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগে এইরূপ আরও কত জাতি জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে, বর্ত্তমান ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইবে।

ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে? তাঁহারা বুঝিলেন, সমতা-রক্ষার ছলে, বৌদ্ধসম্রাট্ ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রতি ঘোর শত্রুতা সাধন করিতেছেন। এইরূপ বিশ্বাসে তাঁহাদিগের মনে দারুণ বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। তৎপরে সম্রাট্ অশোক যখন দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা রক্ষার জন্য বিধিব্যবস্থা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্নিতে উপযুক্ত অনিলসঞ্চার হইল। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে অপরাধ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের একপ্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ যত গর্হিত অপরাধই করুন না কেন, তাঁহাদিগের কখনও প্রাণদণ্ড হইত না। তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধান করাও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিখাকর্ত্তন কি বিত্তসহ রাজ্য হইতে বহিষ্করণই তাঁহাদিগের পক্ষে চূড়ান্ত দণ্ড ছিল। সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোনই উপায় ছিল না এবং যদি কখনও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইতেন, সেস্থলে তাঁহাদের উক্তি মাত্র লিখিয়া লইতে হইত, কোন মতেই তাঁহাদিগকে জেরা করা যাইত না। কিন্তু 'ব্যবহার-সমতা'র প্রতিষ্ঠা করিয়া অশোক এই চিরন্তন অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। আজ কিনা তাঁহাদিগকেও ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অনার্য্য এবং শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে সমানভাবে শূলারোহণ ও কারাবাসাদি সহ্য করিতে হইবে? অশোকের বংশ ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশূল হইয়া থাকিল। ইহার পরে যখন আবার জীব-দুঃখকাতর অশোক জীবহিংসারহিত করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। একবার মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইলে প্রতি কার্য্যেই দুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরাও ভাবিলেন, এই যে জীবহিংসা-নিবারণ, ইহার মূলে কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মদ্বেষী বৌদ্ধরাজার ব্রাহ্মণ-নির্য্যাতনের স্পৃহা। জীবহিংসারহিত হইলে যজ্ঞপূজাদিতে বলিও রহিত হইবে। বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অশোকের উপর তাঁহারা একেবারে খড়গহস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর অশোক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া "ধর্ম্মমহামাত্র" নামে নূতন একদলের সৃষ্টি করিলেন। সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল বিধিব্যবস্থা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-দিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, যাহার উল্লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা মত প্রায়-শ্চিত্ত ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত, সেই সকলের ভার এখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া এই সকল ধর্ম্মমহামাত্রদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার পর আবার বিস্ফোটকের উপর লবণ প্রক্ষেপ করিয়া অশোক সগর্ব্বে প্রচার করি-

লেন যে, 'এতদিন যাঁহারা ভূদেব বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদিগকে তিনি মিথ্যা বা অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে ভোজন করাইলে শত শত পাপ ক্ষয় হয়, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে একজন অব্রাহ্মণ রাজার এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা কি আর সহজে উপেক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরা মৌর্য্যবংশধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ অশোক জীবিত ছিলেন, ততদিন আর তাঁহারা উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন হীনবল মৌর্য্যরাজগণ সিংহাসনের শোভাস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা মৌর্য্যরাজের প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের লোভ দেখাইয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদ্বেষী ও পরম ব্রাহ্মণভক্ত। কৌশলে সিংহাসন হস্তগত করিবার পরামর্শ হইল। তখন গ্রীকেরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিতেছিল। একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র যখন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মৌর্য্যাধিপ বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট্ সৈন্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেন। উৎসবের মধ্যে কেমন করিয়া কাহার একটি শর যাইয়া রাজার ললাটে বিদ্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের ভক্তসেবক পুষ্যমিত্র এই ভাবে মৌর্য্যবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। যেখান হইতে অহিংসা-ধর্ম্ম বিঘোষিত হইয়াছিল, পুষ্যমিত্র অশোকের রাজধানী সেই পাটলিপুত্রের বুকের উপর বসিয়া এক বিরাট্ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অহিংসাধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার জননী প্রতিমাসে বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে ৮০০ শত সুবর্ণমুদ্রা দান করিতে লাগিলেন। এইভাবে ধর্ম্মের সংঘর্ষে মৌর্য্যবংশ উৎসাদিত হইল, শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় সমাজের, ধর্ম্মের এবং আচার ব্যবহারের নেতা হইয়া রাজাকে উপদেশদানে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

কোন্ সময়ে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস হয়, তাহা ঠিক জানা যায় নাই, অধিকাংশ পুরাণের মতে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে ২৩৫খৃঃ পূঃ অব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান হইয়া থাকিবে। ইহার পরে শুঙ্গমিত্রবংশের অভ্যুদয়। এই বংশের বংশধরেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ইঁহাদের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে পুষ্যমিত্র তদ্বংশ ১৪৭ বর্ষ রাজ্যভোগ

করিয়াছিলেন। তৎপরে কাম্ববংশ রাজা হন। কাম্বায়ণদিগের সময় উত্তরপশ্চিম ভারতে শকবংশের অভ্যুদয় হয়। শকরাজগণ অল্প সময় মধ্যেই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাদের শক্তিপ্রভাবে ব্রাহ্মণপ্রভাব ধ্বংস হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই আবার বৌদ্ধপ্রভাব সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যে কারণে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, এ কাল পর্য্যন্তও তাহার সমুজ্জ্বল ইতিহাস বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং শকরাজগণ অশোকপ্রমুখ মৌর্য্যরাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণসমাজকে তাঁহাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণসমাজের অনুগত করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন তান্ত্রিক আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহারাই 'মহাযান' নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শক-সম্রাট্ কনিষ্কের সভায় মহাযান সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করেন।

উক্ত শকসম্রাট্ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণসমাজের মিলন সাধনের জন্য এক বৌদ্ধসভা আহ্বান করেন। এই বৌদ্ধসভায় মহাযানগ্রন্থসমূহ সংগৃহীত হয়। ব্রাহ্মণ-সমাজ যে গীতা ও উপনিষদের চিরদিন আদর ও সম্মান করিয়া আসিতেছেন, যে সকল দেবদেবীকে প্রধান উপাস্য বলিয়া মনে করিতেন, মহাযানসম্প্রদায় সেই সকল তত্ত্বগ্রন্থ ও দেবদেবীকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাম্য-নীতি অবলম্বন করায়, অল্পদিন মধ্যেই মহাযানধর্ম্ম আব্রাহ্মণ সাধারণে রাজধর্ম্ম ভাবিয়া সহজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগবংশের প্রভাব তখনও সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত। তাঁহাদেরই মধ্য হইতে নাগার্জ্জুন নামে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যগুণে মহাযানধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গলিয়া প্রভৃতি সুদূর উত্তর প্রদেশে যে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে মহাত্মা নাগার্জ্জুন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। মহাযান-ধর্ম্মে দেবদেবী ও গুরুপূজার ব্যবস্থা থাকায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণসমাজ এই নব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হন নাই। বরং অনেক ব্রাহ্মণসন্তান এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই বিপ্রগণ আপনা-দের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অহিংসা ও শূন্যবাদ যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, বলিপ্রিয় বৈদিক বিপ্রসমাজের তাহা কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণসমাজ দেখিলেন, মহাযানেরা সাধারণ লোকের তৃপ্তির জন্য দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান করিলেও আর্য্য ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূল-

ভিত্তি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিতেছে না। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে পূর্ব্ববৎ সাধারণের মতিগতি নাই। যে আচার লইয়া ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিষ্ঠা সেই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হইতেছে, সুতরাং আবার ব্রাহ্মণসমাজ চিন্তাকুল হইলেন। আবার বৌদ্ধপ্রাধান্য লোপ করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইলেন। যতদিন শকরাজগণ স্ব স্ব প্রভুত্ব রক্ষায় সমর্থ ছিলেন, ততদিন কেহই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা ভারতের নানাস্থানের সামন্তরাজগণকে শকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে দক্ষিণাপথের অন্ধ্রনৃপতিগণ ব্রাহ্মণসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত শকরাজগণের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু অন্ধ্ররাজগণ কোনরূপ স্থায়ী সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

ত্রিশতাধিক বর্ষকাল শকরাজগণ ভারতে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস ২৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে শকাধিকার অপ্রতিহত ছিল। তৎপরে কোন অজ্ঞাত কারণে শকাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে শকাধিকার লোপ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসে কোন কথাই নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈশ্য-সাম্রাজ্য

ত্রিশতাধিকবর্ষ ভারত শাসন করিয়া অকস্মাৎ শকসাম্রাজ্য ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল, ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিরূপে এই পরাক্রান্ত রাজবংশের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাব। আমরা সেই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে পারস্যে শাসন-বংশের অভ্যুদয় এবং মঙ্গলিয়ায় চীনদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। শকজাতির অপর শাখা পার্থিব (Parthian) রাজগণ ত্রিশতাধিক বর্ষকাল অদম্য প্রভাবে পারস্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। শাসনবংশের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের সেই বহু কালের প্রভাব খর্ব্ব হইল এবং সূর্য্যপূজক পুরোহিতগণেরই প্রতিষ্ঠা হইল। ২২৭ খৃঃ অব্দে শাসনবংশের হস্তে পার্থিববংশ সমূলে ধ্বংশ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের যে শাখা মঙ্গলিয়ার নিকট আধিপত্য করিতেছিলেন, তাঁহারাও চীনদিগের হস্তে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্থানচ্যুত হইলেন। যতদিন পার্থিবশাসন অপ্রতিহত ছিল, তত দিন ভারতীয় শকসম্রাট্‌গণ সুদূর পারস্যপ্রান্ত ও কাশগর হইতে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য পাইতেন। সেই পার্ব্বত্য দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসাহায্যে শকরাজগণ ভারতে স্ব স্ব প্রভাব ও প্রাধান্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসন ও চীনবংশের অভ্যুদয়ের সহিত তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সৈন্যসাহায্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া ভারতের নানাস্থানে সামন্তরাজগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের গতিরোধ করিতে শকরাজগণ সুবিধা পাইলেন না। চীন ও শাসনবংশের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে প্রথমেই শকাধিকারভুক্ত কাশগর ও পঞ্জাবের প্রত্যন্ত প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইল। এ সময়ে তাঁহারা সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ভারতের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সময় তাঁহারা স্ব স্ব প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইলেন না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রৈকূটক বা চেদীবংশ দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহারাই প্রথমে

কতকগুলি শকাধিকার গ্রাস করিয়া বসিলেন, তৎকালে পূর্ব্বভারতে কয়েকজন সামন্তরাজ স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গুপ্তবংশ প্রধান।

এই গুপ্তবংশের সহিত চন্দ্রগুপ্তবংশের কোনরূপ জাতীয়সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহার এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্রমধ্যে গণ্য ছিলেন না। এই গুপ্তবংশের বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত সমসাময়িক শাসনলিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বংশ প্রবলপ্রতাপে একদিন সমস্ত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অথচ অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন [illegible] সকল গুপ্তবংশ কোথাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিবার [illegible]েন নাই। মৌর্য্যবংশ প্রথমতঃ বৈশ্য হইলেও সাম্রাজ্যলাভের পর ক্ষত্রিয় [illegible] পরিচিত হইতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন [illegible]* অধিকন্তু শকশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য আবার ব্রাহ্মণসমাজ নূতন ক্ষত্রিয় গঠন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই অপরূপ উদ্যম লক্ষ্য করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য আর্য্যদেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'ইদানীং অক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয় হইতেছেন।' আবার তাঁহার শ্লেষোক্তির উত্তরে বৈদিক-মত-সংস্থাপক সুপ্রসিদ্ধ শবরস্বামী তাহার মীমাংসাভাষ্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজশব্দই ক্ষত্রিয়বাচী। যখন এইরূপ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময় গুপ্ত-বংশ শক্তিবিস্তারে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই গোব্রাহ্মণভক্ত, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও বৈদিকসংস্কারসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারা নিঃসন্দেহে বৈশ্যবর্ণ ও দ্বিজাতি ছিলেন। শকপ্রভাবে ব্রাহ্মণের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়শক্তিও এ সময়ে ম্রিয়মাণ। কাজেই ব্রাহ্মণসমাজ আবার বৈশ্য গুপ্ত-বংশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৌর্য্য-বংশ সাম্রাজ্যলাভের সহিত বৈশ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় সমৃদ্ধিশালী বৈশ্যসমাজের সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন। কিন্তু

* পৌরাণিকেরা "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং" ঘোষণা করিলেও তাহার পরবর্ত্তী কালেও যে সকল ক্ষত্রিয়বংশ বিদ্যমান ছিলেন, চাণক্য তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"কাম্বোজসুরাষ্ট্রক্ষত্রিয়শ্রেণ্যাদয়ো বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবিনঃ।
লিচ্ছিবিক-বৃজিক-মল্লক-মদ্রক-কুকুর-কুরুপাঞ্চালাদয়ো রাজশব্দোপজীবিনঃ॥"

(অর্থশাস্ত্র ১১।১৩ অঃ)

গুপ্তবংশ সেরূপ পন্থা অবলম্বন করেন নাই। এ কারণ ধনকুবের বৈশ্যগণ স্বজাতির অভ্যুদয়ে সাহায্য করিতে সকলেই পূর্ব্বাপর বদ্ধপরিকর রহিলেন। ব্রাহ্মণ পক্ষাবলম্বন করায় আচারনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রেই গুপ্তবংশের অনুকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। বৈশ্যরাজশক্তির অভ্যুদয়কালে প্রাচ্য ভারতে যে মহাসামন্ত প্রথমতঃ অগ্রণী হইয়া শকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার নামটী প্রকাশ নাই। গুপ্তসম্রাট্‌গণের শিলালিপিতে তাঁহার "গুপ্ত" উপাধিটী মাত্র লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ জাতীয় অভ্যুদয় যখন একব্যক্তির চেষ্টায় ঘটে নাই, তখন বংশোপাধি উল্লেখ দ্বারা সমস্ত গুপ্তবংশের সম্মান রক্ষিত হইয়া থাকিবে। তৎপরে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে যিনি বৈশ্যসমাজ হইতে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহারই নাম ঘোষিত হইল। তাঁহার নাম মহারাজ ঘটোৎকচ। প্রায় ২৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জীবৎকালে যে মহাশক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই মহাশক্তিপ্রভাবে তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় অল্প দিন মধ্যেই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদয়কালে নাগবংশ মথুরা ভোগ করিতেছিলেন,* কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অল্প দিন মধ্যেই অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ এই সমুদয় জনপদ করতলগত করিলেন। এ সময়ে নেপালে লিচ্ছবিবংশ অতি প্রবল, পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত এক সময়ে তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সেই মহাশক্তিশালী ক্ষত্রিয়বংশকে পরাজয় করিয়া হিমানীমণ্ডিত নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশ অধিকার করেন। লিচ্ছবিরাজ আপনার প্রিয়তমা কন্যা কুমারদেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করকমলে সম্প্রদান করিয়া নিজ রাজসম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপালবিজয়ের পরই চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার অসাধারণ বিক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। তাঁহার অভিষেক হইতে আবার নূতন 'সংবৎ' প্রচলিত হইল। ইতিহাসে তাহাই 'গুপ্ত-সংবৎ' নামে খ্যাত। ২৪১ শকাব্দে (৩১৯ খৃষ্টাব্দে) এই নূতন সংবৎ আরম্ভ।

পূর্ব্বে যে লিচ্ছবিবংশের কথা বলিলাম, গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে সেই

* "মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ।
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উপসংহারপাদ)

বংশই মগধ ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশের উপর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথমযুগে, এই লিচ্ছবিদিগের কথা শুনা গিয়াছিল ; কিন্তু অজাতশত্রুর পরে প্রায় আটশতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাস ইঁহাদিগের সম্বন্ধে এক প্রকার নীরব। কেবল এই টুকু জানা গিয়াছে যে ইঁহারা নেপালে যাইয়া একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং (১১০ খৃষ্টাব্দে) একটি নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইঁহাদিগের রাজ্য নেপাল হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ মগধে একজন রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পরে তাঁহাদের শাসনকেন্দ্র নেপাল জয় করেন। শুভলগ্নে, মাহেন্দ্রক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কুমারদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং এই বিবাহের ফলে চন্দ্রগুপ্তও প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্যে কুমারদেবীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল ; তাই চন্দ্রগুপ্ত নিজের নাম, পত্নীর নাম ও শ্বশুরকুলের নাম একত্র করিয়া সেই মিলিত নামে মুদ্রা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের একাধিক মহিষী ও একাধিক পুত্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কুমারদেবীর গর্ভজ যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তকেই আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচন করেন। সমুদ্রগুপ্ত সমরপরিচালনায় সুদক্ষ এবং শান্তিসংস্থাপনে এমনই পরিপক্ক ছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্মরণীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে সংস্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য রণকৌশল অসামান্য ছিল। সিংহাসন আরোহণ করিয়াই তিনি পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবর্গের রাজ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেন, যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ ছিল ; জয়াকাঙ্ক্ষায় তাঁহার পরিতৃপ্তি ছিলনা। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের বহু অংশ রাজ্যবিস্তারেই ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যজয়ের ইতিহাস যাহাতে সুসংরক্ষিত হয়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা এবং ব্রাহ্মণলভ্য বিদ্যায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। তাই ধর্ম্মের গোঁড়ামিও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ অশোকের প্রতি তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না ; তাই যে অশোক ধর্ম্মের জয়কেই প্রধান জয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাঁহার শিলানুশাসনস্তম্ভেই একজন সুপণ্ডিত কবি দ্বারা আপনার বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

উক্ত শিলালিপি হইতে কেবল যে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের প্রায় সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার শাসনকালের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনারও উল্লেখ আছে। এই ইতিহাস বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে ও গদ্যে লিখিত। কিন্তু ইহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী দেখিয়া ইহা ৩৬০ খৃঃ অব্দে কি তাহার দুই এক বৎসর আগে বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া একপ্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কবি সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়যাত্রা চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—১ম দাক্ষি-ণাত্যের রাজাদিগের বিরুদ্ধে—২য় আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিবর্গের প্রতিকূলে, এখানে নয়জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, আরও কয়েকজন অনুল্লিখিতনামা রাজার কথাও আছে।—৩য় অসভ্য বন্যসর্দ্দারদিগের বিরুদ্ধে এবং—৪র্থ সীমান্তবর্ত্তী রাজা ও রাজতন্ত্রের প্রতিকূলে। বহুদূরবর্ত্তী কতিপয় রাজার সঙ্গেও যে তাঁহার আলাপ ব্যবহার ছিল, এই কাব্য ইতিহাসে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থানগুলির অবস্থান্তর ও নামান্তর হওয়াতে সমুদ্রগুপ্ত যে কোথায় কোথায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন এখন তাহা ঠিক করা সুবিধাজনক নহে। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের সীমা যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বহুদূরবাসী রাজন্যবর্গের সঙ্গেও যে তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, উক্ত শিলালিপি হইতে তাহার বেশ একটা সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। কবি ঐতিহাসিক ও স্তাবক কবিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাই ইহা হইতে অভিযান ও দিগ্বি-জয়ের পৌর্ব্বাপৌর্য্য নির্ণয় করা সুকঠিন।

সুবিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া সমুদ্রগুপ্ত বর্ত্তমান ছোটনাগপুরপ্রদেশের মধ্যদিয়া একেবারে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে কোশলরাজ্যের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম অভিযান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই কোশল দেশ মহানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নৃপতি 'মহেন্দ্র' শত্রুর সঙ্গে যথাসাধ্য শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন না। এইরূপে দক্ষিণ কোশল জয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উড়িষ্যা ও বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের অসভ্য জাতিগুলিকেও পরাজিত করেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলিয়া-ছেন যে, 'মহাকান্তার' বা সেই সকল বন্য প্রদেশের যিনি সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন তাঁহার নাম ছিল ব্যাঘ্ররাজ। ইহার পরে আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি

দাক্ষিণাত্য-বিজয়

কলিঙ্গদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী পিষ্টপুররাজকে পরাজিত করেন এবং মহেন্দ্রগিরি ও গঞ্জাম জেলার কোট্টার দুর্গ অধিকার করেন। কেরল প্রদেশের অধিপতি মণ্ট-রাজ, কৃষ্ণা ও গোদাবরী প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গী দেশের নরপতি এবং কাঞ্চীরাজ বিষ্ণুগোপও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। ইহার পরে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি পলক্কপতি উগ্রসেনকে পরাজিত করেন। এই পলক্কদেশ বর্ত্তমান নেল্লুর জেলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন।

এই অভিযানে তাঁহাকে দুই তিন হাজার মাইল দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জয়েচ্ছা ও যুদ্ধপ্রিয়তা এতই প্রবল ছিল যে, তাহার পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য তিনি কোন কার্য্যকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। এই সকল যুদ্ধলব্ধপ্রদেশ তিনি একেবারে আপনার শাসনভুক্ত করিয়া ফেলেন নাই। তাঁহার কবিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রায় দুইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যের নানা রাজ্য জয় করিয়া ও প্রভূত অর্থসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোপকূলপথে তিনি স্বকীয় রাজধানীর দিকে প্রত্যাগমন করেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার এই অভিযান কাল ৩৪০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি দেবরাষ্ট্র (বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র) দেশ এবং এরণ্ডপল্ল (বর্ত্তমান খান্দেশ) রাজ্যও জয় করেন।

তাঁহার শিলালিপিতে দাক্ষিণাত্যবিজয়ই প্রথমে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাঁহার পিতার সময় আর্য্যাবর্ত্তবিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে বিজিত রাজাদিগের পূজোপহারগ্রহণ এবং দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াই তিনি যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অবশিষ্ট নৃপতিগণকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত না করিয়া তাঁহার জিগীষার পরিতৃপ্তি হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী বিজিত প্রদেশ পর্য্যন্ত তিনি একেবারে আপনার শাসনভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়

আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয় উপলক্ষে কবি-ঐতিহাসিক বহুসংখ্যক রাজার মধ্যে সাত জনের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই সাত জনের নাম যথাক্রমে ১ রুদ্রদেব, ২ মতিল, ৩ নাগদত্ত, ৪ চন্দ্রবর্ম্মা, ৫ গণপতি নাগ, ৬ নন্দী ও ৭ বলবর্ম্মা। এই সাত জনের মধ্যে একমাত্র গণপতিনাগকেই চিনিতে পারা যায়। পদ্মাবতী বা বর্ত্তমান নরবর নামে যে বিখ্যাত সহরটি সিন্ধিয়রাজ্যে বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটির নাম তখন সমতট ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য ইহার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমতট-রাজকে তিনি কর প্রদানে বাধ্য করেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কামরূপ এবং দবাকের (বোধ হয় বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, কামরূপ ও সমতটের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গোত্তরপ্রদেশের এই নাম ছিল) রাজাও তাঁহাকে কর প্রদান করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পঞ্চনদেও মালব, আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতি এবং হিমালয়স্থ কর্তৃপুরপতি সমুদ্রগুপ্তকে করপ্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

করদসীমান্ত-রাজ্য

এতদ্ব্যতীত সীমান্তবাসী দৈবপুত্র, শাহি, শাহানুশাহি, শক, মুরুণ্ড প্রভৃতি বহু জাতিও সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি সিংহল প্রভৃতি ভারতসাগরীয় অন্তর্দ্বীপবাসিগণও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

তখন পঞ্জাব, রাজপুতনার পূর্ব্বাংশ ও মালব একপ্রকার সাধারণ-তন্ত্রের শাসনাধীন ছিল। শাসন সম্বন্ধে ইঁহারা স্বাধীন থাকিলেও সকলে সেই সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

শিলালিপি হইতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী অবগত হইয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—উত্তর ভারতের উর্ব্বরা এবং জনবহুল সমস্ত প্রদেশেই তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বাহিরে আসামের সীমান্তপ্রদেশগুলি, গঙ্গার উপত্যকা, দক্ষিণে হিমালয়ের নিম্নাংশের বহুস্থান এবং রাজপুতনা ও মালব পরোক্ষভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। নর্ম্মদার দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী ভূভাগকেও তাঁহার দুর্জ্জয় বাহুবলের নিকট অনেকবার মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে অশোকের পরে এত বড় সাম্রাজ্য আর কেহই স্থাপন করিতে পারে নাই। কাজেই তাঁহার যশঃসৌরভ স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে এমন কি ভারতের বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গান্ধার এবং কাবুলের কুষান্‌বংশীয় রাজা, অক্ষাস্ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশের

প্রবল প্রতাপ নরপতি এবং সিংহল প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপাধিপতির সঙ্গেও তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সিংহলরাজের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়-সংঘটন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, সিংহলাধিপতি মেঘবর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বজ্রাসন এবং বুদ্ধগয়ার বোধি-তরুর পূর্ব্বদিকে অশোক যে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য ৩৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে তিনি দুই জন ভিক্ষু প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, এই ভিক্ষুদ্বয়ের একজন তাঁহার সহোদর ছিলেন। ভারতবর্ষে তখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এ কারণ বৌদ্ধ বলিয়া ইঁহারা কোথাও সমাদর এবং অতিথিসৎকার পান নাই। দেশে ফিরিয়া গিয়া রাজা মেঘবর্ণকে তাঁহারা এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দেখিলেন, এই অসুবিধা দূর করিতে না পারিলে তীর্থদর্শন উপলক্ষে যাহাদিগকে ভারতবর্ষে যাইতে হইবে, তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তাই ধর্ম্মপ্রাণ মেঘবর্ণ সিংহলবাসী তীর্থযাত্রিগণের অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণার্থ ভারতবর্ষে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন এবং বহুমূল্যমণিমাণিক্যমুক্তাপ্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া এই মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্তবে এবং পূজায় দেবতাও সন্তুষ্ট হন, উপঢৌকন পাইয়া সমুদ্রগুপ্ত ধর্ম্মবিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন এবং মঠ-প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন মেঘবর্ণ বোধিতরুর নিকটেই এক আশ্রম স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়া একখানা তাম্রফলকে আপনার অভি-প্রায় লিপিবদ্ধ এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য অর্থ ও লোক প্রেরণ করি-লেন। তদনুসারে বোধিতরুর উত্তর দিকে পরমরমণীয় কারুকার্য্য ও চিত্রাদি খচিত এক মঠের প্রতিষ্ঠা হইল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও হিউএন্‌সিয়াং এই মঠ পরিদর্শন করিয়া যান।

দিগ্বিজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার পরেই সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার বিজয়কাহিনী চিরস্মরণীয় এবং তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক বিরাট্ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুষ্যমিত্রের পরে আর কোন রাজাই এ পর্য্যন্ত এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। উপযুক্তরূপ মহাসমারোহে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হইল। কথিত আছে যে এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ-দিগকে মুক্তহস্তে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য বিতরণ করিয়াছিলেন। এই অভি-প্রায়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদীসম্মুখস্থ অশ্বের

অনুরূপ প্রভৃত সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই অশ্বমেধমুদ্রা এখনও পরিলক্ষিত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত যে কেবল অসাধারণ বীর, যোদ্ধা ও রাজনৈতিক ছিলেন তাহা নহে, কাব্য এবং সঙ্গীতের আলোচনায়ও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার সভায় বহু সঙ্গীতজ্ঞ এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং আলোচনায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। অনেক সময়ে রাজসভায় বসিয়া তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কবিরূপেও তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে ছিল। ইহা অসম্ভব নহে যে, স্তাবক কবি তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই অতিরঞ্জিত। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চার প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রার উপর তাঁহার বীণাপাণি মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ান' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর বৎসর ঠিক জানা যায় নাই। তবে তিনি যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরিপক্ক বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। সংসার হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি মহিষী দত্তদেবীর গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া যান।

পিতামহের নামানুসারে সেই পুত্রের নাম 'চন্দ্রগুপ্ত' রাখা হইয়াছিল। এই ২য় চন্দ্রগুপ্তও কিয়ৎকাল পরে আবার 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২য় চন্দ্রগুপ্ত

তদীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহার এই নামপরিগ্রহ সার্থক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে ৩৭৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কি পরে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল এবং অব্যবহিত পরেই ২য় চন্দ্রগুপ্ত রাজদণ্ড ধারণ করেন।

২য় চন্দ্রগুপ্ত যে কেবল পিতৃ-সিংহাসনেরই অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা নহে; পিতার শৌর্য্যবীর্য্য এবং যুদ্ধপ্রিয়তারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি রাজ্য-বিস্তারের উদ্যোগ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি পূর্ব্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভে

খোদিত তাঁহার যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিবার সময় তিনি সমবেত শত্রুবর্গকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। উক্ত স্তম্ভলিপি হইতেই জানা যায় যে তিনি সিন্ধুনদের সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া বাহ্লীক জাতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখনও আরবসাগরধৌত ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাষ্ট্র বা কাঠিয়াবাড় প্রদেশে শকজাতি রাজত্ব করিতেছিলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা এই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত মালব এবং গুজরাট জয় এবং আপনার শাসনভুক্ত করিয়া সুরাষ্ট্র রাজ্যে উপনীত হইলেন। সুরাষ্ট্ররাজ শকক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের ক্ষমতা এবং প্রতাপও বড় সামান্য ছিলনা। কেবল সুরাষ্ট্র নহে, মালব, কচ্ছ, সিন্ধু, কোঙ্কণ এবং পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেও তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। সুরাষ্ট্ররাজের সঙ্গে ২য় চন্দ্রগুপ্তের প্রায় ৭।৮ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ৩৮৮ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ আরম্ভ এবং ৩৯৫খৃঃ অব্দে ইহার অবসান হয়। বহু অর্থ ব্যয় এবং লোক ক্ষয়ের পরে চন্দ্রগুপ্ত এই বিস্তীর্ণ রাজ্য আপনার শাসনভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে সুরাষ্ট্ররাজের হত্যা সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। রুদ্রসিংহ কোন পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হইয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া চন্দ্রগুপ্ত সেই রমণীর ছদ্মবেশ পরিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ইহার মূলে কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

সুরাষ্ট্র ও মালব প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বণিক্‌দিগেরও পরিচয় সংস্থাপিত হয়। কারণ বাণিজ্য উপলক্ষে প্রায়ই তাঁহারা ভারতের পশ্চিম কূলে যাতায়াত করিতেন; তাঁহাদের সংস্রবে বহির্বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হওয়াতে গুপ্তসাম্রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

নিজে পরমবৈষ্ণব হইলেও ২য় চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ৪১৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মল্লযোদ্ধার মূর্ত্তিবিশিষ্ট বহু মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে, প্রায় ৪০১ খৃষ্টাব্দে, চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিএন্ বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ ও প্রবাদাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে আসিয়া

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি ধর্ম্মপিপাসু, ধর্ম্মতত্ত্বের সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহার লিখিত বিবরণে পার্থিববিষয়ের তেমন উল্লেখ নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে তিনি যে দুই একটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন, তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, এবং তাঁহার প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি-লাভ করিয়া সুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করিত। তখনও পাটলিপুত্রে অশোকের রমণীয় রাজপ্রাসাদ দণ্ডায়মান ছিল। ইহার প্রস্তরখণ্ডগুলি এমনই সুকৌশলে বিন্যস্ত ও গ্রথিত হইয়াছিল যে লোকে বলিত এই অট্টালিকা মানুষের নির্ম্মিত নহে। অশোকেরই নির্ম্মিত বলিয়া সাধারণে বিখ্যাত একটি প্রকাণ্ড স্তূপের নিকটে দুইটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার একটিতে মহাযান এবং অপরটিতে হীনযান সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মিলিত সংখ্যা প্রায় ছয় সাত শত ছিল। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহারা এতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদের নিকট জ্ঞানলাভের জন্য সমাগত হইত। এখানে চীনপরিব্রাজক তিনবৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। তখন পাটলিপুত্রে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক সহরে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়া অষ্টমী তিথিতে প্রায় বিংশতি সংখ্যক সুসজ্জিত রথের প্রকাণ্ড এক মিছিল বাহির হইয়া সহরময় ঘুরিয়া আসিত। এই উপলক্ষে যথেষ্ট সমারোহ ও বহু অর্থব্যয় হইত।

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে মগধের সহরগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এই সকল সহরের অধিবাসিগণ যেমনই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই গুণে ও চরিত্রের মহত্ত্বে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। পরোপকার করা যেন তাঁহাদিগের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। সহরের স্থানে স্থানেই অতিথিশালা বিশ্রামাগার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইত। এখানে বিদেশী বিনা পয়সায় অন্ন ও আশ্রয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইত। বড় বড় রাজপথের ধারে ধারেও এইরূপ বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষিত উন্নতমনাঃ নাগরিকদিগের অর্থে ও উৎসাহে পাটলিপুত্রে সুন্দর একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় চলিতেছিল। এখানে চিকিৎসক রোগীদিগকে কোন প্রকার দর্শনী না লইয়া চিকিৎসা করিতেন, এমন কি রোগীদিগের পথ্য ও ঔষধ বিনা পয়সায় যোগান হইত। সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষ সভ্যতার কিরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ভারতবাসীর মন যে কত উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়াছিল, এই

দাতব্যচিকিৎসালয় তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তখন এরূপ অনুষ্ঠানের কল্পনাও করা হয় নাই।

উক্ত চীনপরিব্রাজক মালবপ্রদেশের শাসনপ্রণালী, সমৃদ্ধি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সুখস্বচ্ছন্দতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্ময়জনক। রাজার খামার জমি হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, প্রধানতঃ তাহা লইয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। রাজকর্ম্মচারিগণও নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন বলিয়া কাহারও উপর পীড়ন করিতেন না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া অপরাধীর গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি প্রদান করা হইত। প্রাণদণ্ড একপ্রকার অপরিজ্ঞাতই ছিল। যাহারা পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হইত, তাহাদিগের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এরূপ শাস্তি প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না। অধিকাংশ অপরাধেই কেবল অর্থদণ্ড করা হইত। কোন অপরাধেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত বলিয়া জানা যায় নাই। একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে হইলে প্রজাদিগের 'ছাড়-পত্রের' আবশ্যক হইত না। বাড়ীঘরের তালিকাও রাখা হইত না।

সাধারণতঃ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে ভারতবর্ষের বহুস্থান শ্রীসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রজার কার্য্যে এবং তাহার আয়ের উপর রাজা প্রায়শঃই হস্তক্ষেপ করিতেন না। ধর্ম্মমতের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করা হইত না। লোকে নির্ব্বিঘ্নে পথঘাটে চলাফেরা করিত। দস্যুতস্করের ভয় একপ্রকার ছিলই না। চণ্ডাল, শিকারী, ধীবর এবং কসাই ব্যতীত কাহাকেও জীবহিংসা করিতে দেখা যাইত না। মদ্য, পেয়াজ এবং রসুন কেহই স্পর্শ করিতেন না।

তাঁহার আমলে ভারতবর্ষ যেরূপ সুন্দরভাবে শাসিত হইয়াছে, প্রজারা যেরূপ সুখে, স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে দিন কাটাইয়াছে এবং সাধারণতঃ দেশের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ঐতিহাসিক যুগে সেরূপ কখনও হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু কয়েকটি স্থান পূর্ব্বসমৃদ্ধিভ্রষ্ট এবং লোকসংখ্যায় হীন হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মলিন হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার কেন্দ্রস্থানগুলিও ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়াছিল। এই সময়ে কপিলবস্তু এবং কুশীনগর প্রায় জনমানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু এবং তাঁহাদের বেতনভোগী

অনুচরবর্গ ব্যতীত এখানে প্রায় কেহই বাস করিতেন না। ক্বচিৎ কখন যে সকল ধর্ম্মপিপাসু তীর্থপর্য্যটক এই সকল পবিত্র স্থান পরিদর্শন করিতে আসিতেন, তাহাদের প্রদত্ত অর্থে কোন প্রকারে সেই ভিক্ষুদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। গয়া এবং বোধ-গয়ার অবস্থাও বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। গয়ার লোকের মুখ দেখা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, আর বোধ-গয়ার চতুর্দ্দিক্ ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের যে স্থানে খৃঃ পূঃ পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে লোকে লোকারণ্য ছিল, এখন সেই বিস্তীর্ণ প্রদেশ প্রায় বিজন বনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। আর রাপ্তীজলবিধৌত সুবৃহৎ শ্রাবস্তীনগরীরও প্রায় এইরূপ দশাই হইয়াছিল; এখানে তৎকালে মাত্র দুইশত লোক বাস করিতেছিল।

ভারতের সিংহাসনে ব্রাহ্মণধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ফা-হিএন্ বরং লিখিয়া গিয়াছেন যে, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকের দৃষ্টি এই ধর্ম্মের দিকে ক্রমশঃই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিল। মথুরা এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে তিনি যে বিংশতিটি বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যূন তিন সহস্র বৌদ্ধ বাস করিতেছিলেন। আর সিন্ধুনদী হইতে মথুরা আসিবার পথে তিনি যে সকল সঙ্ঘারাম দেখিয়া আসেন, তাহাতেও হাজার হাজার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন।

বহুকাল হইতেই পাটলিপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তও এখানে বসিয়াই রাজ্য শাসন করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েও ইহাই রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পাটলিপুত্রে থাকিয়া রাজ্য শাসন করা কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। এই জন্য তাঁহারা অনেক সময়ই অন্যান্য স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রামের রাজধানী অযোধ্যায় যে তাঁহারা উভয়েই কোন কোন সময় কাটাইতেন, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই নগরীই ভারতবর্ষের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল।

সময় সময় সম্রাট্ গিয়া অন্যত্র বাস করিতে আরম্ভ করিলেও এবং স্কন্দগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত-বালাদিত্যের সময়ে রাজধানী একেবারে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হইলেও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণদিগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাটলি-

পুত্রের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি এবং লোকসংখ্যার কিছুমাত্র অবনতি ঘটে নাই। ফা-হি-এন্ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন এই স্থানের শোভা ও সম্পদ্ দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজমহিষী ধ্রুবদেবীর পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার প্রপৌত্রেরও এই নাম রাখা হইয়াছিল বলিয়া, ইঁহাকে প্রথম কুমারগুপ্ত বলা হয়। ইনি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইঁহার রাজত্ব কালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ সংগৃহীত হইয়া না থাকিলেও ইঁহার সমসাময়িক যে সকল লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, বহুদিন পর্য্যন্ত ইনিও বিশেষ যোগ্যতার সহিতই রাজ্যশাসন ও রাজ্য-রক্ষণ করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ যে ইঁহাকেও বিশেষ ভয় ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিতেন, তাহা ইঁহার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার রাজত্বকাল পূর্ণ হইয়া আসিবার অল্পকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর ঠিক মধ্য ভাগে 'পুষ্যমিত্র' নামক একটা প্রবল পরাক্রান্ত বংশের সঙ্গে যে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতসাম্রাজ্যের সিংহাসন সবিশেষ কম্পিত হইয়া উঠে। প্রথমে পুষ্যমিত্রগণই যুদ্ধে জয় লাভ করেন। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের অতুল প্রতাপ এবং অসামান্য রণকৌশলে অবশেষে রাজপক্ষীয়েরাই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎসময়কার কোন এক লিপিতে এই যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে গুপ্তবংশীয়দিগকে বড়ই কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি যুবরাজ স্কন্দগুপ্তকেও একদিন কঠিন অনাবৃত মৃত্তিকার উপর শুইয়া রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল।

প্রথম কুমারগুপ্ত

৪১৫ খৃঃ অব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যু হয় এবং যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে এক বিষম বিপদে বিব্রত হইতে হয়। মধ্য এসিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম গিরিসঙ্কটপথে অসভ্য হূণ জাতীয়েরা আসিয়া প্রলয়প্লাবনের মত সমগ্র উত্তর ভারত ছাইয়া ফেলে। তাহাদের উপদ্রব ও লুণ্ঠনে কত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী

স্কন্দগুপ্ত

যে ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্কন্দগুপ্ত যেমন অসাধারণ ধীর, তেমনই অসামান্য রণনীতিবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দুঃসহ তেজে পরাভূত হইয়া হূণেরা শীঘ্রই আবার ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ৪৫৮ খৃঃ অব্দে যে একখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্কন্দগুপ্ত যে হূণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং সুরাষ্ট্রদেশেও যে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, এই দুইটি কথা লিখিত আছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ৪৫৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই হূণেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল। যুদ্ধের বিবরণ-সম্বলিত যে একখানা লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার জননী তখনও জীবিতা ছিলেন, এবং শত্রুসংহার করিয়া কৃষ্ণ যেমন যাইয়া দেবকীর চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন তিনিও তেমনি যাইয়া আপনার জননীর চরণ বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বীয় পিতার স্বর্গার্থে তিনি এক বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ এবং তাহার উপরে এক বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্তম্ভে 'দৈবকৃপায়' কেমন করিয়া তিনি হূণদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিষ্ণুর মূর্ত্তিটি এখন নাই, কিন্তু স্তম্ভটি এখনও বারাণসীর পূর্ব্বদিকে ভিতরী নামক স্থানে বিদ্যমান আছে।

হূণদিগের এই আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া তিনি আবার সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে এবং দেশে শান্তি সংস্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪৫৮ খৃঃ অব্দের লিপি হইতে জানা যায় যে, পর্ণদত্ত নামক কোন অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি পশ্চিমপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে এবং স্বকীয় পুত্রকে পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী জুনাগড়ে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে বৎসর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বৎসর গিরণার পাহাড়ের পাদদেশস্থ হ্রদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া জলপ্লাবন হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা হইয়া রাজকুমার এই বাঁধ পুনর্নির্ম্মাণ এবং ইহার উপর একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে যে দুইখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সুশাসনে প্রজারা বেশ সুখে ও শান্তিতে দিন কাটাইতে ছিল। গোরক্ষপুর জেলার পূর্ব্বদিকে একটি গ্রামে একটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। ইহার খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে কোন জৈন ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণ ও জিনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে আরও লিখিত

আছে যে, রাজা স্কন্দগুপ্তের শাসন সময়ে দেশে বিশেষ শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল এবং তাঁহার ক্ষমতা সমস্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। এই স্তম্ভের নির্ম্মাণকাল ৪৬০ খৃঃ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইহার পাঁচবৎসর পরে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানের (বুলন্দসহরের) জনৈক ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের নামে একটি মন্দির উৎসর্গ করিবার সময় রাজার নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের লিপি হইতে জানা যায় যে স্কন্দগুপ্তের রাজ্য মধ্যভারতে ক্রমশঃই বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

৪৬৫ খৃঃ অব্দের সমকালে হূণেরা আসিয়া আবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সুংযুন্ নামক একজন চীনপরিব্রাজক ৫২০ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই হূণেরা পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী গান্ধারাধিপতি কুষান্‌বংশীয় রাজাকে পরাজিত এবং ঐ স্থানে ভয়ানক পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে। ইহার পরে ক্রমশঃ তাহারা মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ৪৭০ খৃষ্টাব্দের সমকালে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া আঘাত করে। এখন আর তাঁহার দেহে যৌবনের সে বল, ও হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ সে উৎসাহ নাই। এবার আর তিনি হূণদিগের অত্যাচার ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। দস্যুদিগের উপদ্রবে তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য হতশ্রী ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়িল।

হূণদিগের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে যে সকল সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা গুরুত্বে ও সৌন্দর্য্যে পূর্ব্ব প্রচলিত মুদ্রারই অনুরূপ, কিন্তু শেষভাগের মুদ্রাগুলিতে স্বর্ণের ভাগ ১০৮ হইতে ৭৩ গ্রেণে নামিয়া আসিয়াছিল। শেষোক্ত মুদ্রার গঠনেও সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভাব আছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মত ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুবন্ধুর জীবনচরিতপ্রণেতা পরমার্থ এবং চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-সিয়ং উভয়েই তাঁহাকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের সময়ে রাজধানী একেবারেই অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পরমার্থ তাঁহাকে অযোধ্যার এবং হিএন্‌সিয়ং তাঁহাকে শ্রাবস্তীর (অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত) রাজা বিক্রমাদিত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরমার্থ লিখিয়াছেন যে, প্রথমে সাংখ্যদর্শনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেও পেশাবরের

সুবিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া স্কন্দগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধদার্শনিকদিগকেও বেশ মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে থাকেন।

হূণদিগের আক্রমণে ও অত্যাচারে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছি ; কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত এই বংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪৮০ খৃঃ অব্দের সমকালে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। ইঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না বলিয়া ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (রাণীআনন্দের পুত্র) পুরগুপ্ত মগধ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইবার পরে ইনি যে অধিককাল জীবিত ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। বিশুদ্ধ সুবর্ণমুদ্রার পুনঃ প্রচলন করিবার জন্য ইনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া ইঁহার রাজত্বকালের আর কোনসংবাদই জানা যায় নাই। ইঁহার সময়ের যে অল্প কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের পশ্চাদ্দিকে 'প্রকাশাদিত্য' কথাটি লিখিত আছে। সকলেই ইহা পুরগুপ্তের উপাধি বলিয়া মনে করেন। ইঁহার প্রচলিত মুদ্রায় ১২১ গ্রেণ সুবর্ণ আছে।

পুরগুপ্ত

অধিক সম্ভব ৪৮৫ খৃঃ অব্দে পুরগুপ্ত পরলোক গমন করেন এবং তদীয় পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য নাম পরিগ্রহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরমার্থের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের মত ইনিও বসুবন্ধুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা হইয়াই নরসিংহ তাঁহাকে পেশবার হইতে আনিয়া অযোধ্যায় স্থাপিত করেন। এখানেই অশীতিবৎসর বয়ঃক্রমের সময় বসুবন্ধু দেহত্যাগ করেন। ইঁহার শিক্ষায় ও প্রভাবে বালাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাস্থান মগধের সমীপবর্ত্তী নালন্দাতে তিনি কারুকার্য্যখচিত সুন্দর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইঁহার আসবাব পত্রে যে সুবর্ণ ও মণিমাণিক্য ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। স্তূপটি ইষ্টকনির্ম্মিত এবং একশত ফিটেরও উপর উচ্চ ছিল। কিন্তু হিউএন্‌সিয়ং ইহার উচ্চতা তিনশত ফিট্ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য

পরমার্থের লেখা হইতে বেশ পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, তখনও এদেশে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা নিন্দিত বা রহিত হয় নাই। গুপ্তরাজগণ বৈশ্য হইলেও তাঁহারা

সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেন। পরমার্থ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, বালাদিত্যের ভগিনীপতি বসুরাত একজন ব্যাকরণবিদ্ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন।

বালাদিত্যের শাসনকালের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু হূণরাজ মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যে যোদ্ধৃদল সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার নেতৃত্বভার বালাদিত্য নরসিংহগুপ্ত এবং যশোধর্ম্মা নামক মধ্যভারতের অন্য একজন রাজার উপর সমর্পিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় বালাদিত্য একজন মহাবীর বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বোধ হয় ৫২৮ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে মিহিরকুল পরাজিত ও শত্রুহস্তে বন্দী হন এবং ভারতবর্ষ হূণ-অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এই উপলক্ষে বালাদিত্যের মহত্ত্বেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের শত্রু হইলেও শরণাগত মিহিরকুলকে তিনি প্রাণভিক্ষা দেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে স্বদেশ প্রেরণ করেন।

[illegible] খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কালে বালাদিত্যের মৃত্যু হয় এবং পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। গাজীপুর জেলায় 'ভিতরী' নামক স্থানে ইঁহার সময়ের মিশ্র-রৌপ্যের একটি সুন্দর মোহর পাওয়া গিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ইনিই গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট্। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি পরলোকগমন করেন। ইঁহার রাজত্বকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

কুমারের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া যে এই বংশ সাম্রাজ্য হারাইয়া মগধের স্থানীয় নৃপতিরূপে পরিণত হইলেও সেহা ঠিক পাওয়া যায় নাই। ইঁহার পরে যে একাদশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাদিগকে 'মগধের গুপ্তরাজ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু মগধেরও সমগ্র ভূভাগ তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। মৌখরি নামে আর এক রাজবংশও তখন এখানে একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

উক্ত ১১ জন গুপ্তনৃপাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত নালন্দা সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, সাম্রাজ্যের পতন হইয়া আসিলেও, নালন্দা বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্রস্থান বলিয়া যে খ্যাত ছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। [illegible] খৃঃ অব্দে চীনদেশের লিয়ং বংশীয় প্রথম রাজা বু-তি মহাযান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ-সংগ্রহ এবং চীনভাষায় অনুবাদ

করিবার জন্য মগধে একদল লোক প্রেরণ করেন। প্রথম জীবিতগুপ্ত কি কুমারগুপ্ত বোধ হয় তখন এখানকার স্থানীয় রাজা। তিনি চীনসম্রাট্কে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া পরমার্থকে বৌদ্ধ গ্রন্থসংগ্রহ ও অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

গয়াজেলাস্থ অফ্সড়্ গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত আদিত্যসেন কর্তৃক বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলায় উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় আছে—

১ম রাজা কৃষ্ণগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র ১ম জীবিতগুপ্ত, তাঁহার এক মাত্রপুত্র কুমারগুপ্ত, ইনি ঈশানবর্ম্মাকে রণে পরাজয় করেন ও প্রয়াগে ইঁহার মৃত্যু হয়। কুমারগুপ্তের পুত্রের নাম রাজশ্রীদামোদরগুপ্ত, ইনি হূণদ্বেষ্টা মৌখরিদিগকে সমরে পরাজয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মহাসেনগুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে বীরবর মাধবগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই শ্রীহর্ষ-দেবের সহচর ও মহারাজ আদিত্যসেনের পিতা।

কনিংহাম, ফ্লিট, ডাক্তার হোর্ণ্লি, সেন্ডল, স্মিথ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণের মতে, (গুপ্তসম্রাট্গণ যখন মগধে বিদ্যমান, সেই সময় হইতে) আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ মগধের একপার্শে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর আদিত্যসেন স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন।

আমাদের বিবেচনায়—মহারাজ আদিত্যসেন ও মাধবগুপ্ত ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কেহই মগধে রাজত্ব করেন নাই। আদিত্যসেন অথবা তদ্বংশীয় গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ কোন শিলালিপিতে এমন কথা নাই যে কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাট্গণ মগধে অধিষ্ঠিত, তখন যে অপর কেহ মগধে রাজত্ব করিতেন, সবিশেষ প্রমাণ ভিন্ন ইহা কখন সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মহারাজ আদিত্যসেনের উক্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে, স্বয়ং শ্রীহর্ষদেব মাধবগুপ্তের সঙ্গ বাঞ্ছা করিতেন [১]। বাণভট্টের হর্ষচরিতে বর্ণিত হইয়াছে যে

(১) শ্লোকটী এই—"শ্রীমাধবগুপ্তোভূন্মাধব ইব বিক্রমৈকরসঃ। ... শ্রীহর্ষদে নিজসঙ্গবাঞ্ছয়া চ।"

মালবরাজপুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত উভয়ে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষদেবের সহচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন [২]। মাধবগুপ্ত সর্ব্বদাই হর্ষদেবের নিকট থাকিতেন, তাহা হর্ষচরিতের ৮ম উল্লাসে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে [৩]। মধুবন হইতে প্রাপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে--হর্ষের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মহাসেনগুপ্তাকে দামোদরগুপ্তের কন্যা ও (মাধবগুপ্তের পিতা) মহাসেন-গুপ্তের ভগিনী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থলে মাধব-গুপ্ত সম্পর্কে হর্ষদেবের পিতৃব্য ও মগধরাজ আদিত্যসেন হর্ষের সম্পর্কীয় ভ্রাতা হইতেছেন।

বাণভট্ট হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে মগধরাজ আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণকে মালবরাজবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। বোধ হয়, যখন বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত মালবের পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে হর্ষগুপ্ত প্রভৃতি আদিত্যসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ মালবের অপর কোন অংশে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা পূর্ব্বমালবের গুপ্ত-রাজগণের সহিত ইঁহাদের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে। সম্ভবতঃ হূণরাজ তোরমাণ অথবা তৎপুত্র মিহিরকুলের প্রবল আক্রমণে মালবরাজ মহাসেনগুপ্ত রাজ্য হারাইয়া রাজা আদিত্যবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্থান্বীশ্বর-রাজকে নিজ ভগিনী প্রদান করিয়া কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে তাঁহার কুমারগুপ্ত ও মাধব-গুপ্ত নামে দুই বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শাহপুরের সূর্য্যপ্রতিমায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ৬৬৬ সম্বতে রাজা আদিত্য-সেনের রাজ্যকালের কথা বিবৃত আছে। বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ দেবালয়ের মণ্ডপের একধারে একখানি অপ্রাচীন শিলালিপিতে লিখিত আছে যে রাজা আদিত্যসেন চোলদেশ হইতে আসিয়া বৈদ্যনাথে নৃহরি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) "মালবরাজপুত্রৌ ......কুমারগুপ্তমাধবগুপ্তনামানৌ ভ্রাতরৌ অস্মাভির্ভবতোরনুচরা উচিতৌ চিন্তিতৌ।" (হর্ষচরিত ৪র্থ উল্লাস।)

(৩) [illegible] বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ লিখিয়াছেন যে, হর্ষদেব হস্তিকবল হইতে কুমারগুপ্তকে [illegible] অভিষিক্ত করেন।

(৪) Journal of the Bengal Asiatic Society. Vol. LII. pt 1. p. 190.

যদিও এই অপ্রাচীন শিলালিপির কথা সব ঠিক নহে, তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে, যে যৎকালে ঐশিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তখন এরূপ প্রবাদ ছিল যে রাজা আদিত্যসেন দক্ষিণাঞ্চল হইতে কোন সময়ে এদেশে আগমন করেন। সম্ভবতঃ মালবদেশ হইতে তিনি আসিয়া থাকিবেন। মালবদেশে প্রধানতঃ মালবসম্বৎ প্রচলিত ছিল, আদিত্যসেনও আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথানুসারে বোধ হয় মালবসম্বৎই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে ৬৬৬ সম্বৎকে মালবসম্বৎ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা হইলে তিনি ৬[illegible] খৃষ্টাব্দে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই গুপ্তসম্রাট্গণের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ২য় কুমারগুপ্ত ৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে মগধ সম্ভবতঃ যশোধর্ম্মা অথবা অপর কোন মৌখরিরাজের অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে হর্ষদেবের অধিকারকালে আদিত্যসেন অথবা তৎপিতা মাধবগুপ্ত (বোধ হয় হর্ষের সাহায্যে) মগধ অধিকার করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।[১]

২য় জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে আদিত্যসেনবংশীয় রাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

মাধবগুপ্ত ও শ্রীমতীর পুত্র শ্রীআদিত্যসেনদেব, তৎপুত্র কোণদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ দেবগুপ্ত, তৎপুত্র কমলাদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুগুপ্ত, তৎপুত্র ইজ্যাদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ ২য় জীবিতগুপ্ত।

১ মন্দরগিরি হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকে আদিত্যসেনের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিয়া ফ্লিট প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে সম্রাট্ হর্ষদেবের মৃত্যুর পর যে গোলযোগ ঘটে, সেই গোলযোগের সময় আদিত্যসেন উক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া থা[illegible] কিন্তু শাহপুর, অফ্সড় ও পরবর্ত্তী (২য়) জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে উক্ত [illegible]পি না থাকায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে আদিত্যসেন মহারাজাধিরাজ উপাধিধারণে সমর্থ হন নাই। [illegible] এবং তৎপরে শ্রীহর্ষদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দেবগুপ্ত এই উচ্চউপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই দেবগুপ্তের সময়ে মন্দরগিরির শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে।

(৫) শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত [illegible] জীবিতগুপ্তের শিলালিপিতে পূর্ব্বপুরুষদিগের বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথম [illegible] হইতে বোধ হয়, মাধবগুপ্তই মগধ জয় করিয়াছিলেন।

আদিত্যসেন ৬০৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হর্ষদেবের সমকালে মগধে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেবের মৃত্যু ও কান্যকুব্জের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই সময়ে দেবগুপ্ত প্রাধান্য লাভ করেন।

মহারাজাধিরাজ ২য় জীবিতগুপ্তের পর মগধের আর কোন গুপ্তবংশীয় রাজার নাম এখনও পাওয়া যায় নাই।

কবি বাক্‌পতি রচিত গউড়বহো (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যে লিখিত আছে, কনোজরাজ যশোবর্ম্মা প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজকে পরাজয় করেন। এই জয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্যই "গউড়বহো" কাব্য রচিত হয়। সম্ভবতঃ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পরে অথবা পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছিল।৬ এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় ২য় জীবিতগুপ্তের সহিত মগধের গুপ্তকুলরবি অস্তমিত হয়।*

(৬) Sankar Pandurang Pandit's Gaudavaho, *intro.* p. 71.

* বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত, তখনও ব্রাহ্মণধর্ম্মের ম্লান কিরণ ভারতের নানাস্থানে প্রকাশিত ছিল। শেষে যখন মৌর্য্যবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া পুষ্যমিত্র প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজগণ প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতির নিকট ক্রমশঃই বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ মলিনতর হইয়া আসিতে লাগিল। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের ভিত্তি ব্রাহ্মণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মকর্ম্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে রাজাধিরাজ হইতে হীন চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মণের নিকটে অবনতমস্তক দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণই প্রধানতঃ দার্শনিক, পণ্ডিত ও কবি। তাঁহার দেবভাষা সংস্কৃত। কাজেই ব্রহ্মণ্যপ্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতই রাজভাষায় প[illegible]তে লাগিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সংস্কৃতের আদর বাড়ি[illegible] চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ব্রাহ্মণমন্ত্রি-পরিচালিত সংস্কৃতবিশারদ গুপ্তরাজগণ [illegible] সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সংস্কৃতভাষা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে সরকারী আদেশ, উপদেশ, শিলালিপি, মুদ্রালিপি প্রভৃতি সকলই সংস্কৃতে লিখিত হইত। কাজেই সাধারণের মধ্যেও যে সংস্কৃতের প্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের এই প্রাধান্যকালেই পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ব্যবস্থাগ্রন্থ পুনরায় সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী অশেষগুণগ্রামবিভূষিত উজ্জয়িনীবিজেতা ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। ইনি যেরূপ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সুকবি ছিলেন,

গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পরও বৈশ্যপ্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। উত্তর-ভারতে যে সকল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ আপনাদিগের কীর্ত্তি-কাহিনী ভারতের বাহিরেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বকালের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত উপাদানও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান ব্যতীত তাঁহার সময়ের অনেক বিষয় হিউএন্ সিয়ঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত, হুইলি-লিখিত চীনপরিব্রাজকের জীবনচরিত, বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং চীনরাজকীয় কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্দ্ধনবংশ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাণ্বীশ্বরে (বর্ত্তমান থানেশ্বরে) বৈশ্যজাতীয় প্রভাকরবর্দ্ধন নামক একজন প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। ইনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ এবং মালবদেশ, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাবের হূণরাজ্য ও গুর্জ্জরদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনি গুপ্তবংশীয়দিগের দৌহিত্র।

প্রভাকরের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ছিলেন। পিতার শেষ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাজিত করিবার জন্য উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হন। ইহার কিছুদিন পরে হর্ষবর্দ্ধনও একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। হর্ষের বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষমাত্র।

শত্রুর অন্বেষণে রাজ্যবর্দ্ধন পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিলে হর্ষবর্দ্ধন পর্ব্বতমুখে মৃগয়া করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ এক দিন সংবাদ আসিল যে দারুণজ্বরে বৃদ্ধ মহারাজ শয্যাগত। রাজধানীতে [illegible]

তাহাতে ইঁহার সভাতেই 'নবরত্নের' অবস্থান সমধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। যদিও কালিদাসের আবির্ভাবকাল লইয়া এখনও তর্কবিতর্ক চলিতেছে। কেহ তাঁহাকে ইঁহার সমসাময়িক এবং কেহ তাঁহাকে ইঁহার পুত্র বা পৌত্রের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি ইঁহার সময়ে সংস্কৃতকাব্যের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়।

হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারের [illegible] ভাস্কর-শিল্পেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। বৌদ্ধপ্রণালীতে [illegible] কাদি নির্ম্মিত হইত না। ব্রাহ্মণরুচি অনুসারে দেবমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়।

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রথের উল্লেখ নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, তাঁহার ৫০০০ গজারোহী, ২০০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০০০ পদাতিক ছিল।

ভগিনীর উদ্ধার সাধিত হইলে হর্ষবর্দ্ধন ভারতের 'একচ্ছত্র সম্রাট্' হইবার অভিপ্রায়ে এই বিরাট্ বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং বলেন যে প্রথম ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার জিগীষার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এইভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালারও অনেক অংশে এই সময়েই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যজয় করিবার তাঁহার এত স্পৃহা বাড়িয়াছিল যে ক্রমশঃ সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে তিনি ৬০০০০ গজারোহী এবং ১০০০০০ অশ্বারোহী সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যে রাজাই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাকেই পরাজয়স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু একটি মাত্র যুদ্ধে তাঁহাকেও একজন পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবীরের নাম ২য় পুলিকেশী, তিনি চালুক্যবংশীয়, এবং উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, দক্ষিণভারতে তাঁহারও সেইরূপ প্রভুত্ব ছিল। এমন একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বাছা বাছা সেনাপতি ও সৈন্য সামন্ত লইয়া হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পুলিকেশী সত্যাশ্রয় নর্ম্মদাতীরে এমন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন যে কিছুতেই আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নর্ম্মদানদী উভয় সম্রাটের সাম্রাজ্যসীমা বলিয়া স্থির হইল। কোন প্রকারে মান বাঁচাইয়া শ্রীহর্ষকে নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। ডাক্তার ফ্লিট্ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধ ৬০৯ কি ৬১০ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে তৎকালে হর্ষ উত্তর-ভারতবিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। কেহ কেহ ৬২০ খৃঃ অব্দই দুই মহাবীরের সমরকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বলভীদেশে দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভট) তখনও স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজ্যলোলুপ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। ধ্রুবসেন নিরুপায় হইয়া ভরোচের অধিপতির আশ্রয় লইলেন। ইহার পরে বিজেতার সঙ্গে তাঁহার যে সন্ধিবন্ধন হয়, তদনুসারে তিনি হর্ষবর্দ্ধনের

কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহাসামন্তের ন্যায় বলভীদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে হর্ষবর্দ্ধন ক্রমে ক্রমে আনন্দপুর এবং সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ৬৪৩ খৃঃ অব্দে কলিঙ্গ (গঞ্জামরাজ্য) জয় করিয়া তাঁহার জিগীষার পরিতৃপ্তি হয়।

এই ভাবে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে শেষ অবস্থায় তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ, মালব, গুর্জ্জর, এবং সৌরাষ্ট্র এই সকল বিভিন্ন রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে জামাতা বলভীপতি এবং পূর্ব্বে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মাও তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

তাঁহার বিজয়ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে, বিজিত রাজাদিগকে প্রায়শঃই তিনি একেবারে রাজ্যচ্যুত করিতেন না। স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে তাঁহাদিগকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা পরিচালনা করিতে দিতেন। তবে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। কখনও কোন কর্ম্মচারীর উপর এই ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বর্ষা ব্যতীত প্রায় সকল সময়ই তিনি এই পরিদর্শনকার্য্যে ব্যয়িত করিতেন এবং আবশ্যকমত দোষীকে শাস্তি ও গুণীকে পুরস্কার দিতেন।

সম্রাট্ নিজে সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অনেক বিদ্বান্ আসিয়া তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষচরিত-প্রণেতা বাণভট্টই সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে মৃত্যুর অতি অল্পকয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনে এবং শিল্প ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে পূর্ণমনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হিউএন্‌সিয়ং এবং তাঁহার জীবনীলেখকের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ৬৪৭ কি ৬৪৮ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে (কো)ণভুক্তি অরুণাশ্ব বা অর্জ্জুন নামক তাঁহার জনৈক মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।†

† হর্ষের সময় রাজকীয় বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। [illegible] নানা অপরাধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ সকলের [illegible] না। ত: দেশের নৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই যে একটু হীন হইয়া আসিতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। চতুর্থ

শতাব্দীতে ফা-হিএন্ যখন ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে কখনও কেহ একটি কাণা কড়িও অপহরণ করে নাই। কিন্তু সম্রাট্ হর্ষের সময়ে মধ্যে মধ্যে দস্যুতা হইতেছিল। পথিমধ্যে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গের দ্রব্যসম্ভার একাধিকবার লুণ্ঠিত হইয়াছে। চরিত্রহীনতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির কঠোরতারও বৃদ্ধি হইতেছিল। পূর্ব্বে যেমন সাধারণতঃ অর্থদণ্ড করা হইত, এখন সেইরূপ সাধারণতঃ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা চলিয়াছে। কারাদণ্ডে দণ্ডিতদিগের জীবন শৃগালকুক্কুরের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কারাগারে ইহাদিগের আহারের বা বাসস্থানের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। ইহাদিগের জীবন মরণ যেন সমানই কথা। গুরুতর অপরাধের জন্য অনেক সময় হাত পা নাক কাণ প্রভৃতিও কাটিয়া ফেলা হইত। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার জন্যও অনেক সময় এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তবে বিচারক ইচ্ছা করিলে এই সকল গুরুতর দণ্ডের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনদণ্ডও বিধান করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ করিলেই অর্থদণ্ড করা হইত। সত্যতানির্দ্ধারণের জন্য অনেক সময় অগ্নি, জল ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষার অবতারণা করা হইত।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ এ সময়ও বড় সুন্দর ছিল। রাজার কতকগুলি খামার জমি ছিল। এই জমিতে উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ মাত্র রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। প্রজার উপর যে সকল কর স্থাপন করা হইত, তাহাদিগের মোট গুরুত্বও অতি সামান্য ছিল। বেতনের পরিবর্ত্তে রাজকর্ম্মচারীদিগকে জমি দান করা হইত। সরকারীকাজে কখনও বিনা মজুরীতে লোক খাটান হইত না।

প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখকষ্ট, অভাব-অসুবিধার যাহাতে লাঘব হইতে পারে, সেই জন্য রাজার যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি ছিল না। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল আশ্রমাগারে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে ঔষধপথ্যাদি বিতরণেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় একজন করিয়া সরকারনিযুক্ত চিকিৎসকও থাকিতেন ইনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। সহরে ও গ্রামে গ্রামে পান্থশালা অনাথ ও আতুরাশ্রমের অভাব ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সকল ধর্ম্মেই সমদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রাজকোষ হইতে মুক্তহস্তে অর্থদান করা হইত। বহু হিন্দুদেবমন্দির এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট্ প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মাচরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা সকলেই তখন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মমত গঠন ও পোষণ করিতে পারিতেন। রাজপরিবারেই নানা ধর্ম্মের [illegible] ছিলেন। সম্রাটের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন একজন নিষ্ঠাবান্ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। [illegible] নামক ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ পরম শৈব ছিলেন; তিনি অন্য কোন দেবদেবী [illegible] না। রাজা রাজ্যবর্দ্ধন ও রাজভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন নিজে প্রথম অবস্থায় পরম শৈব ছিলেন; কিন্তু

শেষ অবস্থায় তিনি বৌদ্ধমতের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। হিউএন্‌সিয়ঙের সঙ্গে প্রথমে বঙ্গদেশে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। পরিব্রাজকের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, নিজ রাজধানী কান্যকুব্জে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এক বিরাট্ সভার আহ্বান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে গঙ্গার দক্ষিণতীর ধরিয়া ৯০ দিনে কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গঙ্গার অপর তীর ধরিয়া কামরূপরাজকুমারও তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। এইখানে ৬৪৪ খৃঃ অব্দে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে এক বিরাট্ সভা আহূত হয়। এই উপলক্ষে কামরূপরাজ, বলভীরাজ এবং আরও অষ্টাদশজন করদ রাজা, চারি সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু এবং প্রায় তিন সহস্র নিষ্ঠাবান্ জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কান্যকুব্জে আগমন করেন। গঙ্গার তীরে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইখানে একশত ফিট্ উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠে, উচ্চতায় সম্রাটের সমান একটি স্বর্ণবিনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। প্রত্যহ তিন ফিট্ উচ্চ আর একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া বিংশতি জন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। মূর্ত্তির উপরিস্থ চাঁদোয়াখানি স্বয়ং সম্রাট্ ধারণ করিতেন। এই সময়ে তিনি নিজে শক্রমূর্ত্তিতে এবং তাঁহার পরম সুহৃদ্ কামরূপরাজকুমার ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত হইতেন। তাঁহার হাতেও একখানা শ্বেত চামর শোভা পাইত। শক্রমূর্ত্তিতে নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় সম্রাট্ বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দুই হাতে মণিমুক্তা সুবর্ণপুষ্প প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। মূর্ত্তির স্নানের জন্য একটি বেদীনির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন স্বহস্তে মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া এখান হইতে স্কন্ধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বুদ্ধের বেশভূষার জন্য মণিমুক্তাখচিত সহস্র রেশমীবস্ত্র প্রদান করিতেন।

ভোজনান্তে ধর্ম্মবিচারের জন্য একটা বৈঠক বসিত। সম্রাট্-সম্মানিত চীনপরিব্রাজকের সঙ্গে যে কেহ ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন মুখে এইরূপ প্রচার করিলেও সম্রাট্ যে এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন তাহার ভয়ে প্রায় কেহই পরিব্রাজকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন না। সম্রাট্ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে কেহ যদি তাঁহার কেশ স্পর্শও করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করা হইবে। এইরূপ ধর্ম্মবিচারের প্রহসনের পরে সম্রাট্ যাইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী বৃক্ষের শাখা ও পত্রনির্ম্মিত শিবিরে রজনী যাপন করিতেন।

প্রথমে সকল ধর্ম্মের প্রতি সমদর্শী হইলেও শেষে এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়া হর্ষবর্দ্ধন গোড়া ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উপরের লিখিত অনুষ্ঠানগুলি কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবার পরে অকস্মাৎ একদিন [illegible] বৌদ্ধ-মঠে দাউ দাউ করিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল [illegible] উপ-স্থিত থাকিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করেন এবং পরে [illegible] একটি স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া তিনি সামন্তরাজগণের সঙ্গে ভগ্নাবশিষ্ট মঠটি পরিদর্শন করিতেছিলেন। 'যখন

নামিয়া আসিবেন, তখন কোথা হইতে তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে করিয়া একটা লোক উন্মত্তের মত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজদেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলা হইল। হর্ষবর্দ্ধন নিজে আক্রমণকারীকে তাহার এই কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষে জানিতে পারিলেন যে অনেকগুলি গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাহাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ৫০০ শত বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনা হইল। তাঁহাদিগকেও এই কথা এবং মঠে অগ্নিপ্রয়োগের কথা স্বীকার করিতে হইল। তখন রাজার আদেশে ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডাদিগকে নিহত এবং পাঁচশত ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করা হইল।

ইহা ছাড়া হর্ষবর্দ্ধন যে আর কখনও ধর্ম্মমতের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রতি কঠোরতাপ্রদর্শন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতের তারনাথ একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে কতকগুলি পারসিক ও শক ভারতবর্ষে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মূলস্থানে (মূলতানে) একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে তাঁহাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত পরম যত্নে আশ্রয় দান করিয়া শেষে নাকি সম্রাটের আদেশে সেই গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ করা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদি সহ প্রায় দ্বাদশশত পারসিক ও শক ভস্মীভূত হন।

এই সকল ব্যাপারে হর্ষবর্দ্ধনের হাত থাকিলেও ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে তাঁহার সময়ে প্রজাগণ অনেক পরিমাণে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেন। একমাত্র মধ্যবঙ্গাধিপ শশাঙ্কেরই ধর্ম্মের গোঁড়ামির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে শৈব এবং ভয়ানক বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধগয়ার পবিত্র বোধিবৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তিনি ভস্মীভূত করেন; পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্নসম্বলিত যে একখানা প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং নেপালে পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যাহা হউক হর্ষের আবির্ভাবকালে সাধারণ্যে ধর্ম্মমতের সমন্বয় সংঘটিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে আর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই যে কেবল দ্বেষাদ্বেষী চলিয়াছিল, তাহা নহে; বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত হীনযান এবং মহাযান সম্প্রদায় দুইটিও পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিত। এই জন্য সময় সময় যে বিদ্বেষের দুই একটা বিকট অভিব্যক্তি দেখিতে না পাওয়া যাইত তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মমত অনুবর্ত্তন করিতেন।

কান্যকুব্জে মহাসমারোহে সভার কার্য্য শেষ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন হিউএন্ সিয়ংকে লইয়া প্রয়াগতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি চীনপরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে গত ত্রিশ বৎসর তিনিও প্রতি পাঁচবৎসর অন্তরই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে সঞ্চিত অর্থ দীন দরিদ্রের এবং ধর্ম্মমতনির্ব্বিশেষে সকল ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। উপস্থিত ষষ্ঠ

বার্ষিক অধিবেশনটি ৬৪৪ খৃঃ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ আরও পাঁচটী মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

প্রয়াগের বর্ত্তমান সভায় সামন্তরাজবর্গ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীনদরিদ্র কত যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর ভারতের অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং সকল ধর্ম্মেরই বহুসংখ্যক সাধুসন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইতেছিল। উৎসব, দান ও পূজাদি ৭৫ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরেই অগণিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিতরণের পরিমাণ অৰ্দ্ধেক কমিয়া আসিল। চতুর্থ দিবসে দশ সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণকে বহু ধনবস্ত্রাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য ব্যতীত একশত সুবর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখানা উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিংশ দিবস ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পর্য্যন্ত জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী দশদিবস দূরদেশাগত ভিক্ষুকদিগকে অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া একমাস পর্য্যন্ত অনাথ আতুর ও দরিদ্রদিগকে নানা প্রকার সাহায্যদান করা হইল।

হর্ষবর্দ্ধন এই বিরাট্ দানসাগর ব্যাপারে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কেবল যে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থই ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা নহে, নিজের ধনরত্ন, বস্ত্র, হার, কুণ্ডল, বলয়, কণ্ঠমণি, শিরোমণি প্রভৃতি সকলই তিনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়াই হাতী, ঘোড়া এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণগুলিকে রাখা হইয়াছিল। নতুবা রাজার রাজচিহ্নের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কেবল এই সকল ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই যে তিনি আপনার বৌদ্ধপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার অর্থে গঙ্গার তীরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই একশত ফিট্ উচ্চ ছিল। এই ভাবে তিনি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণোন্মুখ দীপে তৈল প্রদান করিয়া কিছুদিন আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমে হীনযানের দিকে, ও পরে মহাযানের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নিজে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর মত জীবন যাপন করিতেন। প্রয়াগে সম্রাট্ এমন ভাবে ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ করিয়াছিলেন যে ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একটি পুরাতন পরিধেয় চাহিয়া লইয়া [illegible] দিক্‌পাল ও বুদ্ধদিগকে অর্চ্চনা করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতিকে [illegible] কটা অদ্ভুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না,

প্রায় তিন শত বর্ষ কাল আধিপত্য করিবার পর কিরূপে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, তাহা বাস্তবিক চিন্তার বিষয়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গুপ্ত-সম্রাট্‌গণ নির্ব্বিরোধে অদম্য প্রভাবে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ-পরিপোষক সম্রাট্‌গণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর ৩য় পাদে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত যখন পেশাবর হইতে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, তখন আবার ব্রাহ্মণসমাজ বিচলিত হইলেন। যে পুষ্যমিত্র একদিন মৌর্য্যবংশ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আবার ব্রাহ্মণসমাজ সেই পুষ্যমিত্রবংশের শরণাপন্ন হইলেন। পুষ্যমিত্রগণ এই সুযোগে আবার অস্ত্রধারণ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠালাভে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ :

কিন্তু যাহাতে তাঁহার রাজ্যে জীবহিংসা না হয়, যাহাতে কেহ না মাংস ভোজন করে, সেই জন্য তিনি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই আদেশ যে অমান্য করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড করা হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি আহারনিদ্রা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চীনসম্রাটের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। ৬৪১ খৃঃ অব্দে তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে চীনরাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃঃ অব্দে এই ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে একদল চীনপরিব্রাজকও এখানে আসিয়াছিলেন। ইহারা ৬৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

যুদ্ধ ও ধর্ম্মের আলোচনায় যে কেবল তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় এবং সাহিত্যসেবায়ও তাঁহার তুল্য অনুরক্তি ছিল। দেশে তখন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বৌদ্ধভিক্ষু ও মঠাধিবাসিগণ সাধারণতঃই অতি উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। রাজকোষ হইতেও শিক্ষিত লোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহায্য করা হইত। হর্ষবর্দ্ধন কেবল যে সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগীদিগকে মুক্তহস্তে অর্থবিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তাহা নহে; তিনি নিজেও একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল। নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক তাঁহার রচিত বলিয়াই সাধারণ্যে প্রচারিত। এই সকল নাটকের [illegible], ছন্দ সুললিত এবং ভাব সরল ও মহান্।

তাঁহারা প্রচণ্ড গুপ্তবাহিনী পরাজিত ও গুপ্তসাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ এই সময়েই গুপ্তসম্রাট্ অযোধ্যাপ্রদেশে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহা হউক, বিচক্ষণ রণনিপুণ স্কন্দগুপ্তের সুকৌশলে ও বীর্য্যবত্তায় এ যাত্রা পুষ্যমিত্রগণের সমবেত উদ্যম ব্যর্থ হইল। পুষ্যমিত্রগণ পরাজিত হইলে ব্রাহ্মণেরা পঞ্চনদবাসী হূণগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই জাতিকে ভারতবহির্ভূত বর্ব্বর জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই জাতিকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া মনে করি না। হূণরাজ তোরমাণ ও মিহিরকুলেব যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণভক্ত ও পবম শৈব বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ৩৬ রাজপুতকুলের মধ্যে হূণও একটী। মিহিরকুলেব 'মিহিব' শব্দ হইতেই ইহাদিগকে শাকদ্বীপীয় সৌর বলিয়া মনে হইবে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রায় তিন সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে পঞ্চনদে শাকদ্বীপীয় চারি বর্ণেরই সমাগম ঘটিয়াছিল। যে শাকলে তোরমাণ ও মিহিবকুলেব রাজধানী ছিল, অতি পূর্ব্বকাল হইতে ঐ স্থান শাকদ্বীপীয়গণের অধিষ্ঠান-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। যাহা হউক, পুষ্যমিত্রবংশীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ গুপ্তসম্রাটের নিকট পরাজিত হইলেও তোরমাণ ও মিহিরকুলপ্রমুখ শাকক্ষত্রিয়গণেব ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, সে সংবাদ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।* বালাদিত্য বসুবন্ধুর নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও ব্রাহ্মণের [illegible]ণেই গুপ্তসাম্রাজ্য হতশ্রী ও হতবল দর্শন করিয়া আবাব শাকদ্বীপীয় [illegible]গণের প্রতি ভক্তি ও সম্মানপ্রকাশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বহুতর শাক[illegible] ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেওবরণার্ক হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি হইতে প্রকাশ করিয়াছি।† অধিক সম্ভব, কেবল যশোধর্ম্মা প্রভৃতির সহায়তা বলিয়া নহে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসাহায্যে ও ষড়যন্ত্রে গুপ্তসম্রাট্ বালাদিত্য মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক প্রথমে পুষ্যমিত্রবংশ ও তৎপরে মিহিববংশের প্রচণ্ড [illegible] গুপ্তশক্তি যেরূপ ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আর পূর্ব্বস্থান [illegible] হইবার সুযোগ পাইল না। গুপ্তসাম্রাজ্যের চারিদিকেই অধীন সাম[illegible]রে ধীরে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, শাকদ্বীপী [illegible]
† ঐ ঐ ঐ ৫৮-৫৯ পৃঃ।

মস্তকোত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মালবাধিপতি যশোধর্ম্মা প্রধান। তিনি অল্প দিনমধ্যেই পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে আরবসমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ জয় করিয়া বসিলেন। এদিকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরাষ্ট্র অঞ্চলে মৈত্রকবংশ শাসনশক্তি বিস্তার করিতেছিলেন। মালবে যশোধর্ম্মা ও পশ্চিম ভারতে মৈত্রকবংশের অভ্যুদয়ে হীনবল গুপ্তসম্রাট্‌গণ ক্রমে ক্রমে সকল অধিকার হইতেই বিচ্যুত হইলেন। পাটলিপুত্রবাসী গুপ্তসম্রাটবংশীয় কেহ কেহ গৌড় ও বঙ্গে আসিয়া আধিপত্য বিস্তারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মালবে তাঁহাদের যে আত্মীয়গণ আধিপত্য করিতেছিলেন, তাঁহারাও রাজ্য হারাইয়া উত্তরাপথে স্থাণ্বীশ্বরের সভায় আশ্রয় লইলেন। স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশের প্রভাবে মালবের গুপ্তবংশ কিছুকাল পূর্ব্বমগধে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।

বর্দ্ধনসাম্রাজ্যের পতন-কারণ

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বর্দ্ধনবংশ প্রথমে সৌর, তৎপরে শৈব এবং শেষে সৌগত বা বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। যতদিন সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে কোন পার্থক্য রাখেন নাই, ততদিন বর্দ্ধনবংশের উপর ব্রাহ্মণ-সমাজের বিদ্বেষের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন প্রয়াগের ন্যায় একটী প্রধান ব্রাহ্মণতীর্থে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সমক্ষে সম্রাট্ সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণকে এক প্রকার সর্ব্বস্ব দান করিয়া বৌদ্ধভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, তখন বিজ্ঞব্রাহ্মণ সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বিশেষতঃ যখন হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং বৈদিক বিপ্রগণের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা ইন্দ্রের বেশ ধারণপূর্ব্বক বুদ্ধপ্রতিমার পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। বর্দ্ধনসম্রাটের প্রাণবিনাশের জন্য তাঁহারা গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। শুভা-দৃষ্ট ক্রমে সুসতর্ক হর্ষবর্দ্ধন ঘাতকের গুপ্ত আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনাদের উদ্যম ব্যর্থ হইল দেখিয়া কূটনীতিবিৎ ব্রাহ্মণগণ শ্রীহর্ষের প্রধান মন্ত্রী অরুণাশ্বকে হস্তগত করিলেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে বর্দ্ধনসম্রাটের জীবন-লীলা শেষ হইয়াছিল কিনা, যদিও তাহার নিগূঢ় ইতিবৃত্ত প্রকাশ নাই, কিন্তু হর্ষের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে অরুণাশ্বই আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছিলেন। চীনরাজদূতের প্রতি তিনি যেরূপ অভদ্রোচিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার দারুণ বৌদ্ধ-

বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই যে বর্দ্ধনবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রে গুপ্ত ও (পরে বর্দ্ধন) সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল দেখিয়া মগধ ও গৌড়ের গুপ্তরাজবংশ প্রথম হইতেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, মগধাধিপ আদিত্যসেনের শিলালিপি হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যমন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং সম্রাট্ হর্ষের মৃত্যুর পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ব্রাহ্মণসমাজের নিতান্ত [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও অনেকটা ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, আদিত্যসেনবংশীয় মগধের শেষ গুপ্তনৃপতি ২য় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি হইতেও তাহার আভাস পাইয়াছি।

মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তবংশের ন্যায় গৌড়ের গুপ্তবংশও প্রথমে যথেষ্ট ব্রাহ্মণভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই গৌড়াধিপ শশাঙ্কের পরিচয়প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি তিনি কিরূপ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম তাঁহারই [illegible] বশে সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহারই আহ্বানে গৌড়বঙ্গে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসমাজের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। * তিনি আপনাকে পরম 'শৈব' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তিনি অপূর্ব্ব বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া কিরূপ অপূর্ব্ব শৈবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন ময়ূরভঞ্জের দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে। †

যাহা হউক, পরবর্ত্তী গুপ্তবংশের অধিকারকালে প্রাচ্যভারতে তান্ত্রিকগণ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বৌদ্ধ-মন্ত্রযান, শৈব ও শাক্তসম্প্রদায় উদীয়মান [illegible]কতায় গা ঢালিয়া দিলেন। এই কয় সম্প্রদায়ই বৈদিক বিপ্রসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে [illegible]গুায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকালে তান্ত্রিক মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করিলেন। এই সময় শাকদ্বীপীবিপ্রগণ ও বৈশ্যসমাজ নবোদ্ভূত তান্ত্রিকধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন; এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাচ্যভারত হইতে বৈদিক-প্রাধান্য এককালে উন্মূলিত হইল। জনসাধারণ গুপ্তবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। তাহাদেরই যত্নে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর অবসানে মগধে পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচ্যভারতে পালবংশের অভ্যুদয়ে আবার বৌদ্ধপ্রাধান্য [illegible] হইল। জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহা[illegible]তিগণের

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) [illegible]

† Mayurabhanja Archæological Sur[illegible]duction, p. LXIV)

ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরাগদর্শনে সকলে নীরবে মস্তক অবনত করিয়াছিল। এখন তাহারা সকলেও প্রকাশ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল।

বৈদিক বিপ্রগণ প্রাচ্যভারতে প্রভুত্ব হারাইয়া কান্যকুব্জে আসিয়া সমবেত হইলেন। বর্দ্ধনসম্রাট্‌গণের সময় হইতে কান্যকুব্জই আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী। বৌদ্ধ-দ্বেষী অরুণাশ্ব এখানকার সিংহাসন অধিকার করিলে এই স্থানই বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সমবেত ব্রাহ্মণবর্গের চেষ্টায় এখান-কার পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ নিতান্ত বৈদিক ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ যশোবর্ম্মার নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই মহাত্মার সভায় মহাকবি ভবভূতি ও বাক্‌পতি বিরাজ করিতেন। ভবভূতির গ্রন্থে এখানকার বৈদিক অভ্যুদয়ের উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত রহিয়াছে। বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয়প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বৈদিকবিদ্বেষী গৌড়পতির প্রাণবধ করেন, এই গৌড়াধিপবধপ্রসঙ্গেই বাক্‌পতি প্রাকৃত ভাষায় 'গৌড়বধকাব্য' রচনা করেন। এই গৌড়াধিপবধের পরই পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে 'আদিশূর' উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয়। মহারাজ যশোবর্ম্মা ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাটের নিকট দূত পাঠাইয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।* তৎপরে মহারাজ আদিশূরের আহ্বানে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ বৈদিক-ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য গৌড়দেশে আগমন করেন।† বলিতে কি কনোজপতি যশোবর্ম্মা ও গৌড়পতি আদিশূরের উদ্যমে বৈদিকসমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্মার্ত্ত ও মীমাংসকগণ আবার নিবন্ধ-প্রণয়নে অগ্রসর হইলেন। গুপ্ত ও বর্দ্ধনসাম্রাজ্য ধ্বংসের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বৈশ্যপ্রভাব বিলোপের আয়োজন চলিয়াছিল। নিবন্ধ-কারগণ এই সময় হইতে বৈশ্যসমাজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি, তাঁহাদের ধর্ম্মনৈতিক সনাতন অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

* Chavannes, Les Turc Occidentrux, p. 166. চীনইতিহাসে ইনি 'হরচন্দর' নামে আখ্যাত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যশোবর্ম্মদেবকে হরচন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ৭৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই যশোবর্ম্মা কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকায় হরচন্দ্র ও যশোবর্ম্মাকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ ৯৯ ও ১০২ পৃষ্ঠার পাদটীকা ও ষষ্ঠাংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দাক্ষিণাত্যে বৈশ্যসাম্রাজ্য

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্যাবর্ত্তের বৈশ্যসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলেও দাক্ষিণাত্যে বহুকাল আমরা বৈশ্যাধিকার লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যমূল মৌর্য্যবংশের পর যেরূপ পরবর্ত্তী বৈশ্যসম্রাট্‌গণ ক্ষত্রিয়ের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও শ্রমণ ও ব্রাহ্মণসমাজের পুনঃ পুনঃ তর্কসংগ্রাম এবং পরস্পর শ্লেষোক্তি লক্ষ্য করিয়া "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচিত হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই; কেবল স্বসমাজ বলিয়া নহে, স্ব স্ব জাতীয় উৎকর্ষ-প্রতিপাদন-মানসে বরং তৎকাল-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবংশের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণভক্ত বৈশ্যসমাজ [illegible]মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসকের লীলাস্থলী। এখানকার মীমাংসকগণই কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করিতেছিলেন যে, 'রাজশব্দ ক্ষত্রিয়বাচী,' এ কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। সুতরাং সেই সকল বৈদিক-মীমাংসক-বিপ্রভক্ত বৈশ্যরাজগণ সহজেই যে আপনাদিগকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া খ্যাপিত করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সেই সকল বৈশ্যমূল রাজগণের মধ্যে যাঁহারা একদিন সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চালুক্য বা চৌলুক্যবংশই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহুতর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও আখ্যায়িকায় এই বংশের যথেষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তৎপাঠে আমরা এই বংশের অনেকগুলি আখ্যা পাইয়াছি। যথা—

চুলুক, শুলুক, চুল্ক, শুল্ক, শুল্কিক, শুলকিক, চুলকিক, চুল্ক্য, চালুক্য, চল্ক্য, চলিক্য, চৌলুক্য, চৌলুকিক, চুলুক, চুলুগ, শৌলুক, শৌলুক্য, শুলাক, শুলাকি, শুক্ল, শুক্লী, শোলকী, শোলংকী, সোলংকী, সোলাঙ্কী।*

বংশাখ্যা

* নামমালা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইবে যে "শুল্ক' শব্দই মূল শব্দ, [illegible] এই শব্দই প্রাচীন কোঙ্কণী বা কর্ণাটীভাষায় "চুলক" বা 'চুলুগ' রূপে এবং গুজরাটীভাষায় [illegible] বা 'সুলুক' নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইরূপ 'শুল্কিক' শব্দ 'চুলকিক' ও [illegible] রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই বংশের মহাসমৃদ্ধির সময় সংস্কৃতবিৎ ব্রাহ্মণকবির হস্তে দাক্ষিণাত্য 'চুলুক'

একই বংশের যেমন বহু আখ্যা পাইতেছি, সেইরূপ এই একই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে [illegible] মুনির নানা মত তাহা একে একে দেখাইব,—

বা 'চলুক'-[illegible] বলিয়া ইহারা 'চৌলুক্য' বা 'চালুক্য' নামে এবং উত্তরাংশে কোথাও কোথাও [illegible] হইতে 'সৌলুক' (শৌলুক) এবং 'সৌলুক্য' (শৌলুক্য) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কা[illegible] কাহারও মতে চালুক্য ও চৌলুক্য দুইটি ভিন্ন বংশ, কিন্তু আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি যে চালুক্য ও চৌলুক্য ভিন্ন নহে, একই বংশ। লাটদেশাধিপ কীর্ত্তিরাজের তাম্রশাসনে তিনি '[illegible]' নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Viena Oriental Journal, Vol. VII. p. 88)

আবার তৎপৌত্র ত্রিলোচনপাল নিজ তাম্রশাসনে 'চৌলুক্য' নামেই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। (Indian Antiquary, Vol. XII. p. 201) গুর্জ্জর-রাজপুরোহিত সোমেশ্বর অর্ব্বুদাচলে তেজ[illegible]পালের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে চুলুক্য নাম আছে, যথা—

"[illegible]ণহিলপুরমস্তি স্বস্তিপাত্রং প্রজানামজরজিরবুভুলৈ্যঃ পাল্যমানং চুলুক্যৈঃ।"

আবার তাঁহারই বিরচিত কীর্ত্তিকৌমুদীতে 'চৌলুক্য' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে—

"[illegible] চৌলুক্যভূপালঃ পালয়ামাস তৎপুরম্।" (২।১)

অণহিলপাটকপতি মহারাজাধিরাজ ১ম মূলরাজের ১০৪৬ সংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে 'চৌলুকি[illegible]' আখ্যা পাওয়া যায়। (Indian Antiquary, Vol. VI. p. 191.)

চাঁদকবির পৃথ্বীরাজ-রাসায় সোলংকিগণ বহুস্থানে চালুক নামে অভিহিত—

"ফুনি প্রগটৌ চালুক। ব্রহ্মচারী ব্রত ধারিয়॥" (আদিপর্ব্ব)

প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি কৃষ্ণ তাঁহার রত্নমালা-গ্রন্থে সোলংকিদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'চুলুক' 'চুলুক্য' "চালুক্য' ও 'চৌলুক্য' এই চারিপ্রকার রূপই প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

১। "নৃপতি চুলুক বংশকে উজালা,
নৃপ সিধরায় চরিত্র রত্নমালা॥" (২০ পৃষ্ঠা)

২। "নৃপ ভুবর নাম চুলুক্যবংশী, অমর অংশী তিহ রহৈ।" (২১পৃ)

৩। "নরাধীপ চালুক্য কে দেহ রঙ্গ।
সুস্থৌ লেখ তেংসো কহ্যৌ জ্যোং উমংগং॥" (৩৫পৃঃ)

৪। "চৌলুক্য-বংশ নৃপ ভুবর নাম।" (৪৩পৃঃ)

প্রসিদ্ধ [illegible] হেমাচার্য্য তাঁহার কুমারপালচরিত ও দ্ব্যাশ্রয়-মহাকাব্যে সাধারণতঃ 'চৌলুক্য' শ[illegible] 'চুলুক' 'চুলুক্য' ও 'চালুক' শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন—

"[illegible]শাকিদী বচ্ছলো চুলুগবংশদীবও।"

(কুমারপালচরিত ২।৯১)

১ম, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে লিখিত আছে যে, কোন সময়ে ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিতে ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, পৃথিবীতে ঘোর-দুর্দ্দিন উপস্থিত। আপনি একজন বীরপুরুষের সৃষ্টি করিয়া অত্যাচার হইতে ধরাকে রক্ষা করুন।

২। "জম্ম চুলুকনিবাণং পরিমলজম্মো জসো কুসুমদামং।" (১।২)

৩। "কুস্তেন সর্ব্বসারেণাবধীল্লক্ষং চুলুক্যরাট্।" (দ্ব্যাশ্রয় ৫।১২৮)

৪। "উদ্দালিআ দসণ্ণান সিরী চালুক্ক সুহড়েহিং।" (৬।৮৪)

এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার তালচের রাজ্য ও পুরীর রাঘব-মঠ হইতে আবিষ্কৃত কুলস্তম্ভদেবের তাম্র-শাসনে এই বংশ শুল্কীক ও শৌল্কিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাঘবমঠের তাম্রশাসনখানি বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তালচের হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এ কারণ সাধারণের অবগতির জন্য পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টরূপে এই মূল্যবান্ তাম্রশাসনখানির অবিকল প্রতিকৃতি, প্রতিলিপি ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল। উক্ত তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর অক্ষরে অর্থাৎ প্রায় ৯শত বর্ষ পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনোক্ত শুল্কীকবংশের এক শাখা বহুদিন হইল, মেদিনীপুরের কেদারকুণ্ড পরগণায় বাস করেন, তাঁহারা অদ্যাপি মেদিনীপুরের শোলাঙ্কী বলিয়া পরিচিত। তালপত্রে উৎকলাক্ষরে লিখিত এই বংশের যে ৩০০ বর্ষের প্রাচীন কুলপরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই বংশের শুলাকি, শুল্কী ও শুল্কী আখ্যা পাওয়া গিয়াছে।

রাজপুতনায় সোলংকিগণ সুলুক, সৌলুক, সোলকি, শোলকি, সুলাকি বা শুলাকি, শুল্ক ও শুল্কীক নামেও বিভিন্ন স্থানে পরিচিত। তাঁহারা মহাভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া 'শুল্ক' শব্দই আদিপরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। ভবিষ্যপুরাণের বচন এই—

"এতস্মিন্নেব কালে তু কান্যকুব্জো দ্বিজোত্তমঃ।
অর্ব্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ॥
বেদমন্ত্রপ্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারঃ ক্ষত্রিয়াঃ।
প্রমারঃ সামবেদী চ চপহানির্যজুর্ব্বিদঃ॥
ত্রিবেদী চ তথা শুক্লোঽথর্ব্বা স পরিহারকঃ।
ঐরাবতকুলে জাতান্ গজানারুহ্য তে পৃথক্॥
অশোকং স্ববশং চক্রুঃ সর্ব্বে বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ।
চতুর্লক্ষস্মৃতা বৌদ্ধা দিব্যশস্ত্রৈঃ প্রহারিতাঃ॥
"অবন্তে প্রমরো ভূপশ্চতুর্যোজনবিস্তৃতাং।
"অম্বাবতীনাম পুরীমধ্যাস্য [illegible]

(প্রতিসর্গপর্ব্ব ৬।৪৫-৪৭ শ্লোক)

তাহা শুনিয়া প্রজাপতি আপনার 'চুলুক' অর্থাৎ জলপাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি-লেন। তৎক্ষণাৎ সেই চুলুক হইতে এক সুন্দর বীর ত্রিভুবন রক্ষার্থ উদ্ভূত হইলেন,

"চিত্রকূটগিরেদের্শে পরিহারো মহীপতিঃ।
কালঞ্জরপুরং রম্যং চ ক্রোশায়তনং স্মৃতং।
মধ্যাস্থ বৌদ্ধহন্তাসৌ সুখিতোভবদূর্জ্জিতঃ॥
রাজপুত্রাখ্যদেশে চ চপহানির্মহীপতিঃ।
অজমেরপুরং রম্যং বিধিশোভাসমন্বিতং।
চাতুর্বর্ণ্যযুতং দিব্যমধ্যাস্থ সুখিতোঽভবৎ॥
শুক্লো * নাম মহীপালঃ গত আনর্ত্তমণ্ডলে।
দ্বারকানাম নগরীমধ্যাস্থ সুখিতোঽভবৎ॥

এই সময়ে কান্যকুব্জব্রাহ্মণগণ অর্ব্বুদশিখরে গিয়া ব্রহ্মহোম আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেদ-মন্ত্র-প্রভাবে চারিজন ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রমার সামবেদী, চপহানি বা চৌহান যজুর্ব্বেদী, শুক্ল ত্রিবেদী এবং পরিহার অথর্ব্ববেদী। ঐরাবতকুলোৎপন্ন অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গজে আরোহণ করিয়া তাঁহারা অশোকবশবর্ত্তী বৌদ্ধগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, চারি লক্ষ বৌদ্ধ তাঁহাদের দিব্য শস্ত্রে প্রহারিত হইয়াছিল। প্রমাররাজ অবন্তিদেশে চতুর্যোজন-বিস্তৃত অম্বাবতী নাম্নী পুরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধহন্তা পরিহার নৃপতি চিত্রকূটগিরিস্থ ক্রোশায়তন কালঞ্জরপুরে রাজধানী করিয়া নিজ তেজে সুখে বাস করিতে থাকেন। চৌহানরাজ রাজপুতনার অন্তর্গত নানা শোভাময় রমণীয় চাতুর্বর্ণ্যসমন্বিত দিব্য অজমেরনামক নগরে সুখে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মহীপতি শুক্ল আনর্ত্তমণ্ডলে গিয়া দ্বারকা নাম্নী নগরীতে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

টডসাহেবও লিখিয়াছেন :—

"Again the Brahmans kindled the sacred fire, and the priests assembling round the fire-pit *(agnikunda)* prayed for aid to Mahâdeva from fountain a figure issued out, but he had not a warrior's mien. The Brahmans placed him as guardain of the gate, and hence his name Prithihadwar. A second issued forth, and being formed in the palm *(challu)* of the hand was named *chaluka.* A third appeared and was Pramára. He had the blessing of the Rishis, and with the others went against demons; but they did not prevail. Again Vasistha, seated on the lotus, prepared incantations; again he called the gods to aid, and as he poured forth the libation, a figure arose lofty in stature, of elevated

* পাঠান্তর—শুক্ল।

সেই চুলুকোদ্ভূত পুরুষ হইতেই মহাবীর চালুক্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। হারীতই

---

front, hair like jet, eyes rolling, breast expanded, fire terrific, clad in armour, quiver filled, a bow in one hand and a brand in the other, quadriform (*chaturanga*), whence his name *Chauhan*."

(Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. p. I. 102.)

'অগ্নিকুণ্ড হইতে এক মূর্ত্তি বাহির হইল, কিন্তু তাহার যোদ্ধৃবেশ না থাকায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কার্য্য হইতে প্রতিদ্বার বা প্রতিহার (অপভ্রংশে) পরিহার নাম হইয়াছে। ২য় মূর্ত্তি চলু বা করতলে আকৃতিলাভ করায় তাঁহার নাম চালুক হইল। তৃতীয় অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠিয়া প্রমার নাম পাইলেন। ইনি ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ পাইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বশিষ্ঠ পদ্মাসনে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবতাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি ঘৃতাহুতি দিবামাত্রই এক দীর্ঘাকৃতি, সুপ্রশস্তললাট, কৃষ্ণকেশ, ঘূর্ণিতলোচন, বিশালবক্ষ, ভীষণদৃশ্য, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, এক হস্তে ধনু ও অন্য হস্তে তরবারি লইয়া এক চতুর্ভুজ বীর পুরুষ উত্থিত হইলেন। চতুর্ভুজ হওয়ায় ইঁহার নাম হইল চৌহান্।

ভবিষ্যপুরাণ ও টড সাহেবের রাজস্থান হইতে যে চারিটী অগ্নিকুল পাইতেছি, তাঁহাদিগকে চারিবর্ণ হইতে বহির্গত বলিয়াই মনে করি।

অগ্নিকুলের মধ্যে ১ম পরিহার। (প্রাচীন শিলালিপি মতে প্রতিহার।) ভাটকবিগণ ইঁহাদিগের আদিপুরুষকে দ্বাররক্ষক (gate-keeper) বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। আদিতে এই কুল যে শূদ্র ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বাররক্ষকের সংস্কৃত নাম 'প্রতিহার,' এই 'প্রতিহার' শব্দ লৌকিক প্রাকৃতে "পড়িহার" পরে 'পরিহার' হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শুল্কগ্রাহী বৈশ্য ও "প্রতিহার" শূদ্রজাতীয়—

"শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ।" (শুক্রনীতি ৪।৪২০)

২য় কুল শুল্ক বা শুল্কীক (শুল্কগ্রাহী), ইঁহারা আদিতে বৈশ্য। উদ্ধৃত শুক্রনীতির বচনে জানা যাইতেছে।

৩য় প্রমার (প্রাচীন শিলালিপিতে নাম পরমার) ইঁহারা ক্ষত্রিয়। প্রমার বা পরমারেরা পূর্ব্বকালে পৌরব বলিয়া পরিচয় দিতেন। (W. Crooke's Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh, Vol IV. p. 118.)

তলেমির ভূগোলে এই কুল Porouarai বা Poruarai নামে খ্যাত হইয়াছেন।

(Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 362)

পৌরববংশ যে আদি ক্ষত্রিয় তাহা বলাই বাহুল্য।

৪র্থ চপহানি বা চৌহান (প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে নাম 'চাহমান')—ইঁহারা আদিতে ব্রাহ্মণ। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চাহমানবংশ শিলালিপিতে [illegible] বৎস-জামদগ্ন্যের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। (Cunningham's Archæological Survey

তাঁহাদিগের আদি পুরুষ। এই বংশে শত্রুদমনকারী মানব্য জন্মগ্রহণ করেন,

---

Reports, Vol. [illegible] p. 253.) ডাক্তার বুচানন, ইঁহাদিগের আদি পরিচয়ে "চিন্তপাবন' নাম শুনিয়াছেন (Eastern India Vol, II. p. 402) ঋষি জামদগ্ন্যের বংশ যে ব্রাহ্মণ তাহা স[illegible] স্বীকার করেন। "চিন্তপাবন" প্রকৃত প্রস্তাবে "চিত্তপাবন"। আজও কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা "চিত্তপাবন" বা "চিৎপাবন" বলিয়া অভিহিত।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য চারিবর্ণের মধ্য হইতেই যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে 'ক্ষত্রিয়' পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ক্ষতত্রাণ হইতে "ক্ষত্রিয়' অর্থাৎ সাগ্নিক বিপ্রসমাজের বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা 'ক্ষত্রিয়' এবং সাগ্নিক বিপ্র হইতে এই কুলচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই "অগ্নিকুল" নামে প্রখ্যাত। উক্ত চারিকুলের মধ্যে ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাহ্মণমূল চাহমানবংশ হইতেই যে অধিকতর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্নিকুলের আখ্যায়িকা হইতে অনুমিত হইতেছে।

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত শুক্লবংশের প্রভাববিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

"সহস্রাব্দে কলৌ প্রাপ্তে মহেন্দ্রো দেবরাট্ স্বয়ং।
কশ্যপং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে॥
আর্য্যাবর্ত্তে দেবশক্তিস্তৎকরং চাগ্রহীন্মুদা।
দশ পুত্রান্ সমুৎপাদ্য সদ্বিজো মিশ্রমাগমৎ॥
মিশ্রদেশোদ্ভবান্ ম্লেচ্ছান্ বশীকৃত্যাযুতং মুদা।
স্বদেশং পুনরাগত্য শিষ্যান্ তান্ স চকার হ॥
নষ্টায়াং সপ্তপুর্য্যাঞ্চ ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে।
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্ম্মধ্যগং তত্র চাবসৎ॥
স্বপুত্রং শুক্লমাহূয় দ্বিজশ্রেষ্ঠং তপোধনং।
আজ্ঞাপ্য রৈবতং শৃঙ্গং তপসে তু পুনঃ স্বয়ং॥
নব পুত্রান্ তথা শিষ্যান্ মনুধর্ম্মং সনাতনম্।
শ্রাবয়ামাস ধর্ম্মাত্মা স রাজা মনুধর্ম্মগঃ॥
শুক্লোঽপি রৈবতং প্রাপ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপসা সমতোষয়ৎ॥
সদা প্রসন্নো ভগবান্ দ্বারকানাথকো বলী।
[illegible] গৃহীত্বা তং বিপ্রং সমুদ্রান্তমুপাবযৌ॥

তাঁহাদিগের আদিবাস অযোধ্যা, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগ্বিজয়োপলক্ষে

অগ্নিদ্বারেণ প্রযযৌ স শুক্লোর্ব্বুদপর্ব্বতে।
জিত্বা বৌদ্ধান্ দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং ত্রিভিরন্যৈঃ স্ববন্ধুভিঃ।
দ্বারকাং কারয়ামাস কৃষ্ণস্য কৃপয়া হি সঃ॥
তত্রাস্য মুদিতো রাজা কৃষ্ণধ্যানপরোঽভবৎ।
পশ্চিমে ভারতে বর্ষে দশাব্দং কৃতবান্ পদং॥
নারায়ণস্য কৃপয়া বিম্বক্সেনঃ সুতোঽভবৎ॥" (প্রতিসর্গপর্ব্ব)

কলির সহস্র বৎসর উপস্থিত হইলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাবর্ত্তে কশ্যপ মুনিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ কশ্যপ দেবশক্তি আর্য্যাবর্ত্তে আহ্লাদের সহিত কর গ্রহণ এবং দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়া মিশ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেস্থানে মিশ্রদেশোদ্ভব ম্লেচ্ছদিগকে নিজের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার নিজের দেশে আগমনপূর্ব্বক তথায় বহু শিষ্য করিয়া বিশাল সপ্তপুরী প্রাপ্ত হইলে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থলে বাসস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর আপন পুত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপোধন শুক্লকে ডাকিয়া তপস্যার নিমিত্ত রৈবতপর্ব্বতের শৃঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং অপর নয় পুত্র ও শিষ্যগণকে মনুর সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এদিকে শুক্লও রৈবতপর্ব্বতে যাইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জগতের পালনকর্ত্তা বাসুদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া হস্তে সেই বিপ্রকে গ্রহণ করিয়া সমুদ্রপারে গমন করিলেন। দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইলে সেই ব্রাহ্মণ শুক্লকে দিব্যশোভাসমন্বিত দ্বারকাপুরী দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর শুক্ল অপর তিন বন্ধুর সহিত বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া অগ্নিদ্বার দিয়া অর্ব্বুদপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সে স্থানে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে পশ্চিম ভারতে দশবৎসর যাপন করিলেন, এবং তথায় তাঁহার নারায়ণের অনুগ্রহে বিম্বক্সেন নামক পুত্র হইয়াছিল।

ভবিষ্যপুরাণের* উদ্ধৃত বচন-অনুসারে আনর্ত্ত বা বর্ত্তমান গুজরাট্ প্রদেশেই শুক্লবংশের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। রৈবতাচল বা গিরণারশৈলে প্রথম অধিষ্ঠান, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দ্বারকা হইতেই তাঁহাদের আধিপত্যলাভ। রাজপুতনার সোলঙ্কিদিগের মধ্যেও বংশপরম্পরায় এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে সুরাষ্ট্র বা গুজরাট্ই তাঁহাদের আদিস্থান।

* ভবিষ্যপুরাণ নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা বুঝি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উক্তি, বাস্তবিক তাহা নহে। বোম্বাই হইতে নাগরাক্ষরে প্রকাশিত বৃহৎভবিষ্যপুরাণের আদ্যংশ 'ব্রাহ্মপর্ব্ব' ভিন্ন অপর সকল অংশই সুপ্রাচীন নহে। বিশেষতঃ প্রতিসর্গপর্ব্বে রাজপুতসমাজের নিতান্ত আধুনিক ইতিহাস [illegible] হয়। টড সাহেবের পূর্ব্বেই ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গপর্ব্ব রচিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার [illegible] বুঝা যায়। তবে টড্ সাহেবের মত প্রতিসর্গপর্ব্বরচয়িতাও যে সুপ্রাচীন ভাট ও চারণদিগের গাথা অবলম্বন করিয়া অগ্নিকুলের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণদেশ আক্রমণ করেন।১ বিহ্লণের উক্ত বর্ণনানুসারে জানা যায় যে চুলুক হইতে চালুক্য নাম হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম শিলালিপিবর্ণিত চল্ক্য, চলিক্য ইত্যাদি পাঠ দেখিলে বিহ্লণের বর্ণনা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীনতম চালুক্যশাসনে ব্রহ্মার চুলুক হইতে চালুক্যের উৎপত্তির কথা বর্ণিত নাই।

২, কোন কোন চালুক্যঅনুশাসন-পত্রে চালুক্য-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণন উপলক্ষে কল্পিত পুরাণাখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যচালুক্যদিগের কোন কোন তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, চালুক্যরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ও তাঁহাদের ৬০ পুরুষ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজগণের মধ্যে শেষ রাজার নাম বিজয়াদিত্য। তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, কিন্তু এখানে দুর্দ্দৈবক্রমে ত্রিলোচন-পল্লবের হস্তে নিহত হন। তাঁহার মহিষী তখন গর্ভবতী ছিলেন, তিনি কুলপুরোহিত বিষ্ণুভট্ট সোমযাজী ও সখীগণের সহিত

"সন্ধ্যাসমাধৌ ভগবান্ স্থিতোঽথ শক্রেণ বদ্ধাঞ্জলিনা প্রণম্য।
বিজ্ঞাপিতঃ শেখরপারিজাতদ্বিরেফনাদদ্বিগুণৈর্ব্বচোভিঃ ॥ ৩৯ ॥...
নিবেদিতশ্চারজনেন নাথ তথা ক্ষিতৌ সংপ্রতি বিপ্লবো মে।
মন্যে যথা যজ্ঞবিভাগভোগঃ স্বর্ত্তব্যতামেষ্যতি নির্জ্জরাণাম্ ॥ ৪৪ ॥
ধর্ম্মদ্রুহামত্র নিবারণায় কার্য্যস্ত্বয়া কশ্চিদবার্য্যবীর্য্যঃ।
রবেরিবাংশুপ্রসরেণ যস্য বংশেন সুস্থাঃ ককুভঃ ক্রিয়ন্তে ॥ ৪৫ ॥
পুরন্দরেণ প্রতিপাদ্যমানমেবং সমাকর্ণ্য বচো বিরিঞ্চিঃ।
সন্ধ্যাম্বুপূর্ণে চুলুকে মুমোচ ধ্যানানুবিদ্ধানি বিলোচনানি ॥ ৪৬ ॥...
হিমাচলস্যৈব কৃতঃ শিলাভিরুদারজাম্বূনদচারুদেহঃ।
অথাবিরাসীৎ সুভটস্ত্রিলোকত্রাণপ্রবীণশ্চুলুকাদ্বিধাতুঃ ॥ ৫৫ ॥
ক্রমেণ তস্মাদুদিয়ায় বংশঃ পুরারেঃ পদাদ্গাঙ্গ ইব প্রবাহঃ ॥ ৫৭ ॥
বিপক্ষবীরাদ্ভুতকীর্ত্তিহারী হারীত ইত্যাদিপুমান্ স যত্র।
মানব্যনামা চ বভূব মানী মানব্যয়ং যঃ কৃতবানরীণাম্ ॥ ৫৮ ॥
প্রসাধ্য তং রাবণমধ্যুবাস যাং মৈথিলীশঃ কুলরাজধানীম্।
তে ক্ষত্রিয়াস্তামবদাতকীর্ত্তিং পুরীমযোধ্যাং বিদধুর্নিবাসম্ ॥ ৬৩ ॥
কেচিদ্বিবুধঃ কেঽপি বিজিত্য বিশ্বং বিলাসদীক্ষারসিকাঃ ক্রমেণ।

মুড়িবেমু নামক অগ্রহারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে যথাকালে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতার মুখে পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চলুক্য নামক শৈলে নন্দা, গৌরী, কুমার, নারায়ণ ও মাতৃকাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন। তিনি গঙ্গ ও কাদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, পঞ্চমহাশব্দ, পালিকেতন, প্রতিঢক্কা, বরাহলাঞ্ছন, ময়ূরাসন, মকরতোরণ ও গঙ্গাযমুনাদি চিহ্নে বিভূষিত হইয়া অক্ষুণ্ণপ্রভাবে দক্ষিণাপথ শাসন করিতে থাকেন। এই তাম্রশাসন মতে চলুক্য নামক শৈল হইতে চালুক্য নাম হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেব উক্ত প্রবাদকে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, পুলিকেশিবল্লভ হইতেই চালুক্যবংশ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপূর্ব্বে চালুক্যরাজগণ উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং সম্ভবতঃ গুর্জ্জররাজগণের অধীন ছিলেন।

৩, প্রতীচ্য চালুক্যাধিপ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ১১৩৩ ও ১১৮৩ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে, যিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মার পুত্র অত্রির নেত্র হইতে যে যামিনীনাথ চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন সত্য, ত্যাগ ও শৌর্য্যাদিগুণনিলয় বিপক্ষরাজবংশবিজয়ী শ্রীমান্ চালুক্য-বংশ বিদ্যমান।[২]

এদিকে আবার প্রাচ্য চালুক্যরাজ ১ম রাজরাজের সময়কার (সংবৎ ১০৭৯-১১২০) এক তাম্রশাসনে এইরূপ পরিচয় আছে—

'ভগবান্ পুরুষোত্তমের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে পুত্রপরম্পরায় যথাক্রমে অত্রি, সোম, বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি, পুরু, জনমেজয়, প্রাচীশ, সৈন্যজাতি, হয়পতি, সার্ব্বভৌম, জয়সেন, মহাভৌম, দেশানক, ক্রোধানন, দেবকি, ঋভুক, ঋক্ষক, মতিবর, কাত্যায়ন, নীল, দুষ্মন্ত, ভরত, ভূমন্যু, সুহোত্র, হস্তি, বিরোচন, অজমীল, সংবরণ, সুধন্বা, পরিক্ষিৎ, জনমেজয়, ক্ষেমুক, নরবাহন,

(২) "সমস্তজগৎপ্রসূতের্ভগবতো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্যাত্রেনে ত্রসমুৎপন্নস্য [illegible] লীললাম-ভূতস্য সোমস্যান্বয়ে সত্যত্যাগশৌর্য্যাদিগুণনিলয়ঃ কেবলনিজভুজবিজিনীজব[illegible] ক্ষিতীশ-বংশঃ শ্রীমানস্তি চালুক্যবংশঃ।" (Indian Anti[illegible] 163. তথা Canarese Inscriptions, Vol. I, 415.)

শতানীক, তৎপরে উদয়ন, এই উদয়নের অধস্তন ৫৯ পুরুষ রাজচক্রবর্ত্তিরূপে অযোধ্যাশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় বিক্রমাদিত্য বিজয়পুরের দক্ষিণে আগমন করেন, তাঁহারই বংশধর রাজরাজ।[৩]

৪, উক্ত প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেবের ১০৬৫ শকাব্দে প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি চন্দ্রবংশীয় মানব্যগোত্র ও হারীতবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রতীচ্য চালুক্য ২য় জয়সিংহের তাম্রশাসনে হারীতবংশের এইরূপ পরিচয় আছে—

'ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু, মনুর পুত্র মানব্য, এই মানব্য হইতে মানব্যগোত্র। মানব্যের পুত্র হরিত, তাঁহা হইতে পঞ্চশিখিহারীত জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র চালুক্য হইতেই চালুক্যবংশ।'[৪]

(৩) "ওঁ শ্রীধাম্নঃ পুরুষোত্তমস্য মহতো নারায়ণস্য প্রভো-
র্নাভীপঙ্করুহাদ্বভূব জগতস্স্রষ্টাস্বয়ম্ভূস্ততঃ।
যজ্ঞে মানসসূনুরত্রিরিতি যস্তস্মান্মুনেরত্রিতঃ।
সোমো বংশকরস্সুধাংশুরুদিতঃ শ্রীকণ্ঠচূড়ামণিঃ॥
তস্মাদাসীৎসুধাসূতের্বুধোবুধনুতস্ততঃ।
জাতঃ পুরূরবা নাম চক্রবর্ত্তী সবিক্রমঃ॥

তস্মাদায়ুরায়ুষোনহুষঃ ততো যযাতিশ্চক্রবর্ত্তী বংশকর্ত্তা ততঃ পুরুরিতি চক্রবর্ত্তী ততো জনমেজয়োহশ্বমেধত্রিতয়স্য কর্ত্তা ততঃ প্রাচীশঃ তস্মাৎ সৈন্যজাতিঃ ততো হয়পতিস্ততঃ সার্ব্বভৌমঃ ততো জয়সেনঃ ততো মহাভৌমঃ তস্মাদ্দেশানকঃ। ততঃ ক্রোধাননঃ। ততো দেবকিঃ দেবকের্ঋভুকঃ তস্মাদৃক্ষকঃ। ততো মতীবরস্সত্রযাগযাজী সরস্বতীনদীনাথঃ ততঃ কাত্যায়নঃ কাত্যায়নান্নীলঃ ততো দুষ্মন্তঃ তত আর্য্যা—গঙ্গাযমুনাতীরে যদবিচ্ছিন্না-ন্নিধায় যূপান্ ক্রমশঃ। কৃত্বা তথাশ্বমেধন্নাম মহাকর্ম্ম ভরত ইতি যোলভত॥ ততো ভরতাদ্ভু-মন্যুঃ তস্মাৎ সুহোত্র ততো হস্তী। ততো বিরোচনঃ তস্মাদজমীলঃ ততঃ সংবরণ তস্য চ তপন-সুতায়াস্তপত্যাশ্চ সুধন্বা। ততঃ পরিক্ষিত্। ততো ভীমসেনঃ। ততঃ প্রদীপনঃ তস্মাচ্ছান্তনুঃ ততো বিচিত্রবীর্য্যঃ। ততঃ পাণ্ডুরাজঃ ততঃ আর্য্যা। পুত্রাস্তস্য চ ধর্ম্মজভীমার্জ্জুননকুল-সহদেবাঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়বৎ পঞ্চসুতাঃ..........ততোহর্জ্জুনাদভিমন্যুঃ ততঃ পরিক্ষিত্ ততো জনমেজয়ঃ ততঃ ক্ষেমুকঃ ততোনরবাহনঃ ততঃ শতানীকঃ তস্মাদুদয়নঃ। ততঃ পরং তৎ-প্রভৃতিষবচ্ছিন্নসন্তানেষযোধ্যাসিংহাসনাসীনেষ্বেকোনষষ্টিচক্রবর্ত্তিষু তদ্বংশ্যোবিজয়াদিত্যো নাম রাজা বিজগীষয়া দক্ষিণাপথং গত্বা॥" (Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 50-55)

(৪) "জয়তি জগতি নিত্যং সোমবংশোমহীভৃৎ
শিরসি নিহিতপাদঃ সংশ্রয়ঃ কীর্ত্তিবল্ল্যাঃ।

৫, লাটদেশাধিপ চৌলুক্য ত্রিলোচনপালের ৭৯২ শকে প্রদত্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'দৈত্য উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া চিন্তারূপ মন্দরাচল-মথনে ব্রহ্মার চুলুকরূপ সমুদ্র হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, কি আজ্ঞা হয়? ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে চৌলুক্য! তুমি কান্যকুব্জের রাষ্ট্রকূটনৃপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কর। তাঁহার গর্ভে তোমার ১৩ পুত্র হইবে; এই প্রকারে পৃথিবীতে চৌলুক্যবংশ বিস্তৃত হইবে।'[৫]

৬, বিল্‌হারী হইতে আবিষ্কৃত হৈহয়রাজ যুবরাজদেবের লিপিতে লিখিত আছে—'ভরদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দ্রুপদরাজার নিকট অবমানিত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিবার জন্য নিজ চুলুক হইতে জল গ্রহণ করিলে তাহা হইতে বিজয়মূর্ত্তিরূপ এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহা হইতেই চৌলুক্যবংশবিস্তার হইয়াছে।'[৬]

উদ্ধৃত নানা মুনির নানা মত হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে চালুক্য

জলধিবলয়িতোর্ব্বীচক্রবালালবালাৎ
রিপুনৃপরুধিরাদ্যোরুক্ষিতাদুদ্‌গতায়াঃ ॥
স্বস্তি শ্রীমতাং সকলভুবনসংস্তূয়মানমানব্যসগোত্রাণাং
হারীতিপুত্রাণাং চালুক্যানাং কুলমলঙ্করিষ্ণোঃ।"
(Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 56.)

(৫) "কদাচিৎদৈত্যস্বেদোত্থচিন্তামন্দরমন্থনাৎ।
বিরিঞ্চেশ্চুলুকাম্ভোধে রাজরত্নং পুমানভূৎ ॥
দেব কিং করবাণীতি নত্বা প্রাহ তমেব সঃ।
সমাদিষ্টার্থসংসিদ্ধৌ তুষ্টঃ স্রষ্টাব্রবীচ্চ তং ॥
কন্যাকুব্জে মহারাজ রাষ্ট্রকূটস্য কন্যকাং।
লব্ধ্বা সুখায় তস্যাং ত্বং চৌলুক্যাপ্নুহি সন্ততিম্ ॥
ইত্থমত্র ভবেৎ ক্ষত্রসন্ততির্ব্বিততা কিল।
চৌলুক্যাৎ প্রথিতা নদ্যাঃ স্রোতাংসীব মহীধরাৎ ॥"
(Indian Antiquary, Vol. XII. p. 201)

(৬) "ভরদ্বাজো নাম চ্যুতকলুষদোষঃ সমভবৎ।
য একঃ সর্ব্বেষামুপশমধনানামধিপতিঃ ॥
তদীয়াত্তেজস্তঃ কৃতকলসবাসাদভবৎ।
স বৈ ভারদ্বাজস্ত্রিভুবনচমৎকারিচরিতঃ ॥

বা চৌলুকিক বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ কবিগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কোন প্রাচীন পুরাণ বা রাজপুতসমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত প্রবাদের অনুরূপ নহে। ঐরূপস্থলে চালুক্যবংশের ঐ সকল আদি-পরিচয় কল্পনা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ?

চিতোরের সীসোদীয়কুলসম্ভূত মহারাণাবংশ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচিত এবং তদনুসারে কল্পিত বংশলতা প্রস্তুত হইলেও তাঁহারা যেরূপ আদিতে নাগর-ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-কবিগণের হস্তে চালুক্য বা শুল্কবংশের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া আদি পরিচায়ক কল্পিত বংশলতা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

'শুল্ক' বা 'শুল্কীক' শব্দই চালুক্য বা চৌলুক্যবংশের আদিবংশাখ্যা বলিয়া মনে করি। তালচের হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে প্রদত্ত শুল্কীক-বংশের তাম্রশাসন হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। * হিন্দুরাজগণের সময়ে যে সকল রাজপুরুষের হস্তে শুল্কাদায়-কার্য্য ন্যস্ত ছিল, তাহাদের অধ্যক্ষ শুল্কীক বা শৌল্কিক নামে খ্যাত ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বৈশ্যবর্ণই কেবল এই পদলাভে অধিকারী।† প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও সোমঙ্কীদিগের কুলপরিচয় হইতে আমরা পাইতেছি যে, এক সময়ে আনর্ত্ত বা সুরাষ্ট্র অঞ্চলে চৌলুক্যগণ অতি প্রবল ছিলেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। আলেকসান্দরের সমসাময়িক ও তৎ-পরবর্ত্তী গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের বিবরণী পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য ঐ প্রদেশ সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। খৃঃ পূর্ব্ব নবম শতাব্দে সলোমনের সময়েও Ophir বা প্রাচীন আভীরপ্রদেশের সহিত

অথাক্ষেপাত্তেন দ্রুপদবিপদর্থো দ্রুতধিয়া
যদাত্তং শাপাম্ভস্তরলিতকরাবদ্ধচুলুকম্।
পুমানাসীত্তস্মিন্ বিজয় ইব সাক্ষাদনু চ তং
কুলং চৌলুক্যানাং অনণুগুণসীম প্রববৃতে ॥"

(Eprigraphia Indica, Vol. I. p. 257)

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† ৮৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মূল শ্লোক ও বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইজিপ্ট ও বাবিলনের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, তাহা বাইবেলের আদিপুস্তক হইতেই জানিতে পারা যায়। সুদূর অতীতকাল হইতেই যে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত Barygaza বর্ত্তমান 'ভরোচ' পাশ্চাত্য জগতের সহিত বাণিজ্যসংস্রবের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত প্রদেশের বিপুল বাণিজ্য-পণ্যের শুল্ক আদায় করিবার জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক 'শৌল্কিক' বা শুল্কাধ্যক্ষ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারীর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান যথেষ্ট ছিল। সমস্ত বণিক্‌সমাজ এক প্রকার এই শুল্কাধ্যক্ষ শৌল্কিকগণের মুষ্টিগত ছিল। ইঁহাদের উপর কি কি কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল, রাজকীয় কোন্ কোন্ বিষয়ে ইঁহারা অধিকারী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণহস্ত ও প্রতিপালক চাণক্যরচিত 'অর্থশাস্ত্র' হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সকল কার্য্যই বংশানুক্রমিক বা জাতিগত ছিল। বৈশ্যজাতিই একমাত্র 'শুল্কাধ্যক্ষ' বা 'শৌল্কিক' পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, হিন্দুরাজত্বকালে অপর কোন বর্ণ এই উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উক্ত শুল্কগ্রাহী বৈশ্যবর্ণই বংশানুক্রমিক কর্ম্মানুসারে অতি পূর্ব্বকালে শুল্কাধ্যক্ষ বা শুল্ক, 'শলুকী', 'শুল্কিক' বা 'শৌল্কিক' এই জাতীয় আখ্যালাভ করেন। 'শুল্ক' শব্দ গুজরাতের চলিত ভাষায় 'শুলক' এবং মহারাষ্ট্রের সাধারণ ভাষায় 'চুলুক' নামে পরিণত হয়। ৫ম হইতে ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে চালুক্য বা চৌলুক্য নামে এবং খৃষ্টীয় ১০ম হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত গুজরাট, মধ্য-প্রদেশ ও উৎকলে শুলুকিক ও শুল্কীক নামেও পরিচিত ছিলেন। এই চৌলুক্য বা শুল্কিক জাতিই পরে শলুক (শুল্ক), শৌলুক্য, শুলুক, শোলাকি ও শোলাঙ্কি নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শৌল্কিক জাতির অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমরা রৈবতাচল (বর্ত্তমান গির্‌নার) হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে উৎকীর্ণ শকাধিপ রুদ্রদামের অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাঁহার শ্যালক "বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত" মৌর্য্যাধিপের প্রতিনিধিস্বরূপ সৌরাষ্ট্রপ্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। এখানকার বৈশ্যসমাজ তৎপূর্ব্বে প্রধানতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ শাসনকর্ত্তৃত্বলাভের পর হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে রাজ্যশাসনলাভাশা বলবতী হইয়া উঠে। ১ম মৌর্য্যসম্রাট আত্মীয়তাসূত্রে বৈশ্য

তাঁহাদের অভ্যুদয়ের অনুকূল ছিলেন, কিন্তু মৌর্য্য, অশোকবর্দ্ধন যখন বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ ও 'ক্ষত্রিয় * বলিয়া স্বয়ং পরিচিত হইতেছিলেন, তৎকালে তিনি যবন জাতীয় তুষাস্পনামক আপনার এক শ্যালককে এখানে নিজ প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈশ্যসমাজের অভ্যুদয়মার্গ কণ্টকিত করিয়াছিলেন। † মৌর্য্যবংশের অবসানে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রভৃত্য বা সাতবাহনবংশ ও পল্লববংশ প্রবল হইলেন, তাঁহাদের উদীয়মান প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া এখানকার বৈশ্য-সমাজ রাজ্যশাসনাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বরং তাঁহারা এ সময়ে ধনবল বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বৈশ্যসমাজের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া প্রথমে 'যবন' এবং তৎপরে শকক্ষত্রপগণ ধীরে ধীরে শৌল্কিকগণের লীলাস্থলী সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। শৌল্কিকগণ মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের প্রারম্ভে মগধে বৈশ্য গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম-ভারত হইতে শকশক্তি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত ভারতে গুপ্তাধিপত্য বিস্তারের সহিত বৈশ্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বৈশ্য শৌল্কিকবংশ ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া মহারাষ্ট্রে আধিপত্য স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। ‡ স্কন্দগুপ্তের সময় যখন পুষ্যমিত্র ও হূণগণের প্রবল আক্রমণে আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্তসাম্রাজ্য হতশ্রী হইতেছিল, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে অযোধ্যা-অঞ্চলে গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই অযোধ্যা লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন প্রাচীন চালুক্যশাসনে অযোধ্যা হইতে এই বংশের আগমন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

কিরূপে দাক্ষিণাত্য চালুক্যবংশ বিস্তৃত হইল, এ সম্বন্ধে সার ওয়াল্টর ইলিয়ট সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

* অশোকাবদান দ্রষ্টব্য।

† Archæological Survey of Western India, Vol. II. p. 128 and Indian Antiquary, Vol. VII. p. 257.

‡ অশোকের সময় হইতে 'শুল্ক' বংশের অভ্যুদয় 'অগ্নিকুলপ্রসঙ্গে' তাহা বিবৃত হইয়াছে। আনর্ত্তে বা সৌরাষ্ট্রেই 'শুল্ক'গণ প্রথম আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহা অগ্নিকুলের উৎপত্তিপ্রবাদ ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণ পাঠ করিলে জানা যায়।

'চালুক্য রাজগণের দাক্ষিণাত্যে শাসনবিস্তারের পূর্ব্বে পল্লবরাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রিলোচন পল্লবের রাজ্যকালে জয়সিংহ অপর নাম বিজয়াদিত্য নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মহিষী বিষ্ণু সোমযাজীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় রাজসিংহ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার অপর নাম রণরাগ বা বিষ্ণুবর্দ্ধন।'' কিন্তু যেবূরের শিলালিপি ও মীরজ হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে রাজা জয়সিংহবল্লভ রাষ্ট্রকূটাধিপ অষ্টশত নিষাদীপতি কৃষ্ণপুত্র ইন্দ্র ও পঞ্চশত নৃপতিকে নষ্ট করিয়া 'চালুক্যকুলবল্লভরাজলক্ষ্মী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১] রণরাগও পিতৃ-পদবীর অনুশরণ করিয়া পল্লবগণের সহিত বিবাদ বাঁধাইলেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন এবং পল্লবরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম (১ম) পুলিকেশী।

প্রতীচ্য চালুক্য-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১ম পুলিকেশীর রাজ্যকালে উৎকীর্ণ লিপিদৃষ্টে জানা যায় যে পূর্ব্বে চালুক্য-রাজগণের ইন্দুকান্তি নগরীতে রাজধানী ছিল, তৎপরে পুলিকেশী (১ম) বাতাপি-নগরী জয় করিয়া এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] বাতাপিনগরের বর্ত্তমান নাম বাদামি। সম্ভবতঃ এই স্থান পল্লবরাজগণের অধিকারে ছিল, পুলিকেশী পল্লবরাজকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। বীরবর পুলিকেশিবল্লভ ৪১১ শকে (৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিচয়ন, বাজপেয়, বহুসুবর্ণ ও পৌণ্ডরীক নামক যজ্ঞ করেন।[৩]

যেবূরের সোমেশ্বর-মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলকে লিখিত আছে যে, তিনি

(১) "যো রাষ্ট্রকূটকুলমিন্দ্র ইতি প্রসিদ্ধং কৃষ্ণাহ্বয়স্য সুতমষ্টশতেভসৈন্যং।
নির্জ্জিত্য দগ্ধনৃপপঞ্চশতো বভার ভূয়শ্চলুক্যবল্লভরাজলক্ষ্মীং॥"

(Indian Antiquary, Vol. VIII. p. 12.)

(২) "তস্যাভবত্তনুজপোলেকেশী যঃ শ্রিতেন্দুকান্তিরপি।
শ্রীবল্লভোপ্যযাসীদ্বাতাপিপুরীবধূবরতাম্॥"

(Epigraphia Indica, Vol. VI. p. 4.)

(৩) "তস্য সদৃশগুণস্য নৃপতেঃ প্রিয়তনুজস্সত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভরণবিক্রমাঙ্কনৃপঃ অগ্নিষ্টোমাগ্নিচয়নবাজপেয়বহুসুবর্ণপৌণ্ডরীকাশ্বমেধাবভৃথস্নানপুণ্যপবিত্রীকৃতশরীরঃ।"

(Indian Antiquary, Vol. XIX. p. 17.)

অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে ঋত্বিকৃগণকে দুই সহস্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৪] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে শবরস্বামিপ্রমুখ দাক্ষিণাত্যের বৈদিক মীমাংসকগণ বৈদিকপ্রভাব রক্ষার্থ পুনরায় ক্ষত্রিয়প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এক্ষণে নানা যজ্ঞকারী ঋত্বিক্প্রতিষ্ঠাতা চালুক্য নৃপতিকে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পুলিকেশীর পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা, ইনি নল, মৌর্য্য ও প্রসিদ্ধ কাদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।[৫] তাঁহার মহাকূটলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে তিনি বহুসুবর্ণ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বট্টুর, মগধ, মদ্রক, কেরল, গঙ্গ, মুষক, পাণ্ড্য, দ্রমিল, চোলিয়, আলুক ও বৈজয়ন্তী বিজয় করিয়াছিলেন।[৬]

কীর্ত্তিবর্ম্মার পর তাঁহার কনিষ্ঠ মঙ্গলীশ ৪৮৮শকে রাজপদ প্রাপ্ত হন। বাদামির গুহামন্দির-মধ্যস্থ বরাহমূর্ত্তির পার্শ্বে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বর্ণিত আছে যে, ইনি বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। ইঁহার রাজত্বের ১২শ বর্ষে ৫০০ শকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি রেবাতট, মাতঙ্গ, কলচুরি ও কোঙ্কণের কিয়দংশ এবং শঙ্করগণের পুত্র বুদ্ধকেও পরাজয় করেন।[৭]

"মানবপুরাণরামায়ণভারতেতিহাসকুশলঃ নীতৌ বৃহস্পতিসমঃ অগ্নিষ্টোমবাজপেয়-পৌণ্ডরীকবহুসুবর্ণাশ্বমেধাবভৃথস্নানপবিত্রীকৃতশরীরঃ স্বগুণৈর্ল্লোকবল্লভো বল্লভঃ।" (Ind. Ant. VII. p. 161.)

(৪) "বয়মপি পুলিকেশীক্ষ্মাপতিং বর্ণয়ন্তঃ পুলককলিতদেহাঃ পশ্যতাত্মাপি সন্তঃ।
সহি তুরগগজেন্দ্রো গ্রামসারং সহস্রদ্বয়পরিমিতমৃত্বিক্সাচ্চকারাশ্বমেধে॥" (Ind. Ant. VIII. p. 13.)

(৫) "নলমৌর্য্যকদম্বকালরাত্রিস্তনয়স্তস্য বভূব কীর্ত্তিবর্ম্মা।
পরদারনিবৃত্তচিত্তবৃত্তেরপি ধীরস্য রিপুশ্রিয়ানুকৃষ্টা॥
রণপরাক্রমলব্ধজয়শ্রিয়া সপদি যেন বিরুগ্নমশেষতঃ।
নৃপতিগন্ধগজেন মহৌজসা পৃথুকদম্বকদম্বকদম্বকং॥" (Epig. Ind. Vol. VI. p. 4-5)

(৬) "জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণসমুদয়োদিত-পুরুরণপরাক্রমার্ক্কপ্রিয়ঃ সবাহুবলপরাক্রমোপার্জ্জিত-রাজ্যসংপন্নঃ……বহুসুবর্ণাগ্নিষ্টোমাবভৃথস্নানপুণ্যপবিত্রীকৃতশরীরঃ বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গবট্টুরমগধমদ্রক-কেরলগঙ্গমূষকপাণ্ড্যদ্রমিলচোলিয়ালুকবৈজয়ন্ত প্রভৃত্যনেক-পরনৃপতিসমূহাবমর্দ্দলব্ধবিজয়ে দিব-মধিরূঢ়ে।" (Ind. Ant. XIX. p. 17)

(৭) "তস্মিন্ সুরেশ্বরবিভূতিগতাভিলাষে রাজাভবত্তদনুজঃ কিল মঙ্গলেশঃ।
যঃ পূর্ব্বপশ্চিমসমুদ্রতটোষিতাশ্বঃ সেনারজঃপটবিনির্ম্মিতদিগ্বিতানঃ॥

কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্রগণ সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় মঙ্গলীশ রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রেবতীদ্বীপ আক্রমণ ও কলচুরিদিগকে পরাভব করেন।[৮] পরে জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্র সত্যাশ্রয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারই হস্তে তিনি রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।[৯]

সত্যাশ্রয়ের অপর নাম পুলিকেশী (২য়)। ইঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি চালুক্যবংশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি ৫৩১ শকে রাজ্যারোহণ করেন। ঐহোলের মেগুটি-মন্দিরে উৎকীর্ণ ৫৩৪ শকের শিলালিপিতে লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ সত্যাশ্রয় কোশল, মালব, গুজ্জর, মহারাষ্ট্র, লাট, কোঙ্কণ ও কাঞ্চী জয় করেন, তিনি মৌর্য্য, পল্লব, চোল, কেরল প্রভৃতি নৃপতিবর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন। যে রাজাধিরাজ হর্ষের পাদপদ্মে শত শত নৃপতিবর্গ অবনতমস্তকে থাকিতেন, সেই মহাপরাক্রান্ত হর্ষরাজও সত্যাশ্রয়ের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।[১০] সত্যাশ্রয় পণ্ডিতমণ্ডলীকেও বিশেষ সমাদর করিতেন। কালিদাস ও ভারবি সদৃশ কীর্ত্তিমান্ (জৈনপণ্ডিত) রবিকীর্ত্তি তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন।[১১] এ ছাড়া তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দকে পরাজয় করিয়াও

স্ফুরন্ময়ূখৈরসিদীপিকাশতৈর্ব্যুদস্য মাতঙ্গতমিস্রসঞ্চয়ম্।
অবাপ্তবান্যো রণরঙ্গমন্দিরে কটচ্চুরিশ্রীললনাপরিগ্রহম্॥
পুনরপি চ জিঘৃক্ষোঃ সৈন্যমাক্রান্তসালং রুচিরবহুপতাকং রেবতীদ্বীপমাশু।
সপদি মহদুদন্বত্তোয়সংক্রান্তবিম্বং বরুণবলমিবাভূদাগতং যস্য বাচা॥"

(Epig. Ind. VI. p. 5)

(৮) "তেন রাজ্ঞা শঙ্করগণপুত্রং গজতুরঙ্গপদাতিকোশবলসম্পন্নং বুদ্ধরাজং বিদ্রাব্য চলিক্যবংশসম্ভবম্ অষ্টাদশসমরবিজয়িনং স্বামিরাজং চ হত্বা।" (Ind, Ant. VII. p. 161.)

(৯) "তস্যাগ্রজস্য তনয়ে নহুষানুভাবে লক্ষ্যাকিলাভিলষিতে পুলিকেশিনাম্নি।
সাসূয়মাত্মনি ভবন্তমতঃ পিতৃব্যং জ্ঞাত্বাপরুদ্ধচরিতব্যবসায়বুদ্ধৌ॥
স যদুপচিতমন্ত্রোৎসাহশক্তি-প্রয়োগ-ক্ষপিতবলবিশেষো মঙ্গলেশঃ সমন্তাৎ।
স্বতনয়গতরাজ্যারম্ভযত্নেন সার্দ্ধং নিজমতনু চ রাজ্যঞ্জীবিতঞ্চোজ্ঝতি স্ম॥"

(Epig. Ind. Vol. 17. p. 5.)

(১০) "সমরসংসক্তসকলোত্তরাপথেশ্বরশ্রীহর্ষবর্দ্ধনপরাজয়োপলব্ধপরমেশ্বরাপরনামধেয়স্য সত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরভট্টারকস্য।" (Ind. Ant. VII. 163-64)

(১১) "যেনাযোজি নবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ।"

(Ind. And. V. p. 70.)

মহাযশোলাভ করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং তাঁহার রাজ্যসমৃদ্ধির ও তথাকার রীতিনীতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পারস্যরাজ ২য় খুস্‌রোর সহিত তাঁহার উপঢৌকন আদান-প্রদান ও পত্রবিনিময় হইয়াছিল।[১২] ৫৫৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পারস্যপতি ২য় খুস্‌রো তাঁহার সভায় বহু উপঢৌকনসহ রাজদূত পাঠাইয়া উভয় রাজ্যমধ্যে যে প্রীতি ও বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাঁহার সভাস্থ সেই রাজদৌত্যচিত্র অজণ্টার গুহামন্দিরে অদ্যাপি চিত্রিত রহিয়াছে। কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রয়োদশ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পর্ব্বতগুহার পাষাণগাত্রে অপূর্ব্বকলাকৌশলে চিরোজ্জ্বল নানাবর্ণে রঞ্জিত মূর্ত্তিমান্ হিন্দুরাজসভার কি মনোরম সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কেবল ভারত বলিয়া নহে, এরূপ প্রাচীন মনোহর সুরঞ্জিত চিত্র তৎকালীন সভ্যজগতের নিদর্শন আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ! সুদক্ষ পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পিগণ সত্যাশ্রয় পুলিকেশীর সেই অসামান্য ও অদ্বিতীয় কীর্ত্তিনিদর্শন অজণ্টার গুহামন্দির অবলোকন করিয়া কি বলিয়া যে সুখ্যাতি করিবেন, ভাষায় সে শব্দ খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহারা সকলে প্রাণ খুলিয়া কেবল ধন্য ধন্য করিয়া গিয়াছেন।[১৩] অজণ্টার সুরঞ্জিত গুহামন্দির পরিদর্শন করিলে সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে উক্ত দাক্ষিণাত্য নৃপতি কেবল যে একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন তাহা নহে, কেবল তিনি পিতৃপথানুসরণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে শাসনদান করিয়া আপনার ব্রহ্মণ্যধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; এবং কালিদাস ও ভারবিসদৃশ জৈন মহাকবি রবিকীর্ত্তিকে নিজ সভায় সম্মানিত করিয়া কেবল যে কাব্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, অজণ্টার গুহামন্দিরে ভারতের অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের চিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অসাধারণ চিত্রশিল্পানুরাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! আর সভ্য জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন ভারতীয় চিত্রশিল্পী আতপবর্ষাক্লিস্ট প্রাকৃতিক পাষাণোপরি যেরূপ অপ্রাকৃত মানবের ন্যায় প্রকৃত জীবন্তচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন, সহস্র সহস্র বর্ষে রৌদ্র ও প্রবল বর্ষায় সহজে তাহার অঙ্গহানি করিতে পারে না। আর এখন আমরা বুঝিতেছি যে আজ ভারতবাসী উন্নত সুসভ্য

(১২) Journal of the Royal Asiatic Society, (N.S.) Vol. XI. p. 165.

(১৩) The Paintings of Ajanta by John Griffith, এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দর্শন করিলে সেই অপূর্ব্ব চিত্রকলার অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ও সুকর্ম্মা বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিলেও সেই প্রাচীনতন সভ্যতা হইতে কতদূরে এখনও পশ্চাদ্‌পদ্‌ রহিয়াছেন—তাঁহাদের অতি বৃদ্ধতন পূর্ব্বপুরুষগণ যে অনুপম চিত্রকলার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতে তাহা কবিকল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের সকল নৃপতিই পুলিকেশীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষা-কটাক্ষ করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহার পূর্ব্বোদ্যম ও সাহস কমিয়া আসিয়াছে, সেই সময় পল্লবপতি নরসিংহবর্ম্মা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন।[১৪] পরে তাঁহার মৃত্যুর পর কাঞ্চীর পল্লবরাজ চোল, পাণ্ড্য ও কেরলরাজের সহিত মিলিত হইয়া চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করিলেন। এ সময়ে সত্যাশ্রয়ের পুত্র সম্ভবতঃ চন্দ্রাদিত্য অথবা আদিত্যবর্ম্মা কোঙ্কণ ব্যতীত আর সমস্ত জনপদই হারাইয়া ছিলেন। অনুজ বিক্রমাদিত্য বীর্য্যপ্রভাবে পল্লবরাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া কতক পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পল্লবগণের হস্তে চালুক্য-রাজ নিগৃহীত হন। পরে বিক্রমাদিত্য যথেষ্ট দলবল সংগ্রহ করিয়া পল্লব-রাজধানী কাঞ্চীপুর আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। দেবশক্তি প্রভৃতি পরাক্রান্ত সেন্দ্রকরাজগণ তাঁহার মহাসামন্ত ছিলেন। যেবূরের শিলাফলক অনু-সারে ২য় পুলিকেশী বা সত্যাশ্রয়ের পুত্রের নাম নড়মরি, বোধ হয় তাঁহারই অপর নাম চন্দ্রাদিত্য। এই শিলাফলকের মতে নড়মরির পুত্রের নাম আদিত্যবর্ম্মা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ফ্লিটসাহেব নড়মরি ও আদিত্যবর্ম্মা এই দুই নামই কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহার মতে পূর্ব্বতন শিলালিপিতে ঐ দুই নাম দৃষ্ট হয় না। বিক্রমাদিত্যের খোদিত লিপি-পাঠে বোধ হয় যে, তিনিই পুলিকেশী সত্যা-শ্রয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন চালুক্যরাজের নাম থাকিত। কিন্তু মহাত্মা ফ্লিটের এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়-মহা-দেবীর তাম্রশাসনে পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের পুত্র বিজয়মহাদেবীর স্বামী চন্দ্রাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঐ তাম্রশাসনে বিক্রমাদিত্যের নামও আছে। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, চন্দ্রাদিত্যের অল্পকাল রাজ্যভোগের

(১৪) "পল্লবপতিপরাজয়ানন্তরপরিগৃহীতকাঞ্চীপুরস্য প্রভাবকুলিশদলিতচোলপাণ্ড্য-কেরলধরণীধরত্রয়মানমানশৃঙ্গস্য।" (Ind. Ant. XIX. 150)

পর তাঁহার মৃত্যু হইলে অনুজ আদিত্যবর্ম্মা অল্প বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।[১৫] তৎকালে মহিষী বিজয়-মহাদেবী তাঁহার অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, কিছুকাল পরে আদিত্যবর্ম্মার মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাদিত্য পল্লবদিগের হস্তে উত্যক্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বিক্রমাদিত্যের শাসনাদিতে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালীন শকচিহ্নিত কোন লিপিই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দুই একখানি যাহাও পাওয়া গিয়াছে, তাহাও কৃত্রিম, তবে তৎপুত্র বিনয়াদিত্যের সময়কার শকচিহ্নিত, খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ৬০১ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

যেবুরের শিলাফলকমতে—বিক্রমাদিত্যের পুত্রের নাম যুদ্ধমল্ল। ইঁহার নামান্তর বিনয়াদিত্য। ইঁহার ৬১১ গত শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, পল্লবপতি হইতে চালুক্যবংশ নিগৃহীত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলে সেই পল্লবপতিকে বিনয়াদিত্য পিতার আদেশে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বিনয়াদিত্যের অপরাপর তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে, তিনি এক সময়ে প্রবল পরাক্রমে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খেড়া হইতে আবিষ্কৃত ৩৯৪ (চেদি) সম্বদঙ্কিত বিজয়রাজের তাম্রশাসন, নৌসারি হইতে ৪২১ ও সুরাটের ৪৪৪ (চেদি) সম্বদঙ্কিত শিলাদিত্য শ্র্যাশ্রয়ের তাম্রশাসন, বলসার হইতে সংগৃহীত ৬৫৩ শকাঙ্কিত মঙ্গলরাজের তাম্রশাসন এবং নৌসারির৪৯০ সম্বদঙ্কিত পুলিকেশী-বল্লভ-জনাশ্রয়ের তাম্রশাসনপাঠে বোধ হয় যে হর্ষবিজেতা পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের সময় হইতে এই চালুক্যবংশীয় জন কয়েক রাজা গুজরাট্ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের সহিত বিখ্যাত পুলিকেশি সত্যাশ্রয় প্রভৃতিরও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। নাসিক জেলার নির্পণ্ গ্রাম হইতে প্রাপ্ত নাগবর্দ্ধনের তাম্রশাসন ও বিজয়-রাজের তাম্রশাসন এবং পূর্ব্বোক্ত নৌসারি ও বল্সারের

(১৫) "সমরসংসক্তসকলোত্তরাপথেশ্বরশ্রীহর্ষবর্দ্ধনপরাজয়োপলব্ধপরমেশ্বরশব্দালংকৃতস্য সত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য প্রিয়তনয়ঃ স্বভুজবলপরাক্রমাক্রান্তসকলমহীমণ্ডলাধিরাজঃ শ্রীমদাদিত্যবর্ম্মপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ কুশলী।" (Journal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society, Vol. XVI. p. 234)

তাম্রশাসন কয়খানি একত্র করিলে প্রথম বংশাবলীপাঠে বোধ হয়, ২য় পুলিকেশি-বল্লভের সময়ে জয়সিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে অথবা যে কোন প্রকারেই হউক গুর্জ্জররাজের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র বিজয়রাজ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপরে এই বংশের লোপ হয় অথবা বাতাপি বা গুর্জ্জররাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন। বোধ হয়, সেই সময়েই কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজের সহিত মিলিত হইয়া বাতাপি-পুরীর চালুক্যরাজবংশ ধ্বংসের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ শিলাদিত্যশ্র্যাশ্রয়ের অনুশাসন-পত্রে লিখিত আছে যে, ২য় পুলি-কেশির পুত্র বিক্রমাদিত্য ইঁহার পিতা জয়সিংহধরাশ্রয়কে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যসত্যাশ্রয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া আপন কনিষ্ঠ সহোদর জয়সিংহধরাশ্রয়কে গুর্জ্জরের দক্ষিণাংশ অর্পণ করিয়া-ছিলেন। পিতার বর্ত্তমানেই বোধ হয় শিলাদিত্য কালগ্রাসে পতিত হন, সেই জন্য তিনি আর রাজপদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পরে অনুজ বিনয়াদিত্য মঙ্গলরাজ রাজা হন। তাঁহার ৬৫৩ শকাঙ্কিত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে পুলিকেশিবল্লভ জনাশ্রয় ভ্রাতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার ৪৯০ (চেদি) সম্বদঙ্কিত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা এখনও কোন খোদিতলিপি দ্বারা জানা যায় নাই। যে সময়ে উক্ত পিতা ও পুত্রগণ দক্ষিণ গুর্জ্জরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্যযুদ্ধমল্লকে বাতাপির সিংহাসনে দেখিতে পাই।

নানা স্থান হইতে এই বিনয়াদিত্যের তাম্রশাসনাদি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ইনি ৬০২শকে রাজপদ লাভ করেন। ইনিই পিতার আদেশে ত্রৈরাজ্যের পল্লবসেনাদিগকে পরাজয় করিয়া পল্লবরাজধানী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অধি-কার করিয়াছিলেন।[১৬] কলভ্র, কেরল, হৈহয়, বিল, মালব, চোল ও পাণ্ড্যরাজ প্রভৃতিও ইঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি সমস্ত দাক্ষিণাত্যের

(১৬) "পিতুরাজ্ঞয়া বালেন্দুশেখরস্যেব সেনানীর্দৈত্যবলমতিসমুদ্ধতং ত্রৈরাজ্যপল্লববলমবষ্টভ্য সমস্তবিষয়প্রশমনাদ্বিহিত (তনু) মনোমুরঞ্জনঃ অত্যন্তবৎসলত্বাদ্যুধিষ্ঠির ইব শ্রীরামত্বাদ্বাসুদেব ইব নৃপাঙ্কুশত্বাৎ পরশুরাম ইব রাজাশ্রয়ত্বাৎ ভরত ইব বিনয়াদিত্যসত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভমহা-রাজাধিরাজপরমেশ্বরভট্টারকসর্ব্বানেবমাজ্ঞাপয়তি॥" (Ind. Ant. VI. 89.)

রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।[১৭] পারসিক এবং সিংহলাধিপতিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[১৮]

তাঁহার অভাব হইলে তৎপুত্র বিজয়াদিত্য ৬১৮ শক হইতে ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজ্যভোগ করেন। ইঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনপাঠে বোধ হয় ইনিও অনেক স্থান জয় ও অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাবে উত্তরাপথ-পতির পালিধ্বজ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং বৎসরাজ প্রভৃতি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন।[১৯]

তৎপুত্র মহারাজ বিক্রমাদিত্য, ইনি ৬৫৫ হইতে ৬৬৯ শক পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। বোক্কলে গ্রাম হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে— ইনি তিনবার পল্লবরাজধানী আক্রমণ ও নন্দিপোতবর্ম্মাকে বিনাশ করেন। পল্লব-রাজ নরসিংহ পোতবর্ম্মা কাঞ্চীপুরে যে রাজসিংহেশ্বর ও অপরাপর দেবতার যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সেই দেবমণ্ডলীকে সোণা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন।[২০]

তৎপুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা ৬৬৯ শকে রাজ্যারোহণ করেন, তিনিও একবার চালুক্য-

(১৭) "পল্লবকলভ্রকেরলহৈহয়বিলমালবচোলপাণ্ড্যাদ্যাঃ যেনাজুবগঙ্গাদ্যৈর্ম্মৌলৈঃ সমভৃত্যতান্নীতাঃ।" (Ind. Ant. VII. 302.)

(১৮) "করদীকৃতকাবেরপারসীকসিংহলাদিদ্বীপাধিপস্য সকলোত্তরাপথনাথমথনোপার্জ্জিতোর্জ্জিতপালিধ্বজাদিসমস্তপারমৈশ্বর্য্যচিহ্নস্য।" (Ind. Ant. IX. 127.)

(১৯) "শৈশব এবাধিগতাশেষাস্ত্রশস্ত্রো দক্ষিণাশাবিজয়িনি পিতামহে সমুন্মূলিতনিখিলকণ্টকসংহতিরুত্তরাপথবিজিগীষোর্গুরোরগ্রত এবাহবব্যাপারমাচরন্নরাতিগজঘটাপাটনবিশীর্য্যমানকৃপাণধারঃ সমগ্রবিগ্রহাগ্রেসরঃ সৎসাহসরসিকঃ পরাঙ্মুখীকৃতশত্রুমণ্ডলো গঙ্গাযমুনাপালিধ্বজপটঢক্কামহাশব্দচিহ্নমাণিক্যমতঙ্গজাদীন্ পিতৃসাৎ কুর্ব্বন্ পরৈঃ পলায়মানৈরাসাদ্য কথমপি বিধিবশাদপনীতোঽপি প্রতাপাদেব বিষয়প্রকোপমরাজকমুৎসারয়ন্বৎসরাজ ইবানপেক্ষিতাপরসহায়কস্তদেবগ্রহান্নির্গত্য স্বভুজাবষ্টম্ভ প্রসাধিতাশেষবিশ্বম্ভরঃ।" (Ind. And. IX. 127-128)

(২০) "সকলভুবনসাম্রাজ্যলক্ষ্মীস্বয়ম্বরাভিষেকসময়ানন্তরসমুপজাতমহোৎসাহ-আত্মবংশজপূর্ব্বনৃপতিচ্ছায়াপহারিণঃ প্রকৃত্যমিত্রস্য পল্লবস্য সমূলোন্মূলনায় কৃতমতিরতিত্বরয়া তুণ্ডাকবিষয়ং প্রাপ্যাভিমুখাগতন্নন্দিপোতবর্ম্মাভিধানম্পল্লবং রণমুখে সংপ্রহৃত্য প্রপলায্য কটুমুখবাদিত্রসমুদ্রঘোষাভিধানবাদ্যবিশেষৌ খট্বাঙ্গধ্বজং প্রভূতপ্রখ্যাতহস্তিবরান্ মাণিক্যরাশিং হস্তেকৃত্য কাঞ্চীমবিনাশ্য প্রবিশ্য সততপ্রবৃত্তদানানন্দিতদ্বিজদীনানাথজনো নরসিংহপোতবর্ম্মনির্ম্মাপিতশিলাময়রাজসিংহেশ্বরাদিদেবকুলসুবর্ণরাশিপ্রত্যর্পণোপার্জ্জিতোর্জ্জিতপুণ্যঃ অনিবারিতপ্রতাপ প্রসরপ্রতাপিতপাণ্ড্যচোলকেরলকলভ্রপ্রভৃতিরাজন্যকঃ বেলাকূলে দক্ষিণার্ণবে জয়স্তম্ভমতিষ্ঠিপদ্বিক্রমাদিত্যসত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরভট্টারকঃ।"

(Epig. Indica, Vol. V. p. 203-4)

বংশের চিরশত্রু পল্লবরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন।[২১]

মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত কৌথেম হইতে সংগৃহীত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার সময়ে চালুক্যরাজ্যশ্রীর দারুণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাম্রশাসন দ্বারা ৬৭৯ শক পর্য্যন্ত ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার অধিকারকাল দেখিতে পাই। বোধ হয় উঁহারই অনতিপরে রাষ্ট্রকূটাধিপতি দন্তিদুর্গ ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া বিস্তীর্ণ চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।[২২] তৎকালে প্রাচ্য চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে প্রবলপ্রতাপে আধিপত্য করিতে থাকিলেও বাতাপির প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্যবংশ দন্তিদুর্গের প্রভাবে যে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[২৩] দন্তিদুর্গের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরাজও চালুক্যরাজলক্ষ্মী অপহরণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা বাণীগাঁও হইতে আবিষ্কৃত ৩য় গোবিন্দের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়।[২৪-২৫]

পূর্ব্ববর্ণিত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়, পশ্চিম দাক্ষি-

(২১) "বাল্যে সুশিক্ষিতশস্ত্রশাস্ত্রঃ শত্রুষড়্‌বর্গনিগ্রহপরঃ স্বগুণকলাপানন্দিতহৃদয়েন পিত্রা সমারোপিতযৌবরাজ্যঃ স্বকুলবৈরিণঃ কাঞ্চীপতের্নিগ্রহায় মাং প্রেষয় ইত্যাদেশং প্রার্থ্য লব্ধ্বা তদনন্তরমেব কৃতপ্রয়াণঃ সন্নভিমুখমাগত্য প্রকাশযুদ্ধং কর্ত্তুমসমর্থং প্রবিষ্টদুর্গং পল্লবম্ ভগ্নশক্তিং কৃত্বা মত্তমতঙ্গজমাণিক্যসুবর্ণকোটিরাদায় পিত্রে সমর্পিতবান্।" (Epig. Ind. V. p. 204)

(২২) "শ্রীদন্তিদুর্গরাজাখ্যঃ স্বকুলাম্ভোজভাস্করঃ॥
যো বল্লভং সপদি দণ্ডলকেন জিত্বা রাজাধিরাজপরমেশ্বরতামুপৈতি॥
কাঞ্চীশকেরলনরাধিপচোলপাণ্ড্য-শ্রীহর্ষবজ্রটবিভেদবিধানদক্ষং।
কর্ণাটকং বলমনন্তমজেয়রথ্যৈর্ভৃত্যৈঃ কিয়দ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায়॥"
(Ind. Ant. XI. p. 112)

(২৩) "কৃতচালুক্যঘনান্ধকারনাশঃ উদগাদথ দন্তিদুর্গভানুঃ॥"
(Ind. Ant. XII. p. 264.)

(২৪) "যশ্চালুক্যকুলাদনূনবিবুধব্রাতাশ্রয়োবারিধে-
র্লক্ষ্মীমন্দরবৎসলীনমচিরাদাকৃষ্টবান্ বল্লভঃ॥"
(Ind. Ant. XI. p. 157)

(২৫) "যো যুদ্ধকণ্ডূতিগৃহীতমুচ্চৈঃ শৌর্য্যোষ্মসন্দীপিতমাপতন্তং।
মহাবরাহং হরিণীচকার প্রাজ্যপ্রভাবঃ খলু রাজসিংহঃ॥"
(Ind. Ant. XII. p. 159.)

শাত্যের চালুক্যবংশের পুনরায় অভ্যুদয় হইলেও আর ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র বা উত্তরাধিকারী রাজ্যাধিকার পান নাই। তাঁহার পিতৃব্যবংশীয়গণই প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্যের নাম ভীম। তৎপুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা (৩য়), তাঁহার পুত্রের নাম তৈলভূপ। তৈলের পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র ভীমরাজ, তৎপুত্র অয্যণার্য্য, ইনি (রাষ্ট্রকূটাধিপ) কৃষ্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্র বিক্রমাদিত্য (৪র্থ) ভীম হইতে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বোধ হয় অতিসামান্য জনপদে রাজত্ব করিতেন, অথবা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজের মহাসামন্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।[২৬]

অয্যণের পুত্র ৪র্থ বিক্রমাদিত্য হইতেই এই বংশের পুনরভ্যুদয়।

ফ্লিট্ সাহেবের মতে—৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল হইতেই চালুক্যরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। কিন্তু ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন ও যেবুর-শিলাফলকে লিখিত আছে যে (৪র্থ) বিক্রমাদিত্য বিজয়বিভাশী ও বিরোধি-বিধ্বংসী ছিলেন, চেদিরাজ-লক্ষ্মণদুহিতা বোন্থাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন।[২৭] তাঁহার অপর নাম বিজয়াদিত্য। ইহাতে বোধ হয় যে, ইনি চেদিরাজের সাহায্যে প্রথম নষ্টগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ডাক্তার বুর্ণেলের মতে, ইনি ৮৯৫ শক হইতে ৯১৯ শক

(২৬) "বিক্রমাদিত্যভূপালভ্রাতা ভীমপরাক্রমঃ।
তৎসূনুঃ কীর্ত্তিবর্ম্মাভূৎমৃৎপ্রাসার্দ্দিতদুর্জ্জনঃ"॥
তৈলভূপস্ততো জাতো বিক্রমাদিত্যভূপতিঃ।
তৎসূনুরভবত্তস্মাদ্ভীমরাজোরিভীকরঃ॥
অর্য্যণার্য্যস্ততো জজ্ঞে যদ্বংশস্য শ্রিয়ং স্বকং।
প্রাপয়ন্নিব বংশং স ববৃতে কৃষ্ণনন্দনাং॥

(২৭) অভূত্তয়োস্তনুজো বিজয়বিভাসী বিরোধিবিধ্বংসী।
তেজোবিজিতাদিত্যঃ সত্যধনো বিক্রমাদিত্যঃ॥
চেদীবংশতিলকাং লক্ষ্মণরাজস্য নন্দনাং মুতশীলাং।
বোন্থাদেবীং বিধিবৎ পরিণিন্যে বিক্রমাদিত্যঃ॥
সুতমিব বসুদেবাদ্দেবকী বাসুদেবং
গুহমিব গিরিজামিদে'বমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ।
অজনয়দথ বোন্থাদেব্যতৈলভূপং
বিভববিজিতশক্রং বিক্রমাদিত্যনাম্নঃ॥

পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্ত্তী জয়সিংহদেবের সমকালীন শিলালিপিতে আছে যে, সত্যাশ্রয়কুলোদ্ভব নূর্মড়িতৈল (সম্ভবতঃ তৈল ২য়) রট্ট বা রাষ্ট্রকূটরাজ-গণকে বিদলিত ও তাঁহাদের হাত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া চালুক্যকুলচূড়ামণি হইয়াছিলেন। অনুমান হয় যে পিতার সময়েই বীরবর তৈল রাজ্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৪র্থ বিক্রমাদিত্য অথবা ২য় তৈলরাজ বাতাপিনগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন নিদর্শন নাই।

৯৭৫ শকাঙ্কিত ১ম সোমেশ্বরদেবের সাময়িক শিলাফলকে তিনি কল্যাণাধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৪র্থ বিক্রমাদিত্য বা ২য় তৈল চালুক্যরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া কল্যাণে রাজধানী স্থাপন করেন।

৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল এক মহাপরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। যেবূরের শিলাফলকে লিখিত আছে যে, তৈল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্করের দুইটী রণস্তম্ভ বিচ্ছিন্ন করেন।[২৮] তিনি কুটিল রাষ্ট্রকূটদিগের হস্ত হইতে চালুক্যবল্লভরাজলক্ষ্মী উদ্ধার করেন।[২৯] চৈদ্য ও উৎকলরাজকে সমরে পরাভব এবং রাষ্ট্রকূটরাজ (ভম্মহের) কন্যা জাকব্বার পাণিগ্রহণ করেন। প্রবন্ধচিন্তামণিতে ইনি তিলঙ্গদেশাধিপ বলিয়া পরিচিত।[৩০] শুভশীলসূরির ভোজপ্রবন্ধে আছে, তৈলপ সুন্দরীনাম্নী এক দাসীকন্যার

(২৮) "কিং চ রাষ্ট্রকূটকুলরাজ্য-সম্বন্ধাবুভৌ।
ঔর্জ্জিত্যাচ্চরণাবিব প্রচলিতৌ সাক্ষাৎকলেঃ কামতঃ
ক্রূরৌ বদ্ধশরীরকৌ গুরুজনদ্রোহপ্ররোহাবিব।
রাজাখণ্ডিতরাষ্ট্রকূটককুলশ্রীবল্লিজাতাঙ্কুরৌ
লূনৌ যেন সুখেন কর্করণস্তম্ভৌ রণপ্রাঙ্গণে॥
ইত্থং পুরাদিতিসুতৈরিব ভূতধাত্রীং
যো রাষ্ট্রকূটকুটিলৈর্গমিতামধস্তাত্।
উদ্ধৃত্য মাধব ইবাদিবরাহরূপো
বভ্রে চলুক্যকুলবল্লভরাজলক্ষ্মীং॥"

(২৯) "বিশ্বম্ভরাকণ্টকরাষ্ট্রকূটসমূলনির্ম্মূলনকোবিদস্য।
সুখেন যস্যান্তিকমাজগাম চালুক্যচন্দ্রস্য নরেন্দ্রলক্ষ্মীঃ॥"

(৩০) "তিলিঙ্গদেশীয়রাজ্ঞা শ্রীতৈলপদেবনাম্না।"

চন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।[৩১] তাঁহার মহাসামন্ত যাদববংশীয় মালবরাজ মুঞ্জকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মী তৈলপের অধীন করিয়াছিলেন।[৩২] অমিতগতির সুভাষিতরত্নসন্দোহে উক্ত মুঞ্জের পরিচয় আছে।[৩৩] তৈলপের ঔরসে জাকব্বার গর্ভে (২য়) সত্যাশ্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও নানা স্থান জয় করিয়া রাজ্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। সত্যাশ্রয়ের পর তাঁহার অনুজ দশবর্ম্মা বা যশোধর্ম্মা সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মহিষী ভাগ্যবতীর গর্ভে (৫ম) বিক্রমাদিত্য ত্রৈলোক্যমল্ল বল্লভেন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তাম্রশাসন দৃষ্টে জানা যায় যে, তিনি ৯৩০ শকে রাজপদ প্রাপ্ত হন। তিনি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ-জগদেকমল্ল রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার একখানি লিপিতে লিখিত আছে যে তিনি চেদীশ্বর ইন্দ্ররথ, তোগ্গল, কর্ণাট, লাট ও তুরষ্কপতিকে জয় করিয়াছিলেন।[৩৪] তঞ্জোরের শিলাফলক পাঠে

(৩১) "ইতস্তৈলিপদেবস্য পিত্রা দেবলভূভুজা
পত্নীস্থানে কৃতা দাসী সুন্দরীত্যভিধা পুরঃ ॥
পুত্রীং মৃণালবত্যাহ্বাং সূতে স্ম সুন্দরী পরাং।
দত্তা তৈলিপদেবেন শ্রীপুরে চন্দ্রভূপতেঃ ॥
চন্দ্রোঽগাদাগমচ্ছূলরোগেণ যমমন্দিরম্।
সাপি তৈলিপদেবস্য ভ্রাতুর্গেহমুপাগমৎ ॥
স্বসা তৈলিপদেবস্য রণ্ডা মৃণালবত্যথ।
ভুক্তপাদানি মুঞ্জস্য চক্রে ভ্রাতৃনিদেশতঃ ॥"

(৩২) "স্বেনারাতিকরালকণ্ঠ যন্ত্রঃ চণ্ডাসি দণ্ডেন যো
হত্বা মুঞ্জমহানৃপপ্রণয়িবতে সংগ্রামরঙ্গাঙ্গণে।
লক্ষ্মীমম্বুধিমেখলাবলয়িতক্ষ্মাবর্ত্তিনীম্প্রাপয়ৎ
ভূপশ্রীরণরঙ্গভীমভবনে সাক্ষাৎকুলস্ত্রীব্রতম্ ॥"

(৩৩) "সমারূঢ়ে পূতত্রিদিববসতিং বিক্রমনৃপে
সহস্রে বর্ষাণাং প্রভবতি হি পঞ্চাদশধিকে।
সমাপ্তং পঞ্চম্যামবতি ধরণিং মুঞ্জনৃপতৌ
সিতে পক্ষে পৌষে বুধহিতমিদং শাস্ত্রমনঘং ॥"

(৩৪) "চেদীশ্বরেন্দ্ররথতোগ্গলভীমমুখ্যান্
কর্ণাটলাটপতিগূর্জ্জররাট্তুরুষ্কান্।

জানা যায় যে, ইনি মালবদিগকে বিধ্বস্ত এবং চের ও চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সমস্ত কোঙ্কণদেশ ইঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।[৩৫] ৯৬৪ শক পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্যকাল। ইঁহার ভগিনী অক্কাদেবী।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর আহবমল্ল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব আরম্ভ করেন। চোল, মালব ও কান্যকুব্জপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।[৩৬] বিক্রমাঙ্ক-চরিতে লিখিত আছে যে, ইনি দুইবার চোলরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার ১ম কুলোত্তুঙ্গের অনুশাসনাদি পাঠে বোধ হয় যে ইনিও তাঁহার নিকট একবার পরাজিত হইয়াছিলেন। ১ম সোমেশ্বরের সময়ে বনবাসীর কাদম্বরাজগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন। সোমেশ্বরের তিন পত্নী বচলাদেবী, চন্দ্রিকাদেবী ও মৈনলা দেবী। ইঁহার ভগিনী অববল্লদেবীর সহিত যাদবরাজ আহবমল্লের বিবাহ হয়।

সোমেশ্বরের পুত্রের নাম ভুবনৈকমল্ল বা ২য় সোমেশ্বর। ইনি ৯৯০ হইতে ৯৯৭ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি কাদম্বরাজগণকে শাসন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ ত্রৈলোক্যমল্লকে বনবাসীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। জয়-সিংহ তথায় ১০০১ হইতে ১০০৩ শক পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে সোমেশ্বরের প্রশস্তি দৃষ্ট হয়।[৩৭]

তৎপরে সোমশ্বরের মধ্যম ভ্রাতা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের অভ্যুদয়

যস্তৃতামাত্রবিজিতানবলোক্যমৌলা-
দোষ্ণাং বলানি কলয়ন্তি ন যোদ্ধৃলোকান্॥"

(৩৫) "দ্রমিলাধিপতিং বলবন্তং চোলং নির্ঘাট্য সপ্তকোঙ্কণাধীশ্বরাণাং সর্ব্বস্বং গৃহীত্বা উত্তরা-দিগ্বিজয়ার্থং কোল্হাপুরসমীপসমাবাসিতনিজবিজয়স্কন্ধাবারে।"

(৩৬) "আত্মাবস্থানহেতোরভিলষতি সদা মণ্ডলং মালবেশো
দোলং তালীবনান্তাণ্যনুসরতি সরিন্নাথকূলানি চোলঃ।
কন্যাকুব্জাধিরাজো ভজতি চ তরসা কন্দরস্থানমাদে-
রুদ্দামো যৎপ্রতাপপ্রসরভরভয়োদ্ভূতিবিভ্রান্তচিত্তঃ॥"

(৩৭) "ততঃ সমদমেদিনীপতিপতঙ্গভঙ্গব্রতঃ
প্রতাপশিখিলঙ্ঘিতত্রিজগদঙ্গণঃ সেউণঃ॥
সমুদ্ধৃতো যেন মহাভুজেন দ্বিষাং বিমর্দ্দাৎ পরমর্দ্দিদেবঃ।
অদ্যাপি চালুক্যকুলপ্রদীপঃ কল্যাণরাজোঽপি স এব যেন॥" (হেমাদ্রি)

মহাকবি বিহ্লণ তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত্র" নামক কাব্য রচনা করেন। চোলরাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তুঙ্গভদ্রানদীতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে কাঞ্চী-পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে দারুণ বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে কাঞ্চীপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, তৎপরে তিনি গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুর আক্রমণ করেন। অনতিকাল পরেই তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার শ্যালক বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং বেঙ্গিরাজ রাজিগ (রাজেন্দ্র কুলাত্তুঙ্গ চোড়দেব ১ম) কাঞ্চীপুরী অধিকার করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে রাজিগের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। রাজিগ (রাজেন্দ্রচোড়) বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা চালুক্যরাজ ২য় সোমেশ্বরকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। বিক্রমাদিত্য সোমেশ্বর ও রাজিগ উভয়কেই পরাস্ত করিলেন। রাজিগ পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, কিন্তু সোমেশ্বর বন্দী হইলেন। এইবার বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করি-লেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত) কাদম্বরাজ জয়কেশী তাঁহার একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন।[৩৮]

তাঁহার রাজ্যারোহণ হইতেই তিনি "চালুক্যবিক্রমবর্ষ" নামে এক নব অব্দ প্রচলন করিলেন। ৯৯৭ শকে ফাল্গুন মাসের শুক্লাপঞ্চমী হইতে এই অব্দের আরম্ভ। শত শত তাম্রশাসনে এই মহাবীরের প্রতাপ ও মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। কাদম্বরাজগণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রীত হইয়া কাদম্বরাজকে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

'কর্ণাটপতি পর্ম্মাণ্ডি (বিক্রমাদিত্যের) চন্দলানাম্নী সুন্দরীর আলেখ্যদর্শনে কাশ্মীরপতি হর্ষ নিতান্ত কামোন্মত্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন।[৩৯] বিক্রমাদিত্যের

(৩৮) "ততঃ প্রাদুরভূৎ শ্রীমান্ জয়কেশী মহীপতিঃ।
চালুক্যচোলভূপালৌ কাঞ্চ্যাং মিত্রে বিধায় যঃ॥
জাতঃ শ্রীজয়কেশীতি কবৈরানন্দয়ন্ জগৎ।
যশ্চলুক্যং নিজে রাজ্যে স্থাপয়ন্ বিজিতান্নৃপঃ॥"

(৩৯) "কর্ণাটভর্ত্তুঃ পর্ম্মাণ্ডেঃ সুন্দরীং চন্দলাভিধাং।
আলেখ্যলিখিতাং বীক্ষ্য সোঽভূৎ পুষ্পায়ুধক্ষতঃ॥

সেনাপতি কালিদাস—দক্ষিণে চোল হইতে নেপাল পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরানাম্নী টীকারচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণনা করিয়াছেন।[৪০] বিক্রমাদিত্য ১০৪৮ শক অবধি রাজত্ব করেন। বিক্রমাদিত্যের বহু পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার পাটরাণী চন্দলদেবীর গর্ভে সোমেশ্বর ও জয়কর্ণ নামে দুই পুত্র এবং মৈমল দেবী নামে কন্যারত্ন জন্মে। মৈমল দেবীর সহিত কোঙ্কণের কদম্বরাজ জয়কেশির বিবাহ হইয়াছিল।[৪১]

বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর ৩য় বা ভূলোকমল্ল সিংহাসন প্রাপ্ত

স বিটোদ্রেচিতো বীতত্রপশ্চক্রে সভান্তরে।
প্রতিজ্ঞাং চন্দলাবাপ্ত্যৈ পর্মাণ্ডেশ্চ বিলোড়নে॥
কৃতাপকৃত্রিমকর্পূরপরিত্যাগং প্রতিজ্ঞয়া।
তং চ স্তুতিমিষাদেবং জহসুঃ কবিচারণাঃ॥"

(৪০) "নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্পং পুরং
নো দৃষ্টঃ শ্রুত এব বা ক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপমঃ।
বিজ্ঞানেশ্বরপণ্ডিতো ন ভজতে কিঞ্চান্যদন্যোপম-
শ্চাকল্পং স্থিরমস্তু কল্পলতিকাকল্পং তদেতত্ত্রয়ম্॥
স্রষ্টা বাচাং মধুরবপুষাং বিশ্বদাশ্চর্য্যসীম্নাং
দাতার্থানামনিশবজুষামর্থিসার্থার্থনায়াঃ।
ধ্যাতা মূর্ত্তের্মুরবিজয়িনো জীবদাতার্কচন্দ্রং
জেতারীণাং তনু সহ ভুবাং তত্ত্ববিজ্ঞানমাথঃ॥
আ সেতোঃ কীর্ত্তিরাশে রঘুকুলতিলকস্য চ শৈলাধিরাজা-
দা চ প্রত্যক্পয়োধেশ্চটুলতিমিকুলোত্তুঙ্গরিঙ্গত্তরঙ্গাৎ
আ চ প্রাচঃ সমুদ্রান্নতনৃপতিশিরোরত্নভাভাসুরাঙ্ঘ্রিঃ
পায়াদাচন্দ্রতারং জগদিদমখিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ॥"

(৪১) "স কোঙ্কণস্মাতলরত্নদীপস্তস্মাদথাসীজ্জয়কেশিভূপঃ।
সাহিত্যলীলাললিতাভিলাষঃ সংভাবিতানেকসুধীকলাপঃ॥
চালুক্যবংশেঽথ জগৎপ্রকাশঃ প্রাদুর্বভূবোর্জ্জিতকোশদেশঃ।
দিশাং পতীনামপি চিত্তবর্ত্তী পরাক্রমী বিক্রমচক্রবর্ত্তী॥
উপযেমে সুতাং তস্য জয়কেশিমহীপতিঃ।
স মৈমলমহাদেবীং জানকীমিব রাঘবঃ॥
বিভ্রমদভ্রান্তকীর্ত্তিঃ শ্রীজয়কেশিনৃপোঽভবৎ।

হন। এই সময় হইতেই চালুক্যগৌরবরবি হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। চেদি ও গণপতি রাজগণ চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিস্তীর্ণ চালুক্যরাজ্য এক এক করিয়া বিপক্ষের করকবলিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে ভূলোকমল্ল ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যলক্ষ্মী রক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ কবি সোমেশ্বর তাঁহার সভায় বিরাজ করিতেন। সোমেশ্বরের মানসোল্লাস হইতে তাহার পরিচয় পাইয়াছি।[৪২] তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা জগদেকমল্ল (২য়) জয়কর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা জয়কর্ণ বড় ধার্ম্মিক ছিলেন, নানাস্থানে ইনি দেবতা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে ভূলোক্যমল্লের পুত্র তৈল (৩য়) বা ত্রৈলোকমল্ল ১০৭২ শকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অনমকোণ্ডের শিলালিপি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে ১০৮৪ শকের মাঘ ত্রয়োদশীর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[৪৩] তৎপুত্র বীরসোমেশ্বর ৪র্থ আবার চালুক্যরাজ্যশ্রী কিছুদিনের জন্য গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অর্থাৎ ১১১১ শক পর্য্যন্ত চালুক্যগৌরব অক্ষুণ্ণ

ভূভৃত্ত্রাণপরায়ণঃ পৃথুযশা গাম্ভীর্য্যরত্নাকরঃ
শ্রীপের্মাণ্ডিনৃপঃ পয়োনিধিনিভঃ সোমানুজাং কন্যকাং
যস্মৈ বিস্ময়কারিভূরিবিভবৈর্দত্বেভকোশাদিভিঃ
খ্যাতঃ শ্রীপতয়ে সমৈমলমহাদেবীং কৃতার্থোঽভবৎ॥"

(৪২) "একপঞ্চাদশদিকে সহস্রে শরদাগতে।
একস্য সোমভূপালে সতি চালুক্যমণ্ডনে॥
সমুদ্ররসনামুর্ব্বীং শাসতি ক্ষতাবাদ্বিষি।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থসর্ব্বস্ব পাথোঽধিকলশোদ্ভবে॥
সৌম্যসম্বৎসরে চৈত্রমাসাদৌ শুক্রবাসরে।
পরিশোধিতসিদ্ধান্তলক্ষ্মাঃস্যুর্দ্ধ্বকা ইমে॥

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ সত্যাশ্রয়কুলতিলকচালুক্যাভরণশ্রীমদ্ভূলোকমল্লশ্রীসোমেশ্বরদেববিরচিতে অভিলষিতার্থচিন্তামণৌ মানসোল্লাসে॥"

(৪৩) "যাতোঽপি তৈলপনৃপে দিবমস্য ভীত্যা
সর্ব্বাতিসারকবলীকৃতগাত্রযষ্টৌ।
শ্রীরুদ্রদেবনৃপতেঃ পৃথুবিক্রমস্য
ভীমোঽপি রাজ্যপদবীং ক্ষণিকাং স লেভে॥"

ছিল, কিন্তু তৎপরে মহিসুরের হোয়শল বংশের বীর বল্লালরাজের অভ্যুদয়ে চালুক্য-রাজ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।[৪৪]

সিউএল্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১১৮৯ খৃঃ অব্দের পর আর প্রতীচ্য চালুক্যের নামগন্ধ শুনা যায় না। কিন্তু বোধ হয় যে তখনও প্রতীচ্য চালুক্যবংশ এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। ৩৬৬ শকাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসনে কল্যাণপুরাধীশ্বর বীর নোণম্বের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ৩৬৬ শকে কল্যাণপুরে কোন চালুক্যের রাজধানী ছিল না, বিশেষতঃ ঐ শাসনপত্রের লিপি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ স্থলে উক্ত শকাঙ্ক সম্ভবতঃ চালুক্যবিক্রমবর্ষেরই হইবে। যদি এ অনুমান প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ১৩৬৩ শকেও কল্যাণপুরে বীর নোণম্ব রাজত্ব করিতেছিলেন। অপর পর পৃষ্ঠায় প্রতীচ্য চালুক্যরাজবংশাবলী প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বকথিত চালুক্যবংশ হইতেই প্রাচ্য চালুক্যবংশের উৎপত্তি। যে সময়ে বাদামি ও কল্যাণের চালুক্যরাজগণ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বেঙ্গীরাজ্যে প্রাচ্য চালুক্যগণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব অংশে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রাচ্যচালুক্য নামে অভিহিত করিলাম। হর্ষবিজেতা পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের অনুজ কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনই প্রাচ্য চালুক্যবংশের আদিপুরুষ।

প্রাচ্য-চালুক্যবংশ

পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের আধিপত্যকালে বিষ্ণুবর্দ্ধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চালুক্যসাম্রাজ্যের পূর্ব্ব অংশ জ্যেষ্ঠের অধীনে শাসন করিতেন। অবশেষে তিনি বেঙ্গীরাজ্য অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয় নরপতিগণের শত শত অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাদামি ও কল্যাণের চালুক্যরাজগণের প্রকৃত রাজ্যকালনির্ণয়ে যেরূপ অসুবিধা, এই প্রাচ্য চালুক্যবংশের তাম্রশাসনাদিতে প্রত্যেকরাজের রাজ্যকাল বিবৃত থাকায় ইঁহাদের প্রকৃত সাময়িক ইতিহাস উদ্ধারে সেরূপ গোলযোগ নাই।

(৪৪) "জাতঃ সুতো দোর্ব্বলচক্রবর্ত্তী শ্রীবীরবল্লাল ইতি প্রসিদ্ধঃ॥
হুঙ্কারেণ পিতুঃশ্রিয়ং কলচুরিক্ষত্রান্বয়াৎ কর্ষতা
যেনৈকেন পিতুর্বরেণ করিণা ষষ্টির্জ্জিতা দন্তিনাং।
তচ্চ ব্রহ্মচমূপতিং গজঘটাবষ্টব্ধসৈন্যং হঠাৎ
যেনাশ্বৈরপি কেবলৈর্ভুজভৃতা নির্জ্জিত্য রাজ্যং হৃতম॥"

প্রতীচ্য-চালুক্যরাজবংশ।
জয়সিংহ ১ম
রণরাগ
পুলিকেশী বল্লভ [১ম] (শক ৪১১)
২ কীর্ত্তিবর্ম্মা [১ম] পৃথিবীবল্লভ (শক ৪৮৯)
৩ মঙ্গলীশ বা মঙ্গলরাজ (শক ৪৮৯-৫৩১)
৪ সত্যাশ্রয় ইন্দ্রবর্ম্মা (শক ৫৩১)
পুলিকেশী [২য়] সত্যাশ্রয় (শক ৫৩১-৫৫৩)
বিষ্ণুবর্দ্ধন (১ম প্রাচ্য চালুক্যরাজ)
জয়সিংহ ধরাশ্রয় (গুজরাটের ১ম চালুক্যরাজ)
৬ চন্দ্রাদিত্য
(শক ৫৫৭-৫৯০ ?)
[মহিষী বিজয়মহাদেবী]
৭ আদিত্যবর্ম্মা
(শক ৫৯০-৫৯২?)
৮ বিক্রমাদিত্য [১ম]
(শক ৫৯২-৬০১)
অম্বেরা (কন্যা)
জয়সিংহ ধরাশ্রয়
(গুজরাটাধিপ)
নাগবর্দ্ধন
বুদ্ধবর্ম্মা
বিজয়রাজ (৩৯৪ চেদিসং)
৯ বিনয়াদিত্য যুদ্ধমল্ল
(শক ৬০২-৬১৮)
১০ বিজয়াদিত্য (শক ৬১৮-৬৫৫)
শিলাদিত্য শ্র্যাশ্রয় (যুবরাজ)
(৪২৬-৪৪৩ চেদিসং)
বিনয়াদিত্যযুদ্ধমল্লমঙ্গলরাজ
(৬৫৩ শক)
পুলিকেশিবল্লভ
(৪৯০ চেদিসং)
১১ বিক্রমাদিত্য [২য়] (শক ৬৫৫-৬৬৯)
১২ কীর্ত্তিবর্ম্মা [২য়] (শক ৬৬৯-৬৭৯)
? ভীম [১ম]
কীর্ত্তিবর্ম্মা [৩য়]
তৈল [১ম]
বিক্রমাদিত্য [৩য়]
ভীম [২য়]
অয্যণ [১ম]

অয্যণ [১ম]
১৩ বিক্রমাদিত্য [১ম] বা সত্যাশ্রয় বিক্রমাদিত্য, (শক ৮৯৫-৯১৫)
১৪ তৈল [২য়] বা আহবমল্ল [১ম]
১৫ সত্যাশ্রয় [২য়], (শক ৯১৯-৯৩০)
দশবর্ম্মা বা যশোবর্ম্মা
১৬ বিক্রমাদিত্য [৫ম] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [১ম]
(শক ৯৩০-৯৪০)
অক্কাদেবী
(শক ৯৪৪-৯৬৯)
১৭ জয়সিংহ [৩য়] বা জগদেকমল্ল [১ম]
(শক ৯৪০-৯৬৪)
(কল্যাণপুরে)
১৮ সোমেশ্বর [১ম] বা আহবমল্ল [২য়] ত্রৈলোক্যমল্ল (শক ৯৬৪-৯৯০)
১৯ ভুবনৈকমল্ল বা সোমেশ্বর [২য়]
(শক ৯৯০-৯৯৭)
২০ বিক্রমাদিত্য [৬ষ্ঠ] বা ত্রিভুবনমল্ল [২য়]
(শক ৯৯৭-১০৪৮)
জয়সিংহ [৪র্থ] বা ত্রৈলোক্যমল্ল
(বনবাসীর শাসনকর্ত্তা) (শক ১০০১-১০০৩)
২২ জয়কর্ণ বা জগদেকমল্ল [২য়]
(শক ১০৬০-৭২)
২১ সোমেশ্বর [৩য়] বা ভূলোকমল্ল
(শক ১০৪৮-১০৬০)
মৈললাদেবী
(কাদম্বরাজ ২য় জয়কেশীর পত্নী)
২৩ তৈল [৩য়] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [৩য়] (শক ১০৭২-১০৮৪)
২৪ সোমেশ্বর [৪র্থ] বা ত্রিভুবনমল্ল [৩য়] (শক ১০৮৪-১১১১)

কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন স্বদত্ত অনুশাসনাদিতে কোথাও কুব্জবিষ্ণু, কোথাও বিষ্ণুবর্দ্ধন, কোথাও বিট্টরস, কোথাও শ্রীপৃথিবীবল্লভ, কোথাও বা বিষমসিদ্ধি[১] বিরুদে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের ৮ম বর্ষে লিখিত তাম্রশাসনে (৫৩৮ শকে অর্থাৎ ৬১৬ খৃষ্টাব্দে) ইনি যুবরাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। আবার বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত চিপুরুপল্লি হইতে সংগৃহীত বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১৮ অঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম "মহারাজ" উপাধি দেখিতে পাই। এই তাম্রশাসন সাহায্যেই জানা যায় যে, বিষ্ণুবর্দ্ধন বাদামি রাজ্য হইতে অনেক দূর পূর্ব্বে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। প্রাচ্য চালুক্যগণের তাম্রশাসন-মতে বিষ্ণুবর্দ্ধন ১৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ রাজ্যকাল তাঁহার যৌব-রাজ্যে অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম জয়সিংহ ৫৫৬ শকে রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং ৫৮৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রভট্টারক সাতদিন মাত্র রাজত্ব করেন। মহারাজ প্রভাকরের পুত্র পৃথিবীমূলের প্রদত্ত গোদাবরীর তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি (গঙ্গরাজ) ইন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রভট্টারকের উচ্ছেদের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধাইয়াছিলেন। ইন্দ্রভট্টারকের পর তৎপুত্র (২য়) বিষ্ণুবর্দ্ধন ৫৮৫ হইতে ৫৯০ শক পর্য্যন্ত ৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। কোন কোন তাম্রশাসনে তাঁহার নাম বিষ্ণুরাজ, সর্ব্বলোকাশ্রয় উপাধি এবং বিষমসিদ্ধি বিরুদ লিখিত আছে।

তৎপরে ২য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র মঙ্গি-যুবরাজ ৫৯৪ হইতে ৬১৯ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার উপাধি সর্ব্বলোকাশ্রয় ও বিরুদ বিজয়সিদ্ধি।[২] ইনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে ইনি অনেককেই পরাজয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল চালুক্যরাজের শাসনাদিতে লিখিত আছে যে, স্বামী মহাসনের অনুগ্রহে চালুক্যবংশ রাজ্যশ্রী অর্জ্জন করেন, কিন্তু এই মঙ্গিরাজের একখানি শাসনে লিখিত আছে যে, কৌশিকীর বরপ্রসাদেই তাঁহাদের রাজ্যলাভ হইয়াছিল।

(১) "সত্যাশ্রয়শ্রীবল্লভমহারাজস্য। তস্য প্রিয়ানুজঃ স্থলজলবনগিরিবিষমদুর্গেষু লব্ধ-সিদ্ধিত্বাদ্বিষমসিদ্ধিঃ।"

(২) "আন্বীক্ষিক্যাদিবিদ্যাপ্রশ্নেষুবিজয়সিদ্ধিঃ।"

তৎপরে মঙ্গিযুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় জয়সিংহ ৬১৯ হইতে ৬৩২ শক পর্য্যন্ত ১৩ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তৎপরে ২য় জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কোকিলি ৬ মাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কোকিলির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ৬৩২ হইতে ৬৬৯ শক পর্য্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন।

তৎপরে ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র বিজয়াদিত্য ভট্টারক ৬৬৯ হইতে ৬৮৭ শক পর্য্যন্ত ১৮ বৎসর রাজ্যভোগ করেন, ইঁহার বিক্রমরাম ও বিজয়সিদ্ধি এই দুইটী বিরুদ ছিল।

বিজয়াদিত্যের পুত্রের নাম বিষ্ণুরাম বা ৪র্থ বিষ্ণুবর্দ্ধন। ইনি ৬৮৭ শক হইতে ৭২২ শক পর্য্যন্ত ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র বিজয়াদিত্য রাজত্ব করেন। বিজয়াদিত্য নরেন্দ্রমৃগরাজ ৭২২ হইতে ৭৬৬ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজশ্রী ভোগ করেন। ইঁহার প্রথমাবস্থার তাম্রশাসনাদি উৎকীর্ণ হইবার সময়ে ইনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে ইনি ৪ বর্ষ যৌবরাজ্যে ও ৪০ বর্ষ রাজপদ ভোগ করেন। ইনি চালুক্য-অর্জ্জুন ও সমস্তভুবনাশ্রয় নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নানা স্থান হইতে ইঁহার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায়—ইনি গঙ্গবংশ-ধ্বংসের অনলস্বরূপ ও নাগাধিপবিজেতা। ইনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী দিবারাত্র সংগ্রামে গঙ্গ ও রট্টসৈন্যের সহিত শতাষ্টবার যুদ্ধ করিয়া শতাষ্ট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] ইঁহার এক তাম্রশাসনে হৈহয়বংশীয় রুদ্র নৃপতি ইঁহার ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৫] তৎপুত্র মহারাজ কলি-বিষ্ণুবর্দ্ধন বা ৫ম বিষ্ণু-বর্দ্ধন। ইনি ১৮ মাস রাজত্ব করেন।

(৩) "গঙ্গকুলকালানলস্য কলিকালমদভঞ্জনস্য চালুক্যার্জ্জুননামধেয়স্য।"

(৪) "তন্নন্দনো বিষ্ণুবর্দ্ধনঃ ষট্‌ত্রিংশদব্দান্। তৎপুত্রঃ—
গঙ্গরট্টবলৈঃ সার্দ্ধং দ্বাদশাব্দানহর্নিশম্।
ভুজার্জ্জিতবলং খড়্গসহায়ো নরবিক্রমৈঃ॥
অষ্টোত্তরং যুদ্ধশতং যুদ্ধা শম্ভোর্মহালয়ান্।
তৎসংখ্যয়াকরোদ্বীরো বিজয়াদিত্যভূপতিঃ

(৫) "নরেন্দ্রমৃগরাজস্য ভ্রাতা হৈহয়বংশজঃ।
আজ্ঞপ্তিরস্য ধর্ম্মস্য নৃপরুদ্রনৃপোত্তমঃ॥"

কলিবিষ্ণুর জ্যেষ্ঠপুত্র গুণক বিজয়াদিত্য বা ৩য় বিজয়াদিত্য কোন কোন তাম্রশাসনে গুণগ [illegible] সমস্তভুবনাশ্রয় উপাধি দৃষ্ট হয়। ইনি [illegible] শস্ত্রশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। [illegible]রাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া [illegible]দিগকে আক্রমণ করেন, যুদ্ধে মঙ্গিরাজের [illegible]ক ছেদন এবং (রাষ্ট্র[illegible] ২য়) কৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[৬] ইনি [illegible]৭ হইতে ৮১১ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।[৭]

তৎপরে [illegible] বিজয়াদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, ইনি রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তৎপরে বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১ম যুদ্ধমল্লের নাম পাওয়া যায়। ইনি মহারাজ চালুক্যভীমের পিতৃব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনিও বোধ হয় রাজপদলাভ [illegible]তে পারেন নাই।

যুবরাজ [illegible] বিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যভীম ৮১১ শক হইতে ৮৪১ শক পর্য্যন্ত [illegible] রাজত্ব করেন। কৃষ্ণাজেলাস্থ ইদর হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, ৩য় বিজয়াদিত্যের পর বেঙ্গীদেশ রট্টগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। চালুক্যভীম কৃষ্ণবল্লভকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।[৮] ইঁহার সেনাপতির নাম মহাকাল।

(৬) "গঙ্গানঙ্গজবৈরিশক্তিরসমান্ রট্টেশসংচোদিতঃ
জিত্বা মঙ্গিশিরোহরদ্‌যুধিমহাবহ্বাপ্তবীর্য্যার্য্যমা।
কৃষ্ণং সক্কিলমক্কিতাখিলবলপ্রাপ্তোরুসদ্বিক্রমো
ভীত্যার্ত্তৌ চ বিধায় তৎপুরমরং যো নির্দ্দদাহ প্রভুঃ॥"

(৭) "মঙ্গিরাজোত্তমাঙ্গেন যো বীরঃ সমরাঙ্গণে।
চকার কন্দুকক্রীড়াং নাম্না ত্রিভুবনাঙ্কুশঃ॥
যোহধাক্ষীচ্চক্রকূটং কিরণপুরগতং সক্কিলং কৃষ্ণযুক্তং
যো বৈভীবল্লভেন্দ্রং নিজমহিমযুতং যো বধাদগ্রহীচ্চ।
[illegible]লিঙ্গপ্রাভৃতেভান্স গুণগবিজয়াদিত্যদেবো মহেন্দ্র-
[illegible]ত্রিংশৎসভা ভুবনমমথ চতুঃসংযুতা রক্ষতি স্ম॥"

(৮) "স সম[illegible]চত্বারিংশদ্বর্ষাণি। তদনু সবিতর্য্যস্তংগতে তিমিরপটলেনেব রট্টদায়াদ[illegible] বেঙ্গীমণ্ডলম্ তদনুজবিক্রমাদিত্যস্নুশ্চলুক্যভীমা-ধিপো দ্রোহার্জ্জুনাপরনামা স্ববিক্রমৈকসহায়স্তয়বারিপ্রতয়াবভাস্তাধিপতিরভূৎ।"

চালুক্যভীমের জ্যেষ্ঠপুত্র ৪র্থ বিজয়াদিত্য ৮৪১ শকে ৬ মাস মাত্র রাজ্যভোগ করেন।[১] নানা [illegible] তাম্রশাসনে [illegible] বিজয়াদিত্য, কোল্লবিগণ্ড-ভাস্কর, ক[illegible], কলিযত্তিগণ্ড ইত্যাদি নামে বর্ণিত [illegible]ছেন। ইঁহার পত্নীর নাম মেলাম্বা। ইনি বেঙ্গীমণ্ডল ও ত্রিকলিঙ্গ [illegible] করিতেন। পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় পৃথিবীরাজের পুত্র ভণ্ডনাদিত্য অপর নাম [illegible]াদিত্য ইঁহার প্রধান অনুচর ছিলেন।

উক্ত বিজয়াদিত্যের পুত্র অম্ম ১ম বা রাজমহেন্দ্র বিষ্ণুবর্দ্ধন (৬ষ্ঠ) ৮৪১ হইতে ৮৪৮ শক পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইঁহার জ্ঞাতি [illegible]গণ ইঁহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত যোগ দান করেন। ইনি উভয় [illegible]দল নিপাত করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে রাজমহেন্দ্রপুর (বর্ত্তমান রাজ-মহেন্দ্রী) চালুক্য-রাজ্যভুক্ত এবং পুনরায় রাজমহেন্দ্র নামে অভিহিত হইতে থাকে।

তৎপরে অম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র (৫ম) বিজয়াদিত্য অপর নাম [illegible] একপক্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ২য় অম্মের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বেত বিজয়াদিত্য যুদ্ধমল্লের পুত্র তাড়প কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইয়াছিলেন।

পিট্টপুরের শিলাফলকে ও গোদাবরী হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে, তাড়প বেত-বিজয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে বেতের পুত্রগণ বেঙ্গী অঞ্চলে পলায়ন করেন। বোধ হয় [illegible]কালে রাজ-মহেন্দ্রীতেই রাজধানী ছিল। বেঙ্গীতে গিয়া বেতের পুত্রগণ প্রথমে সামান্যভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, অবশেষে তথাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কারণ ১১২৪শকে ঐ বংশীয় "মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধন" "বেঙ্গীবস্মুন্ধরেশ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। [২২১ পৃষ্ঠায় প্রাচ্যচালুক্যবংশাবলীতে মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধনের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

যুদ্ধমল্লপুত্র তাড়পের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজপদ ভোগ করিতে হয় নাই, তিনি ১ মাস রাজত্ব করিতে না করিতে চালুক্যভীমের পুত্র (২য়) বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন, তিনিও ১১ মাস ত্রিকলিঙ্গ ও

(১) "নিরুপমনৃপতীমরিমণ্ডলং [illegible]।
নিজগুণগণকীর্ত্তি [illegible]
তৎসুহৃবিক্রমাদিত্যঃ [illegible]
ত্রিকলিঙ্গাটবীযুক্তং পরিপাল্য দিবং যযৌ।"

বেঙ্গীমণ্ডল শাসন করেন। তৎপরে ১ম অম্মের আর এক পুত্র (৩য়) ভীম যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া ৮ মাস মাত্র রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করেন। তাড়পের পুত্র ২য় যুদ্ধমল্ল ভীমকে মারিয়া ৮৫০ শক হইতে ৮৫৭ শক পর্য্যন্ত ৭ বর্ষ রাজ্যসম্ভোগ করেন।

তৎপরে ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম অম্মের বৈমাত্রেয় (২য়) চালুক্যভীম বা (৭ম) বিষ্ণুবর্দ্ধন ৮৫৭ শক হইতে ৮৬৮ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্য অধিকার করেন।১০ ২য় অম্ম বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্যের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—যে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চালুক্যভীম শ্রীরাজময্য, মহাবীর ধলগ, বা বলগ, দুর্দ্ধর্ষ তাতবিকি বা তাতবিক্যন, রণদুর্ম্মদ, বিজ্জ, দুর্দ্দান্ত অয্যপ, চোলরাজ লোলবিকি, যুদ্ধমল্ল এবং গোবিন্দ প্রেরিত বিপুল সৈন্যবর্গকে বিনাশ করেন। তিনি সর্ব্বলোকাশ্রয়, গণ্ডমহেন্দ্র, রাজমার্ত্তণ্ড, করয়িল্লদাত ও বেঙ্গীনাথ প্রভৃতি নামে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

প্রাচ্য চালুক্যরাজগণের মধ্যে ইনি একজন মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার শাসনপত্রে ইনি "মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক" এই উচ্চ উপাধি ও ইঁহার বরাহলাঞ্ছিত মোহরে ত্রিভুবনাঙ্কুশ নাম খোদিত আছে। ইঁহার পত্নীর নাম লোকমহাদেবী। তৎপরে ২য় চালুক্যভীমের পুত্র অম্ম ২য় বিজয়াদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইঁহার প্রদত্ত অনেক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইনি সমস্তভুবনাশ্রয় ও রাজমহেন্দ্র নামে এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি ৮৬৮ হইতে ৮৯৪ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দানার্ণব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ৩ বর্ষ রাজ্যভোগ হইতে না হইতে চালুক্যরাজ্য অরাজক, বিশৃঙ্খল ও বিপ্লবপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজজ্ঞাতিবর্গ ও প্রতিপক্ষ চোলরাজগণ চালুক্য সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন

(১০) "নির্জ্জিত্যার্জ্জুনসন্নিভো জনপদাত্ত্বং নির্গমযোদ্ধতান্
[illegible] বিধায়েতরান্।
বল্লীবো[illegible]নৃপহেন্দ্রো তো কনীয়ান্ ভুবং
ভীমোভীমং স্মাত্রসঃ সমভুনক্সংবৎসরান্দ্বাদশ ॥"

যে, চোলরাজ গঙ্গৈকোণ্ড-কো-রাজরাজ রাজকেশরিবর্ম্মার অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ সমস্ত বেঙ্গীরাজ্য [illegible] গোদাবরী জেলাস্থ চোল্লুরী নামক [illegible] হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত [illegible] প্রায় ২৭ বর্ষ ধরিয়া বেঙ্গীমণ্ডল অরাজক ছিল।[১১]

তৎপরে দানার্ণবের জ্যেষ্ঠপুত্র চালুক্যচন্দ্র শক্তিবর্ম্মা বেঙ্গীর [illegible] অধিকার করেন। আরাকান ও শ্যামদেশ হইতে এই শক্তিবর্ম্মার নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইনি ৯২৬ শক হইতে ৯৩৮ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্যশাসন করেন।[১২] তৎপরে শক্তিবর্ম্মার কনিষ্ঠ বিমলাদিত্য ৯৩৩ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লষষ্ঠী তিথিতে গুরুবারে রাজপদে অভিষিক্ত হন।[১৩] ইনি সূর্য্যবংশীয় চোলরাজ রাজরাজের কন্যা ও রাজেন্দ্রচোলের কনিষ্ঠ ভগিনী কুণ্ডবামহাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার রাজ্যকাল ৯৩৮ হইতে ৯৪৪ শক।

মহারাজ বিমলাদিত্যের ঔরসে রাজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—রাজরাজ ৯৪৪ শকে সিংহ রাশিতে [illegible] ভাদ্রপদ কৃষ্ণদ্বিতীয়া তিথি গুরুবারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন।[১৪] ইনি [illegible] মাতুল রাজেন্দ্রচোলের কন্যা অনঙ্গদেবীকে বিবাহ করেন। ৯৮৬ শক [illegible] বর্ষ

(১১) "বৈমাতুরোঽস্য নৃপতের্দ্দাননৃপো রাজভীমনৃপতনয়ঃ।
বিদ্যাকলাপচতুরশ্চতুরম্বুধরামপাং সমাশ্লিষ্যঃ॥
অস্মাদ্দানার্ণবাদাসীদ্দৈবদুশ্চেষ্টয়া ততঃ।
সপ্তবিংশতিবর্ষাণি বেঙ্গীমহিরনায়কা॥"

(১২) "অত্রান্তরে দাননরেন্দ্রসূনুঃ শ্রীশক্তিবর্ম্মা সুররাট্ সধর্ম্মা [illegible]
যঃ শৌর্য্যশক্ত্যা বিনিহত্য শত্রূন্ স দ্বাদশাব্দান্ সমম্ [illegible]

(১৩) "অনলানলরন্ধ্রগতে শকবর্ষে বৃষভমাসি সিতপক্ষে।
যঃ ষষ্ঠ্যাং গুরুপুণ্যে সিংহে লগ্নে প্রসিদ্ধমভিষিক্তঃ॥"

(১৪) "যো রক্তিতুং বসুমতীং শকবৎসরেষু
বেদাম্বুরাশি[illegible]
কৃষ্ণদ্বিতীয়দিবসে[illegible]
বারে গুরোর্ব্বণিজি লগ্নবরে[illegible]

ইঁহার রাজত্বকাল।[১৫] আরাকান ও শ্যাম হইতে ইঁহারও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইনি তৈলঙ্গ ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন।[১৬]

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব বেঙ্গীরাজ্যে অভিষিক্ত হন।[১৭] ইনিও চোলরাজ রাজেন্দ্রদেবের কন্যা মধুরান্তকীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।[১৮] তিন পুরুষ ধরিয়া মাতুলবংশের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চালুক্য-রাজগণ এই সময়ে প্রকৃত চোল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্যই প্রত্যেককেই মাতামহের উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইতে দেখা যায়।

মহাবীর কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব নানা স্থান জয় করিয়া গঙ্গাপুরী বা গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম্ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিখ্যাত কাঞ্চীপুরে ইঁহার রাজ-সভা বসিত। বোধ হয়, যে সময়ে উত্তরাধিকার লইয়া চোলরাজ্যে বিদ্রোহ উপ-স্থিত হইয়াছিল, ইনি সেই সময়ে চোলরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিনের জন্য রাজপাট স্থাপন করেন।

পাণ্ড্যরাজ চোড়গঙ্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার পিতা রাজরাজ রাজেন্দ্রচোড়ের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্রমিলযুদ্ধে জয়শ্রী

(১৫) "পুত্রস্তস্য হিমাংশুবংশতিলকশ্রীরাজরাজঃ সমা-
শ্চত্বারিংশতমব্দ্‌মণ্ডলমপাত্ লোককল্পক্রমঃ ॥"

(১৬) "চালুক্যবিক্রমাদিত্যচক্রবর্ত্তী নৃপাগ্রণীঃ ॥......
তস্মাদভূৎ ক্ষিতিপতিপ্রণতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
শ্রীরাজরাজনৃপতিঃ প্রথিতামলকীর্ত্তিঃ ॥
যঃ সূরিভিঃ সহ দ্বিজৈ ভ্রাতৃজালসার-
মন্দ্রী চকার বরতাম্র ইত্যেবৃত্তঃ ॥"

(১৭) "পুত্রস্তয়োরভবদপ্রতিঘাতশক্তি-
নিঃশেষিতারিনিবহো মহনীয়কীর্ত্তিঃ।
গঙ্গাধরাদ্রিসুতয়োরিব কার্ত্তিকেয়ো
রাজেন্দ্রচোড় ইতি রাজকুলপ্রদীপঃ ॥......
ধত্তে মৌলিং পর্য্যাপ্তো মহতি নৃপকুলে যঃ কুলোত্তুঙ্গদেবঃ
রাজেন্দ্রাবনুজে [illegible] চোড়রাজ্যেঽভিষিক্তঃ।"

(১৮) "তৎপুত্রো [illegible] রাজেন্দ্রচোড়হিরঃ
শ্রীপঙ্ক্ত্রবিষ্টৈঃ মহাব্দ্‌বিবরং পকাশবধানপাৎ ॥"

অর্জ্জন করিয়া বেঙ্গীরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীরাজ্যের ভারার্পণ করিয়া করিতে চলিয়া আসিলেন। সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব চোলরাজ্য আক্রমণের সময়ে দ্রাবিড়ভূমে জামাতা রাজরাজের সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং বোধ হয় সেই নিমিত্তই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য বেঙ্গীর শাসনভার প্রদান করেন। গাঙ্গেয়রাজ রাজরাজের পর কুলোত্তুঙ্গের পিতৃব্য ও রাজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়াদিত্য ৯৮৬ শক হইতে ৯৯৯ শক পর্য্যন্ত বেঙ্গীমণ্ডল শাসন করেন।

বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে মহারাজাধিরাজ কুলোত্তুঙ্গ-রাজেন্দ্র-চোড়দেব কেবল রাজিগ নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপুত্র বীরচোড়ের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে রাজেন্দ্রচোল কেরল, পাণ্ড্য ও কুন্তল জয় করিয়াছিলেন।[১৯] ইনি প্রথমে চোলরাজ্য অধিকার করিলে চোলরাজজামাতা (কল্যাণপুরের) চালুক্য-বংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে আসিয়া গঙ্গাপুরী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও কাঞ্চী উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কল্যাণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজছত্র গ্রহণের পরই বোধ হয় কুলোত্তুঙ্গ আবার চোলরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। তিনি ৯৮৬ শক হইতে ১০৩৫ শক পর্য্যন্ত ৪৯ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন।[২০]

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমচোড় ১০৩৫ হইতে ১০৫০ শক পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইনি প্রথমে কিছু দিন বেঙ্গীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ইনি রাজা হইলে ইঁহার কনিষ্ঠ ২য় রাজরাজ ১০০০ শকে অল্পদিনের জন্য বেঙ্গীতে রাজ-প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তৎপরে কুলোত্তুঙ্গের তৃতীয় পুত্র বীরচোড়দেব বা ৯ম

(১৯) "উচ্চচ্ছগুত্তর প্রতাপদহনপ্লুষ্টাখিলদ্বেষিণা
সর্ব্বান্ কেরলপাণ্ড্যকুন্তলমুখান্ নির্জ্জিত্য দেশান্ ক্রমাৎ ॥"

(২০) "হস্তভ্রাজিতশঙ্খচক্রজলজং যং রাজনারায়ণং
লোকঃ স্তৌতি স সূর্য্যবংশতিলকাদ্রাজেন্দ্রদেবার্ণবাৎ।
সম্ভূতামধুরাম্বকীর্ত্তিবিদিতাম্নায়াপরেণ স্বয়ং
লক্ষ্মীমুদ্বহতি স্ম লোক[illegible]
গঙ্গৌঘা ইব নির্ম্মলাঃ [illegible]
ক্ষোণীধ্রা ইব ভূভারশ্রমসহা জাতাস্তয়োঃ সূনবঃ ॥"

বিষ্ণুবর্দ্ধন ১০০০ শকে বেঙ্গীর রাজপ্রতিনিধিত্বে অভিষিক্ত হন।২১ ইনি ৫ বর্ষ পরে পিতার নিকট [illegible] ১০২২ শক পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গী শাসন [illegible]।

বিক্রমচোড়ের পর তাঁহার পুত্র ২য় কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব ১০৪৯ শকে চালুক্য-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন। চিত্তূর হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে, ১০৫৬ শকে ইনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপরে আর কতদিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার পর কে চালুক্যসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় ১৭শ নৃপতি বেতবিজয়াদিত্য-বংশীয় মহাবিষ্ণুবর্দ্ধনকে ১১২৪ শকেও বেঙ্গীসিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি।

রাজরাজচুলা নামক তামিল ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ২য় কুলোত্তুঙ্গচোড়ের রাজরাজ নামে এক পুত্র ছিলেন। কাঞ্চীপুরের একাম্রনাথের মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহার পরকেশরিবর্ম্মা ও ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী বিরুদ দৃষ্ট হয়। উক্তলিপিতে তাঁহার ১৯ রাজ্যাঙ্ক আছে। ১০৬৮ শকে তাঁহার রাজ্যারোহণ হয়। এই ২য় রাজরাজের পর আর ৪ জন এই বংশীয় চালুক্যনৃপতির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম রাজাধিরাজ, কেহ কেহ তাঁহাকে ২য় রাজরাজের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। ১০৬৮ শক পর্য্যন্ত দ্বিতীয় রাজরাজের রাজ্যকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত একাম্রনাথের মন্দিরোৎকীর্ণ শিলালিপিতে অপর এক কুলোত্তুঙ্গচোড়ের (৩য়) নাম পাওয়া যায়। অনেকে ১০৯৪ শকে ইঁহার রাজ্যারম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। ইঁহার

(২১) "শাকাব্দে শশিখাম্বরেন্দুগণিতে সিংহাধিরূঢ়ে রবৌ
চন্দ্রে বৃদ্ধিমতি ত্রয়োদশতিথৌ বারে গুরোর্ব্বৃশ্চিকে।
লগ্নেঽথ শ্রবণে সমস্তজগতীরাজ্যাভিষিক্তো মুদে
লোকস্যোদ্বহতি স্ম পট্টমনঘঃ শ্রীবীরচোড়ো নৃপঃ॥"

(২২) "অকৃতং যো মহীং রক্ষন্ গুরুণা চক্রবর্ত্তিনা।
আহূতো যৌবনোদ্দামদেহলক্ষ্মীদিদৃক্ষয়া॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
প্রেষ্ঠাপরং পুনরুদীচ্য জয়ায় সূনুম্॥"

উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল শিলালিপি পাঠে জানা যায়, বিক্রমপাণ্ড্যের সহায়তায় [illegible] সৈন্যগণকে সাগরে ডুবাইয়া ৩য় [illegible] বীরপাণ্ড্যের হস্ত হইতে মদুরা উদ্ধার [illegible] বিক্রমপাণ্ড্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১১৩৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপরে শিলালিপিতে ৩য় রাজরাজের নাম পাওয়া যায়। ইঁহার সময়ে কোপ্পেরুভজিঙ্গ নামক তাঁহার এক পল্লবসামন্ত প্রবল হইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। অবশেষে দ্বার-সমুদ্রের হোয়শলবংশীয় বীরনরসিংহ অপ্পণ ও গোপ্পয় নামক সেনাপতিদ্বয়কে পাঠাইয়া পল্লবসামন্তকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রাজরাজকে উদ্ধার করেন। রাজরাজ প্রায় ৩০ বর্ষ (১১৬৮ শক পর্য্যন্ত) রাজত্ব করেন, তৎপরে শিলালিপি হইতে আর এক রাজেন্দ্রচোড় (২য়) নাম পাই। ইঁহার সময়কার বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত ইঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় নাই। রঙ্গনাথের মন্দিরে ইঁহার সপ্তম ও অষ্টম বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মাতুল বীর সোমেশ্বর তাঁহার অধিকারভুক্ত চালুক্য-রাজ্যের অনেকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোড়ের ২য় বর্ষে উৎকীর্ণ ১১৮৩ শকাব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপরে ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ১১৮১ শকাব্দে রঙ্গনাথের মন্দিরে উৎকীর্ণ [illegible]পাণ্ড্যের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি চোলবংশরূপ পর্ব্বতের বজ্রস্বরূপ ও কর্ণাটক-বিজয়ী ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, যে রাজেন্দ্রচোড়ের সহিত প্রাচ্য-চালুক্যরাজবংশের রাজ্যভোগ শেষ হইয়াছিল। [অপর পৃষ্ঠায় প্রাচ্যচালুক্য-বংশাবলী প্রদত্ত হইল।]

দাক্ষিণাত্যে হোয়শলবল্লাল ও পাণ্ড্যবংশের অভ্যুদয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় চালুক্যসাম্রাজ্যই বিধ্বস্ত হইল। এই বৈশ্যমূল ক্ষত্রিয়বংশের আত্মীয় স্বজনগণ নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। এই বংশের অধঃপতনকালে কলিঙ্গে গঙ্গবংশ প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কোন কোন চালুক্যরাজবংশধর গঙ্গরাজগণের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন, তন্মধ্যে বিশাখপত্তন জেলার শলুকী * ও তালচের [illegible] শুল্কীকবংশ উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে শলুকী [illegible]

* সম্ভবতঃ চালুক্যবংশের অসামান্য প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে তাঁহাদের দায়াদগণ আবার

প্রাচ্য চালুক্যবংশাবলী।
কীর্ত্তিবর্ম্মা
সত্যাশ্রয় বল্লভ (প্রতীচ্য)
১ কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন (প্রাচ্য) (১৮ বর্ষ। শক ৫৩৮-
২ জয়সিংহ [১ম] (৩০ বর্ষ। শক ৫৫৬-৫৮৫)
৩ ইন্দ্রভট্টারক (৭ দিন। শক ৫৮৫)
৪ বিষ্ণুবর্দ্ধন [২য়] (৯ বর্ষ। শক ৫৮৫-৫৯৪)
মঙ্গিযুবরাজ (২৫ বর্ষ। শক ৫৯৪-৬১৯)
জয়সিংহ [২য়] (১৩ বর্ষ। শক ৬১৯-৬৩২)
৮ বিষ্ণুবর্দ্ধন [৩য়] (৩৭ বর্ষ। শক ৬৩২-৬৬৯)
৭ কোকিলি (৬ মাস। শক ৬৩২)
৯ ভট্টারক বিজয়াদিত্য (১৮ বর্ষ। শক ৬৬৯-৬৮৭)
১০ বিষ্ণুবর্দ্ধন [৪র্থ] (৩৬ বর্ষ। শক ৬৮৭-৭২২)
১১ নরেন্দ্রমৃগরাজ বিজয়াদিত্য [২য়] (৪৪ বর্ষ। শক ৭২২-৭৬৬)
নৃপরুদ্র
১২ কলি বিষ্ণুবর্দ্ধন [৫ম] (১৮ মাস। শক ৭৬৬-৭৬৭)
১৩ গুণক বিজয়াদিত্য [৩য়]
(৪৪ বর্ষ। শক ৭৬৭-৮১১)
যুবরাজ বিক্রমাদিত্য [১ম]
১৪ চালুক্য-ভীম [১ম]
(৩০ বর্ষ। শক ৮১১-৮৪১)
যুদ্ধমল্ল [১ম]
১৮ তাড়প (১ মাস। শক ৮৪৭)
যুদ্ধমল্ল [২য়]
(৭ বর্ষ। শক ৮৫০-৮৫৭)

১৪ চালুক্যভীম [১ম]
১৫ কোল্লবিগণ্ড বিজয়াদিত্য [৪র্থ]
(৬ মাস। শক ৮৪১)
১৯ বিক্রমাদিত্য [২য়]
(১১ মাস। শক ৮৪৮-৮৪৯)
১৬ অম্ম [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৬ষ্ঠ] রাজমহেন্দ্র
(৭ বর্ষ। শক ৮৪১-৮৪৮)
২২ চালুক্যভীম [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৭ম]
(১২ বর্ষ। শক ৮৫৭-৮৬৮)
১৭ বেত্ত বিজয়াদিত্য [৫ম]
(১৫ দিন। শক ৮৪৮)
২০ ভীম [৩য়]
(৮ মাস। শক ৮৪৯-৫০)
২৪ দানার্ণব
(৩ বর্ষ। ৮৯৩-৮৯৬)
২৩ অম্ম [২য়], বিজয়াদিত্য [৬ষ্ঠ] বা রাজমহেন্দ্র
(২৫ বর্ষ। শক ৮৬৮-৮৯৩)
১ সত্যাশ্রয় (পিট্টাপুররাজ)
(পত্নী—গঙ্গমাগৌরী)
(৩০ বর্ষ বিপ্লবের পর)
২৫ শক্তিবর্ম্মা (১২ বর্ষ। শক ৯২৬-৯৩৮)
২৬ বিমলাদিত্য
(৭ বর্ষ। শক ৯৩৮-৯৪৫)
২ বিজয়াদিত্য
বিমলাদিত্য
বিক্রম
২৭ রাজরাজ [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৮ম]
(৪১ বর্ষ। শক ৯৪৫-৯৮৬)
বিজয়াদিত্য [৭ম]
(বেঙ্গীশাসনকর্ত্তা)
(৬৫ বর্ষ। শক ৯৮৫-১০০০)
৪ মল্লপ
সামিদেব
২৮ রাজেন্দ্রচোড়, কুলোত্তুঙ্গ, চোড়দেব [১ম]
(৪৯ বর্ষ। শক ৯৮৬-১০৩৫)
২৯ বিক্রমচোড়
(১৫ বর্ষ। শক ১০৩৫-১০৫০)
রাজরাজ (বেঙ্গীনাথ)
(শক ১০০০-১০০১)
বীরচোড় বিষ্ণুবর্দ্ধন
(বেঙ্গীনাথ শক ১০০১-১০২২)
(কলিঙ্গের গাঙ্গেয়রাজ
রাজরাজের পত্নী)
৩০ কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব [২য়] (১০৫০ শকে অভিষেক)
৩১ রাজরাজ [২য়] (১০৬৮ শকে অভিষেক)

বিম্নকোটাপেদ্দন কবিরচিত 'কাব্যালঙ্কারচূড়ামণি' নামক তামিলগ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, বিশ্বে[illegible] রচিত এবং উক্ত বিশাখপত্তন [illegible]ধারা নামক স্থানে ধর্ম্মলিঙ্গে[illegible]স্বামীর মন্দিরে উৎকীর্ণ বিশ্বেশ্বরের শিলালিপিতে বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

বিমলাদিত্য, তৎপুত্র রাজরাজ (রাজনরেন্দ্র), তৎপুত্র কুলোত্তুঙ্গচোড়, তাঁহারা বংশপরম্পরায় যথাক্রমে মল্লপ, উপেন্দ্র, কোপ্প ও মনমোপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বরের পুত্র উপেন্দ্র (২য়) ও পৌত্র নরসিংহ। ১৩৪৪ হইতে ১৩৫৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত নরসিংহ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার শিলালিপি হইতেই পাওয়া গিয়াছে। নরসিংহের বংশধর মুকুন্দরাজ বা মুকুন্দবাহুবলেন্দ্র গোলকোণ্ডার কুতুবশাহীবংশের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাস ফেরিস্তা হইতে আমরা জানিতে পারি যে মুকুন্দবাহুবলেন্দ্র অল্পদিন পরেই কুতবশাহীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তায় ইনি কাসিমকোটের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মুহম্মদকুলী কুতুবশাহের সেনাপতি আমীর জুম্‌লা আমীন্‌উল্‌মুল্‌কের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল।* ১৫৮৯ হইতে ১৬০২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সিংহাচল হইতেও ১৫১৬ শকে (= ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মুকুন্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

মুকুন্দবাহুবলেন্দ্রের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন মেদিনীরায়, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে গজপতিরাজ, ধর্ম্মরাজ, জগন্নাথরাজ, মুকুন্দরাজ, প্রতাপরাজ, অনন্তরাজ ও গুরবরাজ। গুরবরাজের তিন পুত্র—পদ্মনাভ, কূর্ম্মনাথ ও অচ্যুত। পদ্মনাভের পুত্রসন্তান না হওয়ায়, তাঁহার অনুজ কূর্ম্মনাথ উত্তরাধিকার লাভ করেন। কূর্ম্মনাথের পুত্র গণপতিরাজ, তৎপুত্র ব্যঙ্কটকৃষ্ণরাজ, তৎপুত্র সন্ন্যাসরাজ, তৎপুত্র কৃষ্ণরাজ। কৃষ্ণরাজের পুত্র ব্যঙ্কটপতিরাজ বিশাখপত্তনজেলার অন্তর্গত গুণপুরে রাজা হন। তাঁহার পুত্র ব্যঙ্কটকৃষ্ণরাজ গুণপুরের বর্ত্তমান অধিপতি। ইঁহাদের

আদিবংশপরিচয় [illegible] করেন। তাঁহাদের রাজশক্তিলোপের সঙ্গে সম্ভবতঃ তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে[illegible] থাকেন, এ কারণ তাঁহাদের এই বংশের আর কাহাকেও পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া [illegible] দেখা যায় না। শুদ্ধীক শব্দই বৈশ্যবাচী।

* Brigg's Ferishta. Vol. III. p. 463-474.

গোত্র মানব্য। ইঁহার অবস্থা হীন হইলেও অদ্যাপি এই বংশ সর্ব্বলোকাশ্রয় বিষ্ণুবর্দ্ধন মহারাজ উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

হেমচন্দ্র ও লেশাজায় তিলকগণি-বিরচিত দ্ব্যাশ্রয়, ধর্ম্মসাগরপ্রণীত প্রবচন-পরীক্ষা, বিচারশ্রেণী, রাসমালা, সোমেশ্বরকৃত কীর্ত্তিকৌমুদী ও সুরথোৎসব, কুমারপালচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনহিলবাড়ের বিখ্যাত চৌলুক্যরাজগণের বিবরণ বর্ণিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বড় একটা মিল নাই, যতটুকু সামঞ্জস্য আছে, তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

অনহলবাড়ের চৌলুক্য-রাজবংশ।

গুজরাটের অন্তর্গত অনহল্‌বাড়্-পাটনের চৌলুক্যরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মূলরাজের নাম পাওয়া যায়। মূলরাজ কল্যাণাধিপতি ভুবনাদিত্যের পৌত্র ও চাপোৎকটরাজ সামন্তসিংহের ভগিনী নীলাদেবীর পুত্র। ঐ সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর মূলরাজ উত্তরাধিকার-সূত্রে ৯৯৮ বিক্রমাব্দে (৯৩২ খৃঃ অঃ) মাতুলের সিংহাসন লাভ করেন।[১] তিনি গ্রাহরিপু প্রভৃতি রাজগণকে পরাজয় করিয়া ৫৫ বর্ষ অতুল প্রতাপে রাজ্য-ভোগ করিয়াছিলেন।

তৎপরে তাঁহার প্রিয়পুত্র চামুণ্ডরাজ ১০৫৩ সংবতে রাজ্যারোহণপূর্ব্বক ১০৬৬ সংবৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।[২] চামুণ্ডরাজের তিন পুত্র বল্লভরাজ, দুর্ল্লভরাজ ও নাগরাজ।

দ্ব্যাশ্রয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, চামুণ্ডরাজ কোন সময়ে কামোন্মত্ত হইয়া ভগিনী কাচিনীদেবীর সহবাস করেন, সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তিনি কুমার বল্লভদেবকে রাজ্যভার দিয়া কাশীবাসী হন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বল্লভদেবকে বলেন, "যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে সত্বর গিয়া মালবরাজের দণ্ডবিধান কর।" বল্লভ সসৈন্যে মালবযাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শীতলা

(১) "বিক্রমাদ্বর্ষতো যাবৎ বসুনবাঙ্কবর্ষয়ো।
মূলরাজস্তদাস্থাপ্য সামন্তো ভগিনীসুতঃ॥
বর্ষাণাং পঞ্চপঞ্চাশৎ রাজ্যং কৃত্বা সুখানি চ॥"

(২) "তদোপরি নরনাথশ্চামুণ্ডেতি মহাবলী।
বর্ষত্রয়োদশঞ্চৈব রাজ্যং কৃত্বা সুখানি চ॥
বিক্রমাদ্বর্ষতো যাবৎ রসরাগদশস্মৃতঃ॥"

(বসন্ত) রোগে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। (দ্ব্যাশ্রয় ৭সর্গ.) কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতে, বল্লভ ৬মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৩]

চামুণ্ডরাজের সময়েই গজনীর সুলতান মাহ্মূদ সোমনাথ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মাহ্মূদের আগমনের পূর্ব্বেই চামুণ্ড পলাইয়া যান। সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া ফিরিবার সময় মাহ্মূদ দেবশর্ম্মা নামক এক ব্যক্তিকে রাজা করিয়াছিলেন।

চামুণ্ডরাজ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া দুর্ল্লভকে রাজপদে বরণ করিয়া (ভরুকচ্ছের নিকটবর্ত্তী) শুক্লতীর্থে গমন করেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্ল্লভরাজ অল্পদিন পরেই দেবশর্ম্মাকে তাড়াইয়া সোমনাথ পুনরধিকার করেন। দেবশর্ম্মার সহিত অনেক ব্রাহ্মণই মাহ্মূদের আনুগত্য স্বীকার করেন, এ কারণ দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হন এবং জিনেশ্বর সূরির নিকট জৈনধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার ভগিনীর সহিত মারবাড়রাজ মহেন্দ্রের বিবাহ হয়, এবং তিনিও স্বয়ম্বরা মহেন্দ্ররাজ-সহোদরাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। স্বয়ম্বরলব্ধ মারবাড়-রাজকন্যাকে লইয়া যাইবার সময় তাঁহার করপ্রার্থী মালব, হূণ, মাথুর, কাশী, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্ল্লভরাজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই মহাযুদ্ধে তিনিই জয়লাভ করেন।

দুর্ল্লভরাজের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি নাগরাজের পুত্র ভীমকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিত আছে, দুর্ল্লভ ভীমদেবকে রাজ্য প্রদান করিয়া বারাণসী যাত্রা করেন, পথে মালবের মুঞ্জরাজ তাঁহার রাজচিহ্ন কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। শেষে কাশীধামে গিয়া দুর্ল্লভের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা ভীম-দেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য মুঞ্জরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

দুর্ল্লভ ১০৭৮ সম্বৎ পর্য্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন।[৪] ভীমদেব

(৩) "[illegible]রাজো মহাবীর যুদ্ধে চ সিংহবিক্রমঃ।
[illegible] রাজ্যানি কর্ত্তব্যং সুমনোহরম্ ॥"

(৪) "ততোপরি[illegible] রাজ্যানি বর্ষ[illegible]একাদশস্তথা
মাসং ষড়ধিকং চৈব রাজ্যং কৃত্বা:সুখানি চ ॥
বিক্রমাদ্বর্ত্তো যাবং বসুমুনিদশস্মৃতঃ।"

একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তিনি সিন্ধুরাজ হম্মুক ও চেদিরাজকে পরাজয় করেন। তাঁহার ক্ষেমরাজ ও কর্ণ নামে দুই পুত্র জন্মে।

জ্যেষ্ঠ ক্ষেমরাজ পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্রের নাম দেবপ্রসাদ। দেবপ্রসাদের ত্রিভুবনপাল নামে এক পুত্র জন্মে।

ক্ষেমের অনুজ কর্ণদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশির কন্যা ময়াণল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম। জয়সিংহ উজ্জয়িনীরাজ যশোবর্ম্মা ও বর্ব্বরকে পরাজয় করেন। অবন্তি-রাজকে জয় করিয়া আসিয়া সিদ্ধপুরে সরস্বতীনদীতীরে রুদ্রমাল নামে বৃহৎ শিবালয় ও জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মন্দির প্রভৃতি বহুতর কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ইনি ১১৯৯ বিক্রম সংবৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কুমারপালকে রাজ্য দিয়া যান।

দ্ব্যাশ্রয়ের মতে, কুমারপাল উক্ত ত্রিভুবনপালের পুত্র।[৫] ইনি ১১৯৯ বিক্রমাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, ইঁহার যত্নে জৈনধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

কুমারপাল প্রথমে জয়সিংহের নিকট থাকিয়া দধিস্থলীতে রাজ্যশাসন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই জৈনধর্ম্মের সদুপদেশ লাভ করিতেন। জয়সিংহ কুমারপালের পিতা ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করেন, পরে তাঁহাকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কুমারপাল জানিতে পারিয়া সতর্ক হন। কুমার সর্ব্বদাই মন্ত্রিগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। একদিন জয়সিংহের নিযুক্ত চর সন্ধান পাইয়া সেস্থানে উপস্থিত হয়। এখানে হেমচন্দ্র মিথ্যাকথায় চরকে ভুলাইয়া কুমারকে রক্ষা করেন। কুমারপাল সেইদিনই ভৃগুকচ্ছে পলায়ন করিলেন। পরে কৈলম্বপত্তনে উপস্থিত হইলে, কৈলম্বরাজ নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন। পরে তিনি প্রতিষ্ঠানপুর ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থাকিয়া নগেন্দ্রপত্তনে আসিয়া তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে অবস্থান করেন। (ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী।)

সংবৎ ১১৯৯ অব্দে মার্গশীর্ষে কৈলম্বরাজের সাহায্যে কুমারপাল সিদ্ধরাজকে দমন করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। তৎপরে তিনি সুরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ, সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি নানা স্থান জয়

(৫) আবার কোন জৈন পুথিতে লিখিত আছে, কুমারপাল সিদ্ধরাজের ভগিনী রত্নসেনার পুত্র। (Dr. Bhandarkar's Report on the Sanskri Mss, 1883-84, p. 11.) এইরূপ আরও মতভেদ আছে।

করেন। দিগ্বিজয়কালে তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে মালবগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বিজিত সকল স্থানেই অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন। জৈনদিগের পুণ্যতীর্থ শত্রুঞ্জয়পর্ব্বতে তিনি পার্শ্বনাথের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২১১ সম্বতে হেমচন্দ্রসূরি দ্বারা 'ত্রিভুবনপালবিহার' স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বাগ্‌ভট তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল বিষদানে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। কুমার ৩০ বর্ষ ৮ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১২৩০ সংবতে কুমারপালের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মহীপালের পুত্র) অজয়পাল সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে বালমূল ২ বর্ষ, ভীম ৬৩ বর্ষ, তিহুনপাল বা ত্রিভুবনপাল (২য়) ৪বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। ১৩০২ সম্বতে চৌলুক্যরাজ্য বাঘেলা-রাজগণের অঙ্কশায়ী হয়। এইরূপে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে গুর্জ্জরের চৌলুক্যরাজবংশ শেষ হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশ্যসমাজের অধঃপতন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৈশ্যসমাজের অভ্যুদয় ও বৈশ্যসাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বলিতে কি, যতদিন আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যরাজশক্তি অপ্রতিহত ছিল, ততদিন বৈশ্যসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কেহই সাহসী হন নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্তবংশের তিরোধানের সহিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণসমাজ বৈশ্যসমাজকে অধঃপাতিত করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বহু পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত বৈশ্যাধিপত্য অক্ষুন্ন থাকিলেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই দাক্ষিণাত্যের বৈদিক বিপ্রগণ বৈশ্যমূল রাজবংশকে ক্ষত্রিয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যজাতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণশক্তির অভ্যুদয় নিরীক্ষণ করিয়া দাক্ষিণাত্যবিপ্রগণ দক্ষিণাপথের বৈশ্যমূল রাজাধিরাজগণের আদি বর্ণপরিচয় বিলুপ্ত করিবার জন্যও যে বিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছি। এমন কি দাক্ষিণাত্যের বিরাট বৈশ্যসমাজ হইতে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিবার জন্যও যে ব্রাহ্মণসমাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সকল রাজবংশ বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত যে স্ব স্ব মূলবর্ণ বিস্মৃত হন নাই, তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে কথা পরে বলিব। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে বৈশ্যবর্ণকে স্ব স্ব সনাতন ধর্ম্মাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে আবু-রৈহান্-অল্-বেরুণী নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত তাঁহার "হিন্দুস্থান" গ্রন্থে তাহার বেশ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক স্থলেই বৈশ্যসমাজের ধর্ম্মাধিকার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল মত অতি প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নে কএক স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

'ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়কে বেদ শিখাইবেন। ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন করিতে পারিবেন, কিন্তু অপর কাহাকে এমন কি ব্রাহ্মণকেও শিখাইতে পারিবেন না। বৈশ্য ও শূদ্র বেদোচ্চারণ বা বেদপাঠ ত করিবেই না, এমন কি বেদ শুনিতেও নিষেধ

রহিয়াছে। বৈশ্য বা শূদ্রের মধ্যে যদি কেহ বেদ পাঠ করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে উহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বিচারকের নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবেন এবং বিচারক তাহার জিহ্বাচ্ছেদনরূপ দণ্ড বিধান করিবেন।'*

বৈশ্যসমাজের বৃত্তি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

'কৃষিকর্ম্ম, ক্ষেত্রে হলচালনা, গবাদিপালন ও ব্রাহ্মণগণের অভাবমোচন করাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। বৈশ্য দুই গাছি সূতায় গাঁথা কেবল এক দণ্ডী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিবে। শূদ্র ব্রাহ্মণের দাসবৎ সকল কার্য্য ও ব্রাহ্মণসেবা করিবে। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, শূদ্র এককালে যজ্ঞোপবীত ছাড়া থাকিতে চায় না। শূদ্র একগাছি কার্পাসের সূতা মাত্র ধারণ করে। প্রত্যেক কার্য্য যাহাতে ব্রাহ্মণের একমাত্র অধিকার, যথা দেবস্তুতি, বেদপাঠ ও হোমাদি, তাহা বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। বলিতে কি, যদি শূদ্র বা বৈশ্য বেদপাঠ করিতেছে বলিয়া ধরা পড়ে এবং ব্রাহ্মণেরা যদি অধিপতির নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে রাজা তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিতে আদেশ করিবেন। যাহা হউক, বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে ঈশ্বরারাধনা, সৎকর্ম্ম ও দান নিষিদ্ধ নহে।'†

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে বৈশ্যসমাজ বৈদিক যুগ

* "The Brahmins teach the Veda to the Kshatriyas. The latter learn it, but are not allowed to teach it, not even to a Brahmin. The Vaisya and Sudra are not allowed to hear it, much less to pronounce and recite it. If such a thing can be proved against one of them, the Brahmins drag him before the magistrate and he is punished by having his tongue cut off" (Alberuni's India, translated by Dr E. C. Sachau, Vol. I. p. 125.)

† "It is duty of the Vaisya to practice agriculture and to cultivate the land, to tend the catle and to remove the needs of the Brahmins. He is only allowed to gird himself with a single yajnopavita, which is made of two cords. The Sudra is like a servant to the Brahmin, taking care of his affairs and serving him. If though being poor in the extreme, he still desires not to be without a yajnopavita, he girds himself only with the linen one. Every action which is considered as the privilege of a Brahman, such as saying prayers, the recitation of the Veda and offering sacrifices to the fire, is forbidden to him, to such a degree that when, e. g. a Sudra

হইতে দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; যজন, বেদাধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মেই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যাঁহাদের সমান অধিকার ছিল, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে সেই উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণসমাজে শূদ্রের ন্যায় সমানভাবে আচরিত হইতেছিলেন। এ সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণসমাজ এবং ব্রাহ্মণানুগত ও ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়সমাজ এই দুই বর্ণ মাত্র দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। বৈশ্যগণকেও পাছে সাধারণে দ্বিজাতি মনে করে এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীতেরও পার্থক্য এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্মণভক্ত শূদ্রগণের গলায় একগাছি সূতা দিয়া বৈশ্যগণের দ্বিজাতি হইবার পথ কণ্টকিত করা হইয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, বৈদিকী দীক্ষা উপলক্ষে বৈদিক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে যজ্ঞসূত্র গৃহীত হয়, তাহাই যজ্ঞোপবীত। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে যখন বেদমন্ত্রশ্রবণও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহাদের বৈদিকী দীক্ষা বা প্রকৃত যজ্ঞোপবীত কিরূপে সম্ভব?

আমরা এই ইতিহাসের প্রারম্ভেই জানাইয়াছি যে, যজ্ঞোপবীত আর্য্যজাতির চিহ্নস্বরূপ। বেদ ও উপনিষদের মতে 'আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই আর্য্য বা যজ্ঞোপবীত ধারণের উপযুক্ত। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ-রূপ উপনয়ন সংস্কার হইতেই আর্য্যগণ 'দ্বিজাতি' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন; কিন্তু বেদ ও উপনিষদে "শূদ্র" অনার্য্যমধ্যেই গণ্য ছিল, এই কারণে তাহাদের যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকার ছিল না। পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণও এ জন্য শূদ্রের যজ্ঞোপবীতগ্রহণে অধিকার দেন নাই। বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবের সময়ে ব্রাহ্মণ-পরিচালিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বিপর্য্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণনির্ব্বি-শেষে আচার ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। নিম্ন বর্ণ উচ্চবর্ণের আচার পালনে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণশাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়াদি পরবর্ণ ব্রাহ্মণাচরিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজের যে তাহা চক্ষুঃশূল হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষত্রিয়বর্ণই প্রথমে ব্রাহ্মণশাসন উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণাচারগ্রহণ করিতেছিলেন বলিয়াই আবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার আয়ো-জন চলিয়াছিল এবং তাহারই ফলে "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং" এই পৌরাণিক বচনের

or a Vaisya is proved to have recited the Veda, he is accused by the Brahmins before the ruler and the latte will order his tongue to be cut off. However, the meditation on god, works o piety and almsgiving are not forbidden to him." (Alberuni's India, by Sachau, Vol. II. p. 436-7.)

সৃষ্টি হয়। বৈদিকধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপক প্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট তাঁহার মীমাংসাবার্ত্তিকে তাই যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণশাসন উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণাচারগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।‡

যাহা হউক, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাভ্যুদয়ে এইরূপ বর্ণ ও ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটায় পুনরায় ব্রাহ্মণাভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মণসমাজ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

‡ "শাক্যাদিবচনানি তু কতিপয়দমদানাদিবর্জ্জং সর্ব্বাণ্যেব সমস্তচতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানবিরুদ্ধানি। ত্রয়ীমার্গব্যুত্থিতাবিরুদ্ধাচরণৈশ্চ বুদ্ধাদিভিঃ প্রণীতানি ত্রয়ীবাহ্যেভ্যশ্চ চতুর্থবর্ণনিরবসিতপ্রায়েভ্যো ব্যামূঢ়েভ্যঃ সমর্পিতানিতি ন বেদমূলত্বেন সংভাব্যন্তে। স্বধর্ম্মাতিক্রমেণ চ যেন ক্ষত্রিয়েণ সতা প্রবক্তৃত্বপ্রতিগ্রহৌ প্রতিপন্নৌ স ধর্ম্মমবিপ্লুতমুপদেক্ষ্যতীতি কঃ সমাশ্বাসঃ। উক্তঞ্চ, 'পরলোকবিরুদ্ধানি কুর্ব্বাণং দূরতস্ত্যজেৎ। আত্মানং যোঽতিসন্ধত্তে সোঽন্যস্মৈ স্যাৎ কথং হিতঃ' ইতি। বুদ্ধাদেঃ পুনরয়মেবাতিক্রমোঽলঙ্কারবুদ্ধৌ স্থিতঃ।........যেনৈবাহ কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাস্তু লোক ইতি। স কিল লোকহিতার্থং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মমতিক্রম্য ব্রাহ্মণবৃত্তং প্রবক্তৃত্বং প্রতিপদ্য প্রতিষেধাতিক্রমাসমর্থৈ ব্রাহ্মণৈরননুশিষ্টং ধর্ম্মং বাহ্যজনাননুশাসং ধর্ম্মপীড়ামথাত্মনোঽঙ্গীকৃত্য পরানুগ্রহং কৃতবানিত্যেবং বিধৈরেব গুণৈঃ স্তূয়তে...ন হ্যেষাং পূর্ব্বোক্তেন ন্যায়েন শ্রুতিপ্রতিবদ্ধানাং স্বমূলশ্রুত্যনুমানসামর্থ্যমস্তি।" (মীমাংসাবার্ত্তিক)

অর্থাৎ দম, দানাদি কতিপয় ভিন্ন শাক্যাদির সকল বাক্যই চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের বিরুদ্ধ। বেদবিরুদ্ধাচারী বুদ্ধাদিপ্রণীত শাস্ত্রকলাপ শূদ্রজাতি হইতে নিকৃষ্ট মূঢ়তম ব্যক্তিগণে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব সেই সকল শাস্ত্রের বেদমূলত্ব সম্ভাবনাও নাই। যে ক্ষত্রিয় আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব ও পরের প্রতিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে যথার্থ ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন, ইহা কাহার হৃদয়ে বিশ্বাস হয়। অতএব যিনি পরলোকবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ যিনি আপনারই অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন, তিনি পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। বুদ্ধ প্রভৃতি সকলে এইরূপ পরলোকবিরুদ্ধকার্য্যানুষ্ঠান অলঙ্কার মনে করেন। অতএব বুদ্ধ এই কথা বলিতেন,—'যে সমস্ত কর্ম্ম কলিতে কলুষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমাতে উপস্থিত হউক। সংসারে অন্য সকলে তাহা পরিত্যাগ করুক।' 'বুদ্ধদেব লোকহিতের জন্যই আপনার প্রশংসিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব অবলম্বন করিয়া প্রতিষেধ অতিক্রম করিতে অসমর্থ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অপ্রকাশিত ধর্ম্ম সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মের উৎপীড়ন করিয়াও পরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।' এই প্রকার নানাবিধ বাক্যদ্বারা বৌদ্ধেরা তাঁহার স্তব করে।... বৌদ্ধশাস্ত্র শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা দ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ সমস্ত [illegible] নহে।

প্রথমে যখন তাঁহারা ক্ষত্রিয়সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই সময়েই ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছে,—সে সময়ে ভারতের নানাস্থানে ক্ষত্রিয়বংশ বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলেন না, বরং যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে সামাজিকশাসনে যথেষ্ট নিগৃহীত করিতেছিলেন, এই সামাজিক নিগ্রহের ফলে অনেক-ক্ষত্রিয় বৈশ্যসমাজে আশ্রয় লইয়া বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন; তন্মধ্যে শাক্যবংশ প্রথম উল্লেখযোগ্য। * অতঃপর বৈশ্যসমাজের অভ্যুদয়কালে তাঁহারাও যখন ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার ও ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় শাসন উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণসমাজেরও জাতক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হইতে ব্রাহ্মণসমাজ বুঝিলেন যে, ব্যবসায়বুদ্ধি বৈশ্যের প্রাধান্যে কখনই আর্য্যসমাজ সুশাসিত ও সুপরিচালিত হইতে পারিবে না;—তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন রক্ষা করিবার জন্য আবার ক্ষত্রিয়সমাজের প্রয়োজন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়বংশধরগণ তখনও ভারতের নানাস্থানে বিদ্যমান থাকিলেও পুনরভ্যুদিত ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রেয়োবোধ করিলেন না;—বরং যাঁহারা তাঁহাদের অভ্যুদয় ও প্রাধান্যরক্ষার সহায় হইয়াছিলেন, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ব্রাহ্মণসমাজপ্রতিষ্ঠার জন্য সমরপ্রাঙ্গণে জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষত্রিয় থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কল্পিত বংশতালিকায় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় পৌরাণিক ক্ষত্রিয়রাজগণের নাম সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহার কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। নবক্ষত্রিয়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈশ্যবর্ণকে অধঃকরণেরও আয়োজন চলিয়াছিল, তাহারও আভাস পূর্ব্বাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী হইতে এই শ্রেষ্ঠবর্ণ নামে মাত্র দ্বিজাতি বলিয়া গণ্য থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা দ্বিজত্ব হারাইতেছিলেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মতে উপনয়নরূপ বৈদিক সংস্কার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তান দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে গমনের নামই উপনয়ন। ইহাই আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রথম বৈদিকসংস্কার। এই দীক্ষাকালে

* শাক্যবংশ কিরূপে বৈশ্যসমাজে প্রবেশ করিয়া বৈশ্যসমাজভুক্ত ও বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, আলোচ্য বৈশ্যকাণ্ডের দ্বিতীয়াংশে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

...হোমান্ত বৈদিকমন্ত্র উচ্চারিত হয় এবং আচার্য্য মাণবক বা উপনেয় শিষ্যকে বৈদিকগায়ত্রী শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং বেদাধ্যয়ন বা বেদশ্রবণ পর্য্যন্ত যখন বন্ধ হইল, তখন বৈশ্যের যে প্রকৃত উপনয়নসংস্কার হইতে পারিত না, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তাঁহারা দুই গাছি সূত্রমাত্র ধারণ করিতে পারিতেন। পাছে তাঁহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের ন্যায় দ্বিজত্বের দাবী করেন, এই আশঙ্কায় বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের অনুগত শূদ্রসন্তানের গলদেশে একগাছি সূত্র দান করিয়া একপ্রকার কৃত্রিম উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন।* তাহাতে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে বেশী পার্থক্য রহিল না। এমন কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ন্যায় পূর্ব্বকালে বৈশ্যও যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, একমাত্র শূদ্রেরাই যে কার্য্য করিতেন, এখন বৈশ্যেরাও সে কার্য্য করিতে লাগিলেন। আবু-রৈহানের গ্রন্থ হইতে তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। আবু-রৈহান লিখিয়াছেন,—

"হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় অতিশয় পুণ্যজনক বলিয়া গণ্য। এই কালের শুভফল সম্বন্ধে তাঁহাদের এত বাড়াবাড়ি ধারণা যে, এই শুভকালে মরিলে স্বর্গসুখ লাভ হইবে কামনা করিয়া অনেকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কেবল বৈশ্য ও শূদ্র এরূপ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এরূপ কার্য্য নিষিদ্ধ, এ কারণ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় আত্মহত্যা করেন না।" ‡

উদ্ধৃত একটী দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে,—ব্রাহ্মণসমাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতেও বৈশ্যসমাজকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন

* পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে গদাধর যে "অনিষিদ্ধকর্ম্মণাং শূদ্রাণাস্তু উপনয়নং"—এই বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা শূদ্রের গলদেশে যজ্ঞসূত্র প্রচলনের পর লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

‡ "Most propitious times are further, the time of solar and lunar eclipses. At that time, according to their belief, all the waters of the earth become as pure as that of the Ganges. They exaggerate the veneration of these times to such a degree that many of them commit suicide, wishing to die at such a time as promises them heavenly bliss. However this is only done by Vaisyas and Sudras, whilst it is forbidden to Brahmans and Kshatriyas, who in consequence do not commit suicide."

Alberuni's India, by Sachau, Vol. II. p. 191.

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের জীবনই প্রকৃত মূল্যবান্, কিন্তু বৈশ্য-শূদ্রের জীবনের যে কোন মূল্য আছে, তাহা তাঁহারা ধারণাই করিতেন না।

৯৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গান্ধার হইতে সরস্বতী-প্রবাহিত কুরুক্ষেত্র ভূভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্চনদপ্রদেশে কেবল ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় শাসন বলিয়া নহে, ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। উক্ত বর্ষে সবক্তগিন্ গান্ধারের রাজধানী গজনী অধিকার করেন, এবং ব্রাহ্মণ-নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া ক্রমশঃ পেশোয়ার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এ সময়ে সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুসৌবীর-ক্ষত্রিয়বংশ এবং দিল্লী, অজমীর, কালঞ্জর ও কনৌজপ্রদেশে ব্রাহ্মণভক্ত ও ব্রাহ্মণস্থাপিত ক্ষত্রিয়-বীরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সকল বিভিন্ন রাজবংশ পরস্পর গৃহবিবাদে ও ঈর্ষাবশে স্ব স্ব শক্তি খর্ব্ব করিতেছিলেন বটে, কিন্তু সীমান্তপ্রদেশে মুসলমান অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার গতিরোধ করিবার জন্য সকলেই স্ব স্ব সেনাবাহিনী লইয়া একবার ব্রাহ্মণ-নরপতির পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সমবেত চেষ্টায় সবক্তগিন্ পেশোয়ারের সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিলেও ভারতমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সদ্ভাব হেতুই সম্ভবতঃ এ সময়ে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়ের সনাতন বৈদিকাধিকার লোপ করিতে প্রস্তুত হন নাই, বরং 'ক্ষত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং' এইরূপ সহানুভূতিসূচক বাক্য অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখেই শোভা পাইত। কিন্তু এরূপ সহানুভূতি বেশী দিন স্থায়ী হইয়া-ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ঐ সকল ক্ষত্রিয়রাজগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ড লইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় দারুণ বিদ্বেষানলে হিন্দুশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। যে সময়ে গৃহদ্বারে বিদেশী মহাশত্রু কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না। ঠিক এই সময়ে সবক্তগিনের পুত্র মাহ্মূদ ভারতলুণ্ঠন করিবার জন্য সদলে অগ্রসর হইলেন। তিনি ১০০১ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। গৃহবিবাদে বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজশক্তি মুসলমানের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। পশ্চিম ভারতে উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণে আর্য্যসমাজও হতশ্রী হইয়া পড়িতে লাগিল। আবুরৈহান্ যে সময়ে তাঁহার 'হিন্দুস্থান' রচনা করিতেছিলেন, তৎকালে মাহ্মূদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সমস্ত ভারতবাসীকে উদ্ভ্রান্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং মুসলমানজাতির উপর হিন্দুসমাজের একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও আক্রোশ উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য আবুরৈহান

হিন্দুসমাজের সহিত মিশিবার সুযোগ পান নাই। তিনি তৎকালপ্রচলিত যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টেই সে সময়ের হিন্দু-সমাজের আচার ব্যবহার লিপিবন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল স্মৃতি-নিবন্ধ যে কেবল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। মামুদের আক্রমণে পশ্চিম ভারত উৎসাদিত হইলে বৈদিক বিপ্রগণ সেই সকল স্মৃতিনিবন্ধ সহ পূর্ব্বভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন* এবং তাঁহাদের সহিত উক্ত নিবন্ধসমূহের মতও নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক গজনীপতি মামুদের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌছিবামাত্র লাহোর ও নাগরকোটের হিন্দুরাজগণ আবার স্বাধীন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিলেন। আবার নানাস্থানের হিন্দু-রাজগণের মধ্যে পরস্পর অভিমান ও প্রতিযোগিতার দারুণ বিদ্বেষানল জ্বলিতে আরম্ভ হইল। সেই সমাজবিধ্বংসী আত্মকলহের ফলে সার্দ্ধশত বর্ষমধ্যে সমস্ত পঞ্চ-নদপ্রদেশে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইল। তাহাতেও হতভাগ্য হিন্দুরাজগণের চৈতন্যোদয় হইল না। অল্পদিন পরেই দিল্লী ও কনোজরাজমধ্যে প্রবল বিদ্বেষ ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়া ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষ ভেদ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কলিযুগের প্রথমাংশে অভিমান ও গৃহবিবাদে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের সুবিপুল ক্ষত্রিয়শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার ব্রাহ্মণ-সেনাপতির হস্তে এই কুরুক্ষেত্রেই বৈশ্যশক্তিলোপের সূত্রপাত হইয়াছিল, আবার ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে এই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত থানেশ্বরই মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত নব-ক্ষত্রিয়শক্তিও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ ও বারাণসী ধামে এবং ইহার পঞ্চ বর্ষ মধ্যে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত এক প্রকার সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুসলমান-শাসন বিস্তারের সঙ্গে হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণপ্রভুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। হিন্দুর রাজ্যলোপের সঙ্গে হিন্দু-নৃপতিগঠিত ধর্ম্মাধিকরণও এক প্রকার বিলুপ্ত হইল। মুসলমানেরা যেখানে যেখানে রাজধানী স্থাপন করিতে-

* মামুদের কনোজাক্রমণকালে বহু বৈদিক বিপ্র কনোজ ছাড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৩য় অংশে বঙ্গে বৈদিকাগমন প্রসঙ্গে তাহা সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ছিলেন, শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসমাজ সে স্থান হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। ব্রাহ্মণসমাজও সাধারণের হৃদয়ে দারুণ মুসলমান-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন কি মুসলমানস্পর্শ পর্য্যন্ত অশুচিজনক বলিয়া শাস্ত্রনিবন্ধে ঘোষণা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি যাঁহারা মুসলমানসংস্রব বা মুসলমানভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বা পতিত মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং হিন্দুনৃপতির সহিত হিন্দুধর্ম্মাধিকরণলোপের সঙ্গে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-অধ্যুষিত নিভৃত হিন্দুপল্লীস্থ টোলগুলিই হিন্দুর সাধারণ ধর্ম্মাধিকরণরূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বে হিন্দুরাজ-নিযুক্ত উপযুক্ত শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণই ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত কায়স্থ ও শ্রেষ্ঠী (বৈশ্য) নিযুক্ত হইতেন। বিচারক বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতি যথেচ্ছব্যবহার করিতে পারিতেন না, কারণ ব্রাহ্মণবিচারকের বিচারনিষ্পত্তির পরও তাহার পুনর্ব্বিচার বা সংশোধন করিবার অধিকার হিন্দুনৃপতির হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রবক্তা ও ন্যায়ান্যায়ের বিচারক হইলেও রাজাই হিন্দুসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ও সমাজশাসয়িতা ছিলেন। মুসলমান-অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সেই অসাধারণ সমাজকর্তৃত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোলের অধ্যাপকগণের হস্তে নিপতিত হইল। সমাজনিগ্রহ ও পাতিত্যের আশঙ্কায় প্রথম প্রথম অধিকাংশ হিন্দু-সন্তানই মুসলমান ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে সাহসী হইতেন না, প্রায় সকলেই নানাপ্রকার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য টোলের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। এরূপ স্থলে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রভুতা যে অসাধারণরূপে বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যতদিন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, তত দিন ব্রাহ্মণসমাজ ক্ষত্রিয়সমাজের বিরুদ্ধে লেখনীচালনা সুবিধাজনক মনে করেন নাই, তত দিন তাঁহারা এক এক বর্ণের মধ্যে বহুতর জাতি, উপজাতি ও শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি করিয়া হিন্দু সমা-জকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতে সুবিধা পান নাই। যে নবীন ক্ষত্রিয় সমা-জের আনুকূল্যে বৌদ্ধপ্রাধান্যবিলোপ ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং মুসলমানপ্রভাবে ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়শক্তির তিরোধান লক্ষ্য করিয়া আবার শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ ঘোষণা আরম্ভ করিলেন যে কলিতে

আর ক্ষত্রিয় নাই, যে কয় ঘর ক্ষত্রিয়বংশধর আছে, তাহারা সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মৌর্য্যবংশধ্বংস এবং পুষ্যমিত্রপ্রমুখ ব্রাহ্মণবংশের অভ্যুদয় কালে "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং" প্রভৃতি নিঃক্ষত্রিয়জ্ঞাপক যে সকল শ্লোক রচিত ও শাস্ত্রনিবন্ধমধ্যে গ্রথিত হইয়াছিল, এখন শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকগণের মুখে সেই সকল কল্পিত শ্লোক আবার শোভা পাইতে লাগিল। মুসলমান আধিপত্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, ততই হিন্দুসমাজ শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছিলেন। এ অবস্থায় ভূদেবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনাবলি সাধারণে বেদবাক্যবৎ অপৌরুষেয় ও অমোঘ বলিয়া যে গ্রহণ করিবে, তাহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গের পল্লীবাসী ব্রাহ্মণগণের সারস্বত-মন্দিরে ক্ষত্রিয়বৈশ্যবিধ্বংসী যে সকল সংস্কৃত বচন নিনাদিত হইতেছিল, পরবর্ত্তী কালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, বাচস্পতিমিশ্র, ভরতমল্লিক প্রভৃতির গ্রন্থে সেই সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য টীকায় সেই সকল বচন উদ্ধৃত হইল।* এই সকল বচনের অর্থ এইরূপ—

'শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণ বা বেদ-অদর্শন অর্থাৎ পঠন ও পাঠনে অসমর্থ হেতু এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় বর্ণই শূদ্রসমান হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে কি এই জঘন্য কলিযুগে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র জাতি বর্ত্তমান।[২] যাহারা নামমাত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আর দ্বিজাতি বলা যায় না। পূর্ব্বকালে যেরূপ শূদ্রের পক্ষে সন্ন্যাস বা ভিক্ষুধর্ম্ম নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে

* (১) "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"
(স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বধৃত মনুবচন)

(২) "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈশ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥ ইতি বিষ্ণুঃ।
যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চেতি যমঃ।
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥"

'ইতি মনুবচনং ধৃত্বা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্বমিতি স্বস্বগ্রন্থেষু বাচস্পতিমিশ্রাদিভিস্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তং।' (ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভাধৃত)

ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের উপরও সেই নিয়ম জারি হইল, অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই জাতি কলিকালে আর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না।'*

ভারতের সর্ব্বত্র না হউক, উক্ত ব্রাহ্মণাদেশ এক সময়ে গৌড়বঙ্গের আপামর সাধারণ অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গৌড়ীয় স্মার্ত্তগণ আরও কএকটী নিয়ম প্রচার করিলেন, 'দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবর-কর্ত্তৃক সুতোৎপত্তি, দত্তা কন্যার সম্প্রদান, দ্বিজাতির মধ্যে অসবর্ণা কন্যাবিবাহ, আততায়ী ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ, বিধিপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ, রীতিমত বেদপাঠপূর্ব্বক অপরের পাপমোচন, বিপ্রগণের পক্ষে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপে সংসর্গ দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরসোৎপন্ন পুত্র ভিন্ন অন্যবিধ ক্ষেত্রজাদি পুত্রগ্রহণ, ব্রাহ্মণের পক্ষে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী এই সকলের অন্ন-ভোজন, গৃহস্থের পক্ষে অতি দূরে তীর্থগমন, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রের পাকক্রিয়া, গিরিসানু হইতে পতন বা অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আত্মহত্যা, বৃদ্ধাদির স্বেচ্ছা-মরণ, এই সকল লোকহিতের জন্য কলির আদিতে বিজ্ঞ মহাত্মগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণের প্রবর্ত্তিত সময়োপযোগী এই সকল প্রমাণ বেদবৎ গণ্য হইবে।'৪

গৌড়ীয় স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন আদিত্যপুরাণের দোহাই দিয়া উপরে যে কয়টী

(৩) "সন্ন্যাসপ্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ।" (রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্ব)

(৪) "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিংসনং॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিচোদিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনন্তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপি চ॥

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং যে সকল কার্য্য কলির আদি হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কলির আদি হইতে কেন, মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সকল কার্য্য প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই।

১মতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যের কোন দিন অত্যন্তাভাব হয় নাই। আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাঁহার সময়েও ভারতের নানাস্থানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি বিদ্যমান ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ বরাবর ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের প্রতিপাল্য স্বতন্ত্র ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। এমন কি যিনি কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিজাতিত্ববিলোপ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সেই রঘুনন্দনই আবার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের দ্বিজোচিতসংস্কারপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি সংস্কারতত্ত্বে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যের মধ্যে যাহার পঞ্চদশ বর্ষ সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিজোচিত উপনয়নসংস্কার হয় নাই, শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।'[৫] এমন কি স্মার্ত্তপ্রধান—'অশৌচ ঘটিলে ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে।'[৬] ইত্যাদি উক্তি দ্বারাও ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অস্তিত্ব ও দ্বিজত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণন্তথা।
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ॥
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥"

(স্মার্ত্ত রঘুনন্দনধৃত আদিত্যপুরাণ)

(৫) "পতিতা যস্য সাবিত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ॥
প্রায়শ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাচ বদতাং বরঃ।"

(রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বধৃত যমবচন)

(৬) "শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥"

(রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বধৃত)

এ ছাড়া যে সকল কার্য্য কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার আছে। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও কমণ্ডলুধারণ নিষিদ্ধ হইলেও কলি-কালে আজীবন ব্রহ্মচা[illegible] হইবে না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি[illegible] এমন অনেক মহাত্মা জন্ম[illegible]করিয়াছেন, যাঁহাদের নাম আজও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে উজ্জ্বল রহিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন সরস্বতী, তান্ত্রিকপ্রধান কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং এইরূপ আরও শতশত লোকের নাম এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে কেহই শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও মুসলমান আগমনের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে এ প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের বিবরণপ্রসঙ্গে তাহার আভাস দিয়াছি। এমন কি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ৭ম শতা-ব্দীতে ভারত হইতে যে সকল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সুদূর যবদ্বীপ ও তথা হইতে বালি-দ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অদ্যাপি চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ ও অসবর্ণবিবাহপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।*

এমন কি ব্রাহ্মণসমাজও বানপ্রস্থ বা চতুর্থাশ্রম কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অব-লম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল গুজরাটের অন্ত-র্গত ভবনগররাজ্যের প্রধান মন্ত্রী অশেষশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণপ্রবর গৌরীশঙ্কর উদয়-শঙ্কর যাজ্ঞিক অশীতিবর্ষের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এখনও পর্য্যন্ত অনেকে সেই মহাত্মার নাম বিস্মৃত হন নাই।† গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গৌড়বঙ্গে স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ অবস্থা ও সময়োপযোগী ভাবিয়া যে সকল বিধিনিষেধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শাস্ত্রীয় [illegible]ধীন গৌড়বঙ্গে তাহা গৃহীত হইলেও উত্তরপশ্চিম অথবা বৈদিক[illegible] দাক্ষিণাত্যভূমে তাহা কোনকালেই সম্যক্ সমাদৃত হইতে পারে নাই। [illegible]ব্যতীত এরূপ অনন্য সাধারণ ব্রাহ্মণ-শাসন অপর কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

* বিশ্বকোষ ১৩শ ভাগ ১১ পৃষ্ঠা (বালিদ্বীপ শব্দ) দ্রষ্টব্য।

† Life of Gauri Sankar Uday Sankar C. S. I. by I. U. Yajnik, Bombay, 1889.

যাহা হউক, অবান্তর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদের আলোচ্য বৈশ্যপ্রসঙ্গের অনুসরণ করা যাউক।

বৈশ্যজাতির কেবল ধর্ম্মমার্গ বলিয়া নহে, তাহাদিগের ভাবী অভ্যুদয় ও বাণিজ্য-প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গীয় স্মার্ত্তগণ প্রচার করিলেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ।*

যে সমুদ্রবাণিজ্যপ্রভাবে ভারতীয় বৈশ্যসমাজ অতি প্রাচীনকালে সমস্ত সভ্য জগতে প্রভুত্ব বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সমুদ্রযাত্রার সুযোগে বৈদেশিক রত্নরাজি আহরণ করিয়া বৈশ্যসমাজ ভারতভূমিকে বিপুল সম্পদ্‌শোভিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে বাণিজ্যসম্পদে মহাসমৃদ্ধি লাভ করিয়া বৈশ্যসমাজ ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় কেবল বৈশ্যসমাজের বলিয়া নহে, ভারতীয় আর্য্যসমাজের কি যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, একবার নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখুন। সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগের সহিত বৈশ্যসমাজের অবস্থা যে হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশে বৈদেশিক মুসলমানশাসন, অন্তর্বাণিজ্যে মুসলমানের প্রখর দৃষ্টি, তাহার উপর দূরদেশে গিয়া বাণিজ্যবিস্তারাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বৈশ্যসমাজের যেন মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া পড়িল। বৈশ্যসমাজ চিরদিন ধর্ম্মভীরু। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা নিরীহভাবে সেই অনুশাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণশাসন উপেক্ষা করিয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের সামাজিক শাসনে তাঁহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল; এমন কি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে তাঁহারা একঘরে হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের পুরোহিত ও ধোপানাপিত বন্ধ হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেছিলেন, এমন কি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের সহিত আচার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ দুইটী শ্রেষ্ঠ বৈশ্যসমাজের অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকার কমণ্ডলুবিধারণং।......
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥" (রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বধৃত)

শুল্কিক বা শুল্কীবংশ

যে চালুক্যবংশ একদিন প্রবল প্রতাপে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইলে তাঁহারা হীনভাবে ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, দুই এক ঘর মাত্র কোন রকমে গঙ্গ বা পরবর্ত্তী মুসলমান-নৃপতিগণের অধীন সামন্তরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে শাসনকর্ত্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে সে কথা জানাইয়াছি। তন্মধ্যে যে যে বংশ বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রাহ্মণশাসনে নিষ্পেষিত হইয়া কেবল স্ব স্ব জাতীয় গৌরব বলিয়া নহে, স্ব স্ব আত্মাভিমান ও সামাজিক সম্মান হারাইয়াছেন, এমন কি যাঁহারা দুরবস্থায় নিগৃহীত হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্বপরিচয় পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন, তন্মধ্যে "শুল্কিক" ও "শৌলুক"-অগ্রবাল বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে আমরা শুল্কিকবংশের সামাজিক অধঃপতনের ইতিহাস ও জাতীয় কুলপরিচয় প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে জানাইয়াছি যে, এই বিশ্রুতবংশ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গবংশের অধীন "রাণক" বা মহাসামন্তরূপে উৎকলের অষ্টাদশ গড়জাতের অন্তর্গত তালচের রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই শুল্কিকবংশের ৩ খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দুই খানি পুরীর রাঘবমঠ হইতে এবং অপর একখানি তালচের রাজ্য হইতেই পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় ১ম দুইখানির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ৩য় তাম্রশাসনখানি বর্ত্তমান তালচেরের মহারাজ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যোৎসাহী ময়ূরভঞ্জাধিপতির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, ময়ূরভঞ্জাধিপের উৎসাহে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের পুরাতত্ত্ববিবরণীমধ্যে আমরা সেখানি প্রকাশ করিয়াছি। *

১ম দুই খানি শাসনেই লিখিত আছে যে "স্তম্ভেশ্বরীলব্ধবরপ্রসাদ শুল্কীকুলভূপ ক্ষিতিপ্রখ্যাত শ্রীমান্ কুলস্তম্ভদেবঃ...কেদালো কচ্ছদেব"।

* Mayurabhanja Archæological Survey, Vol. I. (Appendix)

অর্কবার গোধূলি সময় হইল সাজ।
কাঞ্চনমণ্ডিত ঘোড়া সাজে পক্ষরাজ॥

* * *

[illegible] তাতঁদের চরণে প্রণমিল।
[illegible] লক্ষণ হনুকে বন্দিল॥
[illegible]শীপুরে বিশ্বনাথের চরণ কৈল পূজা।
সদয় হইয়া বর দিল দেব রাজা॥
সেখান হইতে সঙ্গে গয়াভূমে গেল।
পিতার উদ্দেশ হেতু কুশহস্ত হইল॥
ব্রহ্মবংশচূড়ামণি পুরোহিত তথা।
পত্রে লিখিয়া দিল পিণ্ডের ব্যবস্থা॥
যজ্ঞেতে আমার জন্ম জানিবে কারণ।
তাহা বুঝি কৈল বিপ্র মন্ত্র আবাহন।
যজ্ঞের লক্ষণ সব বর্ত্তমান হইয়া।
বসিলেন পিণ্ডদানে চৌদিকে বেড়িয়া॥
দ্বিজরূপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ।
দেখ দেখ তোমাদের পিতা যে সাক্ষাৎ॥

* * *

কেদারে চলিল তবে কয়েক দিন রয়্যা॥
অক্ষয়বটে জগবন্ধুর দরশন পাইল।
স্বায় পুত্র সহিত আপনা সমর্পিল॥
যজ্ঞে জন্ম হইল তার দেব মূর্ত্তি দেখি।
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী॥
[illegible] চরণে তবে প্রণাম করিল।
[illegible]পুর দিয়া মন্ত্র কেদারে আইল॥

* *

[illegible] লোক আইল বহুতর।
[illegible] আসিলেন দেখি মহাশূর॥
[illegible] কিবা ভব্য মহাজন।
কেদারে রহিবে কিবা যাবে অন্যস্থান॥
যজ্ঞ মন্ত্র কহেন দেবের উদয় দিব।
পশ্চিম কেদারে থাকি এ কেদারে রব॥

সেখান হইতে সবে বালিকপুরে গেল।
অরুণের মধ্যে তথি বিশ্রাম করিল॥
সেই [illegible]।
জিজ্ঞাসা করিল সব [illegible]॥
তিঁহ কহেন সিদ্ধ কুণ্ড দেখ ওই।
এখানে করিলে স্নান সিদ্ধ মন্ত্র পাই॥
সে মন্ত্র সাধিলে দেব আসি দেন দেখা।
ইহা বলি দেখাইল বটবৃক্ষ শিখা।
সাবধান যাব সবে······বন॥
অন্যের সাধ্য নহে তুমি দেবের নন্দন॥
তাহা শুনি তত্ত্ব মানি করিল সন্ধান।
তাহার পূর্ব্বেতে কুণ্ড দেখে বিদ্যমান॥" ইত্যাদি—

অন্যস্থলে—
"রত্নাগিরি হ'তে তোমা এদেশে পাঠালে॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।
তাহার প্রমাণ বাপু শিব উদয় দিবে॥
তার পর হরিপুরে তোমায় পাঠাইল।
পথেতে যাইতে তোমা সবার বিভা দিল॥
দিনচন্দ্র জমীদার সেই দেশে ছিল।
বল কর্য়া রামচন্দ্র তারে ধর্য়া নিল॥
তাহারে সংগ্রাম করি বিরোধ মিটিলে।
দুই জনে শুলাকিবংশে কন্যাগণ দিলে।
তার পরে হরিপুরে কত কর্ম্ম কৈল।
রেমুণা ভ্রমিয়া তীর্থ গয়া শ্রাদ্ধ কৈল॥
অক্ষয়বটে জগবন্ধুর দরশন কৈল।
যাজপুর দিয়া পুন কেদারেতে আইল॥

অন্যস্থলে—
চলি গেল দেবপুত্র রত্নাগিরি [illegible]
হেন রূপে রহে মল্ল [illegible]
দিনচন্দ্র বলি সেই দেশে [illegible]
পাণ্ডবসমুদ্রকূলে রামচন্দ্র নৃপতি।
দিনচন্দ্রে ধরিয়া লইল শীঘ্র গতি॥
তাহার বনিতা রাণী ভয়ে ত্রাস হইয়া।
শিবের বনিতা কাছে রহে লুকাইয়া॥

মল্ল মনসবদার শিবের কিঙ্কর।

* * *

চা[illegible]

[illegible]

[illegible] অনেক করিল তিরস্কার।

[illegible]বের রক্ষক হয় এদেশ আমার॥

দুই জন রাজপুত্র কুলে হইল রাজা।

পরিচয় পায়্যা কন্যা দিয়া কৈল পূজা॥"

কুলগ্রন্থের উক্ত [illegible] বচন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই বংশ পূর্ব্বে শুলকী বা শুলাকী নামে [illegible] ছিল। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস কেদার বা হেমকেদার। তথা হইতে এই [illegible] নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অক্ষয়বট, যাজপুর, রত্নাগিরি, হরিপুর,[১] অযোধ্যা, [illegible], কাশীপুরী প্রভৃতি স্থানে হইয়া কেদারে আসিয়া উপস্থিত হন, এখানে সিদ্ধ[illegible]অবস্থান করিয়া (চাপলেশ্বর) শিব প্রকাশ করেন।*

* কুলগ্রন্থে যে গয়া[illegible] প্রসঙ্গ আছে, তাহা আদিগয়া নহে, তাহা যাজপুর বা নাভি-গয়া, আজও তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যাজপুরের ১০ ক্রোশ দূরে রত্নাগিরি, এখানে [illegible] জৈন ও প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। হরিপুর ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। এখানেও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই। উক্ত অযোধ্যা নীলগিরিরাজ্যের সুপ্রাচীন রাজধানী, এখানেও বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও শৈবকীর্ত্তির যথেষ্ট ধ্বংসা-বশেষ পড়িয়া আছে। [illegible] অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত ইহাকে রামসীতার অযোধ্যা বলিয়া মনে করেন। অযোধ্যা হইতে [illegible] মাইল দূরে বৈষ্ণবস্থান রেমুণা, এই স্থান ক্ষীরচোরা গোপীনাথের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কাশী[illegible]মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমান কাশীয়াড়ী নামে সুপরিচিত, এক সময়ে ইহা সুবর্ণরেখা নদীতীরে [illegible] ছিল, এখানেও যথেষ্ট শৈব ও শাক্ত কীর্ত্তি রহিয়াছে। সর্ব্ব-মঙ্গলার জন্য এই স্থান [illegible] নিকট পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত।

কুলগ্রন্থে পূর্ব্ব-কেদার [illegible] কেদার এই দুইটী উল্লেখ আছে। পশ্চিমকেদারই এই বংশের পূর্ব্ববাসস্থান [illegible] তাম্রশাসনে উহাই 'কেদাল' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্যাকরণ মতে [illegible] বর্ণের অভেদ উচ্চারণ। দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি র ও ল একই রূপ উচ্চারি[illegible]লে 'কেদাল' ও 'কেদার' দুইটাই অভিন্ন। তাম্র-শাসনে শুল্কীরাজবংশ 'কেদাল[illegible]' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। এদিকে মেদিনীপুরের শুল্কীবংশ কুলগ্রন্থমতেও কেদার হইতে কেদারে আগত।

(১) কেহ কেহ হরিপুর স্থানে "হরিদ্বার" পাঠ করিয়াছেন। (শ্রীব্রজনাথ চন্দ্র বি এল্ সঙ্কলিত পোলাজি বা ওড়িয়াজাতির আদিবৃত্তান্ত, ৭ পৃষ্ঠা) কিন্তু তালপত্রের পুঁথিতে 'হরিপুর' পাঠই আছে।

মেদিনীপুরবাসী উক্ত বংশের মধ্যে প্রবাদও আছে যে এই বংশ এই জেলার প্রসিদ্ধ নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ দিয়া এ অঞ্চলে আগমন করেন এবং মহামায়ার প্রসাদে বনমধ্যে 'ভুড়্ভুড়ী কেদার' নামক বর্ত্তমান উষ্ণ প্রস্রবণটী দেখিতে পান এবং তথায় চাপলেশ্বর বা কেদারেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গের পূজা প্রকাশ করেন। উক্ত প্রস্রবণটীই কুলগ্রন্থে 'সিদ্ধকুণ্ড' নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেদারেশ্বর শিব ও উক্ত কুণ্ড হইতেই শুক্লীবংশের প্রধান উপনিবেশ 'কেদারকুণ্ড' পরগণার নামকরণ হইয়াছে। সিদ্ধকুণ্ডে বাস হইতে ইঁহারা 'সিদ্ধমল্ল' জাতি বলিয়া পরিচিত হন এবং বহুপুরুষ পরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া 'শুক্লাম্বর' বা শুক্লী নামে অভিহিত হইলেন। আদিচালুক্যগণের মধ্যে যেমন একটীমাত্র 'মানব্য' গোত্র ছিল, পশ্চিমকেদারবাসী শুক্লিকগণের মধ্যেও সেইরূপ একটীমাত্র 'মানব্য' গোত্র ছিল। কিন্তু কেদারকুণ্ডে আসিবার পর তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যিনি যে গোত্রের পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই পুরোহিতগোত্রানুসারে তাঁহাদের গোত্র স্থির হইয়াছিল। যথা কুলগ্রন্থে—

"তুমার জন্ম সিদ্ধকুণ্ডে হবে নিরূপণে। সিদ্ধমল্ল জাতি হবে খ্যাতি যে ভুবনে ॥
কথো দিন থাক তবে ফিরিয়া যাইবে। ভ্রমণেতে ভ্রম নাসি সর্ব্ব সিদ্ধ হবে ॥
এই যজ্ঞে পুরোহিত কশ্যপ মুনি। এই যজ্ঞে এক গোত্র মানব্য যে ধ্বনি ॥
বংশবাড় হব তবে আর গোত্র হবে। ভরদ্বাজ শাণ্ডিল্য বৎস গোত্র লবে ॥
ইহা শুনি যজ্ঞপুত্র সিদ্ধকুণ্ডে রৈল। বংশ বাড়ী হইবেন মনেতে ভাবিল ॥"
"পৃথক্‌বংশের কথা কয়্যা ছিল ত্রিলোচন। অতেব পৃথক্ গোত্র করিনু লিখন ॥
মাথি পাত্র করহ গোপালপুরে বাস। বাৎস্য গোত্র হব তুমি বালা শিবের দাস ॥
যদুনন্দন জগতরাম নামকরণ দাস। স্বয়ম্ভু শাণ্ডিল্যগোত্র স্বয়ম্ভু মুনির দাস ॥
ইন্দাই আস্তে নাম কর ধ্যান উহারি। বাৎস্যগোত্র বৈশম্পায়ন নাম ধারী ॥
আদিতে বেরা আমদাবাজিতে কর বাস। ভরদ্বাজ গোত্র ভরদ্বাজ মুনির দাস ॥
পিনা রাম মাথি কর পসঙ্গেতে বাস। কশ্যপ গোত্র তোমার কশ্যপের দাস ॥
মণ্ডল শাণ্ডিল্য বাযুমত্য বৎস কাশ্যপ। ঘোড়াঘোষ খিরা ঘনশ্যাম বাৎস্য অল্প ॥
মাজি হেমমল্ল পুর গোত্র ভরদ্বাজ। চকে চাকলা হরি ভরদ্বাজ গোত্র সাজ ॥
সরঘরা মাথি রামপুর বাৎস্যগোত্র। জানা সাউৎ সাসমল একগোত্র ॥
এই রূপে তের জন এখানে লেখিল। একে ছয়জন করি বাহাত্তর ঘর হইল ॥
এই রূপে মল্লপুত্র পৃথক লেখিল। যজ্ঞমল্ল একত্র বাসাহাটি কইল ॥
হেমকেদার কুণ্ডে জন্ম হইয়াছে প্রবল। শিব দিয়াছেন নাম বলি হেমমল্ল ॥
আমি দিনু শুক্লাম্বর নাম যে অচল" ॥ (ব্রহ্মচারীর কুলজী)

"তেরলোক সতীপুত্র, আছয়ে চারিগোত্র,
বারসনে বাহাত্তর মেলা।
গোয়ালপাড়া কেদারে ঘর, যতন জানে শুক্লাম্বর,
ব্রহ্মচারী যারে কৃপা কৈলা॥
হেমকেদারে জন্ম হইল, হেমমল্ল সুত ছিল,
ব্রহ্মচারী দিল শুক্লাম্বর।
শিবযজ্ঞে উৎপন্ন, রথীগ্রামবাসিগণ,
শিব উদয় দিতে এ কেদারে ঘর॥"

কোন্ সময়ে ইঁহাদের এখানে প্রথম আগমন ঘটে, তাহা ঠিক বলা কঠিন। কুলগ্রন্থে যে সকল মহাত্মা প্রথম এদেশে আগমন করেন, সেই সকল ব্যক্তি হইতে অধুনা অধস্তন ১৬ হইতে ১৮ পুরুষ পর্য্যন্ত সচরাচর দেখা যায়। এ অবস্থায় পঞ্চশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শুল্কীগণের এদেশে আগমন মোটামুটি স্বীকার করা যায়।* [দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৫১ পৃষ্ঠায় একটী বংশলতা উদ্ধৃত হইল]

আদি চৌলুক্য বা শৌল্কিকবংশ যেমন রাজপুতনার ভাটগণের গ্রন্থে যজ্ঞোৎপন্ন 'অগ্নিকুল' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়াছেন, শুল্কিকাংশবংশীয় মেদিনীপুরের শুক্লী-গণের আদিপুরুষ কুলগ্রন্থে সেইরূপ যজ্ঞমল্ল ও 'অগ্নি' নামে প্রখ্যাত এবং পরম শৈব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শিব হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। তাঁহার বংশীয়গণ পরবর্ত্তী কালে মেদিনীপুর জেলায় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'শুক্লী' বলিয়া পরিচিত হইলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহাদের কুলগ্রন্থবর্ণিত 'শুলকী' বা 'শুল্কী' বংশাখ্যা অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। এমন কি উৎকলের সুদূর কেদার (বর্ত্তমান তালচের)-ভূমে যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেন, তাহা তাঁহারা কেহই মনে করেন না। বরং তাঁহারা

* কুলগ্রন্থে 'পাণ্ডবসমুদ্রকূলে' রামচন্দ্র ও জমিদার দিনচন্দ্রের যে যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে, তৎকালে হেমমল্লদিগের আবির্ভাবকাল কথিত হইয়াছে। উৎকলে বালেশ্বর জেলায় বৰ্দ্ধনপুর নামক প্রাচীন গ্রামের কিছুদূরে সমুদ্রকূলে 'পাণ্ডবঘাট' নামক এক প্রাচীন তীর্থ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, পাণ্ডবগণ এখানে স্নানদান ও কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সমুদ্রকূলবর্ত্তী পাণ্ডবতীর্থই সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে 'পাণ্ডবসমুদ্রকূল' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের নিকটে রামচন্দ্রভঞ্জ রাজত্ব করিতেন। সিংহভূম হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত এক সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারই সময় হেমমল্লদিগের বিস্তৃতি ঘটে

১ রাজা ঘনশ্যামানন্দ দেব সিংহ সাসমল
২ অচ্যুতানন্দ দেব
৩ অনিরুদ্ধ দেব
৪ জ্ঞানানন্দ দেব
৫ হরগোবিন্দ
৬ ব্রজানন্দ
৭ কৃষ্ণানন্দ
৮ মুকুন্দ দেব
৯ চতুর্ভুজ
১০ রামচন্দ্র
১১ পুরুষোত্তম
১২ বাসুদেব
১ম কানুনগো) দীনবন্ধু
১৩ শিবরাম
শ্রীদাম
১৪ (কানুনগো) ইন্দ্রীরাম
১৫ (কানুনগো) নিমাইচরণ
১৪ মদনমোহন
১৪ নীলাম্বর
ব্রজমোহন
ইন্দ্রমোহন
(কানুনগো) ১৫ চৈতন্যচরণ
১৬ ছকুরাম
(শেষ কানুনগো) ১৬ কৃষ্ণচরণ
১৬ অনন্তরাম
মাধব
১৭ বীরনারায়ণ
১৭ রঘুনাথ
দ্বারকানাথ
১৮ উদ্ধবনারায়ণ
দেবনারায়ণ
হরনারায়ণ
১৮ মথুরানাথ
তারকনাথ
গোলকনাথ
গৌর
নিতাই
রমানাথ
ব্রজেন্দ্র
১৯ উপেন্দ্র
সুরেন্দ্র
জ্যোতি
কিশোরী
রাধিকা
১৯ বৈকুণ্ঠ
দীননাথ
গোপাল
২০ রমেশ
২০ জানকী
রাধাবল্লভ
২১ শিশুপুত্র
সুন্দরনারায়ণ
১৭ রামনারায়ণ
মহেন্দ্র
১৮ শ্রীনিবাস
শ্রীপতি
শ্রীধর
শ্রীকান্ত
১৯ শ্রীপ্যারী
লক্ষ্মী
মুরারি

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শোলাঙ্কী-বংশ-সম্ভূত ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে অগ্রসর। কিন্তু শুল্কীগণ যে পূর্ব্বোক্ত রণস্তম্ভের তাম্রশাসনবর্ণিত 'কেদারাধিবাসী' 'শুল্কিকাংশবংশ' বা শৌল্কিকবংশসম্ভূত এবং উৎকলে নানা স্থানে বাস করিয়া নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাম্রশাসন ও কুলগ্রন্থের প্রমাণাবলি একত্র আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উক্ত কুলগ্রন্থে প্রসঙ্গ ক্রমে অপরাপর ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ থাকিলেও এবং এই বংশ 'রাজপুত্র' বলিয়া অভিহিত হইলেও কোথাও 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হন নাই। আদি শৌল্কিকগণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যেমন বৈশ্যবর্ণ বলিয়া পরিচিত, উক্ত তালপত্রের কুলগ্রন্থেও শুলকীবংশ মূল বৈশ্য † বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"দেবে কন তুমি নাম করিবে ধারণ। তোমা গর্ভে নাম অগ্নি হব একজন॥
বৈশ্যপুত্র জন্ম হব বশের কারণ। দৈবেতে দেবের বর অতি বিচক্ষণ॥
ব্রহ্মচারী কন বাপু যজ্ঞপুত্রগণ। যজ্ঞে জন্ম দিলা তোমা দেব ত্রিলোচন॥···"

ঐ তালপত্রের পুথি হইতে জানা যায়,—দেবনাথ হেমমল্লদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি রঘুনাথ প্রভৃতি ১২ জনের সাহায্যে চুয়াড়দিগকে পরাজিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন এবং ভুড়ভুড়ি কেদার নামক স্থানে চাপলেশ্বর নামক শিবের প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করান। কেদার ও পার্শ্ববর্ত্তী

† শুল্কীগণের কেদারকুণ্ডে প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ক্ষত্রিয়াদি অপর যে সকল জাতি ছিল, উক্ত কুলগ্রন্থে তাহারও এইরূপ পরিচয় আছে—

"ক্ষত্রি বংশ পরমানন্দ জামনায় ছিল। দেবের উদয় দেখি আনন্দ হইল॥
রামানন্দ কায়স্থ বেলুনেতে আছে। দুই জন একত্রেতে আইল তার কাছে॥
রামানন্দ বলে ভাই বড় ভাগ্যবান। কেদারে আসিয়া কৈলে দেবের সন্ধান॥
পরামানন্দ বলে রায় আমি ক্ষত্রিজন। প্রজা নাই দেশে তার শুন বিবরণ॥
কেদাররায় বলি এক জমীদার ছিল। পশ্চিম চুয়াড় তারে ছলে ধর‍্যা নিল॥

* * * * * *

এইখানে আছে সে খঁটের চরগণ। নিত্য লুটে রহিতে না পারি দুইজন॥
রামানন্দ বলে ভাই রাজাভার লহ। পাছাই তসেলা দিব দেববল দেহ॥
দেব আজ্ঞা হইলে তবে আমা বল পাবে। ঘরে গিয়া যুক্তি কর সকালে আসিবে॥
সেই দিন নিজ ঘরে গেল দুইজন। রাত্রে জানাইল দেব প্রজার কারণ॥
আজ্ঞা হইয়াছে পূর্ব্বে লইয়াছি ভার। রক্ষণ করহ প্রজা আমার অধিকার॥"

স্থানের শাসন ও সীমান্তে উপদ্রব নিবারণের জন্য তিনিই উড়িষ্যারাজের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত তালপত্রের পুথি-ব্যতীত উক্ত মাইতিবংশের কুরসিনামা (বংশ-পত্রিকা) পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বীরসিংহপুরস্থাপয়িতা বীরসিংহের পিতার নাম 'বিশ্বনাথ'। সম্ভবতঃ 'বিশ্বনাথ' ও 'দেবনাথ' একই ব্যক্তি হইবেন। এই বীরসিংহের ৮ম পুরুষ অধস্তন অচ্যুত মাইতি। প্রবাদ এই, অচ্যুত মাইতি অতি অত্যাচারী ছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের উপর তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার উৎপীড়নে কাতর হইয়া ব্রাহ্মণসমাজ ও জনসাধারণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে 'একঘরে' করেন। শুল্কিকেরা আত্মগোপনে বাধ্য পাইয়া কেদারকুণ্ড ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের কৃষকগণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু স্বাভাবিক উগ্রতা ও অত্যাচার পরিত্যাগ না করায় এবং সংখ্যায় অল্পতাবশতঃ শক্তির অভাবে সমাজের শাসনে পতিত বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা দূরে গিয়া অন্য শ্রেষ্ঠ

এইরূপে শুল্কিকগণের কেদারকুণ্ডপরগণা-অধিকারকালে মেদিনীপুর জেলায় আর কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তালপত্রের কুলগ্রন্থে তাহারও এইরূপ পরিচয় আছে—

"রাজা কতগুলি আছে কি নাম সবার। পরিচয় দেহ ত্বরা কোন গ্রামে ঘর ॥
রামানন্দ ঘোষ বেলুনে করে বাস। আমি আছি জামনায় বর্দ্ধন দাস ॥
বলিল দুজন আগে পরিচয়। জামালচকে যাদবপাল সদ্‌গোপ আশ্রয় ॥
কালিদীপায় কামার যে দুইজন থাকে। রসিক রাউৎ বলি শ্রীরামপুর চকে ॥
লইয়া সে সঙ্গিগণ সীমা আড়ি থাকে। আর যত বসতি দেখ অভব্য লোকে ॥
ইতশেলা পায়্যা দুঁহে হইল আনন্দ। পাছই তশেলা লয়্যা আইল পরমানন্দ ॥
পড়িল ঘোষণা উড়িষ্যা মেদিনীপুর। সরকার গোয়ালপাড়া কেদার মজকুর ॥
আবাদ করিয়া তুমি মালগুজারি দিবে। আবার উজার হইলে ইজারদারে সাধিবে ॥
এ তিন বরষে আমি নাহি নিব কর। উজার গিয়াছে কেদার একত্রিশ বৎসর ॥
যে জন উজার করে তারে ধর যদি। তার কাছে নিব কর সে দিন অবধি ॥
তসেলা করেছে কেদার তুমি রাজা যবে। প্রজার পালন কর পূজা কর দেবে ॥
তুমি সে দেবের লোক জানিনু কারণ। তুমা রণে ধরা যাবে যত দুষ্ট জন ॥
এমন তসেলা যদি পাচ্ছাত হইল। পাথরের দেউল দিব যদি হয় ভাল ॥
পশ্চিমে পাথর আছে আট রাজধানী। অতেব লাগাল দ্বন্দ্ব প্রভু শূলপাণি ॥
তসেলা পাইলা চিত্তে আনন্দিত বাড়া। তসেলা পাইয়া পরমানন্দে দিল ঘোড়া ॥
রামানন্দে দিলেন জমীন বায়বাটী। দেওয়ান মুচ্ছুদ্দী আমার হও তোমরা দুটী ॥" ইত্যাদি

জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্ববীর্য্যে রাজ্যস্থাপন করিয়া শান্তভাবে বাস করিতেছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের পুরোহিতগণও পতিত হন নাই। এখনও তাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজে 'সৎশূদ্র' ও নবশাখের তুল্য হইয়া আছেন। বঙ্গের অপরাপর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য যেরূপ ব্রাহ্মণ-শাসনে 'সৎশূদ্র' বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছিলেন, উক্ত তালপত্রের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধমল্লগণের বংশধরগণও সেইরূপ ভবিষ্যতে 'সৎশূদ্র' বলিয়া পরিচিত হন।

"হেমমল্ল রাজপুত জাতি, পশ্চিমে আছে খেয়াতি,
এদেশে মনসবদারী ছিল।
এ কেদারমর্ধ্যে রৈলা, সৎশূদ্র একমেলা,
ভবিষ্য সুমারে রহি গেল॥"

মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে বহু গড়ে অদ্যাপি বহু রাজপুত রাজবংশ বিদ্যমান, তাঁহারা অনেকেই সূর্য্যবংশী অথবা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অথচ শুণ্ডীবংশ প্রকৃত শূদ্র না হইলেও তাঁহাদের কুলগ্রন্থে কেন 'সৎশূদ্র' বলিয়া পরিচিত হইলেন?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেখানে যেখানে গৌড়ীয় স্মার্ত্তগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যসন্তান স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম হারাইয়া শূদ্রত্বে পরিগণিত হইয়াছেন, মেদিনীপুরের শুণ্ডীগণও গৌড়ীয় প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের উক্ত কুলগ্রন্থ হইতেও তাহার আভাস পাই। মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন গড়বাসী ক্ষত্রিয়বংশধরগণ পশ্চিম হইতে পরবর্ত্তীকালে আসিয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বশ্রেণিমধ্যেই আদান প্রদান করিতেছেন এবং উৎকলশ্রেণী অথবা তাঁহাদের সহিত পশ্চিম হইতে আগত পুরোহিতবংশই অদ্যাপি যাজন করিতেছেন, কাজেই তাঁহাদের উপর বঙ্গীয় স্মার্ত্তবচন খাটিতে পারে নাই। কিন্তু কেদারকুণ্ডাগত শুণ্ডীগণের সঙ্গে বঙ্গীয় রাজসম্বন্ধ ও পরে পুরোহিত সম্বন্ধও ঘটিয়াছিল। যে ১৩ জন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম কেদারকুণ্ডে নিজ দলবল লইয়া আগমন করেন, তাঁহারা ১৩ জনেই এখানকার এক রাজকন্যার গর্ভজাত ১৩টী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত রাজকন্যার সহিত বাঙ্গালার এক শাক্ত রাজপুত্রের গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ হয়।†

† "তৃতীয় বংশেতে কন্যা পরমা সুন্দরী। অবিবাহিতা আছে কন্যা শিবসেবা করি॥
তুষ্ট হৈয়া উমাপতি বর দিল তারে। দেব মত সন্ততি যে জন্মিব তুমারে॥
দেবকন্যা এই বর প্রত্যয় না যাব। শারদার বরপুত্রে কন্যা জনমিব॥···

সেই রাজপুত্রের নাম 'জয়েন্দ্রভূপতি'। জয়েন্দ্রভূপতির কন্যাগণকে পত্নীত্বে গ্রহণ করায় সেই সঙ্গে তাঁহারা যে কতকগুলি বঙ্গীয় স্মার্ত্ত ও সামাজিক আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহাদের আদি পুরোহিত বংশ উৎকল ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে রাঢ়ীয় শ্রেণীর সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের পুরোহিত 'কুলভী' বংশ হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। তবে উৎকলশ্রেণির ব্রাহ্মণেরাই যে বরাবর শুল্কীগণের যাজকতা করিয়া আসিতেছেন,

---

তুমারে করিবে বিভা জয়েন্দ্র নৃপতি। আমা আজ্ঞায় নষ্টগর্ভ না হইব কতি ॥...
... ... রাজপুত্রে বিভা দিব মন মার‍্যা রহ ॥
পিতা তোমার মহারাজা দিগ্‌যে বিজয়ী। রাজপুত্রে বিভা দিব মিথ্যা কভু নাই ॥
* * * * * *
বাঙ্গালায় নিবাস তার সারদার পুত্র। দেবের আজ্ঞায় জন্ম ভরদ্বাজ গোত্র ॥ * * *
কন্যা কয় রাজপুত্র শিবে করি পূজা। অকালে অমুজ বর দিল দেবরাজা ॥
শিবের প্রসাদ মাল্যে হইল বরণ। গুপ্তে হইল বিভা শিব হইল ব্রাহ্মণ ॥"

প্রথমাগত ১৩ মল্ল, তাঁহাদের পত্নী ও জয়েন্দ্রভূপতির ঔরসজাত ১৩ কন্যার নাম তাঁহাদের বংশের পরিচয় কুলগ্রন্থে এইরূপ আছে—

উদেরাজ হেমমল্ল, দেবনাথ হেমমল্ল, রঘুনাথ হেমমল্ল, হরিওন হেমমল্ল, কীর্ত্তিবাস হেমমল্ল, সুরদাস, মরতন, রঘুদাস, নীলাম্বর দাস, নন্দন দাস, গৌরীদাস, গঙ্গাদাস, সীতারাম,—ভুবন দাস হেমমল্ল, শিবের ধর্ম্মপুত্রীর ছাল্যা তের কন্যা, সেই তেরকন্যা তের মল্লের অঙ্গনা। নাম বলি—১ শুভ। ২ সতী। ৩ সমুদ্রা। ৪ গৌরমল্লিকা। ৫ পূর্ণা। ৬ যূথিকা। ৭ রুক্মিণী। ৮ হীরা। ৯ পূর্ণিমা। ১০ সোণা। ১১ লক্ষ্মী। ১২ সরস্বতী। ১৩ রুদ্রাণী। এবে কহি ইহার গর্ভে যে যে পুত্র।—

মাথি পাত্র জানা মানা। সাউৎ সাস্‌মল ইন্দাই পিনা ॥
চাকড়া বেরা মাথী সর। মাজি মণ্ডল ঘড়াই ঘর ॥
এ তের কন্যার পুত্র ই তের। এহার গোত্র সুমার আছে আর ॥
জামদগ্ন্য গোত্র দিল যে যাহার। মাথী পাত্র মানা ঘোড়াই সর ॥
ঘর‍্যা বাৎস্য গোত্র দিলেন বাল্মীকমুনিবর। জানার শাণ্ডিল্য আর সাউৎ সাসমল ॥
সনক সনাতন দেন মুনি কুতুহল। বেরা মাজি চাকড়া ভরদ্বাজ গোত্র দিল ॥
আদ্য কাশ্যপ গোত্র পিনা মাথী মণ্ডল। পরে হেমকেদারে শিবযজ্ঞ দানযজ্ঞ হৈল ॥
লিখিলাম তের কন্যার গোত্রের নির্ণয়। বাহাত্তর নির্ণয় হইলে প্রচার যে হয় ॥
বার সহ বাহাত্তর হইল গোত্র এই। যে যার সামিল হইল গোত্র হইল এই ॥"

তাহা আমরা তালপত্রের কুলগ্রন্থ* হইতেই পাইতেছি। যে সময় অচ্যুত মাইতি সমাজশাসনে ও ব্রাহ্মণনিগ্রহে পতিত হন, সে সময়ে তাঁহার পুরোহিত কানাই মিশ্রও পতিত হইয়াছিলেন। ইনি বংশানুক্রমে বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও মাইতিবংশের যাজনক্রিয়া পরিত্যাগ না করায় শুক্লিসমাজে বিশেষ সম্মানিত। এখনও শুক্লিসমাজে ধর্ম্মকর্ম্মে কিছু অর্থ দেওয়া হইলে উক্ত মিশ্রবংশ ৩ ভাগ এবং তাঁহার জামাতার বংশ ১ ভাগ মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, দূরবর্ত্তী অপরাপর স্থানের শুক্লিগণের ন্যায় তাঁহাদের পুরোহিতগণও পতিত বলিয়া গণ্য নহেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শুক্লিসমাজ মাইতিবংশের প্রতি বরাবর সম্মান প্রদর্শন করায় সাধারণ শুক্লিমাত্রেই ব্রাহ্মণসমাজের বিরাগভাজন হইতেছিলেন, তাহারই ফলে এই সমাজের বিরুদ্ধে নানা গ্লানি-জনক অপবাদ রটনা হইতেছিল।

শুক্লিকগণ কেদারকুণ্ড হইতে প্রথমতঃ খান্দার, সাহাপুর, নারায়ণগড় ও খড়্গপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। সেই হেতু কেদারকুণ্ড, সাহাপুর ও খান্দারে ইঁহারা পতিত থাকিলেও, ইঁহাদের সহিত অনেক স্থলে নবশাখদিগের মেলামেশা হইয়া গিয়াছে। নিজ বীরসিংহপুর গ্রামেও কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবশাখদিগের সঙ্গে হুঁকা ও পংক্তিচলন ছিল, কিন্তু কিছু দিন হইল, একবার ঐ স্থানের মাইতিবংশীয় চন্দ্রমোহন কতকগুলি গরিব প্রজাকে জলযোগের উচ্ছিষ্ট পাত্র উঠাইতে বলায়, তাহারা সমাজের নেতৃবর্গের সাহায্যে শুক্লিকগণের সহিত আহার ও হুঁকার চলন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শতাধিক গ্রামে এখনও তাঁহাদের বাটীতে প্রকাশ্য ভাবে চিরপ্রথামত উৎকলশ্রেণির ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইতেছে। শুক্লিকগণ ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই কথা জানাইলে, তাঁহারা কৃষিজীবী শুক্লিকদিগকে হালিকদিগের সমশ্রেণীতে গণনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশে হালিক বা মাহিষ্যদিগের জল চলন আছে। ঐ অঞ্চলে হালিকদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। তাহাদের মধ্যে দুইতিন জন রাজোপাধিবিশিষ্ট জমীদার ও বহু অর্থবান্ সম্পত্তিশালী পুরুষ আছেন, শুক্লিকগণের মধ্যে এখন সেরূপ লোক নাই, তথাপি তাঁহারা যে সামান্যতঃ হালিকদিগের ন্যায় মর্য্যাদায় এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি ব্যাপারে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ সম্মানে বাস করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের যে পূর্ব্বে দ্বিজাচার ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রাম্য দলাদলিতে পড়িয়া বহুকাল

* "দেব লয়্যা আইলেন উৎকলব্রাহ্মণ॥" (কুলজী)

হইতে শুল্কিকগণ প্রবলের অত্যাচারে অনেক সময়ে ব্রাহ্মণপুরোহিত না পাইয়া অনেক গ্রামে পতিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, উগ্রস্বভাববশতঃ কখন আত্মসম্মান হারাইয়া এবং অন্যায় বিনয়ের আশ্রয় লইয়া ইহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন নাই।

প্রবাদ আছে, 'মাইতি (মাথী) বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা বীরসিংহ কোন দুর্দ্দান্ত মুসলমান সেনাপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন এবং সেই লোকক্ষয়কর সমরব্যাপারে শুল্কীবংশ বীরশূন্য হইয়াছিল। যাঁহারা এই সমর-হুতাশনে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্ম-সংগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাণনাশ বা ধর্ম্মনাশ অবশ্যসম্ভাবী জানিয়া এবং আত্মসংগোপন ব্যতীত প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া কেদারকুণ্ড পরগণার কোন নিভৃত জঙ্গলমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আপনাপন যজ্ঞসূত্র সকল ভস্মীভূত এবং নাম ও উপাধির সহিত রাজন্যচিহ্নসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে স্থানে এই মহাশোকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি "সুতছাড়া" নামে অভিহিত হইয়া এই শোচনীয় ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শুল্কিগণ এদেশে প্রবাসী। এদেশের জাতিমালায় তাঁহাদের নাম নাই, তাই শুল্কিক বা শুল্কী শব্দের অর্থ সাধারণ নিরক্ষর জাতীয় লোকেরা জানে না, বুঝে না, তাহার উপর আবার উপবীত ত্যাগ করায় সাধারণের নিকট সহজেই যে জাতীয় সম্মান হারাইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে। ইংরাজ-শাসনে যে সকল রাজপুরুষ (ইংরাজ বা বাঙ্গালী) এদেশে আসেন, তাঁহারা নিম্ন-শ্রেণীর লোকবোধে শুল্কিকগণের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন না, অপরের নিকট যে সামান্য পরিচয় পাইতেন, তাহাতে অনেকেই উদ্ভট ধারণা করিয়া আসিতেন, আর সেই জন্য আজ কালিকার কোন কোন গ্রন্থে শুল্কী সম্বন্ধে অনেক ভিত্তিহীন নিন্দনীয় কথা স্থান পাইয়াছে।

এই জাতির বর্ত্তমান সামাজিক মর্য্যাদা জানিতে হইলে এই জাতির দেবসেবার বিবরণ কিছু জানা আবশ্যক। ইঁহাদের স্থাপিত দেবালয় ও অতিথিশালা বহুগ্রামে আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হইল,—

১। নৈপুরের কানুনগোদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জীউর অতি সুন্দর মন্দির আছে, সেবাও অতি সুনিয়মে পরিচালিত। দুই বেলাই দেবতার অন্নভোগ হয়। প্রায় শতাধিক লোক প্রত্যহ সেই প্রসাদান্ন ভোজন করে। ব্রাহ্মণাদি জাতীয় লোকেও তাহা গ্রহণে আপত্তি করেন না। মানসিক ভোগও দেওয়া হয়;

প্রতি দিন দশসের দুগ্ধের পায়সান্ন নিবেদিত হয়। অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া আহার করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সিধা ও পাকের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। এখানে সন্ন্যাসী সেবারও ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন রাখী পূর্ণিমা ও দোল-পূর্ণিমায় কানুনগোগণ বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করান। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ভোজন করিতে আসেন।

২। সবঙ্গের চন্দ্রদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীউ শিলা। ইঁহারও সেবা ও সদাব্রতের বিপুল ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে অর্থাভাবে সদাব্রত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৩। রাতিমণির ধাড়াদিগের দেবসেবা রীতিমত চলিতেছে, ইহাতে বার্ষিক সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়।

৪। দুর্গাপুরের মাইতিদিগের দেবসেবা নাই, কিন্তু সদাব্রত রহিয়াছে, এখনও চলিতেছে। ৺মধুসূদন ও জনার্দ্দন মাইতিদিগের সময় অতিথি ও সাধুসেবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

৫। কুলডিয়ার ভূঞা জমীদার বংশের দেবসেবা ও সদাব্রত সমান চলিতেছে। দেবসেবার জন্য বার্ষিক সহস্রাধিক টাকার ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। অতিথি-সেবাও হয়।

৬। নজরগঞ্জের জানাদিগের দেবসেবায় বার্ষিক দুই সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়।

যে গোস্বামিগণ নীচ জাতীয়কে শিষ্য করেন না, এমন কি সুবর্ণবণিককেও মন্ত্র দেন না, সেই শুদ্ধাচারী গোস্বামিগণও শুল্কীদিগকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের গৃহে আহারাদি করেন।

এই সকল কারণে মেদিনীপুরের বর্ত্তমান শুল্কিকগণের প্রতি নীচ জাতীয়তার আরোপ করা সুসঙ্গত নহে। তাঁহারা কোথাও নবশাখদিগের সমান মর্য্যাদা ও আবার কোথাও হালিকদিগের সমান মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। ব্রাহ্মণনিগ্রহে সামাজিক সম্মান নষ্ট হইলেও কোথাও তাঁহারা 'অচল' নহে। পূর্ব্ব হইতেই বাণিজ্য ও কৃষিজীবী সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য। *

* "ইহা শুনি মহাদেব, বৃত্তি সাধন কৈল সব,
ভজন করিবে শিব রাম।
বাণিজ্য কি মহাজনী, ক্ষেত্রকর্ম্ম রাজস্থানী,
গীত সুঅক্ষরে সভার নাম॥
আমা যজ্ঞে উৎপন্ন, সৎশূদ্র সুলক্ষণ,
বসালে লেখিব ব্রহ্মচারী॥" (তালপত্রের কুলজী)

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা লিখিত হইতেছে। অনেকের ধারণা শুল্কীগণ এদেশের নীচজাতির আশ্রয়ে থাকিয়া এদেশীয় কন্যা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শুল্কী-বংশে আজিও তাহা ঘটে নাই। অদৃষ্টতাড়নে তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইলেও বংশাভিমান ও বংশবিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা, তাঁহাদের এই কৃষকজীবনেও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা স্বশ্রেণীর মান্যবংশীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন। তবে বিলাসমোহে অন্য জাতীয় কন্যাও লওয়া হয়। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা "কৃষ্ণপক্ষীয়" "বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ শুল্কীরা এই কৃষ্ণপক্ষীয় শুল্কার কন্যাকেও পত্নীত্বে গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ-পক্ষীয় শুল্কীকগণের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হওয়ায় উভয় শ্রেণীতে কখন মিশ্রণ ঘটে নাই এবং এখনও মিশ্রণের আবশ্যক হয় না। শুল্কীদের রক্তবিশুদ্ধি, বীজবিশুদ্ধি ও বংশবিশুদ্ধি বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়। তবে বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সমস্ত উপাধি মেদিনীপুরের হালিকসুলভ উপাধি হওয়ায় অনেকে ঐ মিশ্রণের সন্দেহ দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, শুল্কীগণ প্রথমে এদেশে আসিয়া কৃষকদিগের মধ্যেই আত্ম-সংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃষকদিগের উপাধি না লইলে, তাঁহাদের আত্মগোপন সিদ্ধ হইত না। সম্ভবতঃ যিনি যে পরিবারের নিকট আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই পরিবারের উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহাদেরই হইয়া বাস করিতে থাকেন। তবে একবারেই যে পূর্ব্বতন রাজন্য উপাধি লোপ পাইয়াছে তাহা নহে, এখনও কতকগুলি বর্ত্তমান আছে।

শুল্কীগণের পূর্ব্বপুরুষেরা উড়িষ্যারাজের আদেশে প্রথম প্রথম উত্তর সীমা রক্ষায় নিযুক্ত হন। এই সূত্রে বীরসিংহের সেনাপতি ঘনশ্যামানন্দ সাতশত দস্যুর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাতবেড়ায় রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার সাতপুরুষ পরে রাজা রামচন্দ্র কালাপাহাড় কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার বংশধরেরা পলাইয়া আসিয়া পটাশপুর পরগণায় নৈপুর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। পরে আবার মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে তাঁহারা উক্ত পরগণায় কানুনগো পদবী লাভ করেন। এক্ষণে এই বংশে দুএক জন ইংরাজী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উকীল ও ডাক্তার হইয়াছেন। [২৫১ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

বীরসিংহের বংশধরেরা বীরসিংহপুরেই ছিলেন, কেদারপুর পরগণা যখন বলরামপুররাজের অধিকৃত হয়, তখন ইঁহারা ইংরাজসরকারে কর্ম্মচারী হইতে

থাকেন। রাজপ্রদত্ত মূল ৩২ বিশ জমী, এখনও ইঁহাদের দখলে আছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের ৺রামপ্রসাদ জাম্বনিরাজের দেওয়ান হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি দখল করিয়া স্বীয় প্রভুর অধিকার বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বংশীয়েরা উত্তর কালে মোক্তার ও ডেপুটী কলেক্টর প্রভৃতি হইয়াছিলেন।

শুঙ্কীরাজের অমাত্য ও বারো ভাইএর অন্যতম আদিত্যবেরার বংশধরগণ পরবর্ত্তী কালে ময়নাগড় ও নারায়ণগড় রাজ্যের রাজগণের সহিত সৌহার্দ্দ্যে কালযাপন করিতেন। উভয় রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহায্য এবং চন্দ্র উপাধিধারী এক শাখা উভয় রাজ্যের রাজার নিকট হইতে যথাক্রমে ৮০ (২০০) বিঘা ও ৪০ বিঘা জমি দেবোত্তর পাইয়াছিলেন। এই বংশের অনেকে মুর্শিদাবাদের নবাবগণের অধীনে এবং অনেকে ইংরাজরাজের সদর দেওয়ানী আদালতে চাকুরী করিতেন। এই বংশের গুরুপ্রসাদ চন্দ্র মোক্তারী করিতেন এবং বীরপুরুষ ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া যখন জিরাট লুণ্ঠন করে, তখন নিজের বাসায় গঙ্গা-স্নানার্থ বহু রমণীকে তিনি একা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে উন্মত্ত সিপাহীরা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্ত্রীলোকেরা পলায়ন করিলে পর, গুরুপ্রসাদ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

হীন অবস্থা হইলেও শুঙ্কীগণের মধ্যে যেরূপ সামন্তপ্রথা আছে, তাহা অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতীয় রাজন্যসমাজে প্রচলিত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে বার ভাই বা বার ভূঁয়া, বাহাত্তরঘরী, দশাশ্বী ও মজকুরী এই চারিটি শ্রেণী বরাবর প্রচলিত আছে। বংশের মধ্যে মানমর্য্যাদায় যিনি সর্ব্বপ্রধান তিনি রাজপদবাচ্য, তাঁহার অধীনে ভাই উপাধিধারী ১২জন সামন্ত থাকিতেন এবং এই ভাইদিগের প্রত্যেকের অধীনে যে ছয় জন সামন্ত থাকিতেন, তাঁহারাই বাহাত্তরঘরী বলিয়া খ্যাত। বিবাহাদি প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে ১৩ ঘর প্রথম ও ৭২ ঘর পরবর্ত্তী সম্মান বা কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। কুলগ্রন্থে বিবাহপদ্ধতিপ্রসঙ্গে এই কুলমর্য্যাদার ব্যাপার এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

> "ব্রহ্মচারী কন আগে বাটাইর ডাক। ধর্ম্মসভা তবে সেবা বিদায় ভার আঁক॥
> ইহার প্রসঙ্গ আমি আদি হতে বলি। যাহাতে হইব বিভা প্রসঙ্গ হুলাহুলি॥
> প্রথমে গোবিন্দপূজা অর্ঘ্য আয়োজন। নারদের পূজা করি উদ্দেশে দেহ মন।
> যার যেই পূর্ব্ব মত একত্রে মিশিলা। শুভমঙ্গলা পূজি বাগ্‌দান হৈলা॥
> কন্যানেতে নিমন্ত্রণ হরপার্ব্বতী। নিমন্ত্রণে আইল ইষ্ট মিত্র আপনার জাতি॥

করিব উত্তম স্থল যে যেমন স্থান। উত্তম আসন দিবে পূজি হনুমান্ ॥
সভায় ইন্দ্রের পূজা করিবে এ নীতি। গুবাক দিয়া নিমন্ত্রণ এই মত রীতি।
চাটায় গণেশ পূজ নারদমুনিবর। ব্যবস্থায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে শ্রীধর ॥
দেবেতে করহ কিবা মৈত্রে কর পূজা। সকলে সম্মতিমত এক জন রাজা ॥
বিবাহে সভার বরণ ব্রাহ্মণ রাজন্। দেবদেবী সঙ্গ আর যত বন্ধুগণ ॥
বরে বরিয়া বিভার কর্ম্ম হইল পরে। সেবার ব্যবস্থা করিবে অতঃপরে ॥
তবে বঙ্কসেবার পদ্ধতি বসাইবে। দক্ষিণে তেরঘরা উত্তরে বাত্তর (৭২) বসাবে ॥
এক এক জন পত্র দিবে যোগাব কত জন। একজনা জল দিব এক জনা নুন ॥
ঘৃত অন্ন দিব তবে আর এক জন। দুই দলে এক দিতে নারিবে ভোজন ॥
পাক পরিপূজনে যে নিরাহারী রবে। সেবার পর সে সকল অন্ন জল খাবে ॥
এই মত সেবা কর সামর্থ্য যে হয়। তাম্বূলাদি মাল্যচন্দন ব্যবহার নিশ্চয় ॥
ছয়াসি(৮৬)গাঁই গুবাক বেভার ছয়াসি কল্পন। অপরে বাটিয়া দিয়া কর তিনঅর্দ্ধেক পূরণ ॥
অর্দ্ধেকে তের ঘর অর্দ্ধেকে বাহাত্তর। নিমন্ত্রণে ছয়াশি রাখহ তার পর ॥
অসম্মত কহিলে বেভার একমত। কুলের বিচার কেমনে রবে পথ ॥
করহ ইহার বাটি যোগ্য যোগ্য মূল। অপর বহুত হব হাল রহিব বা তুল ॥
একবাটী আপনার একবাটি বংশান। অতএব তের ঘর দুই বাটি পান ॥
তের ঘর এক যোগ হয় এক মত। বাত্তরে বাত্তর ঘর আছে এই মত ॥
এক সমান কর অঙ্ক উচা নীচা বাত্তরে। পঞ্চাশের চৌয়ালিশ দিবা বাত্তরে ॥
এই মত কর অঙ্ক যখন যেই হবে। আজ বাট ছয়াশি কাল ছাবিশ পণ পাবে ॥
এই মত অঙ্ক বাটি কর পুনর্ব্বার। অঙ্ক না পাইলে না চাহিবে পণ ধার ॥
ইহার উদ্ধার আমি কহিব বৃত্তান্ত। কুলাসন বিরোধ করিব বহুত ॥
জন্ম হইতে ধরা যাব কুলের বিচার। যজ্ঞপতি পশ্চিমে লোক মত আর ॥
তের লোকে ভাবেন বসিয়া বিশ্বনাথ। দেবমত কন্যার গর্ভেতে হইল জাত ॥
অতএব আছে কুল মানুষে উচা নীচা। শাস্ত্র না বুঝিয়া কেহ বিরোধ করে মিছা ॥*

বার জন প্রথম শ্রেণীর সামন্ত কেদারকুণ্ড পরগণায় আস্তি শিঙ্গাপুর, আদম-বাড়, শাহারা, সাঁইতল, মাদপুর, ঘোষখিরা, রামপুর, শ্রীধরপুর, পসঙ্গ, দুর্গাপুর ও মল্লপুর নামক স্থানে গড় স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীয় দশাশ্বী নামক দশ জন সামন্ত প্রত্যেকে দশ দশ অশ্বের অধিনায়ক ছিলেন; তাঁহাদিগের পৃথক্ গড় ছিল না, তাঁহারা সর্ব্বদাই রাজ-দরবারে উপস্থিত থাকিতেন।

শুন্ডীবংশ যখন উৎকলে আধিপত্য করিতেন, তখনকার সামন্তপ্রথাই যে তাঁহারা মেদিনীপুরে স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ বংশের বহু লোকের বীরত্ব ও কৃতিত্বের ইতিহাস তত্তদ্বংশে প্রচলিত আছে।

শুল্কীগণের মধ্যে এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে চাকুরীজীবী করিয়া তুলিতেছে। ইহা যেমন একদিকে সভ্যসমাজে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, তেমনি জাতিগত আত্মনির্ভরতার বিনাশক,—তাহাও শুল্কিগণের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়।

এই সমাজে বীরসিংহপুরের মাইতিবংশই সম্মানে ও মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে চৌধুরী ও অধিকারীগণ মান্য পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বীরসিংহের ২য় ও ৩য় পুত্রের বংশধর। বীরসিংহের চতুর্থ পুত্রের বংশধরগণ 'ভক্ত'উপাধিতে পরিচিত। চাপলেশ্বর শিবের ভক্ত বা উপাসক সন্ন্যাসী এই বংশ হইতে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া এই উপাধি হইয়াছে। তৎপরে পাঁচপাড়ার চৌধুরী ও লাড়ূ উপাধিধারীরা প্রসিদ্ধ। লাড়ূগণ চিরকাল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায়ী। তৎপরে সাহাপুরের মাইতি, বাড়ী ও ভূঞ্যাবংশ বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। ভূঞ্যারা মুসলমান-রাজত্ব হইতে তালুকদার। খান্দার ও রাতিমণির ধাড়ারাও প্রাচীন সম্পত্তিশালী বংশ।

শুল্কীদিগের স্ত্রীলোকের নামের শেষে "দেবী" শব্দের অপভ্রংশ "দেই" শব্দ ব্যবহারের প্রথা চিরদিন প্রচলিত আছে। মুসলমান ও মরাঠা আমলের কাগজপত্রেও আমরা 'দেই' উপাধি দেখিয়াছি, এই 'দেবী' উপাধি যে অশূদ্রত্বজ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়

অগরবাল্-সৌলুক-বংশ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, শুল্কগ্রাহী বৈশ্যসমাজ বা শৌল্কিকগণ শুলুক, চুলুক, চৌলুক ও চৌলুক্যনামেও খ্যাত ছিলেন।* রাজপুতনার চারণ ও ভাটগণের প্রাচীন গাথায় পাওয়া যায় যে এই জাতি অতি পূর্ব্বকালে 'সুরু' বা 'সুলু' নামক গঙ্গা প্রবাহিত স্থানে বাস করিতেন,† তাহা হইতে সুলুক বা সৌলুক (শৌলুক) এবং শেষে সোলংকী নাম হয়। এই সুলুক গ্রাম হইতেই ইঁহাদের একশাখা গুজরাটে গিয়া আধিপত্য করিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত বৃহৎ ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে শুল্কের অভ্যুদয়। তৎপরে তিনি রৈবতাচলে (গুজরাটের অন্তর্গত বর্ত্তমান গিরণার শৈলে) গিয়া আনর্ত্তে (বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ে) আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।‡ এই ভবিষ্যপুরাণে শুল্ক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।§ এই শুল্কই যে ভাটদিগের গ্রন্থে 'সুলু' বা 'সুলুক' হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেলকুচি গ্রাম হইতে সংগৃহীত প্রামাণিকবংশের কুলকারিকায় লিখিত আছে—

"সেনরাজোবাচ—
দনুজগুরুশাপান্তে রাষ্ট্রিকঃ কৃষিকঃ শুচিঃ।
সৌলুকাঃ সুলুকোদ্ভবঃ শুল্কঃ সাহা বভূব হ॥

---

* ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ ভাগ ৪৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভবিষ্যপুরাণকার প্রতিসর্গপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে শুল্ককে কশ্যপপুত্র ব্রাহ্মণ এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে চারি অগ্নিকুলের একতম ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৮১

সাধুত্বাগ্‌সাভবৎ কিল ধর্ম্মনিষ্ঠা পরা গতিঃ ।
বারেন্দ্রা আর্য্যাধর্ম্মে চ বিশ্রবৈব ন সংশয়ঃ ॥”

অর্থাৎ দনুজগুরুর অভিশাপে স্থলুকোদ্ভব সৌলুক্য বা শুল্কজাতি ‘সাহা’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠ মার্গ আশ্রয় করায় ‘সাধু’ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। আর্য্যধর্ম্মপ্রযুক্ত এই বারেন্দ্র সাহাগণ নিঃসন্দেহে বৈশ্য।

রাজপুতনার ভট্টকবিগণ চৌলুক্যগণের আদিনিবাস গঙ্গাপ্রবাহিত ‘স্থলু’ ও ‘স্থলুক’ গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ‘শুল্ক’ শব্দ রাজপুতনার প্রাকৃত ভাষায় ‘স্থলুক’ এবং এই ‘স্থলুক’ শব্দই যে আবার সংস্কৃতাকারে ‘স্থলোক’ রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেলকুচির প্রামাণিকবংশের কুল-কারিকায় যে ‘সৌলুক্য’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা যে ‘চৌলুক’ ও ‘সোলংকি’ শব্দের অপর রূপ, তাহা ভাষাবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বেলকুচির কারিকায় সৌলুক্যদিগকে ‘রাষ্ট্রিক’ ও ‘স্থলুকোদ্ভব’ অথচ বৈশ্য বলা হইয়াছে। সম্রাট্ অশোকের এবং শকাধিপ রুদ্রদামার শিলানুশাসনে গুজরাটপ্রদেশ রাষ্ট্রিক বা রট্টিক নামে পরিচিত হইয়াছে।[১] পুরাণেও এই স্থান “লাট” বা “লাটিক” নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভবিষ্যপুরাণ ও রাজপুতনার ভট্টকবি-দিগের ন্যায় বঙ্গবাসী সৌলুকদিগের কুলগ্রন্থানুসারেও এই জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা গঙ্গাপ্রবাহিত প্রদেশে এবং তথা হইতে রাষ্ট্রিক বা গুজ-রাট্ অঞ্চলে গিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আধিপত্যলাভ

ও ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণাভ্যুদয়কালে যখন শুল্ক নিজ দল বল সহ ব্রাহ্মণসমাজে মিশিয়া ব্রাহ্মণসমাজের হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছিল, তৎপরে গুজরাটে আধিপত্যবিস্তারের সহিত এই বংশকে ক্ষত্রিয়পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রাধান্যকালে ক্ষত্রিয়গণ নিজ সমাজচ্যুত হইলে বা ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণসমাজে মিশিতে পারিতেন, বৌদ্ধদিগের সুপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। [৮৭-৮৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] এরূপ স্থলে শুল্কবংশ প্রথমে ব্রাহ্মণসমাজে মিশিয়া ব্রাহ্মণসমাজের অনুগ্রহেই যে ক্ষত্রিয়পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

(১) Vincent A. Smith's Asoka, (1909), p. 162 note

করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অশ্বমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈদিক বিপ্রকুলের আনুকূল্যে ও যত্নে ক্ষত্রিয়পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে ও রাজপুতনায় অদ্যাপি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং যাঁহারা আধিপত্য-লাভে সমর্থ হন নাই অথবা বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, তাঁহারা পূর্ব্বাপর বৈশ্য বলিয়াই পরিচিত রহিলেন; অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ রাজপুতনায় বৈশ-রাজপুত, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বেহারে বৈশ বা বৈশ-বণিয়া অথবা অগরবাল নামে পরিচিত। ঐ সকল স্থানে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বর্ণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সামাজিক আসনে প্রতিষ্ঠিত। রাজপুতনায় ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অদ্যাপি ঐ সকল বৈশ্‌-রাজপুতগণ বিশুদ্ধ সোলাঙ্কী, চৌহান, রাঠোর প্রভৃতি রাজপুতের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন।* ইহা যে বৈশ্যসমাজের অভ্যুদয়কাল হইতে রাজন্যসমাজের সহিত আত্মীয়তাস্থাপনের পূর্ব্বাপর নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৈশ্‌রাজপুতগণ যে আদি বৈশ্য তাহা পুরাবিদ্‌গণও স্বীকার করেন। বেহার ও ভাগলপুরে এই বৈশ্‌জাতি অদ্যাপি বিশুদ্ধ বৈশ্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অপর সমাজের সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন।†

যাহা হউক, কোন্‌ সময়ে আমাদের আলোচ্য সৌলুকগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে তাঁহাদের পূর্ব্ববাস ছিল, কি কারণে তাঁহারা বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং এক্ষণে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি :—

অগর্‌বাল্‌গণের ১ম বঙ্গাগমনকাল

সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন কীর্ত্তিখোলা হইতে এই সমাজের তামোলীবংশের কুলপরিচায়ক একখানি পাতড়া পাওয়া গিয়াছে, এই পাতড়া খানির লিপিকাল বাঙ্গালা ১১২৫ সন। এই পাতড়ায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"পিতামহের কাছে মুঞি শুনিয়াছি জাহা। অকপটে আইজ তুহাকে বোলি মুঞি তাহ॥
পশ্চিম প্রদেশে মোদের পূর্ব্বপুরুষগণ। করিত বসতি মুঞি কৈরাছি শ্রবণ॥

* W. Crooke's Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh, Vol. I. p. 124

† H. H. Risley's Tribes and Castes of Bengal. Vol. I p. 51

শ্রীঅগ্রদাস আর অগোর দুই ভাই। মহা অনুভব পৃথিবীর রত্ন দুই ॥
আপন দেশে থাকি সভাক তুষিলা। বেসাতি করিতে পরে মগধে চলিলা ॥
অগরের বংশধর হৈলা আগরী। বৈশ্যকুলে জাত সভাই নানা গুণধারী ॥
সেই হইতে আগরবালা বলিত সকলে। উপনীত পরে তারা রাজসভাস্থলে ॥
অশোক নৃপতিবর পরম ধার্ম্মিক। সদাচার ন্যায়বান্ বীরেন্দ্র নির্ভীক ॥
শিষ্ট শান্ত জ্ঞানবন্ত সর্ব্বগুণে গুণী। আছিল না তখন তার সম নৃপমণি ॥
সর্ব্বজীবে করিতেন সমভাব জ্ঞান। ভুল্যাছিল সভাই তখন জাতি অভিমান ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তার আচরণ। সুখে কাল গোঁয়াইল তার প্রজাগণ ॥
সমুদ্রের পারে বৈসে জত নরগণ। তাহাদের কাছে কর করিত গ্রহণ ॥
লইয়া তাহার আজ্ঞা হরিষ অন্তরে। বাণিজ্য করিত সেহি রাজ্যের ভিতরে ॥
তাহার রাজত্ব কালে পূর্ব্বপুরুষগণ। পাটলিপুরেতে গোলা করিল স্থাপন ॥
তথা হইতে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রবন্দরে। জাইত ব্যবসা লাগি বছরে বছরে ॥
এহি হেতু তামোলি-বণিক্ বলিত সভাই। ক্রমে এহি বংশ ব্যাপ্ত হৈল সর্ব্ব ঠাঞি ॥
রাজার নিকটে সভে পাইয়া সনমান। বহুকাল পরে করে গৌড়ে অভিযান ॥
বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ বরেন্দ্রী ভূমিতে। করেন বসতি সভাই পরম সুখেতে ॥"

উদ্ধৃত বংশপরিচয় হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও এই সমাজের কোন এক বংশের মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্রাট্ অশোকবর্দ্ধনের সময় পশ্চিমাঞ্চল হইতে মগধে এবং মগধ হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়া ব্যবসা উপলক্ষে বসবাস করিতেন। তাম্রলিপ্ত বা তমোলিপ্তে বাসহেতু এই শাখা তামোলী (অধুনা তামলী*) নামে পরিচিত। অগ্রদাস ও অগোর এই দুই ভ্রাতার বংশধর বলিয়া ইঁহারা আগরী ও আগরবালা নামেও এক সময়ে খ্যাত ছিলেন। উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে যে সকল অগরবাল্ বণিক্ বাস করেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে বিশুদ্ধ বৈশ্যসন্তান এবং অগ্রসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের আদি সমাজ গঠন সম্বন্ধে এইরূপ ৩টী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে—

১ম—এই শ্রেণির পূর্ব্বপুরুষগণ অগরু বা অগর্ নামক চন্দনের ব্যবসা করিত বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা অগর্ বা অগর্বাল্ নামে পরিচিত হন।

২য়—কাশ্মীরে সহস্রাধিক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের অগ্নিযজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য এক শ্রেণির বৈশ্য তাঁহাদিগকে অগরুকাষ্ঠ যোগাইতেন। মহাবীর আলেক্সান্দর যখন ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময় তিনি উক্ত

*বর্ত্তমান তাম্বুলী বণিক বা তাম্বুলী জাতির সহিত এই শাখার কোন সম্বন্ধ নাই।

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া যান। সেই সময় অগরুপ্রদাতা বৈশ্যগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া (অগ্রবন বা) আগ্রায় আসিয়া বাস করেন। এখানে বাস করিয়া তাঁহারা অগরবাল্ নামে প্রথিত হইলেন।*

৩য়—লক্ষ পরিবারসহ অগ্রসেন নামে এক বৈশ্য রাজা রাজত্ব করিতেন। এই অগ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ ধনপাল দাক্ষিণাত্যে (কাহারও মতে রাজপুতানার অন্তর্গত) প্রতাপনগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার শিব, নল, অনল, নন্দ, কুন্দ, কুমুদ, বল্লভ ও শুক এই আটপুত্র এবং মুকুতা নামে এক কন্যা জন্মে। তৎকালে বিশাল নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহারও পদ্মাবতী, মালতী, কান্তি, সুভদ্রা, সুরা, মরা, বসুন্ধরা ও রজা নামে ৮টী কন্যা ছিল। ধনপালের উক্ত আট পুত্রের সঙ্গে বিশালের আট কন্যার বিবাহ হয়। নল সন্ন্যাসী হইয়া যান, অপর সাত পুত্র স্ব স্ব অধিকৃত জনপদে রাজত্ব করিতেন। শিবের বংশে বংশানুক্রমে বিষ্ণুরাজ, সুদর্শন, ধুরন্ধর, সমাধি, মোহনদাস ও নেমনাথ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। নেমনাথ হইতে নেপালের নামকরণ ও তথায় লোকবাস হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র বৃন্দ বৃন্দাবনে বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গুর্জ্জর (গুজরাটে গিয়া) স্বনামে রাজ্যস্থাপন ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গুর্জ্জরের পুত্র হরিহর, তৎপুত্র রঙ্গরাজ, তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষ অগ্রসেন। অগ্রসেন নাগরাজ কুমুদের কন্যা মাধবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর তিনি বারাণসী ও হরিদ্বারে কএকটী প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কোহ্লাপুরে গিয়া স্বয়ম্বরে মহীধররাজকন্যাকে লাভ করেন। অতঃপর দিল্লীর নিকট আসিয়া আগ্রা ও অগ্রোহা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি হিমালয় হইতে অনুগাঙ্গ্যপ্রদেশ, এমন কি মরুস্থলী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশটী রাণী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে ৫৪টী পুত্র ও ১৮টী কন্যা জন্মে। বৃদ্ধবয়সে রাজা অষ্টাদশ রাণীকে দিয়া এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, প্রত্যেক রাণীর যজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য এক এক জন আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই ১৮জন পুরোহিতের গোত্রানুসারে তাঁহার বংশধরগণ-মধ্যে বিভিন্ন গোত্র প্রচলিত হয়। শেষ যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার সময় বাঁধা পড়ে; এজন্য তাহা হইতে অর্দ্ধগোত্র হইল। এইরূপে অগ্রসেনের বংশধরগণের মধ্যে ১৭½টী গোত্র প্রচলিত হইয়াছিল। এই

* Crooke's Tribes and Castes of N. W. P. Vol. I. p. 15.

সকল গোত্রের নামকরণ সম্বন্ধে স্থান ভেদে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও এতন্মধ্যে যে তালিকাটী অধিক সঙ্গত তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে—

	গোত্র	বেদ	শাখা	সূত্র
১।	গর্গ	যজুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিন	কাত্যায়ন
২।	গোভিল	”	”	”
৩।	গৌতম	”	”	”
৪।	মৈত্রেয়	”	”	”
৫।	জৈমিনি	”	”	”
৬।	সৈঙ্গল	সামবেদ	কৌথুমি	গোভিল
৭।	বাসল	”	”	”
৮।	ঔরণ	যজুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিন	কাত্যায়ন
৯।	কৌশিক	”	”	”
১০।	কাশ্যপ	সামবেদ	কৌথুমি	গোভিল
১১।	তাণ্ডেয়	যজুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিন	কাত্যায়ন
১২।	মাণ্ডব্য	ঋগ্বেদ	শাকল	আশ্বলায়ন
১৩।	বশিষ্ঠ	যজুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিন	কাত্যায়ন
১৪।	মুদ্গল	ঋগ্বেদ	শাকল	আশ্বলায়ন
১৫।	ধান্যাশ্ব	যজুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিন	কাত্যায়ন
১৬।	ধৌম	”	”	”
১৭।	তৈত্তিরীয়	”	”	”
১৭½।	নাগেন্দ্র	সামবেদ	কৌথুমি	গোভিল

উদ্ধৃত তিনটি প্রবাদের মূলে কিছু কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয়—প্রথমতঃ বৈশ্য জাতির মধ্যে কতকগুলি পরিবার অতি পূর্ব্বকাল হইতে অগরু (অগর) নামক চন্দনকাষ্ঠের ব্যবসা করিতেন, এই অগরু চন্দন আহরণার্থ তাঁহাদিগকে বহু দূরদেশে যাতায়াত করিতে হইত। পূর্ব্বেই আমরা এই ব্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছি।* মাকিদোনবীর আলেকসান্দরের ভারতাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীর ও পঞ্চনদপ্রদেশে তাঁহারা এই ব্যবসা করিতেন। পশ্চিম ভারতে অগরুবৃক্ষ

জন্মে, শ্রীহট্টপ্রদেশই উৎকৃষ্ট অগরুর জন্মভূমি।* সুতরাং তাঁহারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী হইলেও অগরুকাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব ভারতপ্রান্তে এমন কি সমুদ্রের অপর পারে পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে হইত। পঞ্চনদে গ্রীক-অধিকার বিস্তৃত হইলে সম্ভবতঃ সেই অগরু-ব্যবসায়িগণ পূর্ব্বভারতে ছড়াইয়া পড়েন। এ সময় সমস্ত পূর্ব্বভারতে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অধিকার, তাহা পূর্ব্বেই আমরা সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সহিত অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইল, সুতরাং যে সকল কার্য্যের জন্য অগরুকাষ্ঠের সমধিক প্রয়োজন ছিল, সেই সকল কার্য্যলোপের সহিত অগরুকাষ্ঠের ব্যবসায়েও যথেষ্ট ক্ষতি হইল, সুতরাং অগরুবণিক্‌গণের মধ্যে অনেকেই অগরুর ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এ সময়ে পাটলিপুত্র মৌর্য্যসাম্রাজ্যের রাজধানী। তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তম্‌লুক) তখন সর্ব্বপ্রধান সমুদ্রবন্দর। অগরুবণিক্‌গণ প্রথমে পাটলিপুত্রে পরে তাম্রলিপ্তে বাণিজ্য করিতে থাকেন। পূর্ব্বাপরই তাঁহারা অগরু-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া পাটলিপুত্র অঞ্চলে 'অগরবাল' ও 'আগরী' এবং তাম্রলিপ্তে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা পরে তমোলিপ্তের নামানুসারে তামোলী বা তামলী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা তামলীশাখার কুলপরিচয় হইতে দেখাইয়াছি।

রাজা অগ্রসেন হইতেই সম্ভবতঃ পশ্চিম শাখার উৎপত্তি। অগ্রসেনের পূর্ব্ব পরিচয় হইতেও মনে হইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বৃন্দ বৃন্দাবনবাসী ছিলেন এবং এই বৃন্দের পুত্রই গুর্জ্জরে গিয়া গুর্জ্জররাজ হইয়াছিলেন। সৌলুকবংশের আদি-পরিচয়প্রসঙ্গেও লিখিয়াছি যে, শূরসেন বা মথুরা জেলাস্থ সুলুক হইতে গুর্জ্জরে গিয়া এই বংশ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ে বিরাট্ বৈশ্যসমাজের মধ্যে এখনকার মত বহু জাতির সৃষ্টি হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন করিলেও তাঁহারা এক বৈশ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পরস্পর আদান প্রদানে কোন বাধা ছিল না। সুতরাং মথুরাজেলা হইতে যাঁহারা গুর্জ্জরে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুল্কিক ও অগর্‌বাল বৈশ্যগণের পূর্ব্বপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। শুল্কিক বা শৌল্কিকগণের ইতিহাস পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তির নাম যেরূপ 'বীরসিংহ'

দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ অগ্রসেন (বা বৈশ্য জাতির প্রথম যোদ্ধা) শব্দটীও তদনুরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশ্য শৌল্কিক জাতি দাক্ষিণাত্যে বৈদিকগণের যত্নে যেরূপ ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরশাখার সহিত দাক্ষিণাত্য-সম্বন্ধ সূচিত হইলেও তাঁহারা গুপ্তাদি বৈশ্যসম্রাট্গণের ন্যায় স্ব স্ব বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হন নাই। এই কারণে উভয় শাখার মূল এক গুর্জ্জর হইতেই আদিপুরুষগণের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলেও পরবর্ত্তী কালে উভয় শাখা পরস্পর সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছেন; এমন কি, দাক্ষিণাত্য-শাখা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও উত্তরশাখা বিশুদ্ধ বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অগ্রসর। দাক্ষিণাত্যশাখা নানা যজ্ঞ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উত্তর-শাখা নানা যাগযজ্ঞ করিলেও শ্রেষ্ঠ বৈশ্য বলিয়াই পরিচিত রহিলেন। এই বৈশ্যসমাজের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা এক সময়ে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণই অধুনা বৈশ্যরাজপুত্রের অপভ্রংশে বৈশ্‌রাজপুত নামে খ্যাত হইতেছেন। বৈশ্যরাজগণ যেরূপ পূর্ব্বকালে অপর সকল রাজবংশের সহিতই ইচ্ছা ও সুবিধামত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন, অধুনা বৈশ্‌রাজপুতগণও সেইরূপ সোলংখি, চৌহান, রাঠোর প্রভৃতি রাজপুতগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু অগরবালগণ পূর্ব্বকাল হইতেই প্রধানতঃ বাণিজ্যাদি কর্ম্মে লিপ্ত থাকায় এবং রাজপুতসমাজে নানাবর্ণের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বর্ত্তমানকালে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহারা বর্ত্তমান কালেও প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বৈশ্যসন্তান বলিয়া ঘোষণা কবিতে কুণ্ঠিত নহেন। পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহারা অদ্যাবধি অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইলেও বঙ্গদেশে কিন্তু উভয় শাখাই এক হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে এই মিলিত বৈশ্যসমাজ 'সাহা' বা 'সা' নামে অভিহিত। আবার বঙ্গের স্থানে স্থানে 'সৌলুক' নামে এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'সাউ' নামেও পরিচিত। পূর্ব্বে অগরবাল বৈশ্যজাতীয় তামোলীবংশের যে কুলপরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে অবগত হইয়াছি যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের সময় পাটলিপুত্রে ও পরে তাম্রলিপ্তে আসিয়া বাস করেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অগরবাল বৈশ্যসমাজে অতি পূর্ব্বকাল হইতে 'সাহ্' ও 'সাহি' উপাধি চলিয়া আসিতেছে।[১] দিল্লীশ্বর অকবরের প্রিয়সচিব অগরবাল্-

(১) অনেকে এই 'সাহ্' শব্দ মুসলমানী উপাধিজ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু "সাহা"

এই শব্দটীকে ভারতে মুসলমান-প্রাধান্যের নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় সুপ্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রালিপিতে 'ষাহি' রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধার, পঞ্জাব, রাজপুতনা ও সৌরাষ্ট্রে 'ষাহি'-রাজবংশ এক কালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন্। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ রাপ্‌সোন এই বংশীয় রাজ-গণের মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৫ অব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দে (মাহ্মূদ গজনীর আক্রমণকাল) পর্য্যন্ত ষাহিরাজগণ গান্ধারে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেব সৌরাষ্ট্রের 'সাহা' বা 'ষাহি' বংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কতকগুলি ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের নামের শেষে 'সাহী' (সিংহ) উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মুদ্রাসমূহে (অনুস্বার) যুক্ত হ্রস্ব ি বা দীর্ঘ ী প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া ('সাহি' শব্দ) 'সাহ' ও 'সাহা' রূপে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনেকে এই বংশ বা কুলকে 'সহ' বা 'সাহ্' এই কল্পিত বংশাখ্যা দিয়াছেন।"† কিন্তু গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ এবং কেবল মুদ্রা বলিয়া নহে, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদস্থ স্তম্ভলিপি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'ষাহি' ও 'ষাহানুষাহি' প্রভৃতি রাজবংশ ভারতে প্রবল ছিলেন। ঐ সকল রাজবংশকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন।‡ সুতরাং স্থির হইল যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দ হইতে ভারতে মহত্ত্বব্যঞ্জক ঐ সকল শব্দের প্রচলন। অকবর বাদশাহ যেমন 'শাহান্‌শাহ' অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধিত হইতেন, সেইরূপ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 'ষাহানুষাহী' উপাধিধারী রাজবংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কেবল পারস্য বলিয়া নহে, প্রাচীন ও অপ্রাচীন প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী, উর্দ্দূ প্রভৃতি নানা ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেবল মুসলমান রাজবংশ বলিয়া নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু রাজবংশ 'সাহ' 'সাহী' বা 'ষাহী' উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বহুপূর্ব্ব কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা সাধুপ্রকৃতিক ফকির-গণের 'সা' বা 'শাহ' উপাধি দেখা যাইতেছে, যেমন 'শাহ জলাল' 'বাবা নানক সা' প্রভৃতি। মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের বিভিন্ন বিভাগে যেমন শুল্কাধ্যক্ষ, করাধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, মুসলমান আমলেও সেইরূপ এক এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও 'সাহ' বা 'শাহ' উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা সাহ-বন্দর বা বন্দরাধ্যক্ষ। 'সাহ' বা 'সাহা' উপাধিটী অধ্যক্ষ-অর্থবাচী বা মহত্ত্বব্যঞ্জক বলিয়া আব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে।

* Gundriss der Indo Arischen Philologie and Altertumskunde, II. Band 3 Hept. p. 31-32.
† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 36 *n*.

বংশীয় মধুসাহের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন।[২] অদ্যাপি এই সমাজের স্ত্রীলোকেরাও মাননীয় আত্মীয় স্বজনকে 'সাহাজী' বা 'সাজী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। খুব সম্ভব তামোলী বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বরাবর এই প্রাচীন উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পরে সৌলুকবংশ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশ্রিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্ভ্রমসূচক 'সাহ' উপাধি থাকিয়া যায়। কালে এই 'সাহ' বা 'সাহা'[৩] উপাধি এই বণিক্ সমাজের জাতীয় আখ্যারূপে পরিগণিত হইল।

অগরবাল্-তামোলীবংশ এদেশে বহুপূর্ব্বে আসিয়া থাকিলেও তাঁহাদের আদিশাখা হইতে উদ্ভূত সৌলুকবংশ তাঁহাদের অনেক পরে আসিয়া বারেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) ও পূর্ব্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেন।

সৌলুক-বংশোদ্ভব অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা সেনবংশের অধিকার-কালে এদেশে বাণিজ্যোপলক্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেও এ দেশে কএক ঘর সৌলুক আসিয়া বাস করিতেন, তাঁহাদের সহিত এই সমাজের কোন সামাজিক সম্বন্ধ ছিল না।* এই সমাজের কতিপয় পূর্ব্বপুরুষ গৌড় ও

পূর্ব্ববঙ্গের সৌলুকগণের প্রাচীন কুলকারিকায় যখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ রাষ্ট্রিক বা গুজরাটবাসী হইতেছেন, এবং গুজরাটে যখন ক্ষত্রপগণ ও মুসলমান আমলে শুল্কাধ্যক্ষ বা বন্দরাধ্যক্ষগণ 'সাহ' উপাধি ব্যবহার করিতেন, তখন বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে এই সমাজে 'সাহ' উপাধি প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 8.

(৩) গত বারের আদম-সুমারীর বিবরণীতে এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"Mr. Wilson writes, 'There is a very general rule against speaking of ones wife's father as father-in-law (Susra), the Musalmans of Sirsa call him uncle (taya or chacha), the Brahmans of Gurgaon 'Pandit-ji or 'Misr-ji ; the Kayasths, 'Rai Sahib' ; the Banyas, 'Lala Sahib or Sáh-ji' the Meos, 'Chaudhri' or 'Muqaddam'." Census Report of India, 1901, Vol.I. p. 24 *note.*

উদ্ধৃত জাতিবিশেষের পরিচয় হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে বণিক্ বা বৈশ্যজাতির পক্ষে সাহাজী শব্দ সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাসূচক। বৈশ্য বণিক্ সমাজ ব্যতীত আর কোন সমাজে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে শ্বশুর বা গুরুজনের প্রতি সাহাজী শব্দ প্রয়োগ প্রচলিত নাই। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসী তামোলী-সৌলুক সমাজের আদি বৈশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

* এই পূর্ব্বাগত সৌলুকগণের কুলপরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অরাজকতানিবন্ধন প্রাণভয়ে ও বাণিজ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ পালবংশের অভ্যুদয় কালে এদেশে আগমন করেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাদের সবিস্তার কুলবিবরণ দ্রষ্টব্য।

"সাহাকুলপরিচয়ে" 'সুলোক'বাসী অর্থাৎ সৌলুক্যগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"শূরসেনপ্রদেশেতে সুলোক গেরাম। তথায় আছিল সাধু সাহু তাঁর নাম॥
বৈশ্যবংশে জন্ম তাঁর অতি সদাচার। ব্রাহ্মণের সেবা ভক্তি করে অনিবার॥
স্বদেশ বিদেশে সাহু বাণিজ্য করয়। কৃষিকার্য্যে লভ্য তার দ্বিগুণিত হয়॥
টাকা ধার দিয়া সুদ করয়ে গ্রহণ। গবাদি মহিষ পশু করয়ে পালন॥
বিদ্যাবুদ্ধি অতিশয় বাণিজ্যনিপুণ। বাণিজ্যের তরে যাত্রা করে কমায়ুন॥
যাইতে পথের মাঝে দুষ্ট দস্যুগণ। লুঠিয়া লইল তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন॥
ডুবাইয়া দিল ডিঙ্গা কুঠার মারিয়া। পলাইয়া এল সাধু দেশেতে ফিরিয়া॥
বিস্তর হারায়ে ধন ভাবে মনে মনে। কতদিনে এই ধন লভিব কেমনে।
অতএব পুনরপি হইল মনন। পূরব বঙ্গের মাল আনিব এখন॥
নানা মত ধান আর কলাই মসুর। সুলভে কিনিয়া আনি বেচিব প্রচুর॥
সাজাইল সদাগর সাত খানা তরি। সঙ্গেতে লইল আর সজ্জন ব্যাপারী॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে শুভ যাত্রা করি। চলিলেন সাহু সাধু পূজি গন্ধেশ্বরী॥
বাহিয়া যমুনা গঙ্গাতরঙ্গ ভেদিয়া। উপস্থিত হল তরী পদ্মায় আসিয়া॥
পদ্মার দক্ষিণতীরে সাগরবন্দর। উপনীত হল তরী কিছুদিন পর॥
তরী লাগাইল তীরে নঙ্গর করিয়া। আলানে বাঁধিল রজ্জু সুদৃঢ় করিয়া॥
শুনিয়া আসিল যত কেনাল বেচাল। যাচাই করিয়ে দেয় যতেক দালাল॥
দারুচিনি, এলাইচ, লঙ্গ, জায়ফল। শ্বেত, কৃষ্ণ প্রস্তরের বাসন সকল॥

ফেলিয়াছেন। বঙ্গীয় জাতিতত্ত্বপ্রণেতা রিস্‌লি সাহেব তাই না জানিয়া "Sauluk, a general term for members of the Saha or Sunri caste*" লিখিয়াছেন। 'সুলোক'-বাসী সৌলোক বা সৌলুকগণের সহিত শৌণ্ডিক জাতির যে কোন সম্বন্ধ নাই, সে কথা শৌণ্ডিকেরাই বলিয়া থাকেন। এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রকৃত শৌণ্ডিক-সমাজে কোথাও 'সৌ' 'সৌলোক' বা 'সৌলুক' আখ্যা প্রচলিত নাই। শৌণ্ডিক-জাতিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সাহা তাঁহার গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে শৌণ্ডিক ও সৌলুক সাহাগণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। † সৌলুক ও শৌণ্ডিক সাহা জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণও সম্পূর্ণ পৃথক্। শৌণ্ডিক সাহার সহিত সৌলুক-সাহা-জাতির কোন দিন হুঁকা পর্য্যন্ত চলন নাই। উভয় জাতির পুরোহিতমধ্যেও কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, সৌলুক-সাহা ও শৌণ্ডিক-সাহা মূলতঃ দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি।

* Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol II. p. 241.

† শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা রচিত বৈশ্য খণ্ড সাহা ও শৌণ্ডিক, ভূমিকা ।॰ পৃষ্ঠা।

মণি, মুক্তা, লয় যত ধনী লোকগণ। করকছ লয় মুদি করিয়া যতন॥
এইরূপে যত পণ্য বিক্রয় করিল। লাভে মূলে অর্থ তার ত্রিগুণ হইল॥
সেই অর্থ দিয়া সাহু শস্য কিনে যত। তণ্ডুল, গোধূম, মুগ খন্দ আদি কত॥
চালান করিল নৌকা বোঝাই করিয়া। সুবাহু ব্যাপারী সঙ্গে চলিল সাজিয়া॥
জয় গঙ্গা জয় গঙ্গা কহি মাঝিগণ। বাহিয়া চলিল নৌকা পদ্মার উজন॥
সাহু সাধু থাকিলেন বাঙ্গাল দেশেতে। সাগরবন্দর ঘাটে নিজ পান্‌সিতে॥
উজান বাহিনী নৌকা বহু দিনান্তর। উপনীত হল গিয়া পাটলী নগর॥
দালাল, কয়াল আসি বেচালী করিল। দ্বিগুণিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিল॥
টাকা কড়ি লয়ে সাধু যায় নিজ দেশে। পরিবার আনিবারে সাহুর আদেশে॥
আসা কালে কহেছিল সাহু মহাজন। এ নৌকায় আনিবা সবার পরিজন॥
ব্যবসা বাণিজ্য কিছু নাহি সুলোকেতে। তথায় থাকিলে আর চলিবে কি মতে॥
বঙ্গেতে উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর। এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন মূঢ়॥
চাষের সুযোগ্য ভূমি অনেক পাইব। সকলে একত্রে তাহা ভাগ করি লব॥
অন্তর বাণিজ্য ভাল চলিবে এখানে। মোকাম বানিয়ে মোরা থাকিব এখানে॥
সে কারণে সুবাহু আসিয়া বাসস্থানে। সকলের দারা, সুত অন্তরঙ্গগণে॥
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে। দেশের মায়াতে সবে কান্দিল যে শেষে॥
এইমত দিন কত যাইতে যাইতে। অদূরে শুনিল বৃন্দাবন সম্মুখেতে॥
বৃন্দাবন লীলাস্থলী কৃষ্ণ-রাধিকার। দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হ'ল সবাকার॥ (১-৫ পৃঃ)

* * * * *

তৎপরে লয়ে সব শুকল বসন। রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে করিল গমন॥
স্নান করি কুণ্ডদ্বয়ে সকলে মিলিয়া। পুনরপি চলিলেন ডিঙ্গায় চড়িয়া॥
নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল খুলিল। জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল॥
এইরূপে সাত দিন ডিঙ্গা চালাইল। গঙ্গাতে আসিয়া অনুকূল বায়ু পেল॥
ছাড়িল হাতের দাঁড় যত মাল্লাগণ। বাদাম লাগায়ে তবে করিল গমন॥
বায়ুবেগে চলে নৌকা তরঙ্গ ভেদিয়া। সুবাহু কহিছে সাবধান মাঝি ভায়া॥
বালক বালিকা আর যতেক রমণী। ভয়েতে আকুল তারা কাঁদিছে অমনি॥
এই মত কত দিনে গঙ্গা এড়াইল। আসিয়া পদ্মার মাঝে দরশন দিল॥
বেগবতী পদ্মা নদী অতি ভয়ঙ্কর। দেখিয়া সবার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
উত্তাল তরঙ্গ যেন সাগর সমান। কল শব্দে বধিরিল সবাকার কাণ॥
এইমত সবে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে। গঙ্গাপূজা করি যায় ভাসিতে ভাসিতে॥
তিন মাস পরে গেল সাগরবন্দর। সাহুর সঙ্গেতে দেখা হল সবাকার॥
মোকাম বাটীতে সাহু লইয়া সবারে। বালক বালিকা নারী অতি সমাদরে॥

রাখিলেন যথাযোগ্য বাসস্থান দিয়া। তদন্তে বসিল সাধু বাহিরে আসিয়া॥
সুবাহু ব্যাপারী আর আত্মীয় স্বজন। দেশের বারতা কহে সাহুর সদন॥
দুর্ভিক্ষ হয়েছে দেশে শুন মহাশয়। অন্ন বিনা হইয়াছে জীবন সংশয়॥
কার নাহি পুঁজি পাটা সবে অনুপায়। বেটী, বেটা বিকাইছে পেটের জ্বালায়॥
জলাশয়ে জল নাই গিয়াছে শুকিয়া। ছুটিয়াছে সব লোক স্বলোক ছাড়িয়া॥
কি আর বলিব ভাই দেশের কাহিনী। অরাজক হইয়াছে শুন মোর বাণী॥
রাজা নাহি রাজপাটে শূন্য সিংহাসন। যেই পারে সেই মারে লয় প্রাণ ধন॥
এতেক শুনিয়া কহে সাহু মহাশয়। এ দুঃখ-কাহিনী মোর প্রাণে নাহি সয়॥
এসেছ হয়েছে ভাল শুন সব ভাই। তিনটী মোকাম বাড়ী কর তিন ঠাঁই॥
আমিহ থাকিব হেথা সাগরবন্দরে। সুবাহু থাকহ গিয়া গোউড় নগরে॥
গোউড় রাজার কাছে গিয়াছিনু আমি। বেচিবারে হীরা মুক্তা যত ছিল দামী॥
নৃপতি কহিছে মোরে শুন সাধু জন। এখানে করহ তুমি দোকান স্থাপন॥
নিষ্করে তোমারে জমি দিব হে এখানে। মণি, মুক্তা, প্রবালাদি বেচিবে যতনে॥
নগরের শোভা নাহি মণিকার বিনে। হেথায় থাকিবে ভাল আমার সদনে॥
অতএব যাও চলি গোউড় নগরে। আমার প্রণাম দিয়া কহিও তাহারে॥
তবে ত সুবাহু সাধু সাহুর আদেশে। শুভক্ষণে যাত্রা করি চলিল উল্লাসে॥
যাইয়া সে রাজধানী গোউড় নগরে। প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি গোচরে॥
সাহু সদাগর আছে সাগরবন্দর! আমারে পাঠালে হেতা শুন দণ্ডধর॥
মণি, মুক্তা, হীরকাদি রজত কাঞ্চন। বিক্রয় দোকান হেথা করিব স্থাপন॥
সে কারণে এ প্রার্থনা করি তব ঠাঁই। বিপণির যোগ্য ভূমি সবিনয়ে চাই॥
মম প্রতি নরপতি হইয়া সদয়। ব্যবসার যোগ্য ভূমি দিতে আজ্ঞা হয়॥
শুনিয়া ভূপতি তবে সাধুর বচন। কহিতে লাগিল শুন ওহে মন্ত্রিগণ॥
যে স্থানে সুবিধা বোধ করে সদাগর। সেই স্থানোপরি দেহ নির্ম্মাণিয়া ঘর॥
যতেক লাগিবে তাহে টাকা কড়ি ধন। রাজকোষ হতে তাহা করিবে অর্পণ॥
এতেক শুনিয়া সে রাজার দেওয়ান। যে আজ্ঞা বলিয়া উঠি করিল প্রস্থান॥
নগরের মধ্যে গিয়া জমি দেখাইল। সুবাহু ব্যাপারী তাহা মনন করিল॥
ডাকিয়া মজুরগণে কহে মন্ত্রিবর। অবিলম্বে প্রস্তুত করহ হেথা ঘর॥
রাজকাছারিতে আছে ইষ্টক বিস্তর। কাষ্ঠাদি যা লাগে বাপু আনিবা সত্বর॥
দ্বিগুণ মজুরী আমি দিব তোমাদেরে। সুদৃঢ় করিয়া ভিত গাঁথিবা সাদরে॥
শুনিয়া মজুরগণ গৃহ আরম্ভিল। তিন সপ্ত দিনে গৃহ নির্ম্মিত হইল॥
তবে ত সুবাহু শুভদিনটী দেখিয়া। বসিলেন গদি পরে দোকান খুলিয়া॥
সারি সারি মনোহর দ্রব্য সাজাইয়া। যতনে রতনরাজি সতর্কে রাখিল॥

এই মত সদাগর স্থাপিয়া দোকান। অচিরে হইল সাধু বহু ধনবান্ ॥
নানা মত ব্যবসা খুলিল কারবার। একাদশ বৃহস্পতি হইল তাঁহার ॥
শুনিয়া সুলোক লোক ভাগ্যের কাহিনী। দুর্ভিক্ষপীড়িত সবে আসিছে অমনি ॥
অনেকেরি কার্য্য দিল সুবাহু ব্যাপারী। আর সব পাঠাইল মহাজনবাড়ী ॥
যাইয়া পৌঁছিল যথা সাহু মহাজন। দোকানী পসারী যত সুলোক-স্বগণ ॥"

উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে আমরা জানিতেছি যে, 'সুলোক'বাসী সৌলুক বা সৌলুক্য বণিকগণ পূর্ব্বকালে কুমায়ুন বা প্রাচীন কেদারখণ্ডে গিয়াও বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিতেন। মেদিনীপুরবাসী শুল্কিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পশ্চিম কেদারের (বর্ত্তমান তালচের) সম্বন্ধ থাকায় এখনও যেমন তাঁহারা সেই পূর্ব্ববাস বিস্মৃত হন নাই, সৌলুক্যগণের সহিত সেইরূপ উক্ত স্থানের কোন বিশেষ সংস্রব থাকায় তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ উত্তর কেদার বা বর্ত্তমান কুমায়ুনের নাম ভুলিতে পারেন নাই। নচেৎ উত্তরভারতে বহুসংখ্যক বাণিজ্যস্থান থাকিলেও সে সকলের উল্লেখ না করিয়া কুলগ্রন্থকার কুমায়ুন বা উত্তর কেদারের নাম কেন করিবেন? সৌলুক্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ জন্মভূমি হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই বৃন্দাবন দর্শন করেন। তৎপরে পথে কাশী প্রভৃতি বহু তীর্থ থাকিলেও কুলপরিচয়ে সে সকল তীর্থের আদৌ উল্লেখ নাই! কেবল বৃন্দাবনের উল্লেখ এবং অপর সকল তীর্থের অনুল্লেখ থাকিবার কারণ কি? অগরবাল্‌দিগের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, রাজা অগ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ বৃন্দ এই বৃন্দাবনে বহুতর যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধর এস্থান হইতে গুর্জ্জরে গিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। অগরবাল্‌দিগের বিশ্বাস যে, উক্ত বৃন্দ হইতেই বৃন্দাবনের নাম হইয়াছে। * এই সকল প্রবাদ প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু গুর্জ্জরাগত অগরবাল্‌দিগের মত বঙ্গাগত সৌলুক্যদিগেরও বৃন্দাবনের সহিত যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা সাহাকুলপরিচয় ও অগরবাল্‌দিগের বংশপরিচয় হইতে জানিতে পারিতেছি। বঙ্গাগত অগরবাল্ তাম্বোলীবংশের ন্যায় সৌলুক্যগণও পাটলীনগর বা প্রাচীন পাটলিপুত্র † এবং সমুদ্রবন্দরে‡

* W. Crooke's Tribes and Castes of the N. W. p. Vol. I. p. 15.

† বর্ত্তমান পাটনা সহরের পুরাতন অংশ।

‡ 'সাহাকুলপরিচয়ে' পদ্মা হইয়া সাগরবন্দরে গমনাগমনের প্রসঙ্গ থাকায় অনেকে বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত 'সাগরকান্দী' গ্রামই প্রাচীন সমুদ্রবন্দর বলিয়া মনে করেন। তাম্রলিপ্ত

আসিয়া বাণিজ্যনির্ব্বাহের জন্য উভয় স্থানেই মোকাম বা কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সাহাকুলপরিচয়ে প্রথমে সাহু নামক এক সাধুর আগমন ও মোকামস্থাপন এবং তাঁহার পরে তাঁহারই পরামর্শক্রমে 'সুলোক'হইতে সপরিবারে বণিক্‌গণের আগমন প্রসঙ্গ আছে, তাহা সুদূর অতীত কাহিনীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে, সৌলুকদিগের মধ্যে সাহুপ্রমুখ বণিক্‌দলই সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন, এবং সাধুবৃত্তি বা টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা করিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট 'সাহু' বলিয়া পরিচিত হন। সাহা-কুলপরিচয়ে 'সাহু' ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে বটে,কিন্তু এ শব্দটী কোন ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে হয় না, ইহা যে বণিক্‌সমাজের একটি বৃত্তি ও বংশাখ্যা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের মনে হয় যে, সুবাহু সমুদ্র-বন্দরে আসিয়া পূর্ব্বাগত সাহুবংশের সহিত মিলিত হন,এখানে বাণিজ্য ও বাস উভয়ই বিশেষ সুবিধাজনক ভাবিয়া তিনি স্বদেশে গিয়া তথা হইতে আত্মীয় স্বজন ও পরি-বারবর্গ লইয়া পুনরায় বঙ্গে আগমন করেন। নবাগত সৌলুকগণ এখানে বাস-স্থাপনকালে যে পূর্ব্বাগত তামোলী সাহু বংশের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ক্ষীণস্মৃতি সাহাকুল-পরিচয় হইতে পাইতেছি। তামোলী-বংশ পূর্ব্বকাল হইতেই পাটলীপুত্র ও গৌড়ের রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন তাহা তামোলীকুলপরিচয় হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সাহু-বংশের আবেদনেই যে গৌড়পতি সুবাহুপ্রমুখ সৌলুকদিগকে নিজ রাজধানীতে কারবার খুলিতে অনুমতি দান করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য উপ-যোগী ভবনাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে পাইতেছি। অগর্‌বাল্‌ ও সৌলুক এই দুই ভিন্ন আখ্যা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে দুইটি ভিন্ন জাতি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অগর্‌বাল্‌ ও সৌলুকগণ যে মূলতঃ এক বংশসম্ভূত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত

হইয়াই যে বঙ্গবাসী সমুদ্রবাণিজ্যে বাহির হইতেন, সহস্র সহস্র সমুদ্রপোত যে এক সময় তাম্র-লিপ্তবন্দরে উপস্থিত থাকিত, তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সাগরকান্দী গ্রামে কখন যে সেরূপ সমুদ্রবন্দর ছিল তাহার প্রমাণাভাব। এ কারণ আমরা কুলপরিচয়বর্ণিত সাগরবন্দরকে সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্তবন্দর বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, সম্ভবতঃ সাহাকুলপরিচয়ের গ্রন্থকার এস্থলে প্রাচীন কুলজীর পুথি বিস্মৃত হইয়া স্বকপোলকল্পনার অবতারণা করিয়াছেন।

হইল।—দাক্ষিণাত্যেই বৈশ্যসমাজ রাজন্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা চালুক্য বা চৌলুক্য-বংশপ্রসঙ্গে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যসাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও বৈশ্য গুপ্তসম্রাট্‌গণ স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই, কাজেই এখানে বৈশরাজপুত বা বৈশ্যমূল ক্ষত্রিয়সমাজ গঠিত হইতে পারে নাই। বৈশ রাজপুতগণ নর্ম্মদা বা গোদাবরী-তীরস্থ মুঞ্জপত্তন বা মুঞ্জীপাটন স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন * এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজবংশের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার "সোমবংশী" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। † অথচ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও আদি বংশপরিচয়ে অগর্‌বাল্ বা আদি বৈশ্যশ্রেণীর সহিত নানা বিষয়ে সৌসাদৃশ্য ও ঐক্য লক্ষিত হয়।

অগর্‌বাল্ ও সৌলুকবংশ

অগর্‌বালেরা যেমন অগ্রসেনকে এক পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, বৈশ রাজপুতসমাজে অনেকে সেইরূপ মঙ্গলসেনকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অতি হীন-অবস্থা হইলেও কি অগর্‌বাল্ কি বৈশরাজপুত কখনই স্বহস্তে হলচালনা করেন না। এই উভয়শ্রেণিই নাগোপাসক, এমন কি এই উভয় শ্রেণির মধ্যে কেহ কেহ নাগবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বলিতে কি উভয় সমাজেই নাগপূজা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত।

অগ্রসেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, তিনি কুমুদনাগের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মথুরা বা শূরসেন জনপদে নাগবংশ আধিপত্য করিতেছিলেন ‡ তাঁহাদের প্রভাব রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈশ্যরাজ অগ্রসেন নাগবংশীয় মথুরাধিপের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সেই নাগকন্যাই মথুরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে অগ্রসেন উত্তরাপথের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হন এবং নাগকন্যার গর্ভজাত সন্তানগণ

* W. Crookes N. W. P. and Oudh. Vol. I. p. 120-121.

† Do Do p. 120.

‡ "মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষন্তি সপ্ত বৈ।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

মাতৃধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নাগপূজক হইয়া পড়েন ও মাতামহের সম্মানরক্ষার জন্য অনেকে "নাগবংশী" বলিয়াও পরিচয় দিতে থাকেন। অদ্যাপি বেহারের অগর্‌বাল্‌ সমাজ "জাত কা নানিহাল্‌ নাগবংশী হৈ" অর্থাৎ 'আমাদের মাতার ঘর নাগবংশ' বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন। এই কারণে কি অগর্‌বাল্‌ কি বৈশ্‌রাজপুত উভয় সমাজেই নাগপূজা প্রচলিত ও নাগবধ একবারে নিষিদ্ধ; ইঁহারা প্রাণান্তেও কেহ সর্পদেহে হস্তক্ষেপ করেন না। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ে নাগপ্রভাববিলোপের সহিত অগ্রসেনের বংশধরগণ উত্তরাপথে অধিকারচ্যুত হইয়া কেহ কেহ এখানে বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া রহিলেন, আবার কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারে আসিয়া স্ব স্ব অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যে বৈশ্যসাম্রাজ্যস্থাপনে তাঁহাদের বংশধরগণ যে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষাচরিত বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষত্রবৃত্তির অনুসরণ করিলেও সকলেই কিছু ক্ষত্রিয়োচিত রাজ্যসম্পদ্‌ লাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অধিপতি, মহাসামন্ত বা সামন্তরূপে ভূস্বামী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সাধারণ বৈশ্যসমাজ হইতে আভিজাত্যে ও বংশমর্য্যাদায় স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য "বৈশ্যরাজপুত্র" নামে একটী স্বতন্ত্র শ্রেণির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শাখায় সুপ্রসিদ্ধ চালুক্য বা চৌলুক্যবংশের উদ্ভব, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে এবং দাক্ষিণাত্যের বৈদিক বিপ্রগণের যত্নে উক্ত শ্রেষ্ঠ বৈশ্যবংশ ক্ষত্রিয়পদে অধিষ্ঠিত হইলেও সকল বৈশ্যরাজপুত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা রাজপুতনা প্রভৃতি উত্তরাংশে আসিয়া পূর্ব্বেই বাস করেন, তাঁহারা বৈশ্যরাজপুত্রের অপভ্রংশে "বৈশ্‌রাজপুত" বলিয়া অভিহিত হইলেন। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে গুজরাটে চৌলুক্যবংশ অধিকারচ্যুত হইলে তাঁহারা রাজপুতনা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, ঐ সকল স্থানে তাঁহাদের বংশধরগণ 'সোলংখি' ও 'বঘেল রাজপুত" নামে সুপরিচিত, তাঁহারা ক্ষত্রিয়পদে অধিষ্ঠিত চৌলুক্যরাজবংশধর বলিয়া এক্ষণে 'ক্ষত্রিয়" বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বৈশ্‌রাজপুতগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী রাখেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় মাড়বার রাজ্যে অদ্যাপি সোলংখি ও বঘেলদিগের মধ্যে 'বৈশ্‌রাজপুতশাখা" বিদ্যমান।[১] গাজিপুর অঞ্চলের বৈশ্‌রাজপুতগণ আজও বঘেলরাজবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।[২] বঘেল বা ব্যাঘ্রপল্লীবংশ গুজরাটের প্রসিদ্ধ চৌলুক্যবংশেরই একটী বিশিষ্ট শাখা, তাহা সকলেই অবগত আছেন।[৩] সুতরাং সোলংখি বা বঘেলরাজপুতগণ যে আদি বৈশ্‌রাজপুতবংশ ও

(১) Census Report of Marwar, for 1901.

(২) W. Crookes Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh, Vol. 1. p. 122

(৩) Tod's Rajasthan, Vol. 1. p. 105ff.

মূলতঃ এক বৈশ্যবংশ হইতে উৎপন্ন. এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। এমন কি বেহার অঞ্চলে "বৈশ, বণিয়া" বা বৈশ্যবণিক্ নামে আখ্যাত যে এক শ্রেণির বৈশ্য বাস করিতেছেন, অনেকে তাঁহাদিগকেও "বৈশ রাজপুত" হইতে অভিন্ন মনে করেন।৪ আদি বৈশ-রাজপুত-বংশই যে চৌলুক্য বা সৌলুক্য নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণী হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন কথা হইতেছে, আমাদের আলোচ্য পশ্চিমাঞ্চলবাসী সাহু-সৌলুকগণ কোন্ সময়ে আসিয়া বঙ্গে অধিবাসী হইয়া পড়িলেন ? এ সম্বন্ধে সাহাকুল-পরিচয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

'বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বি রাজার শাসনে। হয়েছিল ধর্ম্মভ্রষ্ট সব হিন্দুগণে॥
সে কারণে বঙ্গদেশে যত বৈশ্যগণ। বৌদ্ধভাবাপন্ন হ'য়ে ছিল সর্ব্বজন॥
সুলোকে না গেল তাঁরা রহিল এখানে। দেশেতে সমাজচ্যুত হ'ল সাধুগণে॥
পাল রাজা আদেশিল সব প্রজাগণে। জাতিভেদ না মানিবা এ ধর্ম্মপালনে॥
হিংসা না করিবে কেহ শত্রু মিত্র সনে। অন্যথা না কর বাপু আমার বচনে॥
এতেক শুনিয়া সবে বৌদ্ধের আচার। অন্তরে না করে, করে বাহিরে প্রচার॥
যা হউক সুলোকের বৈশ্য বঙ্গে যত। সবে মিলি করিলেক সমাজ গঠিত॥
ভাগ্যধর শঙ্খধর সাহুর নন্দন। জ্ঞাতি গোষ্ঠী ডাকি কহে শুন গো বচন॥
সুলোকের সমাজেতে নাহি সমাগত। বহু দূরে কি মতেতে হবে যাতায়াত॥
ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশে হ'ল শত ঘর। ইহাতেই মিলিবেক যত কন্যা বর॥
জনক এনেছে হেতা তোমা সবাকার। অর্থ বিনা করিয়াছে কত উপকার॥
স্বজাতির প্রিয় মোর পিতা মহাশয়। তাঁর নামে দিতে হবে সবে পরিচয়॥
সাহুর বংশেতে মোরা জন্মিয়াছি যত। আর যত আছে সবে তাঁহার আশ্রিত॥
সাহু সাধুকুলোদ্ভব মোরা সাহা জাতি। আজি হ'তে বঙ্গদেশে হল এই খ্যাতি॥
বৈশ্যজাতি হতে শাখা বাহিরিনু মোরা। যাবত ধরণীতলে চন্দ্র সূর্য্য তারা॥
তাবত পিতার নাম জগতে ঘুষিবে। সাহু সাহা বলি সবে পরিচয় দিবে॥
এতেক কহিলা যদি ভাগ্য শঙ্খধর। তথাস্তু বলিয়া সবে করিল উত্তর॥
আমাদের পিতৃতুল্য সাহু সদাগর। তাঁহারে করিব পূজা ভাই ভাগ্যধর॥
দুর্ভিক্ষপীড়িত মোরা এসেছিনু যবে। অন্ন বস্ত্র টাকা কড়ি দিয়া আমা সবে॥
পালিয়াছে পিতা তব পিতৃতুল্য হ'য়ে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশিব তাঁর গুণ গেয়ে॥
এইরূপে সামাজিক কথোপকথন। শেষ করি সবে গেলা করিতে ভোজন॥
সেই দিনে মহাভোজ দিল ভাগ্যধর। স্বজন সকলে যত এসেছিল ঘর॥
ভোজন করিয়া সবে গেল নিজালয়। এইরূপে সাহু সাহা উৎপত্তি হয়॥

(৪) Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. 1. p. 52

এ প্রকারে বৈশ্য জাতি বাহিরিল শাখা। তিন স্থানে তিন চিঠি হয়ে গেল লেখা ॥
একখানা রাখিলেন ঢাকা নিজ ধামে। আর খানা পাঠাইল শ্রীহট্ট মোকামে ॥
আর চিঠি পাঠাইল গোউড় নগরে। সুবাহুর পুত্র যথা ব্যবসায় করে ॥
অতঃপর বহুদিন হইলেক গত। নানা স্থানে সাহা জাতি হইল বিস্তৃত ॥
ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইল সাহার। বাণিজ্য সুগম যথা নদ নদী ধার ॥
সেই সব স্থানে সবে বসতি করিল। মেঘনা, যমুনা, পদ্মা তীর যে ছাইল ॥
বুড়ীগঙ্গা হুর্গাগর আর ইচ্ছামতী। মহানন্দা, ধলেশ্বরী, চন্দনা প্রভৃতি ॥
এইরূপে সাহু সাহা থাকি স্থানে স্থানে। ধন্দ আদি বেচা কেনা করেন যতনে ॥"

উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে পাওয়া যাইতেছে যে "সুলোক"-বাসী বা সৌলুকগণ যে সময় বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎকালে এখানে সর্ব্বত্র বৌদ্ধরাজগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে।

সৌলুকগণের বঙ্গাগমনকাল ও বঙ্গে বাসবিস্তার

বৌদ্ধশাসনে বাস ও বৌদ্ধ রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহারা উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের মূল সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশের শাসন-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে থাকে। তৎকালে কান্যকুব্জ ও শূরসেনপ্রদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। মহাকবি ভবভূতির চিরস্মরণীয় নাটকগুলি এবং বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্য পাঠ করিলে সে সময়ের সমাজচিত্র অনেকটা চিত্তপটে প্রতিফলিত হইবে। সম্ভবতঃ সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু ও তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী অরুণাশ্ব কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকারের সময়ে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময়েই সৌলুকগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি গুজরাটে গিয়া চালুক্য ও চৌলুক্যসমাজের পুষ্টিসাধন করেন এবং অপর কতকগুলি শান্তিতে বসবাস ও বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচ্যভারতে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনকালে পাটলিপুত্রের গুপ্তরাজ্য বিনষ্ট হয় এবং প্রজাগণের আনুকূল্যে পালবংশ মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন, সুতরাং এখানেও প্রথমতঃ শান্তিপ্রিয় সৌলুক-বণিক্‌গণের বসবাসের সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা প্রথমে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রবন্দরে এবং পরে গৌড় পর্য্যন্ত পালবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে গিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে বাস করিতে থাকেন।

সৌলুক বংশকে আমরা গুর্জ্জরের চালুক্য বংশের এক শাখা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। সম্প্রতি বোম্বাইর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভাণ্ডারকর মহাশয়ও চালুক্য বা সোলঙ্কিদিগকে 'গুর্জ্জর' ও হিমালয় প্রদেশস্থ 'সপাদলক্ষ' বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'সপাদলক্ষ' শব্দ পশ্চিমা অপভ্রংশে "সওলখ্" হইয়াছে। ভাণ্ডারকর মহাশয় মনে করেন যে, এই 'সওলখ' শব্দই চালুক্য শব্দের মূল।* এই 'সওলখ' শব্দই পূর্ব্ববঙ্গে 'সৌলক এবং সাহাকুল-পরিচয়োক্ত

* Indian Antiquary, Vol, XL. P. 24

'সুলোক' বা 'সৌলুক' হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এই 'সওলখ' শব্দই মহাভবিষ্যপুরাণে 'ব্রহ্মাবর্ত্তের শুল্ক' হইয়া পড়িয়াছে। সাহাকুল-পরিচয়ে যে কমায়ুনের প্রসঙ্গ আছে, তাহাও এই সওলখের নিকট বটে।* এই 'সওলখ' হইতে সুরাষ্ট্রে গিয়া যাঁহারা গুর্জ্জর আখ্যা লাভ করেন, ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহাদের পূর্ব্ব সমাজ হইতে বৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই বাহির করিয়াছেন। অতএব বঙ্গাগত বাণিজ্যজীবী সৌলুকগণ যে বৃত্তি অনুসারে পূর্ব্বকাল হইতেই বৈশ্য সমাজভুক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

গয়া হইতে সপাদলক্ষপতি অশোকচল্লের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোকচল্লের 'চল্ল' উপাধি বংশপরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। উহা 'চালুক্য' শব্দেরই এক ভিন্ন রূপ। বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পর ১৮১৩† বর্ষে উক্ত শিলালিপি খানি খোদিত হয়। এই শিলালিপির নিকট আরও কতকগুলি সমসাময়িক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সপাদলক্ষ বা সৌলকপতি গয়ার মহাবোধির নিকট সিংহলাগত এক মহাস্থবিরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ‡ এরূপ স্থলে উক্ত নির্ব্বাণাব্দটীকে সিংহলে প্রচলিত বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিংহলের বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দের প্রারম্ভ কাল। এরূপ স্থলে ১৮১৩—৫৪৩=১২৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ের প্রায় ৮৮ বর্ষ পরেও আমরা এখানে সপাদলক্ষ বা বৌদ্ধ সৌলকরাজের প্রসঙ্গ পাইতেছি। সুতরাং নালন্দার বৌদ্ধবিহার মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত ও শ্রমণগণের যথেষ্ট নিগ্রহ ঘটিলেও গয়ায় তখনও কিছু কিছু বৌদ্ধ নিদর্শন ও সৌলক সমাগম ছিল। তখনও বঙ্গের সৌলকগণ আপনাদের পূর্ব্ব নিবাসের কথা ভুলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এখনও অনেকে 'চালুক' বা 'চেলেকি সাহা' বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।§

সৌলকগণের বঙ্গাগমন কারণ নির্ণয়

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্চাল প্রদেশে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। সেনাপতি অরুণাশ্ব বা অর্জ্জুন হর্ষের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া হর্ষের দর্শনপ্রার্থী চীনদূতের দারুণ অপমান করেন। এ সময় নেপাল পর্য্যন্ত তিব্বতরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ চীনদূত গিয়া প্রগাঢ় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী তিব্বতপতির নিকট হর্ষরাজ্যাপহারক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা প্রভৃতি অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তাঁহার প্রধান সামন্ত নেপালপতি বহুসংখ্যক নেপালী সৈন্য লইয়া অরুণাশ্বকে পরাজয় ও তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় চীনপতির নিকট লইয়া যান। এ সময় উত্তর-ভারতের সিংহাসন প্রকৃতই শূন্য পড়িয়াছিল। সেই সময়ের অবস্থাই সাহা-কুলপরিচয়ে বিবৃত হইয়াছে—

* Ind. Ant. X. P. 242-6.

† Cunningham's Mahabodhi, p. 80.

‡ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

§ বঙ্গীয় বৈশ্যসমিতি মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'বৈশ্যতত্ত্বদর্পণ', ২২ পৃষ্ঠা।

"রাজা নাহি রাজপাটে শূন্য সিংহাসন।
যেই পারে সেই মারে লয় প্রাণধন॥"

এ সময় শূরসেন ও পঞ্চালের আধিপত্য লইয়া হর্ষবর্দ্ধনের অনুরক্ত সামন্ত-রাজগণের মধ্যে দারুণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই সমর প্রসঙ্গের আভাসও কুলপরিচয়ে রহিয়াছে।

বলিতে কি ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ কাল উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিয়াছিল, এই সময় গৌড়মগধের গুপ্তরাজবংশ অনেকটা প্রবল হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। চীন-ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপাল ও উত্তর-ভারতের কতকাংশ তিব্বতের শাসনাধীন ছিল। শেষোক্ত বর্ষে নেপালের লিচ্ছবিবংশ ও উত্তর ভারতীয় রাজন্যবর্গ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মথুরা ও পঞ্চাল হরিচন্দ্র-যশোবর্ম্মদেবের শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। যশোবর্ম্মের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণপ্রভাব ও বৈদিক ধর্ম্মানুরাগ উত্তর-ভারতে বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইতেছিল। বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মদেব গৌড় (মগধ) জয় করিয়া গৌড়পতিকে বধ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনার স্মরণার্থই 'গৌড়বধ' নামক প্রসিদ্ধ প্রাকৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। যশোবর্ম্মদেবের হস্তে গৌড় বা মগধপতি নিহত হইলেও গৌড়-মগধে যশোবর্ম্মার অধিকার স্থায়ী হইতে পারে নাই। গৌড়পতিকে বিনাশ করি য়া প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাসাধারণ পালবংশীয় গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ১ম গোপালের অভ্যুদয়ে ও প্রজাসাধারণের যত্নে গৌড়মগধে শ্রমণভক্তি ও বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তি পুনরুজ্জীবিত হইতেছিল। এই সময়েই উত্তররাঢ়ে "আদিশূর' উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্তশূরের অভ্যুদয়। অল্পদিন মধ্যেই মহারাজ আদিশূর গৌড় বা বরেন্দ্র অধিকার করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও ঐকান্তিক যত্নে গৌড়-ভূমে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। কান্যকুব্জই তৎকালে শূরসেন ও পঞ্চাল প্রদেশের রাজধানী এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্রস্থলী, তাই বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারার্থ কান্যকুব্জ হইতেই তাঁহাকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী ও হরিমিশ্রের রাঢ়ীয়-কুলকারিকা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার জামাতা কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে গৌড়াধিপ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধিপতিগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন।

৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর প্রথমে কান্যকুব্জ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।* এ সময়ে কান্যকুব্জের সিংহাসনে কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মদেব ও কাশ্মীরের সিংহাসনে দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ গৌড়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমন ও তাঁহাদের যত্নে ব্রাহ্মণপ্রভাব বিস্তারোপলক্ষে সমগ্র গৌড়মণ্ডলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, প্রজাসাধারণ তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত, তাঁহাদের আবেদনে বা উত্তেজনায় পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ

* "বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।" (রাঢ়ীয় কুলকারিকা)

অনেকেই আদিশূরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে আদিশূর সেই বিপক্ষ রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে যতদিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বড় কেহ সাহসী হন নাই। এ সময় নানাস্থান হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া গৌড়রাজধানী অলঙ্কৃত করিতে ছিলেন ;—কান্যকুব্জের ন্যায় গৌড়রাজধানীও এ সময় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আদিশূরের পরলোকগমনের সহিত গৌড়ের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, অল্পদিন মধ্যেই মগধাধিপ ১ম গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল বারেন্দ্র অধিকার করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং বৈদিকপ্রভাব নষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বজ্রায়ুধ পঞ্চাল ও শূরসেনের রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন না, বরং জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন।* এ কারণ কনোজের বিপ্রসমাজ সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আহ্বানে ব্রাহ্মণভক্ত আদিশূরের জামাতা জয়াদিত্য বজ্রায়ুধকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন † এবং বিপ্রবর্গের কৌশলে যশোবর্ম্মবংশীয় ইন্দ্রায়ুধ কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৈতামহ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী চক্রায়ুধ পাটলিপুত্রে আসিয়া পালনৃপতির শরণাগত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 'ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি ও গন্ধারের সামন্তবর্গের পরামর্শে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চক্রায়ুধকে পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।' ‡ এই তাম্রশাসন হইতেই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পশ্চিমে গন্ধার হইতে পূর্ব্বে মগধ এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত সকল স্থানের অধিপতিবৃন্দ কনোজপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এরূপ আন্তর্জাতিক অভ্যুত্থান কেবল ব্রাহ্মণভক্ত নৃপতির বিরুদ্ধে নহে, ইহা যে বৈদিক ব্রাহ্মণশাসনের বিরুদ্ধে জৈন ও বৌদ্ধসাধারণের অভ্যুত্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমবেতশক্তিপ্রভাবে বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মপালের অধিনায়কতায় (প্রায় ৮০০ খৃষ্টাব্দে) জৈননৃপতি চক্রায়ুধের সিংহাসনলাভ ঘটিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজের সমবেত চেষ্টায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বৈশ্যসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার পরিচয় দিয়াছি। বৈশ্য-প্রাধান্যলোপের সঙ্গে বৈশ্যসমাজের সহিত বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আর তেমন সদ্ভাব রহিল না। এ কারণ আর্য্যাবর্ত্তে যেখানে যেখানে বৈদিক

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগ, ৯৯ পৃঃ ও প্রস্তাবকচরিত দ্রষ্টব্য।

† Stein's রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৬। and Konow and Lanman's Karpura-manjari, p. 218.

‡ Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 252.

প্রাধান্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই বৈশ্যসমাজ একটু দূরে থাকিবার জন্ত যত্নবান্ হইয়াছেন।* আমাদের মনে হয় যে, শূরসেন ও পঞ্চালে দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগের সময় সৌলুক বৈশ্যগণ মগধে আসিয়া প্রথমে বাসস্থাপন করেন এবং এখান হইতেই জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ত তাম্রলিপ্ত-সমুদ্রবন্দরে আসিয়া ব্যবসা চালাইতে থাকেন। তাঁহারা বহুকাল বৌদ্ধাধিকারে ও বৌদ্ধরাজসংস্রবে বাস করিয়া অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সৌলুকসমাজের বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তিদর্শনে তাঁহাদিগকে যেন বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হয়। বাস্তবিক তাঁহাদের আগমনকালে ও তৎপূর্ব্বে শূরসেন প্রদেশে বৈশ্যসমাজে প্রধানতঃ জৈন ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন, নানা শিলালিপি হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী বর্ত্তমান অগরবাল্ বণিক্-সমাজের ন্যায় সৌলুক বণিক্‌দিগের মধ্যেও বৈষ্ণব ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। এখন যেমন পশ্চিমাঞ্চলবাসী অগরবাল্ বণিক্‌দিগের মধ্যে অনেকেই জৈন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের কোন বাধা নাই, সেইরূপ পূর্ব্বে আলোচ্য সাহু সৌলুকবংশের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মমতে পার্থক্য থাকিলেও সকলেই এক জাতি ও এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এখন যেমন হিন্দুসমাজে এক জাতি ও এক শ্রেণীভুক্ত হইলে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিতেছে, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সমাজেও ঠিক ঐরূপ আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা বারাহীতন্ত্র এবং প্রাচীন নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান কালে পশ্চিমাঞ্চলের জৈনগণও যেরূপ হিন্দু-সমাজভুক্ত ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এখনও নেপালে যেমন বৌদ্ধেরাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত এবং তথায় শৈবমার্গী ও বৌদ্ধমার্গীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিতেছে, সেইরূপ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন ও বৌদ্ধগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণে হিন্দু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী হওয়ায় বৈদিক সমাজ ইহাঁদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং সর্ব্বত্রই ইঁহাদিগকে 'পাষণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজবংশের অধিকার অপ্রতিহত ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আদিশূরের অভ্যুদয় কাল হইতে জৈন ও বৌদ্ধসমাজকে অধঃপাতিত করিবার জন্ত গৌড়বাসী বৈদিক মীমাংসকগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন। গৌড়বঙ্গে পালাধিকার বিস্তৃত হইলেও রাঢ়দেশে তখনও ব্রাহ্মণভক্ত শূরবংশ ও সাগ্নিক বিপ্রবংশধরগণ আধিপত্য

* এখানে একথাও বলা আবশ্যক মনে করি যে, বৈদিক বিপ্রসমাজের পক্ষে এরূপ ভাব থাকিলেও অপর সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের উপর বৈশ্যসমাজের অপ্রীতির কোন কারণ ছিল না, বরং পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা জৈন ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের উপর অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

করিতেছিলেন, সুতরাং এখানে তাঁহাদের পূর্ব্ব চেষ্টা নিবৃত্ত হয় নাই। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, ও প্রসিদ্ধ মীমাংসক ভবদেবভট্টের গ্রন্থাদি হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পালবংশের অধিকারে বরেন্দ্রভূমে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইলেও শূর ও বর্ম্মবংশের অধিকারভুক্ত রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গে এবং সেনবংশের অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সমস্ত গৌড়মণ্ডলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সেনরাজগণের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যেখানে বৌদ্ধমঠের অধীন নিষ্কর জমি ছিল, সেনরাজগণ সেইরূপ অধিকাংশ জমি লইয়া বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন। আমরা শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধদিগের উপর বৈদিক ব্রাহ্মণেরা করস্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে এরূপও মনে করেন যে, ব্রাহ্মণশাসনে অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়া সদ্ধর্ম্মীর দল এদেশে মুসলমানগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহাদিগের উপর অপর হিন্দু-সাধারণের আক্রোশ অধিকতর বাড়িয়া গিয়াছিল। সদ্ধর্ম্মিগণের আহ্বানে মুসলমান আগমন হউক বা না হউক, মুসলমান-হস্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৌদ্ধশ্রমণেরাই যে সমধিক নিগৃহীত হইয়াছিলেন, সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস হইতে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ করেন, তৎকালে সেই যুদ্ধস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের এক ব্যক্তির মুখে শুনিয়া প্রসিদ্ধ মুসলমানঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন,—

"দুই শত মাত্র অশ্বারোহী বিহারের দুর্গদ্বার আক্রমণ করিল। বিনা আয়াসেই দুর্গ অধিকৃত হইল। প্রভূত ধনরাশি লুণ্ঠিত এবং ইস্‌লামের তরবারির আঘাতে অসংখ্য মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণ মুণ্ডহীন হইয়াছিল। বিহারের সুবিশাল পুস্তকাগারও ভস্মীভূত হয়। পরে অগণিত পুস্তক-রাশির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য একজন মুণ্ডিতমস্তককেও পাওয়া যায় নাই।"*

মুসলমান ঐতিহাসিক যে মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা যে নিঃসন্দেহে বৌদ্ধশ্রমণ, তাহা বলাই বাহুল্য। মুসলমান-আগমনকালেও যে বিহারে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মুসলমান-আক্রমণে বৌদ্ধজগতের সর্ব্বপ্রধান ও বিপুল শাস্ত্রভাণ্ডার ভস্মীভূত হইলেও মুষ্টিমেয় শ্রমণগণ কোন রকমে তাঁহাদের উপাস্য ও হৃদয়ের ধন শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া নেপালের দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও সেই সকল অমূল্য গ্রন্থের কিছু কিছু নিদর্শন নেপালে বাহির হইতেছে। গৌড়বঙ্গের উচ্চ হিন্দুসমাজ তৎকালে ব্রাহ্মণ-শাসনাধীন হইলেও জনসাধারণ তখনও মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণগণের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া চলিতেছিল। অপর সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম্ম গোপন করিতে পারিলেও শ্রমণগণের স্ব স্ব ধর্ম্ম-গোপনের সুবিধা ছিল না। মুণ্ডিতমস্তকই তাঁহাদের প্রধান চিহ্ন এবং মুণ্ডিতমস্তকই তাঁহাদিগের আত্মপরিচয় গোপনের প্রধান

* Tabakat-i-Nasiri, by Col. Raverty, p. 552.

ও প্রথম অন্তরায়। মুসলমান রাজপুরুষগণ উক্ত শ্রমণগণকে হিন্দুসমাজের নেতা মনে করিয়া যেখানে যেখানে তাঁহাদিগকে পাইয়াছিলেন, মুসলমান-প্রভুত্ব ও মুসলমান ধর্ম্মবিস্তারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া সেই সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতেছিলেন। এইরূপে মুসলমানপ্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে বঙ্গের বৌদ্ধসমাজ হইতে তাঁহাদের আচার্য্যস্থানীয় শ্রমণগণেরও লোপ হইতেছিল। যেখানে যেখানে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল, শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রমণেরাও সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজ অপেক্ষা শ্রমণসমাজে যে মুসলমান-আতঙ্ক অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইলেও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন হিন্দু নরপতির শাসনাধীন ছিল। সুতরাং শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ পূর্ব্ববঙ্গে * আশ্রয় লইবেন, ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে গৌড়ে ও বঙ্গে পালবংশের অধিকার বিস্তৃত হইলেও রাঢ়দেশে বহুকাল আদিশূরের বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শূরবংশীয় রাজগণের নিকট বহু শাসন গ্রাম লাভ করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। এ সময় বৌদ্ধাধিকারভুক্ত বারেন্দ্র (অর্থাৎ গৌড় ও পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশ) হইতে স্ব স্ব সমাজকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলী ও শূররাজবংশ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহারই ফলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুইটী বিভাগের সৃষ্টি হয়। উভয় সমাজে দুই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার শাসনে ধর্ম্মনীতি ও আচার ব্যবহারে অনেকটা পার্থক্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে এক সমাজের লোক অপর সমাজকে মর্য্যাদায় ও আভিজাত্যে একটু হীন মনে করিতেন। আচার-ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণশাসিত রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজ বাধ্য হইয়া বারেন্দ্রসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। এমন কি বৌদ্ধাচার হইতে উচ্চ রাঢ়ীয় সমাজকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিবার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণবংশধরগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার ফলে উভয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি এক সমাজের লোক অপর সমাজে গিয়া বাস করিলে তিনি স্বস্থানচ্যুতিহেতু কুলভ্রষ্ট ও পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন। এই কারণে সহজে কেহ স্থানত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না। রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণকুল-পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, আদিশূরের পুত্র রাজা ভূশূরের সময় হইতেই শ্রেণিবিভাগের সূত্রপাত।† এই শ্রেণিবিভাগের সময়ে বা পরে অল্পসংখ্যক সৌলুক বণিক্ বাণিজ্যোপলক্ষে রাঢদেশে মোকাম করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও রাজশাসনে বারেন্দ্রবাসী আত্মীয় কুটুম্বের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হন।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ।

* শ্রমণেরা যে উৎকলের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মৎপ্রচিত Modern Buddhism in Orissa দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপে রাঢ়-গৌড়বাসী নানা জাতির ন্যায় সাহু সৌলুকবণিকসমাজেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুইটী শ্রেণিবিভাগ ঘটিয়াছিল।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়-রাঢ়দেশে মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইলে যখন উচ্চ হিন্দুসমাজ প্রাণভয়ে ও জাতিকুলরক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিতে থাকেন, সেই সময়ে কুসীদগ্রহণ ও ব্যবসাবাণিজ্য নিরাপদ নহে ভাবিয়া রাঢ়ে যে কয় ঘর সৌলুক বণিক্ এখানে বাস করিতেন, তাঁহারাও সপরিবারে রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিতে থাকেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিলেও তাঁহারা যেমন দুইটী ভিন্ন সমাজভুক্ত বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্ব হইতেই নিষিদ্ধ ছিল, সেইরূপ এখানকার সৌলুক-বণিক্গণের মধ্যেও বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় এই দুইটী সমাজ স্বতন্ত্র থাকিয়া গেল। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে বহুকাল একত্র বসবাস এবং স্ব স্ব সমাজে আদান প্রদান অসুবিধা হেতু কোন কোন গ্রামে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের মধ্যে আদান প্রদান চলিয়াছে বটে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত নাই। সমাজের অবস্থান, মত-পার্থক্য ও কুলমর্য্যাদার তারতম্যনিবন্ধনও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় সমাজেই আবার নানা অবান্তর শাখা বা থাকের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেনরাজগণের উপর ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অপরিসীম ছিল। প্রথম প্রথম সেনরাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণ তাঁহারা সমাজ সংস্কারের দিকে কিছুদিন লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেকটা নিরাপদ ও রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের পরামর্শানুসারে আবার হিন্দুসমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পৌত্র (রাজা কেশবসেনের পুত্র) মহারাজ দনৌজামাধব দেব অগ্রণী ছিলেন। সুপ্রাচীন রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় দনৌজামাধবের এইরূপ পরিচয় আছে—

সৌলুকসমাজের নিগ্রহ-কারণ।

"বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূম্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ
মতিং চাপ্যকরোদ্দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥

ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ ॥”

অর্থাৎ মহারাজ ‘বল্লালসেনের পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন, তাঁহার জন্ম ও গ্রহভয়দোষহেতু কলঙ্ক হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কেশবসেন মুসলমানভয়ে গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিতে মনন করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নাই। (যাঁহার) পদাম্বুজ ভূপালবৃন্দ সেবা করিতেন, অনন্তর সেনবংশে (সেই) ধর্ম্মাত্মা দনৌজামাধব[১] আবির্ভূত হন। ইঁহারই সভায় নানাগুণ-সমাযুক্ত ২২ কুলোদ্ভব (রাঢ়ীয়) ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ গুণে পিতা-মহকে পরাজয় করিবার বাসনায় সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন।’

কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের উক্ত কারিকার প্রমাণে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, দনৌজা-মাধব বা দনুজমাধব রাজা কেশবসেনের পুত্র।

এড়ুমিশ্রের কুলকারিকা হইতে জানা যায় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ের পর রাজা কেশব পিতৃসম্মানিত ব্রাহ্মণগণসহ বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে বিক্রমপুরেও সেনবংশীয় একজন নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান-বিজয়ের ৪৪ বর্ষ পরেও সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের বংশধর তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ করি। এই তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ ‘স গর্গযবনান্বয়প্রলয়-কালরুদ্রো নৃপঃ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মিন্‌হাজ যে লক্ষ্মণ-বংশধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা বিশ্বরূপসেন বলিয়া মনে করি। তিনি মুসলমান-আক্রমণ হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ‘যবনগণের প্রলয়-কালরুদ্র’ আখ্যায় প্রশংসিত হইয়াছেন। গৌড়াধিপ বল্লালের পিতা বিজয়সেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গের পরিচয় আলোচনা করিলে সকলেই দীর্ঘজীবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে আরব্ধ ও লক্ষ্মণসেনের যত্নে সমাপ্ত ‘অদ্ভুতসাগর’ নামক বৃহৎ জ্যোতির্গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ১০৯১ শকের অন্তে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বল্লাল-সেন দেহত্যাগ করেন। এদিকে বল্লালসেনের সময় যাঁহারা কৌলীন্যলাভ করিয়া-ছিলেন, লক্ষ্মণসেনের ২য় সমীকরণে তাঁহাদের পুত্রগণকে উপস্থিত দেখি। এরূপস্থলে বল্লালের কুলমর্য্যাদাদানের অন্ততঃ ২০।৩০ বর্ষ পরে যে ২য় সমীকরণ হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি নামক পারস্য ইতিহাসের অনুবর্ত্তী হইলে বলিতে হয় যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার গৌড়বিজয় করেন। অবশ্য তৎপূর্ব্বে

(১) রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার মহাবংশাবলীতে এই নৃপতির নামস্থলে দনুজমাধব ও দনৌজামাধব উভয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলীনগণের ২য় সমীকরণ হইয়া থাকিবে। এরূপ-স্থলে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের পর এবং ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের কিছুপূর্ব্বে যে ২য় সমীকরণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহারাজ দনুজমাধবের সময় যখন চারিবার সমীকরণ হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি অতি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যখন কুলকার্য্যের ও বংশপর্য্যায়ের আদান প্রদান লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়, সেই সময়ই সমীকরণ হইয়া থাকে। মহারাজ বল্লাল-সেন ৫০ ও লক্ষ্মণসেন ৩০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপস্থলে গৌড়বিজয়ের ৪০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপের বিদ্যমানতা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে বিশ্বরূপের পর তাঁহার বংশধর না থাকায় কেশবসেন কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাই একখানি বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের শেষাংশে তাঁহার নাম তুলিয়া সেই স্থানে কেশবসেনের নাম বসান হইয়াছে। তখন কেশবসেন অবশ্য অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্যাঙ্ক পাঠ করিলেও তিনি বহুদিন রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইবে না। যাহা হউক মোটামুটি ১২৪৫ হইতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার রাজ্যাবসান এবং তৎপুত্র দনুজমাধবের সিংহাসনারোহণকাল অবধারণ করিতে পারি।

তারিখ-ই-ফিরোজসাহী নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দিল্লীশ্বর বলবন্ যখন তুঘ্রিল্ খাঁকে শাসন করিতে বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) সুবর্ণগ্রামের অধিপতি দনুজরায় দিল্লীশ্বরকে জলপথে সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দনুজমাধবের রাজ্যকালের যে পরিচয় দিয়াছি, তদনুসারে পূর্ব্ববঙ্গাধিপ দনুজ-মাধবই যে মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় নামে আখ্যাত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সভায় যেরূপ বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণের সমীকরণ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজা দনুজমাধবের * সভাতেও কায়স্থকুলীনগণের সমীকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী তাম্রশাসনসমূহে সেনবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও এ সময় সেনরাজবংশ কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে মিলিত হইয়া কায়স্থ ও বৈদ্যগোষ্ঠী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, রাজা দনুজমাধব প্রসিদ্ধ বঙ্গজ কুলীন পুরন্দর বসুর তৃতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কায়স্থবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ-কুলকারিকায় এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়—

* আধুনিক কুলগ্রন্থে দনুজ-মাধবদেব 'দনুজমর্দ্দন' নামে খ্যাত, কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে সর্ব্বত্রই 'দনৌজামাধব' বা 'দনুজমাধব' নামই আছে। আইন্-অক্বরী গ্রন্থে 'দনৌজা'র স্থলে কেবল "নৌজা" নামে গৃহীত হইয়াছে। এক সময়ে আমরা দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু দনুজমর্দ্দন দেবের সংপ্রতি যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে দনুজমাধব ও দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, দনুজমর্দ্দন দনুজমাধবের শতাধিক বর্ষ পরবর্ত্তী।

"সত্যেন কার্ণ্যঘোষায় পশ্চাদ্ভীমগুহায় চ।
মহদ্রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ পুরন্দর প্রথমে কার্ণ্যঘোষকে, পরে ভীম গুহকে এবং তৎপরে বিশেষতঃ মহারাজ দনুজকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশ প্রভৃতি রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থের অনুসরণ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, বল্লালসেনের সমসাময়িক উৎসাহ মুখটী, তৎপুত্র লক্ষ্মণসম্মানিত আয়িত, তৎপুত্র মাধবসম্মানিত উধো, তৎপুত্র শিয়ো এবং শিয়োর পুত্র নৃসিংহ অর্থাৎ বল্লালসেনের সমসাময়িক পুরুষ অধস্তন নৃসিংহ এবং বল্লালের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন রাজা দনুজমাধব ইঁহারা সমসাময়িক উৎসাহের ৫ম ব্যক্তি। উৎসাহমুখো বল্লালকর্তৃক সম্মানিত হইলেও বল্লালকর্তৃক ১ম সমীকরণ-কালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র আয়িত-মুখই ১ম সমীকরণে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আয়িতমুখও বল্লালসেনের সমসাময়িক হইতেছেন, এরূপ স্থলে আয়িতের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন নৃসিংহ-মুখো এবং বল্লালসেনের ৪র্থ পুরুষ রাজা দনুজমাধব নিঃসন্দেহে এক সময়ের লোক। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ে আছে—

"পূর্ব্বেতে আছিলা বেদানুজ মহারাজা।
তার মহাপাত্র ছিল নারসিংহ ওঝা॥"

এই বেদানুজকে সেনবংশীয় দনুজমাধব এবং মহাপাত্র নারসিংহ ওঝাই উৎসাহের যে ৫ম পুরুষ অধস্তন নৃসিংহ মুখটী তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় ২য় সমীকরণে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ৩য় ও ৪র্থ সমীকরণে যখন তাঁহাদের পুত্রগণের নাম গৃহীত হইয়াছে, তখন লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবসেনের সভাতেই ৩য় ও ৪র্থ সমীকরণ হইয়া থাকিবে। ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় স্পষ্ট দনুজমাধব ও দনৌজামাধব নাম দৃষ্ট হয়, হরিমিশ্রের কারিকায় দনৌজামাধব কেশবসেনের পুত্র বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার তিন পুত্র তিনটী প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন—তন্মধ্যে গৌড়ে কেশব, নবদ্বীপে মাধব এবং পূর্ব্ববঙ্গে বিশ্বরূপের সন্ধান পাই। মুসলমানকর্তৃক গৌড় আক্রান্ত হইলে কেশবসেন যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া আসেন, মাধবসেনও সেইরূপ হিমালয় প্রদেশে পলায়ন করেন তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই মাধবসেনের সভায় ৩য় ও ৪র্থ সমীকরণ হওয়া বিচিত্র নহে। তৎপরে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণ কেশবসেনের পুত্র দনৌজামাধবের সভাতেই হইয়া থাকিবে। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র সেনবংশে পর পর দুইটী মাধবের নাম পাইয়া সম্ভবতঃ এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে আমরাও ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম*, এখন ভ্রম সংশোধন করিলাম।

নৃসিংহ-মুখোর মন্ত্রিত্বকালেই পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের সঙ্গে দনুজমাধবের রাজ্যা-বসান ঘটে, এবং সেই বিপ্লবের সময়েই নৃসিংহ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ ১৫৪ পৃষ্ঠা (২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

গ্রামে আসিয়া বাস করেন † এবং তদবধি তাঁহার বংশধরগণ 'ফুলিয়ার মুখটী' নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে মহারাজ দনুজমাধব দীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করেন।

মহারাজ দনুজমাধব একান্ত ব্রাহ্মণভক্ত এবং নিষ্ঠাবান্ নরপতি ছিলেন। তাঁহার বীরত্বে ও সাহসিকতায় প্রতিপক্ষ মুসলমান-শাসনকর্তৃগণও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে পশ্চাৎপদ ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত হিন্দু-সমাজের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল, সমস্ত সমাজ তাঁহার কথায় উঠিত বসিত। কেহই তাঁহার আদেশলঙ্ঘনে সাহসী ছিলেন না। অথচ গুরুব্রাহ্মণের পরামর্শব্যতীত তিনি কোন্ কার্য্যই করিতেন না। বঙ্গীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজ যে সকল বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, রাজা দনুজমাধব তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মবিধি বা আইন বলিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। মুসলমান-প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে রাঢ়ে গৌড়ে যেমন অপ্রতিহত ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিপরিচালিত পূর্ব্ব বঙ্গেও সেইরূপ ব্রাহ্মণের অনুশাসন চলিয়াছিল। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে লিখিয়া গিয়াছেন—

"দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥"

দনুজমাধব ও বৈশ্যসমাজ

বৈশ্যসমাজ বড়ই রক্ষণশীল; তাঁহারা বহুকালের পূর্ব্বাচার সহসা পরিবর্ত্তনে রাজী নহেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান-প্রভাব ও ধর্ম্মনৈতিকসমাজে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বৃদ্ধি হইলে সৌলুকেরা অনেকে পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসেন। প্রথমে তাঁহারা এখানে অনেকটা নিরাপদ ও পূর্ব্ববৎ উন্নতভাবে কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণের আধিপত্য চলিয়াছিল, তখন মুসলমান-ভীত জৈনাচার্য্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ, কেহ বা চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দূর দেশে পলাইয়া গিয়া স্ব স্ব সম্ভ্রম রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণও সেনরাজ-সম্মানিত শাক্ত ও বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তৎকালে অগরবাল-সৌলুক বৈশ্যসমাজের উপর রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণ-সমাজের কঠোর দৃষ্টি ছিল, রাঢ় ও গৌড়ের

† "বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সবলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাহার বসতি।" (কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড)

অপরাপর বৈশ্যসমাজের ন্যায় তাঁহাদিগকেও 'শূদ্র' করিবার চেষ্টা হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে জৈন ও বৈষ্ণব অগরবাল্ বণিক্‌গণ বিশুদ্ধ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও যেরূপ বৈষ্ণব-গণের যজ্ঞসূত্র আছে, কিন্তু জৈনগণের যজ্ঞসূত্র নাই, অথচ পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের বাধা হয় না, পূর্ব্বে বঙ্গবাসী অগরবাল্ সৌলুকগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণের যজ্ঞসূত্র থাকিলেও বৌদ্ধ ও জৈনগণের যজ্ঞসূত্র ছিল না। অথচ পরস্পরে বিবাহসম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জৈন বা বৌদ্ধাচারগ্রহণের সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সহজেই যে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজের নিকট শূদ্র বলিয়া নিন্দিত হইবেন, তাহাতে সংশয় কি? তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধ থাকাতেই বৈষ্ণবগণকেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা অনেকটা হীন মনে করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকেও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেনরাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে এ দেশের বৈশ্যসমাজ হইতে যজ্ঞসূত্র ছাড়াইবার ব্যবস্থা হয় এবং দনুজমাধবের সময়ে যখন বঙ্গে "সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার," সেই সময়ে এখানকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় সমাজ হইতেই যজ্ঞসূত্র-গ্রহণরূপ দ্বিজাচার এককালে লুপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিরূপে বঙ্গীয় স্মার্ত্তগণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যের দ্বিজত্ব লোপ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। কিছুকাল পরে গৌড়বঙ্গের ক্ষত্রিয়বৈশ্যের মধ্যে আর দ্বিজত্বের চিহ্নমাত্র রহিল না। তাই অগরবাল-সৌলুকগণের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী পূর্ব্বপুরুষগণের দায়াদগণ অনেকে অদ্যাপি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেও তাঁহাদের বঙ্গাগত বংশধরগণের মধ্যে এক্ষণে আর যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল যাহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ কুলীন বলিয়া স্ব স্ব সমাজে সম্মানিত আছেন ও কুলমর্য্যাদার অধিকারী হইয়া থাকেন।

সৌলুকনিগ্রহের কারণ।

এই সমাজে প্রবাদ আছে যে সেন-বংশের অধিকারকালেই কেবল যজ্ঞসূত্রলোপ নহে, তাঁহারা বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণসমাজের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। সেনরাজগুরুর অসম্ভব অর্থলিপ্সা পূরণ না করাতেই তাঁহাদের অশেষ নিগ্রহ ঘটে, এমন কি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব ব্রাহ্মণ পুরোহিত লইয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিতে হইয়াছিল। তাই এখনও তাঁহারা বঙ্গের বিরাট্ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহি-য়াছেন। এই স্বতন্ত্রতানিবন্ধনই অপর হিন্দুসমাজ অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোন্ সময়ে তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ গঠনে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে বেলকুচির প্রামাণিকবংশের কুলকারিকায় এই প্রাচীন শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে— "সেনরাজোবাচ—

দনুজগুরুশাপান্তে রাষ্ট্রিকঃ কৃষিকঃ শুচিঃ।
সৌলুক্যঃ স্থলুকোদ্ভবঃ শুদ্ধো সাহা বভূব হ॥
সাধুস্তস্যাভবৎ কিল ধর্ম্মনিষ্ঠা পরা গতিঃ।
বারেন্দ্রা আর্য্যধর্ম্মে চ বিশদেব ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'সেনরাজ বলিয়াছিলেন, দনুজের গুরুর অভিশাপে রাষ্ট্রিক ও স্থলুকোদ্ভব সৌলুক্য

শুক্লবংশ কৃষিজীবী সাহা হইয়াছে। এই সৌলুকোদ্ভব সাহাগণ স্ব স্ব সাধুত্ব বা কুসীদজীবিকার দ্বারাও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠ মার্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে আর্য্য-ধর্ম্মে থাকায় বারেন্দ্র সাহাগণ নিঃসন্দেহে বৈশ্য বলিয়াই গণ্য ছিলেন।'

যে সেনরাজগুরু কর্ত্তৃক সৌলুক-সমাজ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তিনিই সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সমাজপতি সেনকুলতিলক মহারাজ দনুজমাধবের গুরুদেব। পূর্ব্বেই দনুজমাধবের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণ-শাসনকালে তাঁহার গুরুদেবের কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গজ কায়স্থগণের প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে মহারাজ দনুজমাধব গুরুদেবের পরামর্শেই নানা প্রকার সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং অসামান্য শক্তিশালী গুরুদেবের অপ্রিয়ভাজন হইয়া সৌলুক অগরবাল-বংশীয় সাহাগণ পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুসমাজে জাতীয় সম্মান হারাইবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে! তাঁহারা প্রকৃত বৈশ্য ও নিষ্ঠাবান্ আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজগুরুর অভিশাপে তাঁহাদের অধোগতি ঘটিয়াছিল। 'সাহা' উপাধিধারী অপরাপর জাতি হইতে তাঁহাদের পার্থক্যজ্ঞাপনার্থ উক্ত শ্লোকে তাঁহাদের পরিচয়জ্ঞাপক 'শুক্ল' 'সুলুকোদ্ভব' 'সৌলুক্য' 'রাষ্ট্রিক' ও সাধু এই কয়টী শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটী সেনরাজের উক্তি বা অনুশাসনবাক্য বলিয়াই কুলপরিচয়ে পরিগৃহীত। ইহাতে মনে হয় যে, গুরুর অভিশাপ কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে সেনরাজের আদেশবাক্যও প্রচারিত হইয়াছিল। মহারাজ দনৌজামাধব ১২৫২ হইতে প্রায় ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। এই সময় মধ্যেই সাহা-বণিক্‌গণের অধঃপতনের সূত্রপাত। যদিও ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল, তথাপি তখনও খাঁটী মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন। উচ্চ শ্রেণির মুসলমান-রাজপুরুষগণ বাঙ্গালীর সহিত মিশিতে ভাল বাসিতেন না, বরং বাঙ্গালীকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানশাসন বিস্তৃত হইলেও রাঢ় ও গৌড়ের ন্যায় এখানকার পল্লীস্থ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কঠোর অনুশাসন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমুসলমানের মিলন হইয়াছিল। এই বর্ষে ফখর্‌-উদ্দীন্‌-মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য করিয়া সুবর্ণগ্রাম অধিকার পূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। তৎপরে কি রাঢ় কি বঙ্গ সর্ব্বত্রই হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তানও মুসলমান নৃপতিগণের সভায় সম্মানিত ও নানা উপাধিতে বিভূষিত, আবার অনেকে উচ্চ রাজকীয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।+ মুসলমান-নৃপতিগণ সাধারণ ফৌজদারী বিভাগে মুসল-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ দ্রষ্টব্য।

মানরাজপুরুষ দ্বারাই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দেওয়ানী বিভাগের কার্য্যে হিন্দুবিচারক নিযুক্ত করিতেন। হিন্দুরাজগণের সময়ে যেরূপ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা হইত, মুসলমানগণও সেইরূপ হিন্দুসমাজের সাধারণ সামাজিক বিষয়াদির সুবিচার-আশায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, সুতরাং মুসলমান-শাসনকালেও কি রাজদ্বারে কি সুদূর নিভৃত পল্লীমধ্যে হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণশাসন অব্যাহত রহিল, কাজেই নিগৃহীত সৌলুক-বণিক্‌গণ যথেষ্ট সহায়সম্পত্তিশালী ও সময়ে সময়ে মুসলমান-রাজসরকারে 'চৌধুরী' 'রায়' প্রভৃতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইলেও পশ্চিমাঞ্চল-বাসী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দায়াদের ন্যায় তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে আর প্রতিপত্তিলাভে সুবিধা পাইলেন না। সুতরাং পূর্ব্বাপর তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ হইতে একটু স্বতন্ত্র ভাবেই রহিয়া গেলেন।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী উক্ত অগরবাল্-সৌলুকবংশের আরও কতকগুলি বণিক্ দিল্লীশ্বর সাহ-জাহানের সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে আসিয়া এই সমাজে মিলিত হন। লঘুজাতি-চন্দ্রিকায় তাঁহাদের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়—

*　　*　　*　　*　　*

"রাজদণ্ডভয়াদ্বিপ্রা জগ্রাহ যবনাদ্ধনং। অসৎপ্রতিগ্রহাদাসন্ প্রায়স্তে হততেজসঃ॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহামানং প্রাপুস্তস্মাং মহীভৃতঃ। পাণিগ্রহে দদুঃ কেচিৎ ক্ষত্রিয়াঃ পাপবুদ্ধয়ঃ॥
তস্মৈ যবনরাজে বৈ স্বসারঞ্চ সুতাং তথা। এবং যবনসম্পর্কাৎ যবনত্বং প্রপেদিরে॥
বৈশ্যাশ্চ যবনাচারাঃ প্রীতয়ে তস্য ভূভৃতঃ। বভূবুস্ত্যক্তসন্মার্গা ইন্দ্রিয়ার্থপরায়ণাঃ॥
রাজ্ঞা প্রোৎসাহিতাঃ সর্ব্বে কৃষিশিল্পাদিভিস্তথা। কুসীদবৃত্ত্যা চ পুনরাসসাদ মহদ্ধনং॥
সাহজাহাননাম্না চ প্রসিদ্ধো যবনো নৃপঃ। রাজধানীসন্নিহিতান্ আদিদেশ বিশো রুষা॥
কুসীদজীবিনো যে চ নিবসন্তি মমান্তিকং। দণ্ডার্হাস্তে ময়া মূঢ়া মদ্ধর্ম্মপরিপন্থিনঃ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভয়সংবিগ্নমানসাঃ। প্রদুদ্রুবুর্দিশো বৈশ্যাঃ সধনাশ্চ সবান্ধবাঃ॥
বাথমান্বয়সম্ভূতা বণিজো ভয়বিহ্বলাঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তেঽবসন্ ধীরাঃ ছদ্মনাচারবর্জ্জিতাঃ॥
সৌলুকাঃ প্রযযুরার্ত্তাঃ কলিঙ্গং তু সবান্ধবাঃ। দাক্ষিণাত্যং যযৌ যে চ সাহুকারেতি শব্দিতাঃ॥
ত্যক্তচারাস্ত্যক্তসূত্রা যবনৈরর্দ্দিতা ভৃশং। অঙ্গবঙ্গপ্রদেশস্তু নাবমারুহ্য সত্বরং॥
সুগুপ্তাঃ প্রযযুঃ কেচিৎ সুতদারাদিভিঃ সহ। উষুস্তে বঙ্গবিষয়ে ভূমৌ বারেন্দ্রসংজ্ঞকে॥
সাধুপনামসংযুক্তা ক্বচিৎ সাহেতি শব্দিতাঃ। কিঞ্চিৎ বিপ্রৈরবজ্ঞাতাঃ কুসীদগ্রহণাৎ তদা॥
সদাচারাঃ সার্থবাহা ভয়াচ্ছত্রবিবর্জ্জিতাঃ। এবং বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ হততেজসঃ॥

অর্থাৎ মুসলমান নরপতিগণের দণ্ডভয়ে ভীত ব্রাহ্মণগণ মুসলমান ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই অসৎপ্রতিগ্রহ করায় অচিরেই তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ক্ষত্রিয়গণও মুসলমান-রাজের নিকট অতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ কারণেই কোন কোন পাপবুদ্ধি ক্ষত্রিয় নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীদিগকে বিবাহার্থ মুসলমানহস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই-

রূপে মুসলমানসংসর্গে ইঁহারা মুসলমানত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মুসলমানরাজের প্রীতিসাধন করিতে গিয়া বৈশ্যগণ মুসলমান আচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রিয়ভোগরত ও সদাচারহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া এই বৈশ্যগণ কৃষি, শিল্প ও কুসীদ-ব্যবসায়ে অনেক অর্থও লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সাজাহান নামক প্রসিদ্ধ মুসলমাননৃপতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানী-সন্নিহিত বৈশ্যদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারসম্পন্ন কুসীদজীবী যাহারা আমার নিকটে আছে, তাহারা সকলেই দণ্ডার্হ। রাজার এতাদৃশ ভীতিব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া ধনজনসহ বৈশ্যগণ নানা স্থানে নানাদিকে চলিয়া গেলেন। বাথমবংশসম্ভূত আচারভ্রষ্ট বণিক্‌গণ গোপনে ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিলেন এবং সৌলুকগণ আর্ত্ত হইয়া সবান্ধবে কলিঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। যাহারা দাক্ষিণাত্যে যাইলেন, তাঁহারা সাহু নামে আখ্যাত। মুসলমানবিমর্দ্দিত হইয়া কেহ কেহ স্বীয় আচার ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রগণ সমভিব্যাহারে নৌকায় করিয়া অনুগাঙ্গপ্রদেশে গিয়া গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বঙ্গের বারেন্দ্র অংশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, তাঁহারা 'সাধু' বা স্থানবিশেষে 'সাহা' নামে পরিচিত হন। কুসীদ গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অল্পবিস্তর অবজ্ঞাত হইয়াছেন। এইরূপে পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, দিল্লীশ্বর শাহজহান্ বাদসাহের নিগ্রহভয়ে কতকগুলি বণিক্ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া আসেন, এখানে আসিয়া আচারব্যবহার ও রীতিনীতিতে অনেকটা মিল থাকায় তাঁহারাও সৌলুকগণের সহিত মিলিত হন।

বৈশ্যসমাজের উপর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের তীব্রদৃষ্টির পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। স্মার্ত্তব্রাহ্মণসমাজ 'সমুদ্রযাত্রা' বিশেষরূপে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেও সমুদ্রযাত্রী সৌলুক বণিক্‌গণ অনেকে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। বঙ্গীয় বণিক্‌গণ যে বরাবর সমুদ্রযাত্রা করিতেন, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি নানা কবির গ্রন্থে বিশেষরূপেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। একে বৈশ্যসমাজের উপর ব্রাহ্মণসমাজের বিদ্বেষভাব, তাহার উপর ব্রাহ্মণশাসন উপেক্ষা করিয়া সমুদ্রযাত্রা এবং অবশেষে মহারাজ দনৌজামাধবের গুরুর অভিশাপে কএকজন সৌলুক সাহা নিগৃহীত হইলে তাঁহাদের সঙ্গে নানাশ্রেণীর সৌলুকগণও নিগ্রহভোগ করিতে থাকেন। তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর সাধারণেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। এই সময়ে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সমাজ সকলেরই এক এক পুরোহিতবংশ যাজকতা করিতেছিলেন। অদ্যাপি সেই পুরোহিত-বংশধরগণ উভয় সমাজের সৌলুকগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে মুসলমান শাসনকালেও কি রাজদ্বারে কি সুদূর নিভৃত পল্লী মধ্যে হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং সৌলুকগণ যথেষ্ট সহায়-সম্পত্তিশালী হইলেও পশ্চিমাঞ্চলবাসী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দায়াদের ন্যায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে আর প্রতিপত্তিলাভে সুবিধা পাইলেন না। কিন্তু কামরূপ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে

গৌড়ীয় বা রাঢ়ীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুশাসন পঁহুছিতে পারে নাই, সেই সেই স্থানে তাঁহারা পূর্ব্ববৎ প্রতিপত্তিরক্ষায় কতকটা সমর্থ হইয়াছেন। আসাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই সৌলুক বণিকৃগণের সামাজিক অবস্থা অনেকটা উন্নত। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় আসাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র এমন কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে রাজগুরুনিগ্রহে সৌলুকগণ স্ব স্ব পুরোহিতসহ সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেও কালবশে তাঁহারা অনেকটা সমাজবাহ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজসম্মানিত রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের সহিত তাঁহাদিগের পুরোহিতবর্গকেও সমাজবাহ্য বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও রাজশাসনের বাহিরে কামরূপ ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ঠিক সেরূপ ঘটিতে পারে নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে পরে যে যে স্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে সাহু সৌলুক বণিকৃগণের সামাজিক অবস্থা কতকটা খর্ব্ব হইলেও শ্রীহট্টের যে যে স্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসংস্রব ঘটে নাই এবং সমস্ত আসাম প্রদেশে এই বণিকৃজাতির অবস্থা অনেকটা উন্নত এবং তথায় স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাই বরাবর তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল স্থানে এই বণিকৃগণ সৌলুকের অপভ্রংশ "সৌ" এবং সাধু শব্দের অপভ্রংশ 'সাউ' বা 'সাহু' নামেই পরিচিত।

ক—পরিশিষ্ট

রণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন

উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচের নামক গড়জাত রাজ্যে এক কৃষক ভূমিতে হলচালনকালে এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হইয়া তালচেরের বর্ত্তমান মহারাজকে অর্পণ করিয়াছিল। তাল-চেরের মহারাজ উন্নতমনা ময়ূরভঞ্জাধিপতির নিকট পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত ইহা পাঠাইয়াছিলেন। ময়ুরভঞ্জের মহারাজ পাঠোদ্ধারের জন্য আমাদিগকে প্রদান করেন।

তাম্রশাসন খানি যে আকারে পাওয়া গিয়াছে, স্বতন্ত্র পত্রে অবিকল তাহার প্রতিকৃতি এবং নিম্নে তাহার পাঠ দেওয়া হইল। মূল লিপিতে যথেষ্ট লিপিকর প্রমাদ রহিয়াছে, তাহাতে মূলপাঠের এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, যে তাহা হইতে প্রকৃত অনুবাদ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

তাম্রলিপির ভাবার্থ এই—"ত্রিভুবনবিদিত শুল্কিকবংশে মহাদেবের অংশে যে শ্রীমৎকুলহস্তম্ভ বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধর কেদালাধিবাসী স্তম্ভেশ্বরীলব্ধবর প্রভাব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ; ইঁহার অপর নাম রণক কুলস্তম্ভ। ইনি মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য-যশোবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে ভট্টপুত্র যত্নর পৌত্র ও অনন্ত-

রূপের পুত্র মঙ্গলবিলাবাসী ঔতথ্যগোত্র বিশ্বরূপকে পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ববিষয়ের অধীন সিঙ্গগ্রাম এই তাম্রশাসন দ্বারা দান করেন।"

তাম্রশাসনোক্ত কুলস্তম্ভদেবের "রাণক" উপাধি হইতে সহজেই মনে হইবে যে, পূর্ব্বতন চালুক্য রাজবংশের ন্যায় মহারাজাধিরাজ উপাধি ও সকল প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন। এই "রাণক" উপাধিই বর্ত্তমান রাজপুতনার "রাণা" উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। তাম্রশাসনের অক্ষরবিন্যাস আলোচনা করিলে ইহা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী বা কিছু পরবর্ত্তী কালের লিপি বলিয়াই মনে হইবে।

তাম্রশাসনের সম্মুখের শিরোভাগে পূর্ব্বতন চালুক্যবংশের ন্যায় আদিবরাহ ও ত্রিভুবনাঙ্কুশ চিহ্ন এবং তাহার নিম্নে বড় বড় অক্ষরে "শ্রীকুলস্তম্ভদেবস্য" উৎকীর্ণ আছে। নিম্নে অবিকল পাঠ উদ্ধৃত হইল—

(সম্মুখভাগ)

(১ম পংক্তি) ওঁ স্বস্তি। জয়তি ভুজগভোগপরমালবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃদ্ব্যাপিহরূপ-
২য় „ দাঙ্গরেণবঃ স্থিতিভুবনবিদিতে শুল্কীকাংশবংশভূষণো রাজো-
৩ „ ত্তম[১]সীতকাঞ্চনসুং[২]ভনিজভুজবজ্রবিনির্জ্জিতদুর্দ্ধরবৈরী[৩]বারণগিরী[৪]
৪ „ সাজ্জাতং[৫]সতো মহানৃপতিঃ শ্রীমৎবী[৬]ক্রমাদিত্যঃ পরমনামধিপ[৭]
৫ „ শ্রীমৎকুলহস্তংভঃ তস্মাদ[৮]র্য্যরণসাহসা[৯]স্থতঃ প্রতাপ-
৬ „ ভস্মীকৃতবৈরিবিগ্রহস্ত্রিবর্গসম্মানিত[১০] সাধুসম্মতঃ পৃথিব্যাং
৭ „ ততো ব্যজায়ত সকলভূপালমৌলীমালালালিতচরণযু-
৮ „ গলো নীর্ম্মলকরবালকিরণকলাপভাস্বরো কেদালাধিবাসী
৯ „ শ্রীস্তম্ভেশ্বরীলব্ধবরপ্রভাবো মহানুভাবঃ পরমমাহেশ্ব-
১০ „ রো মাতৃপিতৃপাদানুধ্যায়ী সমধিগতপঞ্চমমহাশব্দো ম-
১১ „ হারাজাধিরাজঃ শ্রীরণস্তংভ পরমনামধিপঃ পরমভট্টারক[১১]
১২ „ শ্রীকুলস্তম্ভরাণকঃ কুশলী মণ্ডলেস্মিন্বর্ত্তমানভবিষ্য[১২]হাসা-
১৩ „ মন্তরাজপুত্রান্নিযুক্তদণ্ডপাশিকানন্যাংস্তপিরাজপ্রসাদিনা[১৩]চট্টভট্ট-
১৪ „ মহাসামংতভাগজনপদাস্তানধিকরণজনান্ যথার্হং মানয়তি বো-
১৫ „ ধয়তি সমাদিশতি জ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাম্ পশ্চিমখণ্ডপূ-

প্রকৃতপাঠ—১ রাজোত্তমঃ। ২ শোভন। ৩ বৈরিবারণ। ৪ গিরীশজ্জাত। ৫ জাতোংশতো। ৬ বিক্রমাদিত্যঃ। ৭ পরমনামাধিপঃ। ৮ তস্মাদার্য্যরণ। ৯ সাহসোস্তুতঃ। ১০ সম্মানিতঃ। ১১ ভট্টারকঃ। ১২ ভবিষ্যমহা। ১৩ প্রসাদিতান্।

ক-পরিশিষ্ট

কুলস্তম্ভদেবের তাম্রশাসন

ক-পরিশিষ্ট

কুলস্তম্ভদেবের তাম্রশাসন

পশ্চাদ্ভাগ

১ „ র্ব্ববিষয়ে সিঙ্গগ্রামচতুঃসীমাবচ্ছিন্নতাম্রশাসনঃ চন্দ্রার্ক-
২ „ ক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোহভিবৃদ্ধয়ে ॥ ভট্ট-
৩ „ পুত্রবিশ্বরূপঃ উতথ্যস্য গোত্রায় ত্রিয়ারেষয়[১৪] প্রবরো[১৫] ভবতাং[১৬] ম-
৪ „ ঙ্গলবিলাবিনির্গত[১৭] ভট্টপুত্রষড়সুত[১৮] অনন্তরূপসুতঃ দক্ষিণাব-
৫ „ য়নসংক্রান্তৌ। আক্ষেপাবিধিধর্ম্মেনাকরত্বেন প্রতিপাদিতঃ উ-
৬ „ ক্তঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য
৭ „ যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ মাভূদফলশঙ্কা বঃ পরদত্তে-
৮ „ তি পার্থবঃ[১৯] ॥ স্বদত্তা ফলমানন্ত্যং পরদত্তানুপালনে ॥ স্বদত্তা[২০] প-
৯ „ রদত্তাপরস্পরদত্তাম্বা[২১] যো হরেত বসুন্ধরাং ॥ স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূত্বা
১০ „ পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদিদমুচ্য-
১১ „ তে ॥ স্বল্পমায়ুশ্চলা ভোগা ধর্ম্মো লোকদ্বয়ক্ষমঃ ॥ ইতী[২২]
১২ „ কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাম্ শ্রী[২৩]য়মনুচিন্ত্য ॥ এষা[২৪]সিঙ্গগ্রামঃ প্র-
১৩ „ যত্নাদেবক প্রাপ্ত ২॥ দুর্ব্বদাসেন উৎকীর্ণং ইতি ॥ চতুঃসীমাপর্য

খ-পরিশিষ্ট।

বারেন্দ্র সৌলুক-সমাজ।

সমাজ।—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা; ঢাকা জেলার সদর, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমা; পাবনা জেলার সদর ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা, ফরিদপুর জেলার সদর ও গোয়ালন্দ মহকুমায় ইঁহাদের সমাজ আছে। ইহারা বারেন্দ্র-সাহা নামে পরিচিত।

গোত্র।—ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, আলম্যান, মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গোভিল ও গর্গ এই সকল গোত্র প্রচলিত আছে।

উপাধি।—মজুমদার, প্রামাণিক, বিশ্বাস, মুন্সী, নায়ক, ভৌমিক, পাইন, দাস, পোদ্দার, দেশমুখ্য, মণ্ডল, সাহা, সাহাচৌধুরী, রায়, রায়চৌধুরী, লালা, খাঁ, মৌলিক, ফৌজদার ইত্যাদি নানা উপাধি দৃষ্ট হয়।

১৪ ত্র্যার্ষেয়। ১৫ প্রবরায়। ১৬ ভবতে। বিনির্গতঃ। ১৮ দক্ষিণায়ন। ১৯ পার্থিবাঃ। ২০ স্বদত্তাং। ২১ "পরদত্তাম্বা।" পাঠ দুইবার না হইয়া একবার হইবে। ২২ ইতি। ২৩ শ্রিয়মনুচিন্ত্য। কিছু অস্পষ্ট।

গাঁই।—বেলকুচির প্রামাণিক, বীরহাটির সাহাচৌধুরী, ধোবাখোলার চৌধুরী, মালতী-পাড়ার রায়, তেরগাইয়ার সাহা, ছোনকার রায়, সিঙ্গাইয়ের রায়, হাতনির মণ্ডল, রোয়াইলের পাইন, কোণাবাড়ীর সাহা, আনারপুরের রায়, সাগরকান্দির পোদ্দার, হাড়িপাড়ার মণ্ডল, নগরপাড়ার সাহা, খল্‌সির (পাঁচুরিয়া) সাহা, মালতীপাড়ার সাহা, কালিকাপুরের দেশমুখ্য, ফরিদপুরের চৌধুরী ইত্যাদি।

কুলীন মৌলিক।—সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক প্রথা আছে। কুলীনেরা মালাচন্দন, কুলমর্য্যাদা ও ভোজের সময় সর্ব্বপ্রথমে ভোজ পাইয়া থাকেন।

সমাজসংস্কার।—বালিয়াটীর জগন্নাথরায় চৌধুরী, বীরহাটীর ললিতমোহন চৌধুরী, বেলকুচির সুধন প্রামাণিক ও ধোবাখোলার গৌরনাথ চৌধুরী, নাগরপুরের যদুনাথসাহা চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বস্বসমাজের সংস্কারকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

আচার ও সংস্কার।—দশবিধ সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন ব্যতীত আর সকল সংস্কারই প্রচলিত আছে। বিবাহ ও অন্নপ্রাশনাদিতে কুশণ্ডিকা এবং সকল প্রকার শ্রাদ্ধ ও দুর্গোৎ-সবাদিতে হোম হইয়া থাকে। গৃহপ্রবেশ, হালখাতা ও সকল শুভকর্ম্মে মাথায় উষ্ণীষ ধারণ করিবার প্রথা আছে। এ ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলবাসী বণিক্‌দিগের মত এই সমাজে নাগপূজা ও গন্ধেশ্বরীপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। ঢাকা সমাজের সৌগুকদিগের মধ্যে এখনও অশ্বারোহণে বরযাত্রা এবং নানা স্থানে এই সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণের নামগুলি অনেকটা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় বণিক্‌দিগের সজাতিব্যঞ্জক।

ধর্ম্ম।—এই সমাজের সকলেই প্রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও গোস্বামিগণের মন্ত্রশিষ্য। শাক্তের সংখ্যা অতি কম।

কুলাচার।—পুত্রসন্তান জন্মিলে ৩০ দিবস অশৌচ থাকে। সন্তান ভূমিষ্ট হইবা-মাত্র রমণীগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করে। জন্ম দিন হইতে

জাতকর্ম্ম

ছয় দিবস (কোথাও কোথাও একাদশ দিবস) পর্য্যন্ত অহর্নিশ একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, ষষ্ঠ দিবসে বিধাতা পুরুষ নবকুমারের ললাটপটে তাহার ভবিতব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এই জন্য সেই দিবস বিধাতাপুরুষকে প্রসন্ন করিবার জন্য একটি পূজা দেওয়া হয়, এই পূজায় দোয়াত, কলম, কাগজ, সিন্দূর, জাতকের ভূষণ, লৌহ ও কোমরে সুতা (ঘুন্সী) একখানা কাষ্ঠাসনের উপর সজ্জিত করিয়া সূতিকাগৃহে স্থাপন করা হয়।

এতদ্ব্যতীত ঐ দিবস অপরাহ্ণে গ্রামস্থ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেককে সাধ্যমত সন্দেশ, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে পান ও সুপারি দিয়া পরি-তুষ্ট করা হয়। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকগণ কেশবিন্যাস করিয়া ও সিঁদূর পরিয়া সাধ্যানুসারে টাকা পয়সা সিকি ইত্যাদি দিয়া শিশুর মুখ দর্শন করিয়া থাকেন। কন্যাসন্তান হইলে কোথাও কোথাও উলুধ্বনি করা হয়, কিন্তু অনেক স্থানে উলুধ্বনি করা হয় না, দীপ জ্বালাইবারও ব্যবস্থা নাই।

ইহার পর যে প্রথা পালন করা হয়, স্ত্রী আচারের ভাষায় তাহাকে "উঠানি তোলা" বলে। এই উপলক্ষে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া প্রসূতি আসিয়া আতুরঘরের বহির্দ্দেশে উপবেশন করেন,

উঠানি তোলা

তখন জনৈক ক্ষৌরকার নবকুমারের মস্তকের উপর ক্ষুর ধারণ করে এবং সেই ক্ষুরের উপর পাত্র হইতে তৈল ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেই আচার সোম কি বুধবারে সম্পন্ন হয়। ক্ষৌরকারের দক্ষিণা একথালা চাউল ও পাঁচটি পয়সা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথম তিন দিবস প্রসূতিকে ঘৃত, তৈল, পিঁপুল ও কালজিরা প্রভৃতি মসলা-মিশান অন্ন খাইতে দেওয়া হয়, পরে যথারীতি আহার করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

জাতাশৌচের শেষ অর্থাৎ ত্রিংশৎ দিবসে ক্ষৌরকার্য্য সমাধানের পর খৈল দিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিয়া প্রসূতি স্নান ও তৎপরে নববস্ত্র পরিধান করেন। পুরোহিত কর্ত্তৃক ষষ্ঠীপূজা, সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান, হোম ও পরে হরির লুট দেওয়া হয়। পুরোহিত হোমের শান্তিবারি, কোথাও কোথাও তিলতুলসীপত্রমিশ্রিত শান্তিবারি সেচন করিয়া সন্তান ও জননীকে আশীর্ব্বাদ করেন। এইরূপে অশৌচান্ত হইলে প্রসূতি বাসগৃহে প্রবেশ করেন। এই দিবস আত্মীয় স্বজন ও ক্ষৌরকারকে ভোজন করান হয় এবং অবস্থানুসারে ক্ষৌরকারকে নববস্ত্র দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক বিগ্রহ নারায়ণ, গোপীনাথ প্রভৃতিরও ভোগরাগ এবং অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই উপদেবতার উপদ্রব নিবারণার্থ সূতিকাগৃহের সম্মুখ-দেশে শিশসহ বেতের ডাল, দরজার উপরে বেড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। জন্মসংবাদ প্রদান করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কুটুম্বের গৃহে গৃহে লোক পাঠান হয়। এই আনন্দজনক সংবাদদানের পুরস্কারস্বরূপ অবস্থানুযায়ী সংবাদবাহক শাল, বনাত, নববস্ত্র, কলসী, থাল, গেলাস, টাকা প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে দাই বাঁশের চোঁচ (নেইল) দিয়া তাহার নাড়ী ছেদন করিয়া থাকে।

অন্নপ্রাশনে সর্ব্বাগ্রে ক্ষৌরকার বালকের মস্তক মুণ্ডন করে। তৎপরে তাহার গাত্রে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া বসনভূষণপরিহিতা সধবা রমণীগণ তাহাকে স্নান করাইয়া থাকেন। স্নানান্তে শিশুকে রক্তবর্ণ নূতন পট্টবস্ত্র ও চাদরে ভূষিত করিয়া (কাষ্ঠনির্ম্মিত) মালা, ঘুনসি ও স্বর্ণরৌপ্য

অন্নপ্রাশন ও নামকরণ

নির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। তৎপরে শিশুর ললাটদেশ চন্দনতিলকে শোভিত করিয়া বৃদ্ধি (নান্দীমুখ) শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ান্তে বিষ্ণুর অথবা কৌলিক দেবতার অর্চ্চনা এবং সেই পূজার প্রসাদ লইয়া সন্তানের মুখে প্রদান করা হয়। শিশুর নামকরণকার্য্যও এই সঙ্গে হইয়া থাকে। এই উৎসব অবস্থানুরূপ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। যিনি পারেন, তিনি গীতবাদ্যাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, কাহারও কাহারও মধ্যে এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা বাহির করিবার রীতি

আছে। ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণ যে আসিয়া সুধু ভোজন করিয়া যান, তাহা নহে; অলঙ্কার, স্বর্ণমোহর, রজতমুদ্রা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহারা বালকের মুখদর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

মুখে প্রসাদ দান করিবার পর বালকের সম্মুখে ধান্য, মুদ্রা, দোয়াত, কলম, মৃত্তিকাখণ্ড ও অস্ত্রাদি রক্ষা করা হয়। এই সকলের মধ্য হইতে বালক যেটিকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যনিরূপক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

যিনি বালকের মুখে প্রসাদ দান করিয়া থাকেন, তিনি নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক চাদর দিয়া পাগড়ী প্রস্তুত করিয়া সেই পাগড়ী মস্তকে পরিধান করেন ও তৎপরে শিশুকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া স্বর্ণাঙ্গুরীতে করিয়া তাহার মুখে প্রসাদী পায়স দেন। ইহার পরে তাম্বুল স্পর্শ করান হয়। এই সময়ে উভয়েই মস্তকে ঝারা ধারণ করিয়া থাকে।

বালক যখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করে, তখন তাহার বিদ্যারম্ভ হয়। এই সময়ে প্রথমতঃ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া খড়ি দিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর অক্ষর লিখিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তরের পরিবর্ত্তে কোন কোন বংশে মৃণ্ময় সরার উপর অক্ষর লিখিবার প্রথা আছে। তৎপরে বালক নববস্ত্র পরিয়া মস্তকে চাদরের পাগড়ী দিয়া ও নানালঙ্কার-ভূষিত হইয়া সেই অক্ষরের উপর লিখিতে শিক্ষা করে।

বিদ্যারম্ভ

কর্ণবেধ সাধারণতঃ বালকের ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে প্রথমতঃ যথারীতি নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বিষ্ণুপূজা সমাপন এবং সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করা হয়। তৎপরে বসনভূষণশোভিতা স্ত্রীলোকেরা বালকের গাত্রে তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া তাহাকে স্নান করান এবং মালা, ঘুন্‌সি, যুগ্মবস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া থাকেন। এই ভাবে পবিত্র ও সজ্জিত হইয়া বালক সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে পর ক্ষৌরকার বিল্বকণ্টক বা স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র শলাকা দ্বারা তাহার কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে অবস্থাবিশেষে বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি সমারোহের এবং ব্রাহ্মণভোজন, জ্ঞাতিকুটুম্বভোজন প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশনের মত এই ব্যাপার উপলক্ষেও বালককে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার এই উভয় কার্য্যের সময়ই যথাযোগ্য লৌকিকতা প্রদান করিয়া নিমন্ত্রিত কুটুম্বদিগকে সম্মানিত ও সমাদৃত করা হয়। সাধারণতঃ লৌকিকতাস্বরূপ গুরুজনদিগকে দুইজোড়া সূতার কাপড় ও একখানা সূতার চাদর কিম্বা একখানা গরদের কাপড় ও একখানা গরদের চাদর এবং থালা, ঘটি, গেলাস প্রভৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে। অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ উপঢৌকন দেওয়া হয়।

কর্ণবেধ

বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ—১। পাত্রীদেখা। ২। থাক্ত খাওয়া—ইহা ঘট-

মঙ্গল এবং লগ্ন-পত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই অনুষ্ঠানটি বিবাহের ছয় মাস কি একবৎসর পূর্ব্বেও সম্পন্ন হইত। অধুনা বিবাহ সংঘটনের অনিশ্চয়তাবশতঃ বিবাহের একদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিবাহ

৩। অধিবাস। ইহা বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে সম্পন্ন হয়।

৪। বিবাহ। ইহার পূর্ব্বে উভয় পক্ষ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

৫। বাসি-বিবাহ; ইহার পরে কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদীগমন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৬। বিবাহের তৃতীয় দিবসে বর কন্যাসহ স্বগৃহে আগমন করে।

বরের অভিভাবকগণ স্বসমাজের বন্ধুবান্ধব এবং পুরোহিত, খানসামা প্রভৃতি সমভিব্যাহারে কন্যাকর্ত্তার গৃহে যাইয়া কন্যাকে দেখেন এবং আপনাদিগের অনুমোদনের নিদর্শনস্বরূপ তাহার হস্তে স্বর্ণমোহর অথবা রজতমুদ্রা প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এইরূপে পাত্রী নির্ব্বাচনের পর "লগ্নপত্র" অথবা "ঘটমঙ্গলের" দিন ধার্য্য হয়, এই দিবস কন্যাপক্ষীয়গণ বরপক্ষীয়দিগকে এবং আপনাদের আত্মীয়কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন। বরকর্ত্তাও তখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া থাকেন।

ঘটমঙ্গলের আয়োজন—একটি জলপূর্ণ ঘট, আম্রপল্লব, ধান্য, দূর্ব্বা, সিন্দুর, দীপ ইত্যাদি। পুরোহিত যথারীতি কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ঘটের উপর ধান্য দূর্ব্বা স্থাপন করেন।

বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইলে জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করা হয়।

নির্দ্ধারিত বিবাহ দিবসের তিন চারি দিন পূর্ব্বে শুভদিনে উভয় পক্ষের স্ত্রীলোকেরাই আপনাদিগের প্রতিবেশিনীদিগকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া ঢেকীতে হরিদ্রাচূর্ণ করিয়া থাকে। সেই সময়ে ঢেকীর মস্তকদেশ এবং যে স্ত্রীলোক হলুদ ঝাড়িতে আরম্ভ করেন, তাহার ও মস্তক মালাকারনির্ম্মিত শোলার ঝরা শোভা পাইয়া থাকে। "হলদি কোটার" সময় থাকিয়া থাকিয়া বাড়ীর ও প্রতিবেশিনী রমণীগণ উলুধ্বনি করেন এবং উচ্চকণ্ঠে মাঙ্গলিক গীতি গাইয়া থাকেন। এই গীতবাদ্যের প্রথাটা ঢাকা জেলাতেই সমধিক প্রচলিত।

হলুদ কোটা ও গায়ে হলুদ

এইরূপে কোটা হলুদ লইয়া বরপক্ষীয় সধবা রমণীগণ বরের গাত্রে এবং কন্যাপক্ষীয়গণ কন্যার গাত্রে মাখাইয়া দেন। হলুদমাখা শেষ হইলে উপস্থিত নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে তৈল, সিঁদুর, চিনি, সন্দেশ, পাণ, সুপারি প্রভৃতি দেওয়া হয় ও তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া অধিবাসের দিন রাত্রিতে বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা ক্ষীর, ক্ষীরের সন্দেশ, নানাবিধ লাড়ু, ছানা, ঘৃত, নারিকেলের নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য, দধি, চিনি, বাতাসা, সন্দেশ, পাণ, সুপারি প্রভৃতি দ্রব্য কন্যাকর্ত্তার গৃহে পাঠাইয়া থাকেন এবং বরকর্ত্তা কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া কন্যাকর্ত্তা জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব, পুরোহিত, ক্ষৌরকার খানসামা প্রভৃতি সমাজস্থ ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে

ঐ রাত্রিতে বরের গৃহে আগমন করেন, বরকর্ত্তা কন্যাপক্ষদিগকে যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন।

এই দিবস বরের গৃহে বরের গাত্রে এবং কন্যার গৃহে কন্যার গাত্রে হলুদ দেওয়া হয় এবং উভয়ে গলদেশে কাষ্ঠ (বেল) মালা ও লবঙ্গ, জীরা প্রভৃতি মালা এবং কোমরে লাল রঙ্গের ঘুন্‌সি ধারণ করে। তৎপরে গৃহের মেজের উপর পাটির বিছানা করিয়া তদুপরি বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার গৃহে কন্যাকে 'বরণডালা' নাড়িয়া বরণ করা হয়। এই সময়ে ইহাদিগের মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই অনুষ্ঠান-সম্পন্ন হইলে বাড়ীর গৃহিণী উপস্থিত "এয়ো" (সধবা)-দিগকে চিনি, বাতাসা, পাণ, সুপারি প্রভৃতি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত উভয় বাড়ীতেই বিগ্রহ আনয়নপূর্ব্বক যথাযোগ্য ভোগপূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই দিবসেও মেয়েদিগের গান করিবার কথা প্রচলিত আছে।

বিবাহদিবস সকাল বেলায় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, বিষ্ণুপূজা, পদ্মাপূজা বা নাগপূজা প্রভৃতি হইয়া থাকে। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বরপক্ষের বাড়ীতে সামাজিক নিমন্ত্রণের অনুষ্ঠান হয়। জ্ঞাতি-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবগণ শোভাযাত্রা করিয়া বরকে লইয়া গমন করেন। এ সময়ে অবস্থানুসারে আশাসোটা, ঝাড়, পাঞ্জা, লাঠিয়াল, বন্দুক, ঢাল, সড়্‌কি, রামদা লাঠি, ছাতি, চামর, আড়ানী (রৌপ্য নির্ম্মিত), নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড, পুতুলনাচ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হয়। এই শোভা-যাত্রার সঙ্গে আরোহীবিহীন সজ্জিত অশ্বও লইয়া যাওয়া হয়।

বরযাত্রা করিবার পূর্ব্বে রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সধবা স্ত্রীলোকগণ এয়োর কাজ করিয়া থাকেন। এই সময়ে ছেলের গায়ে হলুদ দেওয়া এবং তাহাকে নববস্ত্র পরান হয়। তৎপরে তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া পাটীর উপর বসান এবং অলঙ্কার ও উপযুক্ত পোষাক দিয়া তাহার দেহ বিভূষিত করা হয়। মাথায় পাগড়ী এবং ললাটে চন্দনের তিলক শোভা পাইতে থাকে। পূর্ব্ব কালে এবং বর্ত্তমান সময়েও চাদর দিয়া এই পাগড়ী প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও চাদর নির্ম্মিত পাগড়ীর পরিবর্ত্তে নানাবিধ জড়োয়া পাগড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরে আলিপনা-দেওয়া পিঁড়া প্রাঙ্গণে রাখিয়া তাহার উপর বরকে বসান হয়। এই পিঁড়ার সম্মুখদেশে আম্রপল্লবশোভিত ও সিন্দূররঞ্জিত পূর্ণকুম্ভ এবং তাহার পার্শ্বে মাঙ্গলিক বরণডালা ও দধি থাকে। পুরোহিত বরের মস্তকে মালাকার-নির্ম্মিত ঝরা বাঁধিয়া দিয়া ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ এবং বরণডালা ইত্যাদি দীপ ও ঝারির জল দিয়া তাহাকে বরণ করেন। ইহার পরে হরির লুট হয় ও বিগ্রহাদি প্রণাম করিয়া বর শ্বশুরগৃহে যাইবার জন্য সজ্জিত যানে আরোহণ করে।

শিবিকা কি অন্য প্রকারের যে যান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দেওয়া হয়।

১। বরণডালা।

২। নববধূকে দিবার গহনার বাক্স।

৩। মালাকারনির্ম্মিত ঝাড়।

৪। আতরদান, গোলাপপাশ।

বর ও বরযাত্রদিগের জন্য কন্যাকর্ত্তা স্বতন্ত্র গৃহে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। বন্ধুবান্ধব, লোকলস্কর, বাদ্যভাণ্ড ইত্যাদি লইয়া বর যাইয়া সেই বাসাবাড়ীতে উঠে। স্বগৃহ হইতে আসিবার সময় যেরূপ আলিপনা-দেওয়া পিঁড়িতে বরকে বসিতে হইয়াছিল, এখানেও এই বাসাবাড়ীর কর্ত্তা বরকে লইয়া গিয়া সেইরূপ পিঁড়িতে বসান। এখানেও তাহাকে বরণ করা হয় এবং তৎপরে তাহার বিশ্রামের জন্য যে ঘর পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে সেই ঘরে লইয়া যাওয়া হয়।

বর আসিয়া বাসা-বাড়ীতে উঠিবার পরে কন্যাপক্ষের রমণীগণ কন্যাকে আনিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে পিঁড়ির উপর দাঁড় করান। তখন এয়ো স্ত্রীলোকেরা তাহার গায়ে তৈলহলুদ মাখাইয়া তাহার গা মুছাইয়া এবং পরিহিত বাস ত্যাগ করাইয়া তাহাকে এক জোড়া লালপেড়ে কাপড় পরিতে দেন। এই কাপড় পরিবার পরে কন্যাকে আনিয়া পাটার উপরে বসান হয় এবং উপস্থিত এয়োগণ "সোহাগ-জল" আনিতে চলিয়া যান।

বিবাহলগ্নের কিছুকাল পূর্ব্বে বরকে তাহার সাময়িক বাসা-বাড়ী হইতে বিবাহসভাস্থলে আনয়ন করা হয়। তৎপূর্ব্বেই কন্যাকর্ত্তা বরযাত্রদিগকে এবং গ্রামস্থ ও সমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

বিবাহসভার মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। বরের আসনের সম্মুখদেশে "বীর-বাঁশ" প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটা নূতন ছাতা খুলিয়া রাখা হয়। পাত্রের মন্ত্রপাঠ এবং বরণকার্য্য শেষ হইয়া গেলে বীরবাঁশ প্রোথিত করা হইয়া থাকে।

সভাস্থলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত বরপক্ষীয় এবং কন্যাপক্ষীয় জাতিনির্ব্বিশেষে স্বতন্ত্র উপবেশনস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। সভায় নারায়ণশিলা এবং শ্রীমূর্ত্তি উপস্থিত থাকেন।

বর আসিয়া সভামণ্ডপে পদার্পণ করিবার পরে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা উভয়ে গুরুপুরোহিত, স্বজাতিবর্গ এবং অন্যান্য উপস্থিত লোকদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে কন্যাকর্ত্তা বর অর্চ্চনা, বিষ্ণু, গুরু, পুরোহিত এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সভাবরণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জামাতাগণকে বরণ করিয়া বরকে রক্তবর্ণ যুগ্মবস্ত্র দান করিয়া থাকেন।

তখন বর ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া উপবেশন করে। সভায় আসিবার সময় তাহার মাথার পাগড়ীর উপরে সোনার মুকুট দেওয়া হয়। এয়োগণ কন্যাকে রক্তবস্ত্র, ওড়না, গহনা, সিন্দুর, শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, কোথাও বা ঘাঘরা পরাইয়া ও সোনার মুকুটে (কপালী) তাহার মস্তক সুশোভিত করে। এই সময় কন্যার হস্তে বরমাল্য ও ওড়নার অঞ্চলে ফুল রাখা হয়। পরে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া সভাস্থলে আনিয়া উপস্থিত করে। অতঃপর কন্যা ও বর পরস্পরের গলে মালা প্রদান করিয়া থাকে। তৎপরে

বর বীরবাঁশ সম্মুখে করিয়া পিঁড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়ায় ও বামহস্তে দর্পণ, কলার মাইজ, ছুরি ইত্যাদি লইয়া সেই হস্ত দ্বারা বীরবাঁশ স্পর্শ করে। সে এই ভাবে দণ্ডায়মান হইলে, কন্যাকে সাত বার তাহার চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করান হয়। এই প্রদক্ষিণকার্য্য বরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে বরকন্যা উভয়ে উভয়ের প্রতি ফুল বর্ষণ, পরস্পর মুখাবলোকন এবং কন্যা প্রতিবারই বরকে প্রণাম করিয়া থাকে। এই প্রথার নাম "সালে পাটে" বিবাহ"।

কোন কোন স্থানে প্রদক্ষিণকালে বরকেও পিঁড়িতে বসাইয়া তুলিয়া ধরা হয়। ইহার নাম "পাটে পাটে" বিবাহ। রক্তবস্ত্র বীরবাঁশের সহিত বাঁধিয়া বরের পায়ের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইহার পরে ক্ষৌরকার গৌব'চন পড়িয়া থাকে এবং পরে কন্যা সম্প্রদান করা হয়। সম্প্রদানের সময় বরের সম্মুখে একটি মধুপর্কের বাটী রাখা হয়। বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা তিনবার তুলিয়া লইয়া বর তাহা স্পর্শ করিলে, উহা খানসামাদিগকে প্রদান করা হয়।

সোহাগ খাওয়া বা জলসাধা

পাঁচটী মৃণ্ময় ঘট সিন্দুরের ফোটা দিয়া এইরূপ + চিহ্নিত করা হয়। তৎপরে তাহাদের মুখের উপর আম্রপল্লব রাখিয়া ও তাহাদের গলদেশ মালাকারনির্ম্মিত ফুলমালার (সোলার ঝরা) সুশোভিত করিয়া এবং ওড়নায় মস্তক ও গাত্র আবৃত "এয়ো"-দিগের মধ্য হইতে পাঁচজন স্ত্রীলোক সেই ঘটগুলি কক্ষে করিয়া নদী পুষ্করিণী অথবা কূপে জল সাধিতে যান। সকল "এয়োই' বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া এবং কপালে সিন্দূরতিলক ধারণ করিয়া এয়োর কাজ করিতে যান; কেবল যে পাঁচটী স্ত্রীলোক ঘট কক্ষে লয়, তাহারাই মস্তকে ও গাত্রে ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যেও একজন আবার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; তাহার মস্তকে মালাকারনির্ম্মিত সোলার মালা বা ঝরা বাধিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য এয়োদের সঙ্গে রুমাল বা ওড়না থাকে।

প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যেই স্ত্রীলোকদিগের ওড়না ব্যবহার করিবার রীতি আছে। কোন কোন স্থলে ওড়নার অভাবে রুমাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জল সাধিতে যাইবার সময় খানসামাগণ বরণডালা ও গাড়ু লইয়া যায়। এই জিনিষগুলি বরণডালার উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—পাঁচটি প্রদীপ, এয়োঘট, মঙ্গলঘট, (এই জলপূর্ণ ঘটের বহির্দ্দেশ সিন্দুরে রঞ্জিত ও মুখদেশ আম্রপল্লবে সমাচ্ছাদিত), ধান্য দূর্ব্বা ও সিন্দুর, পিটুলী, পিটুলী দিয়া প্রস্তুত দীপ, কলার মাইজ ও কাটারী (ছুরি)।

পূর্ব্বকালে এই জল সাধিবার সময় বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণ রামসীতাবিষয়ক মাঙ্গলিক গান গাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলেই গান করিবার প্রথাটা উঠিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থলে প্রচলিত আছে।

এয়োগণ একখানা পিতলের থালায় পাণ, সুপারি, পাণের মসলা, চিনি ইত্যাদি লইয়া যান, আর যিনি প্রধানা এয়ো, তিনি বড় ঘটটি কক্ষে করেন। জলসাধা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা কহিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে হরপার্ব্বতীর ধ্যান করিয়া

থাকেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে মশাল জ্বালাইয়া কতকগুলি মশালচি এবং ঢোল, সানাই, কাড়া, কাঁসী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে কয়েকজন বাদ্যকরও যাইয়া থাকে।

এইরূপে সমারোহসহ নদী, পুষ্করিণী বা কূপের নিকট যাইয়া এয়োগণ জলে ঘটপূর্ণ করেন এবং তৎপরে সেই জলাশয়ের তটদেশে মাইজপাতিয়া ঘট পাঁচটি তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন। তখন সেখানে আতপতণ্ডুল, চিনি ইত্যাদি দ্রব্যে প্রস্তুত নৈবেদ্য এবং ফুল ও চন্দন দিয়া শ্রীপূজা ("ছিরি পূজা") করা হয়। পূজান্তে এয়োগণ ঘট লইয়া বাড়ীতে আগমন করেন এবং ঘটগুলি রাখিয়া প্রধানা এয়ো গৃহের সম্মুখে উপবেশন করেন, কিন্তু অন্য সকলে দাঁড়াইয়া থাকেন, বাড়ীর গৃহিণী (অথবা কোন সধবা স্ত্রীলোক) এবং প্রধানা এয়ো বরণডালা দ্বারা ঘট বরণ করিয়া ধান্য দূর্ব্বা প্রদান করেন। এয়োদের সঙ্গে পাণ ও চিনিপূর্ণ যে থালা থাকে, তাহা হইতে বাড়ীর গৃহিণীকে কিঞ্চিৎ চিনি ও কয়েকটি পাণ দেওয়া হয়। ইহার পরে তাঁহারা কন্যাপক্ষের বাড়ী আসিয়া যে ঘরে বিবাহ হইবে, তাহার মঞ্চের সম্মুখে ঘট ইত্যাদি রক্ষা করেন।

জলসাধা শেষ হইলে এয়োগণ কন্যার চুল বাধিতে বসেন এবং তাহার ললাটদেশ সিন্দুর দিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এই চিত্রণকার্য্যে সিন্দুর এবং খড়িমাটি এই দুইটি জিনিষ ব্যবহৃত হইত, এখন কেবল সিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার বেশবিন্যাস আরম্ভকালে এয়োগণ তাহাকে পট্টবস্ত্রভূষিত করিলে পর শঙ্খবণিক্ আসিয়া সিন্দুরমাখা শাখা পরাইয়া দেয় ও এই কার্য্যের পারিতোষিকস্বরূপ পাণ, পাণ-মসলা, চিনি, বাতাসা, কন্যার পরিহিত বস্ত্র ও রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া থাকে। শাখা পরান হইলে পর, তাহার উপর ধান্য দূর্ব্বা রাখিয়া শাঁখারির দণ্ড (যাহাতে শাঁখা ঘসে) কন্যার কপালে এবং হাতের শাঁখার স্পর্শ করান হয়। ইহার পরে কন্যা শাখারিকে নমস্কার করিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে।

কন্যাসম্প্রদানকর্ত্তা এবং কন্যার জননী সম্প্রদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপবাসী থাকেন। পূর্ব্বকালে বর বিবাহরাত্রিতে কিছুই আহার করিত না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বর জলযোগ করিয়া থাকে। আহারান্তে বরকন্যা বাসরঘরে রজনী যাপন করে।

পরদিবস প্রভাতে বরকন্যার শয্যাউত্থানের জন্য পুরবাসিনী রমণীগণ বাসরঘরে যাইয়া সমবেত হন। পূর্ব্বে এই সময়ে বর ও কন্যাকে মাঙ্গলিক গান গাইতে হইত, এখন সেই প্রথা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শয্যা তোলার সময় বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দেওয়া হয়—

সিন্দুর, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত কৌটা, সিন্দুর চাকি, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত নানাবিধ রকমের চিরুণী, স্বর্ণরৌপ্যবাধান বিবিধ প্রকার দর্পণ, রজতকাঞ্চননির্ম্মিত তৈলের বাটি, বিবিধ প্রকার চিরুণী, কাংস্য, পিত্তল ও দারুনির্ম্মিত বিবিধ সিন্দুরের কৌটা, তৈলের বাটী ও দর্পণ, নানাবিধ রেশমী ফিতা, সিন্দুর-চুবড়ী, পাণ, সুপারি, খয়ের, এলাইচ প্রভৃতি নানাবিধ পাণমসলা,

স্ত্রীলোকদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুপারির খেলনা, অন্যান্য বিবিধ প্রকারের খেলনা, কাংস্য, পিত্তল ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বড় বড় থালাপরিপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য ও তৈলপূর্ণ পিত্তলের কলসী।

এতদ্ব্যতীত বরকর্ত্তার অবস্থানুসারে এয়োদিগকেও 'সম্মানীটাকা' দেওয়া হয়। এই টাকা আদায় হইবার পরে শয্যা-তোলার কার্য্য আরম্ভ হয়। বরকন্যা বিছানার উপর পাশাপাশি হইয়া উপবেশন করিলে পর, বরণডালা ঘুরাইয়া ও ধান্যদূর্ব্বা দিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা হয়। এই সময় আরও কতকগুলি স্ত্রীআচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তৎপরে বর অঙ্গুরীয়ক ও বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা কন্যার সীমন্তে সিন্দূর পরাইয়া দেয়।

বাসি-বিবাহের পূর্ব্বে এয়োরা বরকন্যাকে পাটির উপর বসান ও পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণ-বস্ত্র পরান। তৎপরে দম্পতীকে প্রাঙ্গণে আনিয়া জলচৌকীর উপর দাঁড় করাইয়া

বাসি বিবাহ

তাহাদের গায়ে তেলহলুদ মাখান হয় ও বিবাহরাত্রির সোহাগজলপূর্ণ পাঁচটি ঘটের জল দিয়া স্নান করান হইয়া থাকে। গা মুছাইয়া দিয়া পরে বরকে তাহার মামা-শ্বশুরের প্রদত্ত যুগ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হয় এবং কন্যাকে তাহার বিবাহরাত্রির পট্টবস্ত্র ও ওড়না পরান হয়। এয়োগণ কন্যার চুল বাঁধিয়া দিয়া সিন্দূর ও চন্দন দিয়া তাহার ললাটদেশ চিত্রিত করেন এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত ও ওড়না দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত করেন।

এদিকে আঙ্গিনার মধ্যস্থলে চারিকোণে চারিটি কলাগাছ পুতিয়া কলাতলা প্রস্তুত করা হয় এবং নয়টি মাটির মুছি ছিদ্র করিয়া এক গাছি দড়িতে তাহা পরান হয়। এই মুছির মধ্যে মধ্যে আমের পাতা গাঁথিয়া চারিটি কলাগাছের সঙ্গে দড়িটাকে ঘুরাইয়া বাঁধা হয়। তৎপরে কদলীবৃক্ষপরিবেষ্টিত স্থানটির মধ্যস্থলে একটি ছোট পুকুর কাটিয়া ঐ পুকুরের পশ্চিম পারে একখানা আলিপনা-দেওয়া পিঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর বরকন্যাকে পূর্ব্বমুখ করিয়া বসান হয়। বরের মাথায় চাদরের পাগড়ী ও তদুপরি সোলার মুকুট এবং কন্যার মাথায় সোলার কপালী শোভা পাইতে থাকে। ঐ পুকুরটিকে জলে পরিপূর্ণ করিয়া ইহার চারি কোণে চারিটি পাণ রাখা হয় এবং পূর্ব্ব পারে একটি কলার মাইজ পাতিয়া তদুপরি আতপ তণ্ডুল, গুড়, চিনি, কদলী ইত্যাদি দিয়া একটি নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে বর সূর্য্যার্ঘ্য দেয় ও এই নৈবেদ্য দ্বারা সূর্য্য পূজা করে।

তৎপরে স্ত্রী-আচার আরম্ভ হয়। ছয়টি কড়ি ও বরের হাতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক লইয়া কন্যার হাতে দেওয়া হয়। কন্যা উপদেশানুসারে এই দ্রব্যগুলি ঐ পুকুরের জলে ফেলিয়া দেয়, বর তাহা তুলিয়া আনিয়া তাহার হস্তে পুনঃ প্রদান করে। যাহাতে বর সহজে এই কড়ি কি অঙ্গুরীয়ক জল হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে, এয়োদিগের মধ্যে যাহারা বরকে পরিহাস করিতে পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য নানাপ্রকার চক্রান্ত অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই খেলা সাতবার খেলিবার পরে জলপূর্ণ গাড়ু ও বরণডালা দ্বারা পুরোহিত বরকন্যা উভয়কে

বরণ করিয়া ধান্য দুর্ব্বা দিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং শিলনোড়া দিয়া মোনামোনি ভাজিয়া পাণের সহিত লাগাইয়া দম্পতীর বুকে ও পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করান। তৎপরে বরকন্যাকে ঐ কদলীমণ্ডপ হইতে বাহিরে আনিয়া উহা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে বাসী বিবাহ হইয়া গেলে বর কন্যাকে ধরিয়া পুকুর পার করাইয়া দেয়। আবার কোন কোন স্থলে বর, পুকুর পার হইলে কন্যাও আপনিই তাহার অনুসরণ করে। প্রদক্ষিণ করিবার সময় পুরোহিত দক্ষিণ হস্তে জলপূর্ণ গাড়ু লন ও বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া বরের দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধারণ করে; আবার বরও স্বকীয় বামকনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়া পত্নীর দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধারণ করে। প্রতিবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার পর পুরোহিত গাড়ু হইতে পুকুরে জল ঢালিয়া থাকেন। এই ভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার পরে বর ও কন্যা লইয়া পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করেন। তৎপূর্ব্বে এই ঘরের চৌকাঠের সম্মুখে একটা মাটির খুটি পুতিয়া তাহার মধ্যে চিনি ঢালিয়া রাখা হয়। ঘরে প্রবেশ করিবার সময় বর বাম হস্তে করিয়া তাহাতে কিছু মাটি ফেলিয়া দেয় ও গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যাসহ পাটির উপর উপবেশন করে। এয়োদিগের মধ্যে যাহারা পাত্রকে পরিহাস করিতে পারেন, তাঁহারা এই সময়ে নয়টি কড়ি লইয়া বরকন্যা সহ নানা প্রকার খেলা খেলিয়া থাকে।

পুকুর পার।

ইহার পর বরকন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা কৌতুক করেন। পুরোহিত-ঠাকুর বরণডালা লইয়া বরণ ও ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিবার জন্য বরকন্যা নারায়ণের সম্মুখে আসিয়া কম্বলাসনে উপবেশন করে। কুশণ্ডিকা ও হোম শেষ হইলে পর বরকন্যাকে মহাআড়ম্বরে ভোজন করান হয়। কন্যা বরকে প্রথমতঃ পায়সান্নের থাল আনিয়া দিয়া থাকে, পরে অপর সধবারা পরিবেশন করেন।

এই দিবস মধ্যাহ্নে সামাজিক ভোজ হইয়া থাকে। এই সময়ে কুলমর্য্যাদা-অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রথমে পরিবেশন করিতে হয়। এই উপলক্ষে মর্য্যাদাস্বরূপ টাকা দিবার প্রথাও আছে। তৃতীয় দিবসে বর কন্যাকে লইয়া আত্মীয় স্বজন সহ স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। আসিবার সময় কন্যা তাহার পিতার হাতে একটি টাকা দিয়া বলে "এক গুণ খেয়ে গেলাম সহস্র গুণ দিলাম।" এ সময় কন্যার পিতা মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া দাঁড়ান। বরকন্যা বিদায় হইয়া যাত্রা করিলে কন্যার মা জলপূর্ণ দধির পাত্রে হাত ডুবাইয়া বসেন।

বর বধূ লইয়া বাড়ী আসিলে অগ্রে পুরোহিত, পরে এয়োগণ উভয়কে বরণ করিয়া গৃহে তুলিয়া লন এবং পূজনীয়া স্ত্রীলোকেরা উভয়ের মুখে ক্ষীর চিনি ও কোলে লইয়া সোণারূপা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বরের মাতা বরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথা গিয়েছিলে?" বর উত্তর দেয়, "বাণিজ্যে গিয়েছিলাম।" আবার জিজ্ঞাসা করেন, "কি আনিয়াছ?" বর বলে, "যাহা আনিয়াছি তাহা দিয়াছি।" নববধূ এ রাত্রিতে আর শ্বশুরার গ্রহণ করে না।

৪র্থ দিবসে বা তৎপরে বৌভাত বা পাকস্পর্শ, ৭ম দিবসে সুবচনীপূজা ও নানাপ্রকার

পিষ্টকভোজন, ৮ম দিবসে বরকন্যা একাসনে বসিয়া গ্রন্থিমোচন (গাঁট খোলা), ও হাতের সূতা খুলিয়া অষ্টমঙ্গলা শেষ হয়। ৯ম দিবসে সুবচনীপূজা ও পিষ্টকভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হয়।

এ ছাড়া বৎসরান্তে দ্বিরাগমন, গর্ভাধানকালে সূর্য্যার্ঘ্যদান, গর্ভাবস্থায় সাধভক্ষণ, পঞ্চামৃত প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই সমাজে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দুর্গোৎসবাদি সকল প্রকার পূজাপার্ব্বণ, এ ছাড়া (প্রতিমাসে রবি ও বৃহস্পতি বারে) সাধারণতঃ সুবচনী (শুভচণ্ডী), গন্ধেশ্বরী ঘাটকুলুই, নারিকেল গাছ, উদ্ধারচণ্ডী, বদর, নাটাইচণ্ডী, পাঠাই, জরাসুরা, গোরক্ষনাথ, গ্রহপূজা, নানাপ্রকার ষষ্ঠীপূজা, বনদুর্গা ও নাগপূজা এবং নানাপ্রকার ব্রত প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলায় লক্ষ্মী-পূজা উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। লক্ষ্মীপূজায় এরূপ ধূমধাম বঙ্গদেশে আর কোথাও দেখা যায় না।

নিম্নে এই সমাজের কএকটী প্রথিতবংশের বংশপরিচয় যেরূপ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে :—

পাবনা জেলা, কীর্ত্তিখোলার তামোলীবংশ।—অষ্টম অধ্যায়ে এই বংশের কুল পরিচায়ক পাতড়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বংশীয়েরাই সর্ব্বাগ্রে এ দেশে আগমন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুপ্রাচীন বংশের আদ্যোপান্ত বংশাবলি পাওয়া যায় নাই। ইহাদের উক্ত কুলপরিচায়ক পাতড়ার শেষভাগে "১১২৫ সন" ও "সাকিন আলুকদিয়া গন্ধর্ব্বপুর" লিখিত আছে। আলুকদিয়া এখন নদীগর্ভশায়ী। বর্ত্তমান তামোলীবংশীয়গণের সপ্তম পুরুষ ঊর্দ্ধতন পরমবৈষ্ণব সেবকদাস "তামোলীবংশবিবৃতি" রচনা করেন। সেবকদাস নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"রামচন্দ্র তার নাম সর্ব্বগুণধর ॥
পরম বৈষ্ণব বিদ্যাপরায়ণ। পিতৃদেব দ্বিজে তার ভকতি বিলক্ষণ ॥
আছিল সমাজেতে তার সন্মান বিস্তর। কৈরাছিল সৎকার্য্য বহুতর ॥
ব্রাহ্মণগণ এহি হেতু হইয়া সন্তুষ্ট। তারে সমাজের মাঝে করিবারে শ্রেষ্ঠ ॥
রাএ উপাধি দিয়াছিল পণ্ডিতগুলি। সেহি হৈতে রাএ খ্যাত হৈল তাম্বলি ॥
জনমে এহি বংশে অতেক ভক্তচূড়ামণি। মুঞি ক্রমে তাহাদের কহিব কাহিনী ॥
এহি সব কহিতে মোর পরম উল্লাস। আছিল পিতৃদেব নাম ঠাকুরদাস ॥
তার পিতা সনাতন মহাযশোবন্ত। তার পিতা রঘুনাথ ধার্ম্মিক একান্ত ॥
তার পিতা ভক্তদাস সাধু অগ্রগণ্য। বৈষ্ণব সমাজেতে তার অসামান্য মান্য ॥
পিতা শ্যামচন্দ্র রাএ ধার্ম্মিকপ্রবর। পিতামহ রামচন্দ্র সর্ব্বগুণধর ॥
রাএ উপাধি দিয়া মোর নাহি প্রয়োজন। বৈষ্ণবের দাস যেন কহে সর্ব্বজন ॥"

উদ্ধৃত "বংশবিবৃতি" হইতে পাইতেছি যে, এই বংশ পূর্ব্বে পরমবৈষ্ণব ছিলেন। সেবকদাসের পিতামহ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসমাজে "রায়" উপাধি লাভ করেন।

"অষ্টাদশ পুত্রকন্যা দোঁহার জনমিল। পুরুষোত্তমের দুই পুত্র তাহার কথা শোন॥
কৃপাসিন্ধু হৃষীকেশ শ্রুতিগুণবন্ত। কৃপাসিন্ধু আত্মজ রাজেন্দ্র শ্রীমন্ত॥
জয় জয় গোপাল বিনে নাহি জানে অন্য। আত্মজ সঙ্কর্ষণ মহাপ্রেম গণ্য॥
মান্যমান্ অতি সুশীল যশোগরিষ্ঠ। বঙ্গে হবে শ্রীকৃষ্ণভক্তি উপাদিষ্ট॥
শ্রীমুরারি নবহট্টে করেন বিশ্রাম। যার গোষ্ঠী সর্ব্বদিকে দিলা কৃষ্ণ নাম॥
নারায়ণ নবদ্বীপে করেন বসতি। কৃষ্ণগুণব্যাখ্যা যার গোষ্ঠীর সংহতি॥
চতুর্দ্দিকে প্রামাণিক গোষ্ঠী বহুতর। বিদ্যমান ভাগবতবিচারে তৎপর॥
অতঃপর ইহাদের কৃষ্ণকৃপা আছে। তে কারণে প্রিয় আমার জানিহ নিশ্চিতে॥
ইহা শুনি ভট্টের সংশয় ঘুচিল। দুই ভাই ধরি ভট্ট আলিঙ্গন দিল॥
সুধীরচন্দ্র প্রামাণিক ভাবিয়া অন্তরে। রূপ জাতি বিশেষ বর্ণে শাস্ত্র অনুসারে॥
কবিরাজ গোস্বামীর বন্দিয়া চরণ। যৎ শাস্ত্রদৃষ্টে আমি করিনু বর্ণন॥
সঙ্কর্ষণ প্রামাণিক ইষ্টমিত্র লৈয়া। বিদ্যানগর ছাড়ি মহাপ্রভু আজ্ঞা পাইয়া॥
ত্রিবিক্রম সুলোচন পুত্রবন্ধু জ্ঞাতি। বেলকুচা বঞ্চিলেক আনন্দিত মতি।
আবালকৃষ্ণ মহাত্মনের যুগল সন্ততি। শ্রীমন্ত বিদ্যান্ত নাম শান্ত ধীর অতি॥"

উক্ত কুলপরিচয়ের অন্যত্র বেলকুচিবাস ও বংশবিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে—

"সঙ্কর্ষণ প্রামাণিক প্রভু-আজ্ঞা পাইলা। বিদ্যানগর ত্যাগি বেলকুচি আসিলা॥
উক্ত গ্রামে যবে তবে ছিল বৈদ্যরাজা। রায় সঙ্গে মিলি যত হইলেন প্রজা॥
বিশ টাকা জমাবন্দী জমি বিশ পাখী। দয়ারামী কাগজে লেখি ধর্ম্মাবতার সাক্ষী॥
সঙ্কর্ষণ প্রামাণিক দ্বিতীয় নন্দন। ত্রিবিক্রম সুলোচন গোপাল সুজন॥
ত্রিবিক্রম আত্মজ জগদীশ গুণনিধি। শ্রীগোপাল পাদপদ্মে পরম ভকতি॥
যাহার নন্দন আবালকৃষ্ণ মহাশয়। শারদীয় পূজারম্ভে হরিষ হৃদয়॥
আবালকৃষ্ণ প্রামাণিক দুই সন্ততি। শ্রীমন্ত বিদ্যান্ত নাম কৃষ্ণ যার গতি॥
শ্রীমন্ত সন্তান অতি গুণধাম। বিদ্যান্তবংশ মাত্তারাম যাহার নাম॥
শ্রীমন্ত আত্মজ বহু শান্ত ধীরমতি। জয় শ্রীগোপাল বিনে অন্য নাহি গতি॥
যুগল সন্ততি গঙ্গাহরি যাদুরাম। যাদুরাম তিন পুত্র বিনোদরাম মধ্যম॥
বিনোদরামপুত্র কেবলরাম হয়। আমাদিগর পিতা জানেন মহাশয়॥
গঙ্গাহরি দুই পুত্র সুশীলচরিত। দ্বারকানাথ রামেশ্বর শ্যামরায়াশ্রিত॥
চৌধুরী সাহের সঙ্গে মনান্তর হৈয়া। প্রায় স্বজাতি যায় স্বগ্রাম ছাড়িয়া॥
মকিমপুর নাম ধাম তথায় বসতি। রামেশ্বর প্রামাণিক সঙ্গে কৈল নিষ্কৃতি॥
অষ্টঘর জনতা মেলে আছিল। চারিঘর জন আবার মৌরস আনিল॥
চারিঘর জন লৈয়া দেওলা রামেশ্বরে। মহারাজ আজ্ঞা অনুপ্রীতা অনুসারে॥"

উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে আভাস পাইতেছি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে ইহারা বেলকুচি আসিয়া বাস করেন এবং এই সময় হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে ইঁহারা সম্মানিত হন। উক্ত কুলকারিকায় গোবিন্দমঙ্গলের ১০ম হইতে ১৪শ অধ্যায়ের বচন উদ্ধৃত করিয়া এই বংশের শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং বিষ্ণুভক্তি ও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্যাপি এই বংশ পরমবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে এই বংশে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল প্রামাণিক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অন্যতম।

বীরহাটীর সাহাচৌধুরীবংশ।—সয়দাবাদ গ্রামে বীরহাটীর সাহাচৌধুরী বংশের বাস। এই বংশ অতি সুপ্রাচীন। এই বংশের ললিতমোহন চৌধুরী মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন।

নয়াপাড়ার চৌধুরীবংশ।—সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন নয়াপাড়ার চৌধুরীবংশও এই সমাজে ধনে, মানে ও বাণিজ্যসম্পদে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কিষণরাম মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন, এই কিষণরাম হইতে ইঁহাদের বংশলতা পাওয়া যায়।

ধোবাখোলার চৌধুরীবংশ—এই বংশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, মোগলরাজত্বকালে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সনাতন বাণিজ্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার নামক স্থানে উপনিবেশ করেন ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। এখানকার চাকলাদারেরা তাঁহার নিকট হইতে বহু টাকা ঋণ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, শেষে ঋণপরিশোধার্থ নিজ চাকলা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। চাকলা লাভ করিয়া সনাতনের পুত্র রামরতন 'চাকলাদার' উপাধি লাভ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ এক সময় ঢাকায় আসেন, ঐ সময়ে নিয়ম ছিল, যে চাকলা দিয়া নবাব যাইতেন, সেই চাকলার চাকলাদারকে রসদাদি উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইয়া নবাবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইত। নবাব সাভারের নিকট উপস্থিত হইলে চাকলাদার নিধিরাম অমূলক আশঙ্কায় রসদাদি পাঠান পরের কথা, প্রাণভয়ে নিজ চাকলা ছাড়িয়া যমুনাতীরে কালিকাপুরে পলাইয়া আসেন। সেই সময় হইতে তাঁহার চাকলাও পরহস্তগত হইল। যমুনার প্রবল তরঙ্গে কালিকাপুর নদীগর্ভশায়ী হইলে নিধিরামের দুই পুত্র জগন্নাথ ও ব্রজরাম ১১৯১ সালে নাটোর জমিদারীর অধীন ধোবাখোলা গ্রামে বসতিস্থাপন করেন। এ সময় বাণিজ্যকল্পে তাঁহারা যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও নাটোরের অধিকার মধ্যে কতকগুলি মহাল ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। এই সময় হইতেই এই বংশের 'চৌধুরী' উপাধি হয়। বাণিজ্যোন্নতি ও বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে ইঁহারা মোকাম করেন। শ্রীবৃন্দাবনে কবীন্দ্রকুঞ্জে সাধারণের সুবিধার জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, ৺জগন্নাথ দেবের রথের অনুকরণে রথযাত্রা প্রচলন ও স্বগ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি এই বংশের প্রধান কীর্ত্তি।

ময়মনসিংহ জেলায় কেবল মাত্র টাঙ্গাইল মহকুমার কয়েকটি গ্রামে ইঁহাদের সমাজ আছে। ইঁহাদের মধ্যে পাকুটীয়ার মণ্ডলবংশ অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও বদান্য। মির্জাপুরের

পোদ্দারবংশ, জামুর্কীর পোদ্দার-পাইনবংশ, বল্লার সাহা-বংশ, শিবপুরের ভৌমিক-বংশ, কাবিলাপাড়ার পাইনবংশ, পোড়াবাড়ীর কোনাবাড়ী সাহাবংশ, আলিসাকান্দার রায়বংশ, দুয়াজানির রায়চৌধুরীবংশ, নাগরপুরের চৌধুরীবংশ, কৈজুরির সাহাবংশ, এবং কেদারপুরের সাহাবংশ প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন।

আলিসাকান্দার রায়বংশ—আলিসাকান্দা ও বিন্যাফৈর (দুই সংলগ্ন) গ্রামে যে প্রসিদ্ধ রায়বংশ বর্ত্তমান আছেন, উহাদের শাখা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ইঁহাদের পূর্ব্ব-বংশাবলী হইতে জানা যায় যে, ইঁহাদের আদিপুরুষগণের "বিশ্বাস" ও "মজুমদার" উপাধি ছিল, পরে কেশবচন্দ্র রায়ের সময় হইতে 'রায়' উপাধি চলিয়া আসিতেছে।

এই বংশ আলিসাকান্দা ও বিন্যাফৈর গ্রামে বসতি স্থাপনের পূর্ব্বে আলুকদিয়া ও তৎপূর্ব্বে মালতীপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। আদিবাস ছিল বলিয়া এখনও ইঁহারা মালতীপাড়ার রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় ভীমচরণ, স্বরূপচন্দ্র ও শম্ভুনাথ রায়ের সময়ে নদীকর্ত্তৃক আলুকদিয়া ভগ্ন হওয়ায় এই বংশ আলিসাকান্দায় উঠিয়া আসেন। অনুমান ১২৪০ সনে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই বংশের যথেষ্ট নাম যশ ও সম্মান আছে। স্বর্গীয় ভীমচরণ রায়ের নাম এবং এই বংশের মদনমোহন জীউ বিগ্রহের সেবা সমধিক বিখ্যাত।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যশিক্ষা বিষয়েও এই বংশ পশ্চাৎপদ নহেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আলিসাকান্দার 'ভীমচরণ মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়' সম্পূর্ণ ইঁহাদের ব্যয়-পরিচালিত হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য লওয়া হয় না। সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ও ইঁহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

জামুর্কীর পাইন-পোদ্দারবংশ—পূর্ব্বে এই বংশ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন 'বওলাকোল' নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যমুনার একটি শাখা অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে ঐ নদী ভরাট হইয়া খালে পরিণত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে, তাহাতে পোদ্দারবংশ সপরিবারে ময়মনসিংহজেলায় উক্ত জামুর্কী গ্রামে উঠিয়া আসেন। তৎকালে জামুর্কীর পার্শ্ব দিয়া খাগজানা নামে একটি বড় নদী বিদ্যমান ছিল, এখন তাহা খালে পরিণত হইয়াছে।

বিন্যাফৈরের সাহাবংশ—এই বংশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, মোগলরাজত্বকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মালতীপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। যমুনা নদীর ভাঙ্গনে মালতীপাড়া নষ্ট হইলে ইঁহারাও উক্ত বিন্যাফৈর গ্রামে আসিয়া উপনিবেশ করেন। এই বংশের হুকুমচাঁদ ও বালকচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগরপুরের চৌধুরীবংশ—এই বংশ তেরগাইয়ার সাহা নামে পরিচিত ও সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। ৺নবকান্ত চৌধুরী এই বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের

দেববিগ্রহ সেবা প্রসিদ্ধ। এই বংশের ৺যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় দয়াদাক্ষিণ্যে ও অতিথি-সৎকারের জন্য সমাজে স্মরণীয় হইয়াছেন।

মাহেড়ার রায়চৌধুরীবংশ—বর্ত্তমান কালে এই বংশ অতি সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের দয়াদাক্ষিণ্য, দেবসেবা ও অতিথিসৎকারের যথেষ্ট প্রশংসা শুনা যায়। এই বংশের ৺আনন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিবপুরের ভৌমিকবংশ—এই বংশের দেবসেবা ও অতিথিসৎকার বহুকাল প্রসিদ্ধ। এই বংশের রামচন্দ্র ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাকুটিয়ার মণ্ডলবংশ—এই বংশের পূর্ব্ববাস বিষ্ণুপুর, তৎপরে ইঁহারা হাড়ীপাড়ায় বাস করিতেন। নদীর প্লাবনে এই গ্রাম ভঙ্গ হওয়ায় এই বংশ পাকুটিয়ায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি ইঁহারা হাড়ীপাড়ার মণ্ডল বলিয়া অভিহিত। এই বংশের ৺বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি পৈতৃক বিত্ত যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া একজন প্রধান ধনী ও বদান্য বলিয়া গণ্য হন। তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

সাভারের গৌরীদাস সাহার বংশ—প্রবাদ এইরূপ, গৌরীদাস সাহা বাণিজ্যোপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম ঢাকাজেলাস্থ সাভারে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র খোসাল সাহার সময় হইতে এই বংশের প্রতিপত্তি। তাঁহার সহিত নবাব সরকার হইতে সিকিমী তালুকের বন্দোবস্ত হয়।

ফুলবাড়িয়ার রামগোবিন্দ সাহার বংশ—এই বংশ পূর্ব্বে সাভারে আসিয়া বাস করেন। নদীর ভাঙ্গনে তাঁহাদের গৃহাদি নষ্ট হওয়ায় রামগোবিন্দ সাভার থানার অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে উঠিয়া আসেন।

ফুলবাড়িয়ার চাঁদরামের বংশ—এই বংশ অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। ইঁহারা নাগরপুর হইতে ফুলবাড়িয়া আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। চাঁদরামের সময় হইতে বংশাবলী পাওয়া যায়। দানশীলতার জন্য এই বংশ প্রসিদ্ধ। এইবংশ সমাজসংস্কারকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

নারিশার সাহা বংশ—ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীন নারিশা-গ্রামবাসী গোপীনাথ সাহার বংশ বাণিজ্যসম্পদে ও বিষয়বৈভবে প্রসিদ্ধ। ১১৪০ সনে গোপীনাথ সাহার জন্ম। ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার প্রধান প্রধান স্থানে ইঁহার চাউল ও লবণের কারবার ছিল, তাহাতে ইনি যথেষ্ট সঙ্গতি লাভ করিয়া বিষয় সম্পত্তি ও বহু সৎকার্য্য করিয়া যান। তিনি ও তাঁহার পৌত্র বদনচন্দ্র মহা সমারোহের সহিত বহু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, একাগ্নি, পঞ্চাগ্নি, নবাগ্নি, তুলাদান, চৌদ্দমাদল প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা স্বসমাজে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে গোপীনাথের বংশধরগণ নারিশা, সাতভিটা, কলাকোপা, দীঘীরপাড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মামুদপুরের সাহা-চৌধুরীবংশ—মামুদপুরের সাহাচৌধুরীবংশ অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। এই বংশে ৺মথুরামোহন সাহা একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চতম বর্ণমধ্যেও কচিৎ দৃষ্ট হয়। কল্পতরু হইয়া ইনি একদিনে সাতলক্ষ টাকা দান এবং দ্রাবিড়াদি প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনাইয়া "স্বর্গারোহণ" অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তুলাদান, নবাগ্নি প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যেরূপ মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সচরাচর প্রায় এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই বংশের কএকজন মহাত্মা ২২টী দীর্ঘিকা খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এরূপ বৃহৎ দীর্ঘিকা এ অঞ্চলে বিরল। পদ্মার প্রবল তরঙ্গে ইঁহাদের বৃহৎ বাসভবন ও কয়েকটী দীর্ঘিকা নদীগর্ভশায়ী হইয়াছে। এই বংশীয় ৺কেবলকৃষ্ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণপুরের মজুমদারবংশ—পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলায় এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস সাহার পুত্র রাধাকৃষ্ণের বাস ছিল। তিনি নবাব সিরাজ্ উদ্দৌলার আমলে নবাব সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিয়া "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অট্টালিকা নদীগর্ভশায়ী হওয়ায়, তিনি ঢাকা জেলার নসিবসাহী পরগণার অন্তর্গত শত্রুজিৎপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং নিজ জীবনী পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার চারিপুত্র শ্যামসুন্দর, নবকান্ত, মোহনচন্দ্র ও মতিচন্দ্র। তন্মধ্যে মোহনচন্দ্র পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার হস্তলিখিত বহু পুঁথি পাওয়া যায়। শ্যামসুন্দরের পুত্রগণ কৃষ্ণপুরে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। এই সমাজে সহমরণপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই বংশের বর্ত্তমান কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের বৃদ্ধ পিতামহীর সহমরণকথা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে।

ঢাকা জেলাস্থ নয়াবাড়ী রাণীনগরের সাহাবংশ—এই বংশে ৺বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা একজন অতি প্রসিদ্ধ সদাগর ছিলেন। তাঁহার পণ্যদ্রব্য বিদেশে পাঠাইবার জন্য সহস্র সহস্র বাণিজ্যতরী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। প্রবাদ আছে, তাঁহার মাতা একদিন নৌকার সংখ্যা জানিতে ইচ্ছা করেন। মাতার পরিতৃপ্তির জন্য বৃন্দাবন প্রত্যেক নৌকা হইতে দাঁড়হস্তে এক এক জন মাঝিকে আসিতে আদেশ করেন। তাঁহার মাতাও প্রত্যেক মাঝিকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার এক ডোল ধান্য ফুরাইয়া গেলে তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"বৃন্দাবন! তোর কত নৌকা?" ইহা শুনিয়া পুত্র উত্তর করিলেন, 'মা কি করিলে?—সর্ব্বনাশ করিলে?' বাস্তবিক তৎপরেই যে প্রবল ঝটিকা হয়, তাহাতে বৃন্দাবনের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। প্রায় শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা ও গড়খাইর ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ।

নয়াবাড়ীর সাহাচৌধুরীবংশ—এই বংশ অতি প্রাচীন। এই বংশের বাউলচাঁদ সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনে ইঁহাদিগের কুঞ্জ ও দেবসেবা আছে।

কাঞ্চনপুর-কৃষ্ণপুরের সাহাচৌধুরীবংশ—নসিবসাহী পরগণার অন্তর্গত কাঞ্চনপুরের সন্নিহিত কামারগ্রামে পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কালীচরণ সাহার বাস ছিল। কিন্তু এখানে অসুবিধা হওয়ায় তৎপুত্র জীবনকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তী পাতুলা গ্রামে উঠিয়া আসেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—নিত্যানন্দ, উদয়, বদনচন্দ্র, সনাতন ও ধর্ম্মনারায়ণ। এই ভ্রাতৃগণের যত্নে দিনাজপুর জেলায় সমজিয়া, চাঁদগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এবং কলিকাতা সুতানুটীতে (হাটখোলায়) মোকাম স্থাপিত হয়। ইহারা মহাজনী ও তেজারতী ব্যবসায়ে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া বহু ভূসম্পত্তি করিয়া যান। ইঁহাদের বংশধরগণের যত্নে ৺বৃন্দাবনধামে রাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার একটী বৃহৎ ভবন নির্ম্মিত হয়। ইঁহাদের দেবসেবারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই বংশের ৺গুরুগোবিন্দ সাহাচৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বালিয়াটীর জমিদারবংশ—ঢাকাজেলাস্থ বালিয়াটি গ্রামে দধিরাম রায় নামে এক ভাগ্যবান্ ধনীর বাস ছিল। তাঁহার দুই পুত্র নিত্যানন্দ ও রামচাঁদ। নিত্যানন্দের তিন পুত্র বৃন্দাবন, জগন্নাথ ও কাশীনাথ। মধ্যম জগন্নাথের নাম বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ। ঢাকার "জগন্নাথকলেজ" তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত। ১২১৮ সালে ১৫ই বৈশাখ জগন্নাথের জন্ম। শুনা যায় যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যৌবনকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি বহু অর্থের অধিকারী হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বহু জমিদারী খরিদ করিয়া ও বহু মহাল বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া একজন প্রবল জমিদার হইয়া বসিলেন। পৈতৃক কারবারের প্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া মাণিকগঞ্জ মোকামে তিনি নিজ নামে নূতন কারবারও খুলিয়া ছিলেন। ১২৭৭ সালে ২০এ জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের যথেষ্ট পরিচয় অদ্যাপি নানাস্থানে বিদ্যমান। তাঁহার যত্নে কাশীধামে ৺অন্নপূর্ণা দেবীর আঙ্গিনা শ্বেত-কৃষ্ণ (মার্ব্বল) প্রস্তরে মণ্ডিত হয়। তাঁহারই ব্যয়ে ৺বৃন্দাবনধামে ৺গোবিন্দজীর সিংহদ্বার ও তাহার দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ অট্টালিকা, গয়াধামে ধর্ম্মারণ্যের বাটী, ফল্গুনদীর সুবৃহৎ বাঁধানঘাট, নবদ্বীপধামে ৺মদনগোপালজীর নাটমন্দির, লাঙ্গলবন্ধের অষ্টমীঘাট, নিজ বালিয়াটীগ্রামে রাধাবল্লভ বিগ্রহ ও ধামরাই গ্রামের প্রসিদ্ধ মাধবের রথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে পুষ্করিণী ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কানাইলাল, রাধিকালাল, কিশোরীলাল ও যশোদালাল। কিশোরীলাল পিতৃনামস্মরণার্থ ঢাকা-নগরীতে "জগন্নাথকলেজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরবভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে বালিয়াটীর জমিদার বংশ বহু সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভৈরববাবু ও দিগুবাবু প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। এই বংশের দাতব্য-চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু সৎকীর্ত্তি আছে। পূর্ব্ববঙ্গে এই জমিদারবংশ প্রাচীন, প্রতিপত্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত।

ঢাকাজেলাস্থ এই সমাজের অপরাপর বংশের মধ্যে ঢাকাসহরবাসী শ্রীযুক্ত রূপলালদাস ও

শ্রীযুক্ত রঘুনাথদাস মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের বহু সৎকীর্ত্তি আছে। বড় লাট ডফারিন্ ইঁহাদের ভবনে আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকাসহরে বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ও প্রাচীন বংশের বাস আছে, তন্মধ্যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং এই সমাজের সমুজ্জ্বলরত্ন মাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহনদাস ও শ্রীযুক্ত শশিমোহন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হাতিনির মণ্ডলবংশ—এই বংশ অতি প্রাচীন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মুলুকচাঁদ একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। এই বংশ এখন অনেক গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিঙ্গারি, পারিল, রোয়াইল,বিরাতপুর, চক্র্যাড়ারিয়া,নান্না প্রভৃতি গ্রামে ইঁহাদের বর্ত্তমান বাস দেখা যায়।

চৌদ্দরসীর জমিদারবংশ—এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনাথ সাহা ফরিদপুরজেলায় মটুকচরে ডাকনাম চৌদ্দরসীতে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র উদ্ধবচন্দ্র বরিশাল জেলায় বিস্তৃত জমিদারী করিয়াছিলেন। এই উদ্ধবচন্দ্র হইতেই এই বংশ চৌদ্দরসীর জমিদার বলিয়া খ্যাত। উদ্ধবচন্দ্র মহাপুরুষ ও তারার সাধক ছিলেন, এ কারণ তাঁহাদের বরিশাল জমিদারীর প্রত্যেক কাছারীতেই তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে ইনি উদ্ধবসাজী বা সাজী বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের নিকট পূজিত। বরিশাল জেলায় কালেয়ার হাটে সাজীর আসন আছে। সর্ব্বসাধারণে প্রত্যহই তাঁহাকে সিরণি দিতেছে। এই সিরণির আয়ে দুই তিনটি ব্রাহ্মণপরিবার প্রতিপালিত হয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই সাজীর উদ্দেশ্যে মানত করে এবং বিপদে আপদে অনেকে এই সাধু পুরুষকে স্মরণ করিয়া থাকে।

উদ্ধবের দুই পুত্র জগন্নাথলালা ও হরেকৃষ্ণ, উভয়েই সমান অংশে জমিদারী ভাগ করিয়া লন। পদ্মার শাখা আড়িয়ালখাঁর ভাঙ্গনে তাঁহাদের বসতবাটী নষ্ট হইলে জগন্নাথলালার পুত্র বৈদ্যনাথলালা বাইসরশী গ্রামে উঠিয়া আসেন। তৎপরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও রামজয় বাইসরশীতে আসিয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে থাকেন। বাইসরশীতে আগমনের পর, তাঁহাদের বৃহৎ সম্পত্তি বাকীখাজানায় নিলাম হইয়া যায় এবং ঐ নিলামে রামজয়ের কনিষ্ঠপুত্র নীলকণ্ঠ সমুদয় সম্পত্তি খরিদ করেন। যাহা হউক, ঐ সময় হইতে রামজয়ের বংশই বিপুল জমিদারীর অধিকারী ও প্রধান জমিদার হইয়া পড়িলেন। নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতৃব্যের সহিত পৃথক্ হইয়া সম্পত্তি অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের যত্নে সম্পত্তির আয়ও অনেক বাড়িয়া যায়। ইঁহারা অতি প্রাচীন, প্রতিপত্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইঁহাদের সৎকার্য্যসমূহেরও অনেক কীর্ত্তিগাথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের দাতব্যচিকিৎসালয়, সদাব্রত, অতিথিশালা, বিদ্যালয় ও শ্যামরায়বিগ্রহসেবা আছে। এই সকল কার্য্যে ইঁহারা যথেষ্ট ব্যয় করিয়া থাকেন।

ফরিদপুরের চৌধুরীবংশ—এই বংশ অতি সম্ভ্রান্ত, প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বংশের গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী ও বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের অনেক সৎকীর্ত্তির কথা শুনা যায়।

পাঁচুরিয়া কুঠিবাড়ীর সাহাবংশ—এই বংশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, মোগলবাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে ঢাকাজেলার অন্তর্গত থল্‌সি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কিছুকাল পরে, তাঁহার বংশধর মহাদেব সাহা ফরিদপুর জেলার দেউলি গ্রামে উঠিয়া আসেন। ১২৭৩ সালে গোয়ালন্দে রেলওয়ে লাইন বসাইবার সময় তাঁহাদের বাড়ী রেলরাস্তায় পড়িয়া যায়, তাহাতে গিরিধর ও ঈশ্বরচন্দ্র দুই ভ্রাতা প্রথমে সহস্রাইল্ গ্রামে, তৎপর পদ্মার তরঙ্গে গ্রামভঙ্গ হইলে তাঁহারা শীতলপুরে (ডাকনাম গড়ের দ্বারে) এবং ১২৯৪ সালে এই গ্রামও নদীগর্ভশায়ী হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান কুঠিপাচুরিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশ ১২৩৭ সনে কলিকাতায় আসিয়া সূতা ও লবণের চালানি কাজ করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হন। পুরাতন গোয়ালন্দে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লবণের কারবার ছিল। এই বংশে গিরিধর সাহা সমাজসংস্কার ও নানা সৎকার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বংশের চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ সংস্কারে একটু বিশেষত্ব আছে। চূড়াকরণের পূর্ব্বদিবসে অধিবাস, রাত্রিকালে শ্যামাপূজা, তৎপরে চূড়াকরণের দিবস প্রাতে ষোড়শোপচারে সূর্য্যপূজা, পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠীপূজা, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ অনুষ্ঠিত হয়। অপর কোন পূজাপার্ব্বণে বলিপ্রথা না থাকিলেও এই সময় শ্যামাপূজা উপলক্ষে তিনটী ও ষষ্ঠীপূজায় একটী ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। সূর্য্যপূজায়ও একটী শ্বেতবর্ণ ছাগের কেবল দক্ষিণ কর্ণের কিয়দংশ কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কোণাবাড়ীর সাহাবংশ—এই বংশে গোবিন্দচন্দ্র সাহা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক, পরম বৈষ্ণব ও অতিথিসৎকারপ্রিয় ছিলেন।

সাগরকান্দীর পোদ্দারবংশ—এই বংশ অতি প্রাচীন। এই বংশীয় বদনচন্দ্র পোদ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বোক্ত বারেন্দ্র সাহা সমাজ ব্যতীত পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলায়ও বারেন্দ্র শ্রেণির সৌলুকগণের বসবাস আছে। এই সকল স্থানের বারেন্দ্রগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বারেন্দ্রগণের মত একই প্রকার আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এবং গোত্র, উপাধি প্রভৃতি প্রচলিত। স্থানভেদে, আভিজাত্যভেদে ও অবস্থাভেদে কোন কোন স্থানে একের সহিত অপরের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত নাই। এমন কি এক সমাজের লোক অপর সমাজ অপেক্ষা স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। এই সমাজস্থ সৌলুকগণ এক্ষণে অনেকেই 'গন্ধবণিক্' বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অতঃপর এক এক জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি—

পাবনা।

পাবনার বারেন্দ্রসমাজ পাঁচভাগে বিভক্ত যথা—রায়, বাহুতোড়া, দশপাড়া, ছইকেলে ও বাইস্-ঘরিয়া। পাবনা জেলায় পার্শ্বডাঙ্গা, মালঞ্চী, পাঙ্গাসী, ইছামতী, পাবনা সহর, দাপুনিয়া, দাশুড়িয়া, হিমাইতপুর, দোগাছিয়া, নলদহ, সেখপুর, নলমুড়িয়া, গোড়ড়ী, কৈলজানা, কদমতৈল, ইদিলপুর, ধানেঘাট, গয়েসপুর, সাতবাড়িয়া, নিশ্চিন্তপুর, এবং কামারহাট; কুষ্টিয়া মহকুমায় ঝাড়াদি, কৃষ্ণপুর, হরেমঙ্গলবাড়িয়া, উদিবাড়ী, নওপাড়া ও সেনগ্রাম এবং ফরিদপুর জেলায় রামদিয়া, বোয়ালিয়া, মালিরাট, পারনারায়ণপুর, বেলগাছি, হাবাসপুর ও রাধানগরে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের বারেন্দ্রগণের বাস আছে।

পার্শ্বডাঙ্গার জমীদারবংশ। পার্শ্বডাঙ্গার চৌধুরীবংশ বারেন্দ্র রায় সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর থানার অধীন পার্শ্বডাঙ্গা গ্রামে ইঁহাদের নিবাস। ইঁহাদের বংশাবলীতে উর্দ্ধতন আট পুরুষের বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে শিবরাম নামক পুরুষকে উক্ত বংশের আদি পুরুষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপুত্র রাজারামের কোষ্ঠীতে শিবরাম সম্বন্ধে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ আছে :—

সাধোঃ প্রসিদ্ধাৎ শিবপূর্ব্ব রামাৎ
পরো পকারব্রতনিষ্ঠচিত্তাৎ।
বণিগ্বরাৎ দেবগুরুপ্রসক্তাৎ
ভূয়াৎ প্রসূতশ্চিরকালজীবঃ॥"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে এই বংশ ধর্ম্মনিষ্ঠ, দেবদ্বিজভক্ত, সদনুষ্ঠান-নিরত ও আতিথেয়। ইঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং খন্দবণিক্। চাটমোহর থানার অন্তঃপাতী বহুগ্রামের প্রাচীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্যের নিকট এই বংশের প্রাচীন পুরুষদিগের কাহিনী অবগত হওয়া যায়। ইঁহাদিগের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির মূলই বাণিজ্য। স্থানীয় এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে ইঁহারা বহু পূর্ব্বকাল হইতে সমৃদ্ধ ও ধনশালী বলিয়া গণ্য। চিরকালই সাধ্যানুসারে উপার্জ্জিত অর্থের কতকাংশ ইঁহারা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। যখন ইংরাজী শিক্ষা দেশে প্রচলন হয় নাই, তৎকালেও পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষাদান-সাহায্যকল্পে ইঁহাদের দানের পরিচয় পাওয়া যায়। দোল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর প্রধান প্রধান ক্রিয়াকর্ম্ম ইঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছেন। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই বংশের অন্নদানখ্যাতি সুদূর পরিব্যাপ্ত।

ইঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধবিধান বহু প্রাচীন কাল হইতেই বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে হইয়া আসিতেছে। পাবনা জেলার পাবনা, মালঞ্চি, নলমুড়া, গয়েসবাটী, ইদিলপুর, গ্রাম পাঙ্গাসী ও ইছামতী এবং ঢাকা অঞ্চলে ইঁহাদের সামাজিক সম্বন্ধ আছে। দ্বিজাতির বিধবার ন্যায় ইঁহাদের বিধবারাও ব্রহ্মচারিণী ও শুদ্ধাচারপরায়ণা। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ ও কুশণ্ডিকা

এবং সন্তানাদির জাতকর্ম্ম উচ্চ বর্ণের অনুরূপ। ইঁহারা বংশপরম্পরায় ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের একোদ্দিষ্ট সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহাদের সমস্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় লক্ষাধিক। এই সম্পত্তির মূল একটী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ মহাত্মা শম্ভুনাথ চৌধুরী। ইঁহারই কীর্ত্তিতে এই বংশের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইঁহার সময় হইতেই ইঁহারা বিখ্যাত জমীদার। শম্ভুনাথের ধর্ম্মপ্রাণতা, দানশীলতা, অতিথি-সৎকার ইত্যাদিতে এই বংশের প্রাচীন যশঃ ও খ্যাতি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যখন ইংরাজী শিক্ষার মৃদু আলোক ধীরে ধীরে পাবনা জেলায় প্রবেশ করিতেছিল এবং পাবনা সহরে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংরাজী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন চাটমোহর ও তন্নিকটবর্ত্তী হরিপুর, শালিখা, গুণাইগাছা ইত্যাদি গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয়েরা আপনাপন পুত্রাদির শিক্ষার জন্য একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব অনুভব করিলেন। সেই অভাব দুর করিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে দুরবর্ত্তী সেই বিদ্যালয় হইতে নিজ আত্মীয়স্বজনের কোন উপকারের সম্ভাবনা না থাকিলেও শম্ভুনাথ চাটমোহরে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা 'চাটমোহর-শম্ভুনাথ-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। অদ্যাবধি চৌধুরীবংশ এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। এই বিদ্যালয়টী পাবনা জেলার মধ্যে একটী প্রধান ও প্রাচীন বিদ্যালয়। শম্ভুনাথের দ্বিতীয় কীর্ত্তি ৺কাশীধামের ভুবনেশ্বরী ছত্র। ইহা বাঙ্গালী টোলায় অবস্থিত। এখানে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজ্য ও দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা আছে। এই ছত্রে ব্যয়ভারবহনের জন্য শম্ভুনাথ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ডিহি ব্যাগাট নামক বাৎসরিক প্রায় ছয় হাজার টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি নিজ অংশ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা এবং জলকষ্ট নিবারণ জন্য নিজগ্রামে এবং স্থানে স্থানে অনেক জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

শম্ভুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দনাথ ও প্রসন্ননাথ চৌধুরী এক্ষণে জীবিত। উভয়ে বংশানুরূপ সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী। প্রসন্ননাথ পাবনা টেক্‌নিকেলস্কুলে সাহায্যদান ও খুল্লতাতের স্বর্গারোহণের পরে 'চাটমোহর-শম্ভুনাথ-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের' সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সদাশয়তা, দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা স্বর্গীয় শম্ভুনাথের অনুরূপ। স্বগ্রামে মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, পাবনা জেলাস্কুলে ছাত্রাবাস ও বালিকা-বিদ্যালয়-গৃহ-নির্ম্মাণ এবং বহুস্থানের জলকষ্ট-নিবারণ প্রভৃতি এই বংশের নানাবিধ কীর্ত্তির মূলে ইঁহার কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নিজ গৃহে বালগোপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার দৈনন্দিন সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

শম্ভুনাথের একমাত্র পুত্র শরচ্চন্দ্র পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। ধন-সম্পত্তির গর্ব্ব, উচ্চপদের অহঙ্কার তাঁহার উচ্চ হৃদয়কে কখনও কলঙ্কিত করে নাই।

পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কিন্তু কালের কঠোর বিধানে ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অকালে কিঞ্চিদুন ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শম্ভুনাথের কীর্ত্তিকলাপ তদীয়া স্বধর্ম্মপরায়ণা পুত্রবধূ শ্রীমতী অম্বিকাসুন্দরী চৌধুরাণীর যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে। ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্বগ্রামে 'করোনেশন-বালিকা-বিদ্যালয়' স্থাপনপূর্ব্বক ইনি স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার অভাব দূর করিয়াছেন। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য]

পার্শ্বডাঙ্গার চৌধুরীবংশ
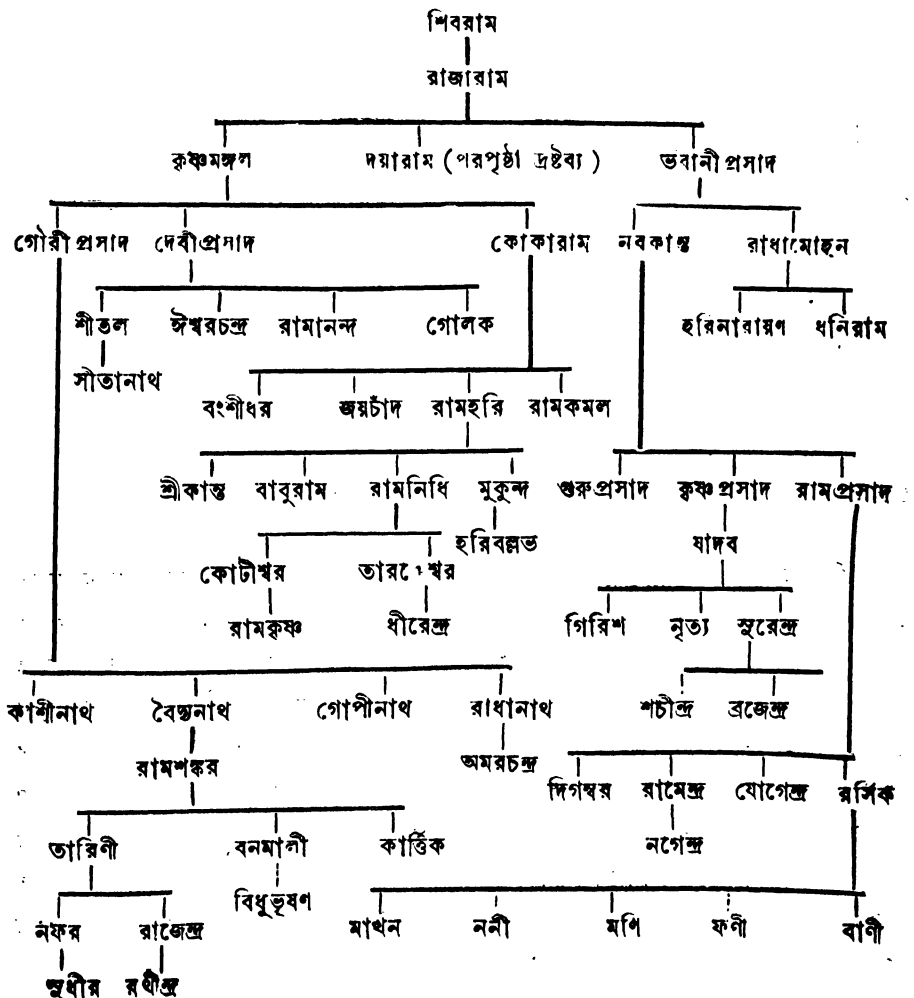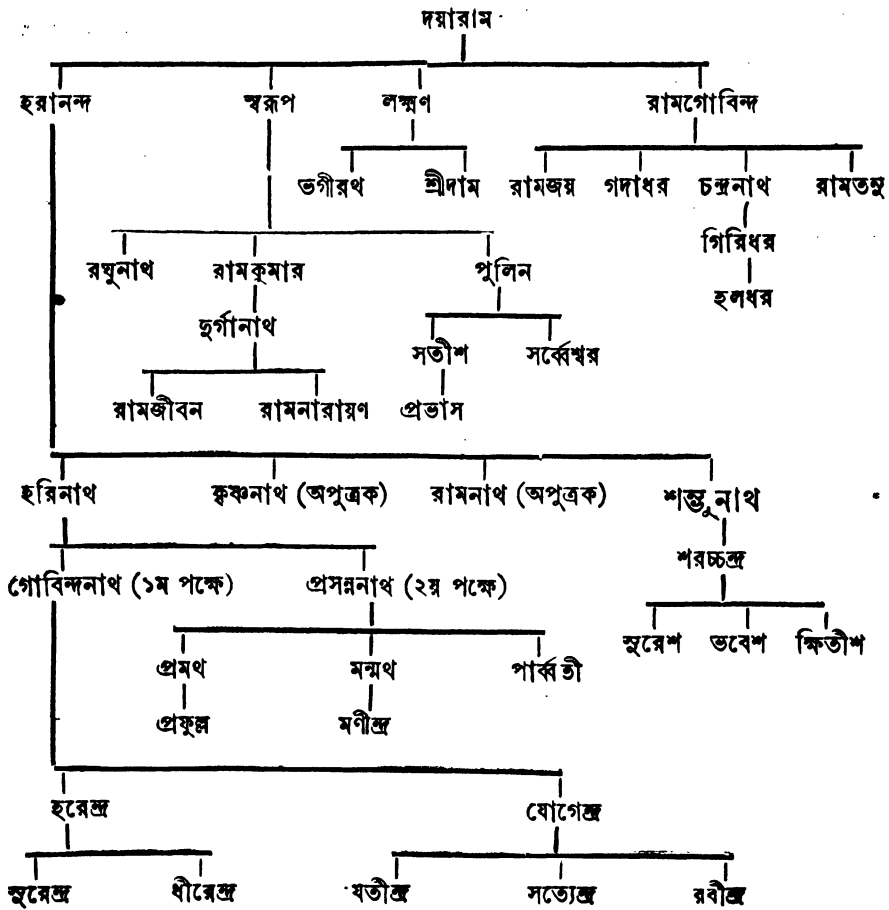
নিহালচন্দ্র সাহার বংশ। এই বংশ বহুকাল হইতে পাবনানগরে বাস করিতেছেন। ৺নিহালচন্দ্র সাহা ও তৎপুত্র মুচীরাম সাহার নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিহালচন্দ্র সাহা অতিশয় দানশীল, অতিথিবৎসল ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সাধু, সন্ন্যাসী ও দরিদ্রের সেবা তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার যে সমস্ত গৃহে সাধু সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালিয়া দিবারাত্র অবস্থান করিতেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। পাবনার নিকটবর্ত্তী জহিরপুর গ্রামের প্রকাণ্ড দীঘী তাঁহার অতিথি-সেবার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারই যত্নে পাবনানগরের মধ্যস্থলে নরসিংহজীর বিগ্রহ এবং অতিথিশালা স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপূজার চারিদিন মুচিরাম একেবারে উপবাসী থাকিতেন। কখনও তৃষ্ণা হইলে মায়ের সম্মুখে ডাব চিনি দান করিতে বলিতেন। শুনা যায় এই প্রগাঢ় ভক্তির গুণে তাঁহার জলপিপাসার নিবৃত্তি হইত।
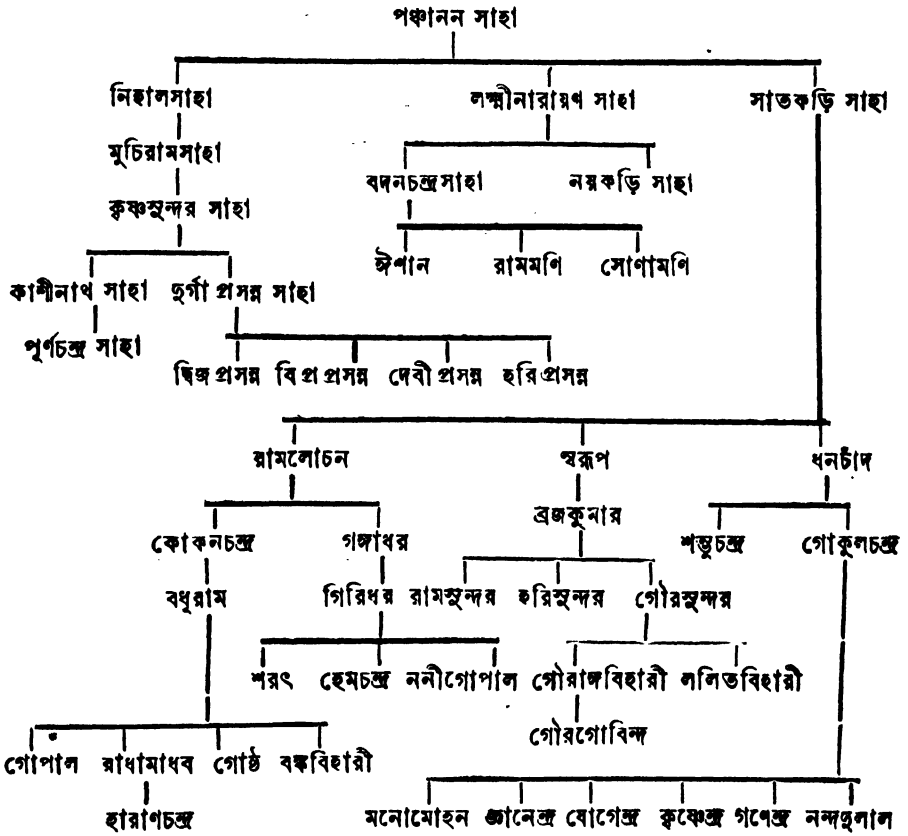
ব্রজনাথ সাহার বংশ। এই বংশের ব্রজনাথ সাহা ও রাধানাথ সাহার নাম বিশেষ সুপরিচিত। পাবনা এক সময়ে তাঁহাদের তালুকভুক্ত ছিল। ব্রজনাথ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যখন ভ্রমণ করিতেন তখন গরীবদিগকে হস্তীর উপর হইতে সিকি, দুয়ানি, পয়সা ছড়াইয়া দিতেন। সাধু, সন্ন্যাসী, দরিদ্র এবং অতিথিসেবা ইঁহাদের নিত্য কর্ত্তব্য ছিল এবং অদ্যাবধি শ্যামসুন্দরবিগ্রহের সেবা ও সাধুসেবা ইঁহাদের স্বধর্ম্মপালনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান। পাবনার সংলগ্ন একটী গ্রাম ব্রজনাথের নামে "ব্রজনাথপুর" বলিয়া অভিহিত হইতেছে। বৃন্দাবন ও কাশীধামে ইঁহাদের যথেষ্ট দানাদি ছিল।

দিগম্বর সাহার বংশ। কালের কুটিল গতিতে এই বংশের অবস্থা এক্ষণে মন্দ হইলেও এই বংশের দিগম্বর সাহার নাম পরিচিত। তিনি উচ্চহৃদয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। পাবনার পুরাতন জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা পাবনাতে আসিয়া তাঁহাকেই প্রধান পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করিতেন। বহুকাল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন, এখনও

বিলাত প্রত্যাগত ঐ সমস্ত জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ফটো বা উপহারাদি আসিতে দেখা যায়।

কুচিয়ামোড়ার কামদেব সাহার বংশ। পাবনা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামে ইঁহাদের বাস। এই বংশ অতি প্রাচীন। ইঁহারাও বহুস্থানের রাস্তা, জলাশয়াদি এবং ইন্দারা নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণ ও দরিদ্রের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই বংশের দিগম্বর সাহার নামই সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত।
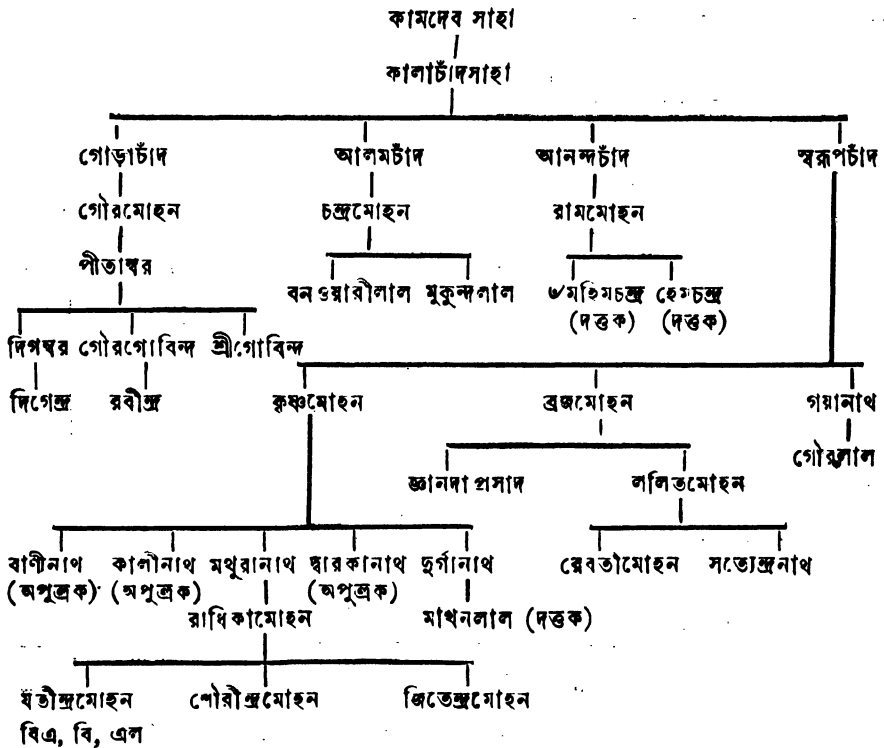
৺রামলোচন সাহা। পাবনা নগরের অদূরবর্ত্তী পয়দা গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। ইনি অতিশয় স্বধর্ম্মপরায়ণ, সেবানিষ্ঠাবান্, অতিথিবৎসল, ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। এজন্য পাবনার বহুলোকের নিকট ইনি বিশেষ পরিচিত।

নিশ্চিন্তপুর ও সাতবাড়িয়ার সাহা চৌধুরী-বংশ।—দশপাড়া বারেন্দ্র-সমাজে এই বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় প্রহ্লাদচন্দ্র সাহা চৌধুরী ও পীতাম্বর সাহা চৌধুরী এবং কামারহাটের পোদ্দারবংশীয় কালাচাঁদ পোদ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য।

দশপাড়া বারেন্দ্রসমাজে শ্রীযুক্ত রামলাল সাহার নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে "সাহাকুলপরিচয়" সঙ্কলন করিয়া স্বসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

সদিয়া-চাঁদপুরের সাহা চৌধুরী-বংশ—সমৃদ্ধিশালী। এই বংশের যোগেন্দ্র-লাল সাহা চৌধুরী একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

দেলুয়ার প্রামাণিক বংশ।—এই বংশ হাতিনীর মণ্ডলবংশের অন্তর্গত। হাতিনী হইতে ইঁহারা পারিলে, এবং পরে তথা হইতে শুভড্যা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বহুকাল পরে এই বংশীয় ৺কাচাইদাস মণ্ডল ঢাকা জেলান্তর্গত উক্ত শুভড্যা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যব্যপদেশে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। "সাহামণ্ডল"দিগের বাসস্থান বলিয়া পরে ঐ গ্রাম সাহাপুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। নদীর ভাঙ্গনীতে অট্টালিকাদি ভগ্ন হইলে উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ৺কাচাইদাস মণ্ডলের পুত্র ৺অভিরাম মণ্ডল দেলুয়াগ্রামে আসিয়া তথায় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া পাকাবাড়ী করেন। ৺অভিরামের পুত্র ৺রামকৃষ্ণ প্রামাণিক কোম্পানীর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বড় উপাধি প্রামাণিক হয়। এই বংশীয়েরা বাণিজ্যদ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ৺গোপীকান্ত প্রামাণিক মাণিকগঞ্জ বেতীলার গোস্বামী বাড়ীর ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের বিখ্যাত রাসপ্রতিষ্ঠাতা। এই বংশীয় ৺কৃষ্ণহরি প্রামাণিক ও ৺রসিকানন্দ প্রামাণিক মহাশয়-দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দয়াদাক্ষিণ্য এবং অতিথিসৎকারের জন্য সমাজে স্মরণীয় হইয়াছেন।

তারাবাড়িয়ার সাহাবংশ।—পাবনা জেলায় তারাবাড়িয়া, ও তন্নিকটবর্ত্তী বনগ্রাম, নন্দনপুর, তেঁতুলিয়া, ধনগ্রাম, সিন্দুরী ও চড়াডাঙ্গা গ্রামেও অনেক সৌলক সাহা-বণিকের বাস আছে। নিম্নে কয়েকটী ঘরের বংশলতা উদ্ধৃত হইল।
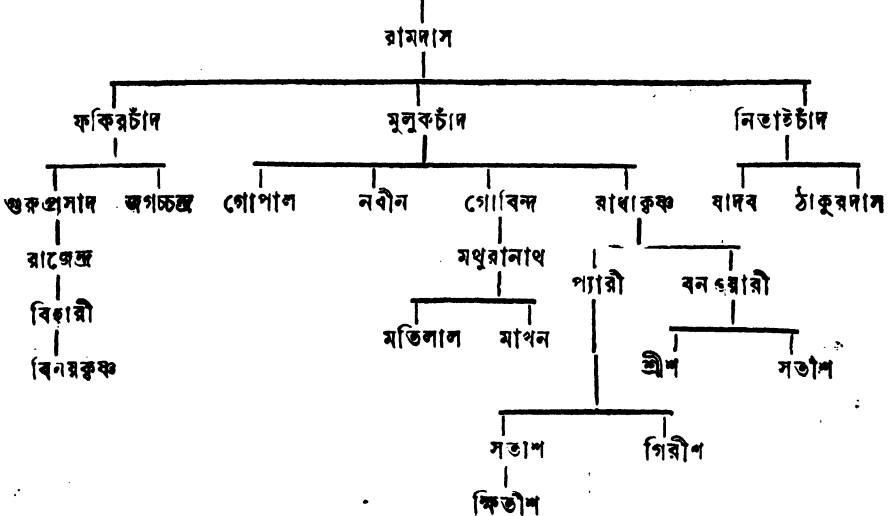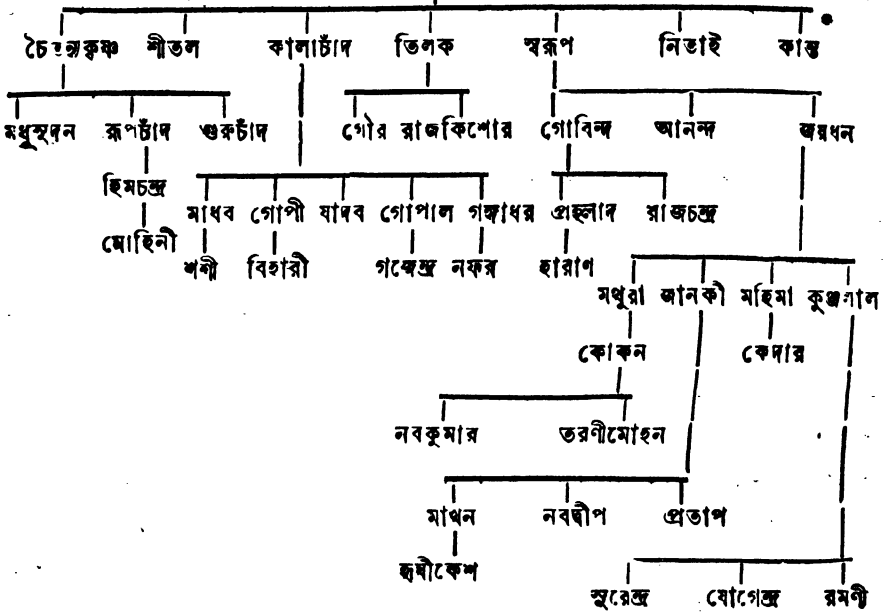
শ্রীকৃষ্ণসাহা (তারাবাড়িয়া)
চৈতন্যকৃষ্ণ
শীতল
কালাচাঁদ
তিলক
স্বরূপ
নিতাই
কান্ত
মধুসূদন
রূপচাঁদ
গুরুচাঁদ
গৌর
রাজকিশোর
গোবিন্দ
আনন্দ
জয়ধন
হিমচন্দ্র
মোহিনী
মাধব
গোপী
যাদব
গোপাল
গঙ্গাধর
প্রহ্লাদ
রাজচন্দ্র
শশী
বিহারী
গজেন্দ্র
নফর
হারাণ
মথুরা
জানকী
মহিমা
কুঞ্জলাল
কোকন
কেদার
নবকুমার
তরণীমোহন
মাখন
নবদ্বীপ
প্রতাপ
হৃষীকেশ
সুরেন্দ্র
যোগেন্দ্র
রমণী
গোবিন্দচন্দ্র (বনগ্রাম)
ছাতুরাম
গোপীনাথ
ভারতচন্দ্র
কালীনাথ (তারাবাড়িয়া)
কিশোরী
শ্রীবাস
জগন্নাথ সাহা (নন্দনপুর)
যুগলকিশোর
কমল
নবকান্ত
হরিনাথ
গয়ানাথ
যাদব
কোকন
লালন
কৃষ্ণবিহারী
যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি ৬ জন
দেবেন্দ্র
ক্ষিতীশ
রামনারায়ণ সাহা (তেঁতুলিয়া)
গোরাচাঁদ
গোলক
কমল
স্বরূপ
রামমোহন
ভগীরথ
জয়ধন
দ্বারিকা
যোগেন্দ্র
রূপেন্দ্র
মাখন
সতীশ
নন্দ
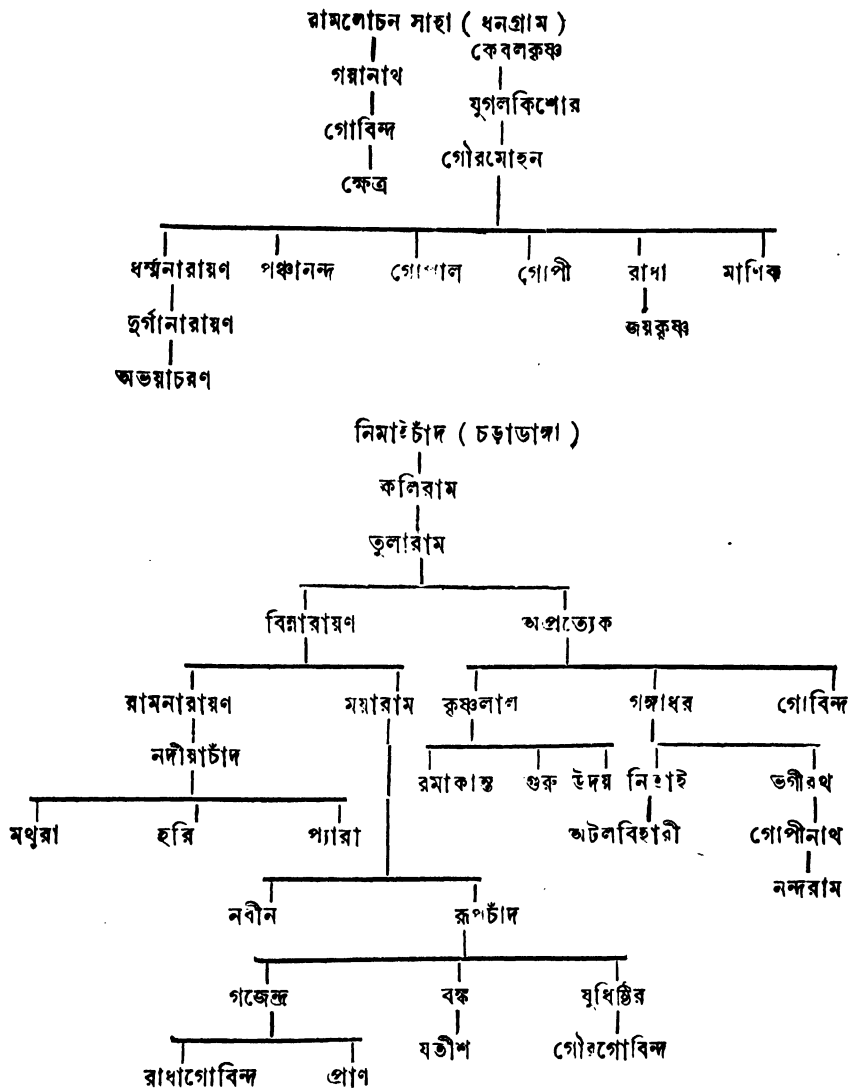
বাড়াদির হরিশ্চন্দ্র সাহার বংশ—এই বংশ বহুদিন হইতে স্বসমাজে সম্মানিত। ধনে, মানে ও বাণিজ্যসম্পদে কুষ্টিয়ার বারেন্দ্রসমাজে এই বংশই এখন প্রধান। এই বংশের মুখ্য বংশধর হরিশ্চন্দ্রের নাম এখন সমাজে প্রসিদ্ধ। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, রাস্তানির্ম্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থসাহায্য ও অতিথিসেবার জন্য ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদি পাঠ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। ইনি সমারোহে সারদীয়া পূজা করেন এবং তদুপলক্ষে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বিদায় করিয়া থাকেন। কুষ্টিয়ার সাধারণ

পুস্তকপাঠাগারের গৃহনির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্য করায় স্থানীয় রাজপুরুষগণ ও সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া ইঁহাকে 'দাতা' ও 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন।

বাড়াদির প্রসিদ্ধ সাহা-বংশ।
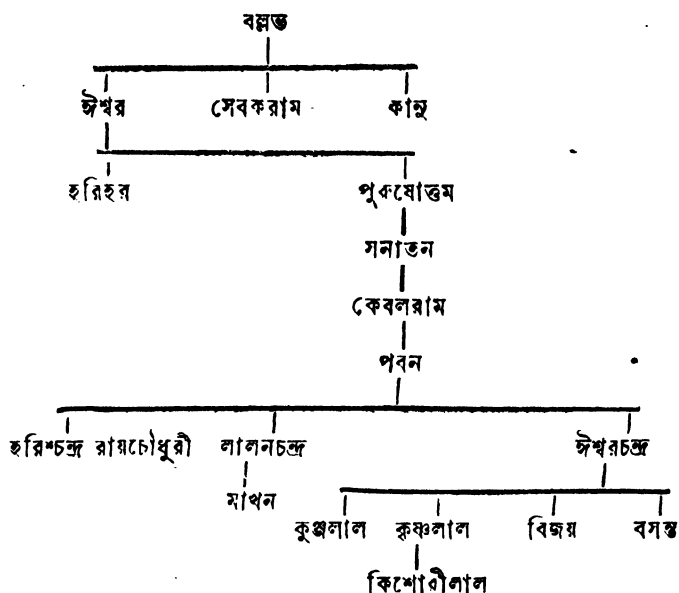
কুমিদপুরের সাহাবংশ—পাবনা জেলার কুমিদপুরে কুবের সাহার পৌত্র জগন্নাথ সাহার বাস ছিল। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শিরোমণি কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত বড়াদি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশ বিশেষ সম্মানিত ও সদাচারসম্পন্ন, এই বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ সাহার যত্নে সমাজসংস্কারকল্পে বহু সভা-সমিতির আয়োজন হইয়াছে।

সেনগ্রামের চূড়ামণি প্রামাণিকের বংশ।—এই বংশ দশপাড়া সমাজের শ্রেষ্ঠবংশ। শিরোমণি ও শিবনাথ প্রামাণিক ভাগ্যবান্ ছিলেন, ইঁহাদের জ্ঞাতি সাতবাড়ীয়া, নিশ্চিন্তপুর ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন।

ঐ গ্রামের বলরাম পোদ্দারের বংশ।—এই বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত, পূর্ব্বে মদা হাবাশপুরে বাস ছিল, পদ্মা ঐ গ্রাম গ্রাস করিলে আনন্দচন্দ্র পোদ্দার ও নবীনচন্দ্র পোদ্দার সেনগ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সম্মানের সহিত ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন।

বাড়াদী গ্রামের মুচিরাম সাহার বংশ।—ইঁহারা বাহাত্তোরা সমাজভুক্ত। পূর্ব্বে ইঁহাদের পাবনা জেলার গয়েশপুরে বাস ছিল, তথা হইতে এই বংশ বাড়াদী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশের সদানন্দ সাহা কুষ্টিয়ায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রত্রয় এখন কারবার চালাইতেছেন।

ঐ গ্রামের জয়চাঁদ সাহার বংশ।—এই বংশে রামচন্দ্র সাহা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, এই সমাজে ইঁহারাও সম্মানিত।

ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ সাহার বংশ।—পূর্ব্বাপর হইতেই এই বংশ মসলার কারবার চালাইতেছেন। গোবিন্দ সাহাকে লোকে গোবিন্দ-বেণে বলিয়া ডাকিত। এই বংশ দশপাড়া সমাজভুক্ত।

হরেকৃষ্ণপুরের কানাইলাল সাহার বংশ।—কানাইলালের কুর্শীনামা হইতে জানা যায় যে, বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার সহ আলিসাকান্দী হইতে তিনি কুষ্টিয়ার সন্নিকট উপস্থিত হইলে এক সাধু পুরুষের দর্শন লাভ ঘটে। তাঁহার আদেশে কুষ্টিয়ার নিকটস্থ বাড়াদি গ্রামের এক পাড়ায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ঐ স্থান হরেকৃষ্ণপুর নামে পরিচিত।

উদিবাড়ীর গৌরচন্দ্র সাহার বংশ—এই বংশীয় গিরিধর সাহার নাম প্রসিদ্ধ।

বারেন্দ্র—রায়সমাজ—কুমারী, কন্দর্পদিয়া, মনোহরদিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণির রায় শাখার বাস আছে; তাঁহারা প্রধানতঃ কেবল এই কয় গ্রামের মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই ইঁহাদের আচারব্যবহার ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কুমারীগ্রামের বারেন্দ্র রামানন্দ সাহার বংশ—এই বংশ এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পদ্মার তীরস্থ কোন বাণিজ্যপ্রধান গ্রামে ইঁহাদের পূর্ব্ববাস ছিল। সেই প্রধান গ্রাম পদ্মার গর্ভশায়ী হইলে রামানন্দ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে প্রথমে কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন বাড়াদি গ্রামে ও তথা হইতে বর্ত্তমান চুয়াডাঙ্গার অধীন কুমারী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র নারায়ণের যত্নে বাঙ্গালার নানা স্থানে মোকাম ও ভূসম্পত্তি লাভ হইয়াছিল। নারায়ণের পুত্র ক্ষুদিরামের সহিত ২।৩ খানি মৌজা দশশালা বন্দোবস্ত হয়, তাহার কাগজপত্র এখনও তাঁহার বংশধরগণের নিকট আছে। এই বংশীয় হরলাল সাহার অতিথিসৎকার, দরিদ্রবাৎসল্য ও দেবসেবা উল্লেখযোগ্য। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

কুমারীগ্রামের বেণীমাধববংশ।—এই বংশ সৎকর্ম্মের জন্য খ্যাত আছেন। পূর্ব্বে এই বংশের হারদি গ্রামে বাস ছিল। তথা হইতে বেণীমাধবের পিতা কুমারী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সখারাম রায় খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান-কালে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চুয়াডাঙ্গার উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণকল্পে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করায় স্থানীয় রাজপুরুষগণ ও সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইঁহাকে 'রায়চৌধুরী' উপাধি দান করিয়াছেন। ইনি বড় সৌখীন পুরুষ। সম্মানিত রাজপুরুষগণ ইঁহাকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

কুমারী গ্রামের রামানন্দ সাহার বংশ।
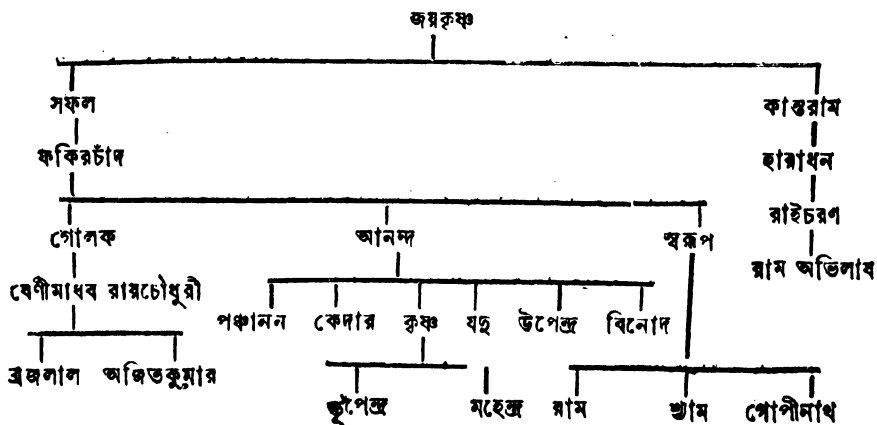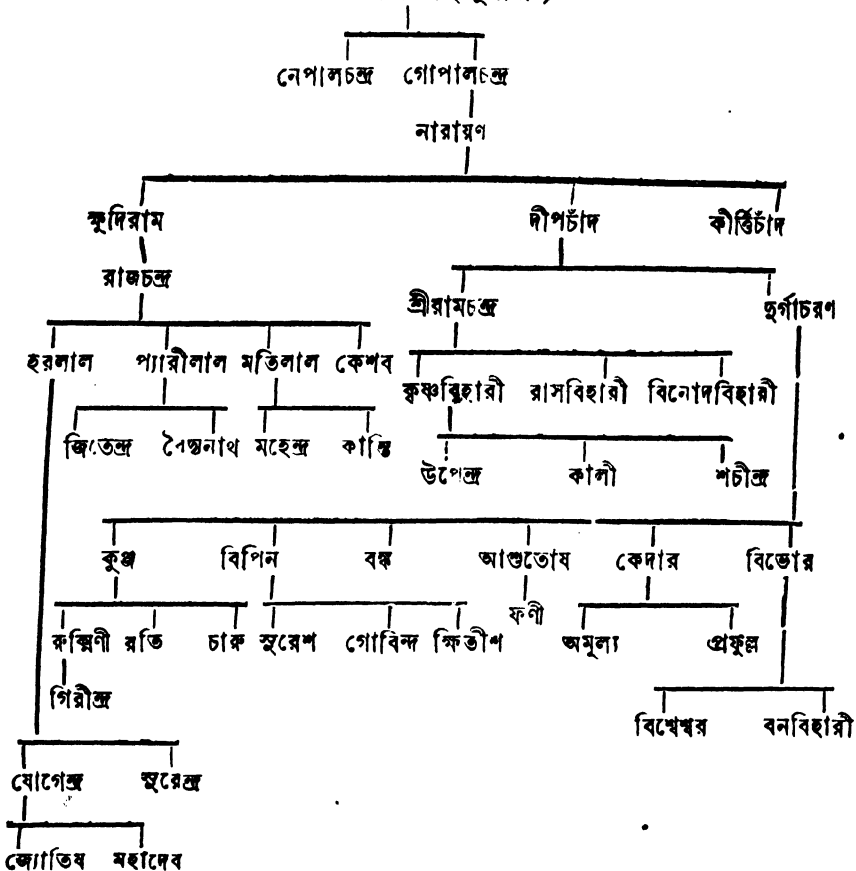
কুমারীগ্রামের মণ্ডলবংশ।—এই বংশের প্রবাদ আছে যে, গোঁড়াইরাম মধ্য-ভারত হইতে গৌড়নগরে আসিয়া বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশধর দেবীপ্রসাদকে নবাব মুরশিদকুলি খাঁ জিয়াগঞ্জে লইয়া যান। এই স্থানে বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া তাঁহার প্রভূত ধন-সম্পত্তি হয়। তৎপুত্র হৃদয়রাম বর্ত্তমান চুয়াডাঙ্গার অধীন কুমারীগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরের তায়দাদে ও জমিদারের জরিপী চিঠায় মুদাফতে জানা যায় যে, হৃদয়রাম ও পরাণ মণ্ডলের কহত মতে তাঁহারা ঐ সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাদবচন্দ্র দরিদ্র কৃষকের দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে কুঠিয়ালগণ তাঁহার রাজদত্ত পৈতৃক ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লয়। এই বংশ বিশেষ সম্মানিত। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য।]
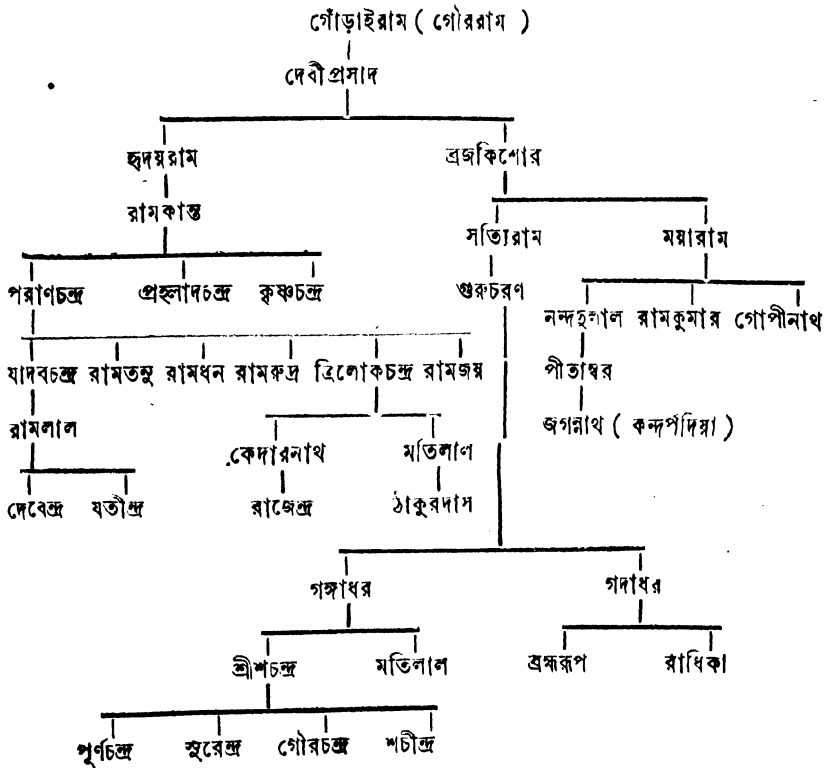
কুমারীর মহাতাপবংশ।—রাজা টোডরমল্ল যে সময়ে রাজমহলে বঙ্গের জমাবন্দী করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় নিজ দেশ হইতে সৈন্যের রসদদার নিযুক্ত করিয়া মহাতাপকে সঙ্গে লইয়া আসেন। তাহার পুত্র তোতারাম কিছুদিন রাজমহলে বাস করিলে পর গতাসু হইলে বংশীধর প্রভূত ধনসম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তদ্বংশে নৃসিংহনাথ

বৈভবের অধিকারী হইয়া এই গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন, তৎবংশীয়গণ কলিকাতা অঞ্চলে আড়তাদি স্থাপন করিয়া ক্রমে উন্নতিসাধন করিতেছেন। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য ।
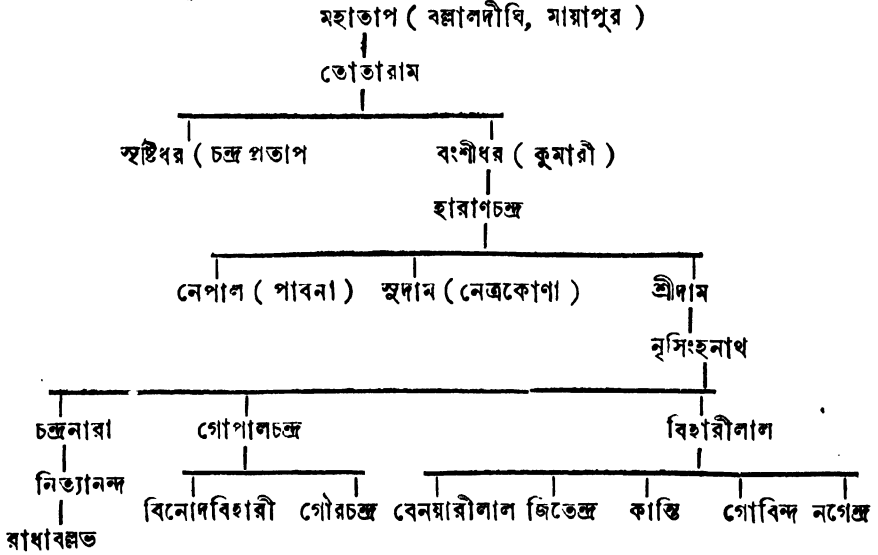
কুমারী গ্রামের রামকিঙ্করবংশ।—রামকিঙ্কর সাহার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। পরে বাণিজ্যানুরোধে এদেশে আসিয়া বাস করেন ও নানা সৎকীর্ত্তি দ্বারা গণ্যমান্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র হারু ও চন্দ্রনাথ কৃতিপুরুষ ছিলেন। হারুর পুত্র হরি ও গিরি বাণিজ্যব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া খ্যাত হইয়াছেন। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য।]
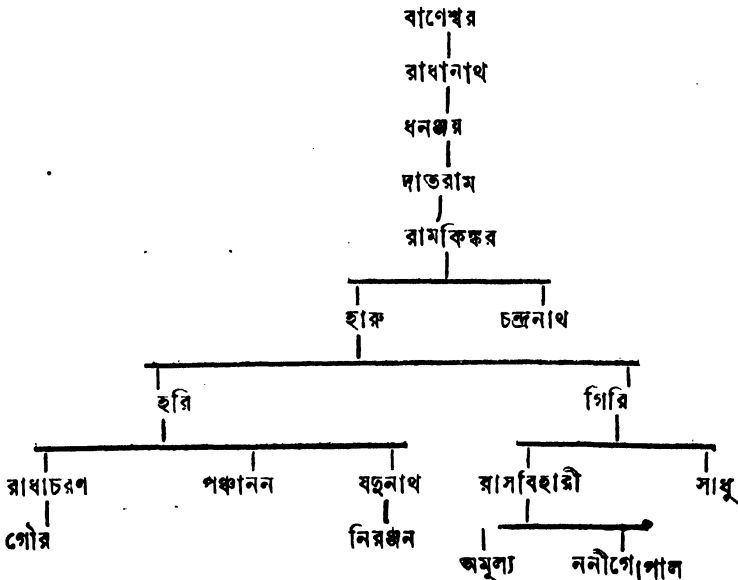
জেলা ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিঙ্গনার সন্নিহিত নরপাড়া, কাওয়ামারা, ডোয়াইল, চাপারকোণা প্রভৃতি গ্রামে যে সকল সৌলুকবংশীয় বণিক্‌গণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যূন শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে কর্ম্মনাশার উত্তরতীরে বাণিজ্যপ্রধান স্থানে বাস করিতেন।

বারইকান্দির চৌধুরীবংশ।—এখানকার জগৎরাম চৌধুরীর বংশ বিশেষ সুপরিচিত ও সম্ভ্রান্ত। জগৎরামের কনিষ্ঠ পুত্র নবকান্ত চৌধুরী ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই চৌধুরীপরিবারের সৌজন্য ও অতিথিসৎকার বিশেষ প্রশংসনীয়।

কবুলীয়বাড়ীর চৌধুরীবংশ।—রামনারায়ণ চৌধুরীর বংশ প্রাচীন ও সমাজে প্রতিপত্তিশালী। রামনারায়ণ চৌধুরীর পর হইতেই উত্তরোত্তর এই পরিবারের উন্নতি হয়। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও অতিথিসৎকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবুলীয়বাড়ীর অভিরামদাসের বংশ।—পরমবৈষ্ণব অভিরাম দাসের পৌত্র গৌরচাঁদের নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার চারি পুত্র—তিলকচাঁদ, বংশীধর, ঠাকুরদাস ও নবীনচন্দ্র তালুকদার। এই বংশ অদ্যাপি সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। উক্ত তিলকচাঁদ তালুকদার একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। আতিথ্য ও স্বজাতিহিতৈষণার জন্য লোকে এখনও ইঁহাদের যশঃ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

সুজলার রায়বংশ—বিখ্যাত সুসঙ্গের মহারাজ এই বংশীয়দিগকে রায় উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

কিশোরগঞ্জের মধ্যে বনগ্রামে ও সরার চরে আঠারচুড়া নামক একটি বিখ্যাত বংশ আছে। তদ্ব্যতীত বাজিতপুরের সামাজিক শ্রেণীর সাহা বণিক্‌গণ লাল বারেন্দ্র, ফুল বারেন্দ্র ও ধলা বারেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত। কুলপ্রথানুসারে ইঁহারা বিবাহের সময় মুকুটে লালফুল ও ধলা ফুল ব্যবহার করেন। কিশোরগঞ্জের মধ্যে বাজিতপুরের সাহাবণিক্‌গণ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। তাহাদের মধ্যে সাহাজী, দাস, পোদ্দার, রায় ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে। বাণিজ্য, কুসীদ, তালুকদারী, জমিদারী প্রভৃতি ব্যবসায়ই ইহাদের একমাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। প্রায় সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও নিষ্ঠাপরায়ণ গোস্বামিগণের মন্ত্রশিষ্য। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রথানুসারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মকরসংক্রান্তি, মাঘী প্রাতর্গঙ্গাস্নান প্রভৃতি উৎসব এই সমাজ আগ্রহের সহিত পালন করিয়া থাকেন। মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ ও চৈতন্য-চরিতামৃতপাঠ, হরিনামকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি কার্য্য সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গন্ধেশ্বরীপূজা ও মনসাপূজা ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। এখানকার স্ত্রীসমাজে অনন্তব্রত, ধর্ম্মব্রত প্রভৃতি বহু ব্রত প্রচলিত আছে।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে পার্থক্য নাই। সেখানকার

সাহাগণ প্রধানতঃ তিন সমাজে বিভক্ত। যথা—সামাজিক, ছয়ফুলী ও ছাত্রিক। সামাজিক হিসাবে প্রথমোক্ত সাহাগণই বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন।

নেত্রকোণা মহকুমায় হুগলার রায়বংশ, আমতলার চৌধুরীবংশ, সরমশিয়ার মজুমদারবংশ ও সরকারবংশ, মালনী ও তেলিগাতীর সাহাবংশ, মোহনগঞ্জের নবীন সাহার বংশ এবং সাতপাই গ্রামের আঠারচূড়াবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। নেত্রকোণার অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, নেত্রকোণার সাহাবণিক্‌গণ অতি প্রাচীন-কালে কিশোরগঞ্জের অধীন হয়বৎনগর, ফতেপুর ও ইটনা এবং নেত্রকোণার অন্তর্গত জাহাঙ্গীর-পুরের দেওয়ান সাহেবদের জমিদারীষ্টেটে নায়েব ও সরকারী প্রভৃতি উচ্চপদে কার্য্যাদি করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তিশালী ও রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, মজুমদার ও সরকার প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাদের বংশধরগণ এই সকল উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ঐ বংশের বংশধর অশীতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র সাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজের উন্নতি-সাধনকল্পে বহু হিতকর কার্য্য করিয়া কীর্ত্তিমান্‌ ও সমাজে আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নেত্রকোণা সহরে ৺নরসিংহজির দেব-মন্দির ও অন্যান্য গৃহাদি তাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। মোহনগঞ্জের নবীন সাহার বংশ বিশেষ বিখ্যাত, এই পরিবার অনুমান ৪০০ বৎসর হইতে প্রসিদ্ধ। এই বংশের পরমবৈষ্ণব ধনঞ্জয়সাহা অনুমান ১৬০ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোহনগঞ্জ গ্রামের গৌন্ধকবণিক্‌গণের অর্থসাহায্যে এবং ধনঞ্জয়ের বংশধরগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী মোহনগঞ্জের বাজারে একটী মধ্যইংরাজীবিদ্যালয় বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। তেলিগাতীর শুকদেব রায়ের বংশ সমাজে বিশেষ পরিচিত; তাঁহার ভ্রাতা বৈদ্যনাথ সাহা একজন পরমবৈষ্ণব, দেবদ্বিজভক্ত এবং এ অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজপতি ও গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি মনসাদেবীর পূজোপলক্ষে কথকের ন্যায় সমগ্র পদ্মপুরাণখানা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন। ঐ পূজোপলক্ষে পদ্ম-পুরাণ পাঠের দিনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার গুণরাশি আলোচনা করিয়া অদ্যাপি শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণ সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য, 'বৈদ্যনাথ টোল' প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ টোল উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়াভূমি, জলাশয় ও অষ্টমী-বারুণীমেলা অদ্যাপি উল্লেখযোগ্য।

জেলা ফরিদপুর।

ফরিদপুর জেলার বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে ফুল বারেন্দ্র, কুলবারেন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন সমাজ আছে। বাটিকামারী, লক্ষ্মীপুর, দৈবকীনন্দনপুর, সদরদি, বনগ্রাম ও পাঁচ্চর প্রভৃতি স্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার দেখা যায়। এখানকার বারেন্দ্র সাহাসমাজে উপনয়ন ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট নানাবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যথা—আড়তদারী, মহাজনী, তালুকদারী ও জমিদারী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে আর্য্যজনোচিত বিশুদ্ধ রীতিনীতি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান আছে। *বিধবাগণ যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন।*

বাটিকামারীর রায়বংশ।—এই জেলার রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধিমান্ অনন্তদেব রায় এক জন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। এক সময়ে তিনি বিক্রমপুরের প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারী কেদার রায়ের দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার গুণে সেই সময়ে তিনি "রায় চৌধুরী" উপাধি লাভ করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পুরুষপরম্পরায় উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

যশংসির সাহাবংশ—এই বংশ অতি পুরাতন, ইহাদের সৎকর্ম্মের অনেক কথা শুনা যায়। এই বংশের নীলমণি সাহা ও গোপীনাথ সাহার নাম উল্লেখযোগ্য।

সদরদির রায়বংশ।—অদ্যাপিও ইহাদের বাড়ীতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

পাঁচ্চরের পোদ্দার ও সাহাবংশ।—পাঁচ্চরের বংশীবদন পোদ্দারের নাম বিশেষ পরিচিত। এই বংশ বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এক সময়ে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কলিকাতা বেলেঘাটা চাউলপটীর প্রসিদ্ধ আড়তদার পীতাম্বর নীলাম্বর সাহা মহাশয়ের বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, শিবচর গ্রামের উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয় এই বংশীয় মহাজনগণের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক।

ঢাকাজেলাস্থ সৌলুকগণের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল বংশ ভিন্ন ঢাকা সহরে আরো কয়েক ঘর অতি প্রসিদ্ধ সৌলুকবংশ বিদ্যমান। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুই ঘরের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৺জীবন রায়—ঢাকার ডাইলবাজারে ইহাদের বাস। ঢাকা জেলায় ইহারা বহু-কালের জমিদার। ইহাদের বহু সদনুষ্ঠানের কথা শুনা যায়। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি স্থানেও ৺জীবন রায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এক পুরীধামেই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগ দিয়া ছিলেন।

৺প্রতাপচন্দ্র দাস—ঢাকার বাঙ্গালা বাজারে ইঁহার বাস। ইনি পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ ঢাকাকলেজ-সংযুক্ত "রাজচন্দ্রহিন্দুহোষ্টেল" ও ব্রাহ্মসমাজ-সংলিপ্ত "রাজচন্দ্রপ্রচারাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া ঢাকা মিড্‌ফোর্ড-হাসপাতালে জলের কল, স্বশ্রেণীর পুরোহিত-বংশের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ বহু ছাত্রকে বৃত্তিদান, এবং ঢাকার নর্থব্রুক লাইব্রেরীতে বহু পুস্তক দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজ বাটীতে শ্রীশ্রী৺প্রাণবল্লভ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, দোলমঞ্চ, রথ, সাধু সন্ন্যাসীদিগের সেবার জন্য একটী জমিদারী দান করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন।

বরিশালের মৈদাফুল গ্রামের পোদ্দারবংশ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। একটী মধ্য ইংরাজীস্কুল পরিচালিত হইতেছে, এই গ্রামের হরি

দত্তপাড়ার সাহাবংশ; উজীরপুরের ভৌমিকবংশ ও পণাবলিয়ার সাহাপরিবারও বিশেষ সম্ভ্রান্ত।

ত্রিপুরা জেলার বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আঠারচূড়া, ছয়ফুলি প্রভৃতি সমাজ আছে। আঠারচূড়া সমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—হাজারাদি ও মহেশ্বরদি। আঠারচূড়া সমাজের বিভিন্ন শাখার তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত হরিপুর, কৃষ্ণনগর ও কবসা, চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত লোহগড়া, হাজিপুর, কুমিল্লা সদর মহকুমার অন্তর্গত মজিদপুর ও জাঁহাপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক সমৃদ্ধিশালী ও সম্ভ্রান্ত সৌলুকবণিকের বাস আছে। ইহারা আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় সবিশেষ উন্নত। এই বণিকসমাজে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হিন্দুক্রিয়াকলাপ যথারীতি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উপনয়নব্যতীত হিন্দুর অবশ্যকরণীয় সমস্ত সংস্কার প্রচলিত আছে। এই জেলার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর মধ্যে কতিপয় পরিবারের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল:—

লোহগড়ার রায়বংশ।—চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত লোহগড়া গ্রাম। এই গ্রামে এক সমৃদ্ধ সাহাপরিবার বাস করিত। এই পরিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বাণিজ্যের দালালী দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিল। এই পরিবারে স্বনামধন্য রামকেশব রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি নানাস্থানে কারবার করিয়া পৈতৃক ধন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কুমিল্লা নগরীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর যে বাড়ীতে আছেন, ঐ কুঠীতে রামকেশব রায় বাস করিতেন। এক সময় রামকেশব রায় বঙ্গের দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নানাস্থানে পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকাখনন, রাস্তানির্ম্মাণ এবং নানাপ্রকার সৎকার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজমালা নামক ত্রিপুরার ইতিহাসে ঐ পরিবার সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন—

"লোহগড়া চাঁদপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যিনি বঙ্গের দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাসভবন দর্শন করিবার জন্য আমরা ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তথায় গমন করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা দেশে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড বাড়ী বোধ হয় আমরা অন্য কোথাও দেখি নাই। অট্টালিকার পতন অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। সে বিনাশোন্মুখ অট্টালিকার মধ্যে তাঁহাদের ধনাগারস্থান দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়াছি। ধান্য-তণ্ডুলাদির গোলার ন্যায় এক সময় যাঁহাদের টাকার গোলা ছিল, সেই পরিবারের একটী স্ত্রীলোক পরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। বিধাতার অপূর্ব্বলীলা!"

মজিতপুরের রায়বংশ। দাউদকান্দীথানার অধীন মজিতপুর গ্রাম। এই গ্রামে বারেন্দ্রশ্রেণীর সুবিখ্যাত রায়পরিবার বাস করিতেছেন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হারাধন রায় নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ছাতার-বাইয়া বন্দরে ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থ এবং বহুভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তৎপুত্র স্বনামখ্যাত রামলোচন রায় ও সর্ব্বেশ্বর রায় ত্রিপুরা,

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

আঠারচুড়া-সমাজ

বিভাগ	সংখ্যা	বংশ	নাম ও নিবাস
মহেশ্বাদি	৪৯	চরিত্রা বংশ	গৌর প্রসাদ রায়চৌধুরী গং ত্রিপুরা জেলার হরিপুর
		তালুকদার	হরচন্দ্র তালুকদার, দেবেন্দ্র তালুকদার ঢাকা জেলার শ্রীরামপুর
	৮	২মশান, মেশান	
	৩৭	জ্ঞানকটাঁলের গোষ্ঠি	কমলাকান্ত রায় শ্রীহট্ট জেলার মুরাকৈর
	৬	সংপাত্র	কৃষ্ণগোবিন্দ রায়চৌধুরী, হরগোবিন্দ রায়চৌধুরী ও জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী, ত্রিপুরা জেলা কৃষ্ণনগর
	৩৪	শিকদার	শ্যামসুন্দর, কালাচাঁদ শিকদার ময়মনসিংহ, মুরাইদ্দাগ্রাম
	২	বারিক	কালাচাঁদ বারিক, গোরাচাঁদ বারিক সাং কৃষ্ণনগর
	১	নায়েক	মাধব নায়েক সাং শ্রীরামপুর
হাজরাদি বিভাগ	৬	পোদ্দার বংশ	কুঞ্জকিশোর পোদ্দার ময়মনসিংহ জেলার সয়ার চর
	৪	বরমপুরীয়া বংশ	নিতাই রায় (ময়মনসিংহ) ফতেপুর
	৩	ধনরায়ের গোষ্ঠি	রাধাগোবিন্দ রায়, আনন্দমোহন রায় সাং মুরাকইর
	২	সাতভাইয়ার গোষ্ঠি	কারপাশানিবাসী চন্দ্রকিশোর রায়
		প্রামাণিক	রাজগোবিন্দ জয়গোবিন্দ প্রামাণিক

কলিকাতা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম, পাটনা প্রভৃতি নানাস্থানে বাণিজ্যবিস্তার করেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতা কর্ম্মনিষ্ঠ, পুণ্যশীল ও পরোপকারী ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই নানাস্থানে পুষ্করিণীখনন, রাস্তানির্ম্মাণ, দেবালয় ও অতিথিশালা-স্থাপন এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। রামলোচন রায়ের চারিপুত্র—দুর্গাচরণ, কালীচরণ, শিবচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রকুমার। দুর্গাচরণরায় বিশেষ তেজস্বী এবং অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তৎপুত্র জগচ্চন্দ্র রায়, ক্ষেত্রমোহন রায় ও কুঞ্জমোহন রায়। ক্ষেত্রমোহন রায় বি, এল্ এখন কুমিল্লায় সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিতেছেন, পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি মুন্সেফী করিয়াছিলেন। উক্ত পরিবার ঐ অঞ্চলে মজিতপুরের জমিদার বলিয়া বিখ্যাত, এই পরিবারে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন।

বলাখালের চৌধুরীবংশ। বলাখাল হাজিগঞ্জথানার অন্তর্গত। ঐ গ্রামে সম্ভ্রান্ত চৌধুরীবংশের বাস। এই বংশ ২১ পুরুষ জমিদার। এইরূপ প্রাচীন জমিদারবংশ অতি বিরল। লোকমুখে এই পরিবারের নানা সৎকার্য্যের কথা শুনা যায়। গোলোকনারায়ণ রায়-চৌধুরী এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী, পুণ্যশীল ও পরোপকারী বলিয়া খ্যাত। তদীয় বিধবা পত্নী সুবিখ্যাতা রাসমণি চৌধুরাণীর মত বুদ্ধিমতী, দানশীলা ও তেজস্বিনী রমণী আজকাল এই সমাজে অতি বিরল। প্রায় আট বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চৌধুরী বর্ত্তমান।

জাঁহাপুরের রায়বংশ। মুরাদনগর থানায় জাঁহাপুর গ্রাম। এই গ্রামের জমিদার-বংশপ্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য কমলাকান্ত রায় নানাস্থানে ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন। কমলাকান্ত রায় ও তদীয় খুল্লতাতভ্রাতা রামদয়াল রায় ও গৌর-মোহন রায় বহুতর পুষ্করিণীখনন, নানাস্থানে দেবালয় ও অতিথিশালাস্থাপন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং চৌদ্দমাদল মহোৎসব করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে যশস্বী হইয়াছেন।

মন্দাভোগের সাহাবংশ। কস্বাথানার এলাকাধীন মন্দাভোগ গ্রামে উদয়নারায়ণ সাহা জন্ম-গ্রহণ করেন। এক নারায়ণগঞ্জবন্দরে তাঁহার চৌদ্দটী কারবার ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি দেশদেশান্তরে নানাবিধ ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন। তিনি বাণিজ্য করিয়া বিস্তর অর্থো-পার্জ্জন, ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য সৎকার্য্য দ্বারা বিশেষ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে মন্দাভোগ গ্রামের সাহা-পরিবারের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সাহাপরিবার পূর্ব্ববঙ্গে ছিল না। কালের করাল চক্রে উক্ত মহা-ত্মার বংশধরগণ এখন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্যরাজি ক্রমশঃ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হরিপুরের রায়বংশ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় হরিপুর গ্রাম। এই গ্রামে আঠার-চূড়া বারেন্দ্রশাখার সাহাপরিবারে গৌরীপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীহট্ট-অঞ্চলে চুণ

ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন এবং নানা সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। গৌরীপ্রসাদ বহু অর্থব্যয়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ বাসভবন এ জেলায় আর নাই। তাঁহার বংশধর কৃষ্ণপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও গোপীমোহন রায়চৌধুরী। তাঁহাদের বদান্যতার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গোপীমোহনবাবুকে ও কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুকে "সার্টিফিকেট্ অব্ অনার" দিয়াছেন। এই পরিবার এই জেলার মধ্যে মহাধনী।

নোয়াখালী জেলায় অনেক সম্রান্ত বারেন্দ্রশ্রেণীর সৌলুকবণিকের বাস আছে।—

নোয়াখালীর শান্তাসীতার চৌধুরীবংশ। মোহিনী মোহন চৌধুরীর বংশ সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাগবাগাদি ও সুদীর্ঘ দীঘিকা প্রভৃতি এই জেলায় বিখ্যাত।

কল্যাণদীঘীর চৌধুরীবংশ। ইঁহারা অতীব সমৃদ্ধিশালী মহাজন ও জমিদার। রামেন্দ্র চৌধুরী ও কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোল নোয়াখালী জেলায় প্রসিদ্ধ।

গ-পরিশিষ্ট

অগরবাল্-সৌলুক-বংশ

(রাঢ়ীয়)

সমাজ।—রাজসাহী, নদীয়ার কুষ্টিয়া (মহকুমা) পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার স্থানে স্থানে রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিভিন্ন সমাজ আছে।

গোত্র।—ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, আলম্যান, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক ও মৌদ্গল্য গোত্র প্রচলিত আছে।

উপাধি।—প্রামাণিক, বিশ্বাস, ভৌমিক, পাইন, দাস, পোদ্দার, মণ্ডল, সাহা, সাহ-চৌধুরী, রায়, রায়চৌধুরী, সর্দ্দার, সরকার প্রভৃতি।

কুলমর্য্যাদা।—কুষ্টিয়া, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে রাঢ়ী সৌলুকদিগের মধ্যে প্রামাণিকগণ প্রধান দক্ষ (বা দক্ষি) এই তিন ঘর কুলীন ছিলেন। প্রামাণিকগণ বিবাহের সময় কুলমর্য্যাদাস্বরূপ ৪ টাকা, প্রধানগণ পুষ্পমাল্য এবং সামাজিক ভোজের সময় প্রামাণিক, প্রধান ও দক্ষগণ সর্ব্বপ্রথম ভোজ্য পাইতেন। ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা বিলুপ্তপ্রায়।

সমাজ-সংস্কার।—*এই সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার-বিধানকল্পে বহুদিন চেষ্টা করিতেছেন।*

আচার ও সংস্কার।—দশবিধ সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন ব্যতীত এই রাঢ়ীয় সৌলুকগণের মধ্যেও বারেন্দ্র শ্রেণীর মতই সংস্কারাদি প্রচলিত আছে। গৃহপ্রবেশ, হালখাতা ও সকল শুভকর্ম্মে মাথায় উষ্ণীষ ধারণ করিবার প্রথা আছে। এ ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলবাসী বণিক্‌দিগের ন্যায় এই সমাজে নাগপূজা ও গন্ধেশ্বরীপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

ধর্ম্ম।—অধিকাংশ স্থলে বণিক্‌গণ বৈষ্ণবমতাবলম্বী এবং গোস্বামীদের মন্ত্রশিষ্য শাক্তের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকে আগ্রহ সহকারে হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া থাকেন।

বিবাহ। বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহে অধিবাস ও কুশণ্ডিকা প্রচলিত আছে। বিবাহপ্রণালী সৌলুক বারেন্দ্র-শ্রেণীর অনুরূপ। কেবলমাত্র স্থানবিশেষে স্ত্রী-আচারের কিছু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

আচার ও ব্রতপূজাদি। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকার ব্রত প্রচলিত আছে। অনন্তব্রত, সীতানবমীব্রত, বরিশাল অঞ্চলে চাঁপাব্রত, তারাব্রত প্রভৃতি প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী ও অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন।

নিম্নে কতিপয় প্রথিতবংশ ও খ্যাতনামা পুরুষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

ডুবলহাটী-রাজবংশ।—রাঢ়ীয় সৌলুক-সমাজে এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ—চৌয়ান্ন পুরুষ পূর্ব্ব হইতে এই বংশ রাজসাহীতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের এই সুদীর্ঘ বংশলতা এক্ষণে পাইবার কোন উপায় নাই। এই রাজবংশমধ্যে প্রবাদ আছে যে, জগৎরাম রায় হইতেই ইঁহাদের সৌভাগ্য উদয়। পদ্মার পূর্ব্ব কূলে জংসেরপুর নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল। তিনি বাণিজ্য-সম্ভার সহ বর্ত্তমান ডুবলহাটীর এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কশ্‌বা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এখানে একদিন গভীর নিশায় জগৎরাম স্বপ্ন দেখেন, রাজরাজেশ্বরী মাতা তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিতেছেন, "আমি জলের মধ্যে আছি, আমায় তুলিয়া প্রতিষ্ঠা কর, তোমার ভাল হইবে।" দেবীর আদেশে জগৎরাম দেবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎকালে এই অঞ্চলে কোন জমিদার ছিল না। দেবীর অনুকম্পায় জগৎরাম নিকটবর্ত্তী সমুদায় জঙ্গলা ভূমি অধিকার করিলেন। তিনি জঙ্গল কাঁটাইয়া প্রজা বসাইলেন। নিজের জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অধিকৃত ভূভাগের উৎকর্ষ-বিধানে মনোযোগী হইলেন। ক্রমে প্রায় ১০ ক্রোশ জমি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি বংশপরম্পরায় এখানে স্বাধীনভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে মোগল বাদশাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তৎকালে যিনি ভূস্বামী ছিলেন, তিনি মোগলরাজপুরুষদিগকে জানাইলেন যে, ঐ বিস্তীর্ণ বিভাগের অধিকাংশ জমিই জলমগ্ন ও জঙ্গলময়। তাঁহার কৌশলে বাইশ কাহন কইমাছ ঐ জমির বার্ষিক রাজস্ব স্থির হয়, এবং জগৎরাম সম্মানসূচক তুরী ও ডঙ্কা বাজাইবার অধিকার লাভ করেন। আকবর বাদশাহের সময় টোডরমল্ল এই জমির অতি সামান্য রাজস্ব ধার্য্য করেন।

এই বংশীয় কৃষ্ণরাম ও রঘুরাম দুই ভ্রাতা বিবাদ করিয়া জমিদারী ॥৵০ আনা ও ।৵০ আনা অংশে ভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম মৈনামে ও কনিষ্ঠ রঘুরাম ডুবলহাটীতে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরামের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী চারিবার দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ঐ চারিজন কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইহাতে তাঁহার সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। রঘুরামের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। একারণ তিনি তাঁহার স্বামীর ॥৵০ আনা অংশ বলিহার ও দামনাশের জমিদার-দিগকে বিক্রয় করেন। এই কারণে রঘুরামের বংশধর বর্ত্তমান ডুবলহাটীর রাজবংশ।৵০ আনা অংশের ভূস্বামী। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী গবর্ণমেণ্টকে কবুলিয়ত দিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের পৌত্র রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী বহুতর সৎকার্য্য দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, পূর্ব্বে রাজসাহীতে কলেজ ছিল না, বোয়ালিয়া জেলা ইংরাজিস্কুলটিকে কলেজ করিবার জন্য বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হাতে দান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষের সময় বহুলোককে অন্ন দিয়া রক্ষা করিয়া ছিলেন, ইঁহার হিতকর কার্য্যসমূহে মুগ্ধ হইয়া বৃটীশ-গবর্ণমেণ্ট

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে "রাজা" উপাধি ও ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে দিল্লীর দরবারে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। রাজা হরনাথের দুই স্ত্রী, রাণী শ্যামাসুন্দরী ও রাণী উমাসুন্দরী। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে কুমার মন্মথনাথ ও উমাসুন্দরীর গর্ভে কুমার ক্রীড়ারীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে রাজা হরনাথ উভয় রাণীর উপর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। তাঁহাদের যত্নে নওগাঁ মহকুমায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং এই স্থানে ছোটলাট বাহাদুরের জলাভাব ও কৃষিকার্য্যে একটী সরোবর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো বহু সৎকার্য্যে ও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল কুমার মন্মথনাথ ও কুমার ক্রীড়ারীনাথ বিষয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় ইংরাজীবিদ্যালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও নওগাঁর দাতব্যচিকিৎসালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করায় ইঁহারা উভয়েই পিতার নাম উজ্জ্বল রাখিয়াছেন।

এই সমাজের জাতীয় কুলগ্রন্থে দুবলহাটীরাজবংশ গৌড়বণিক্ বলিয়া পরিচিত। রাজমহল প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের পূর্ব্ববাস। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার পশ্চিমাঞ্চলের অগরবাল্ বণিক্দিগের ন্যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলের অগরবাল্ বৈশ্য বণিক্দিগের সহিত ইঁহাদের আদান-প্রদান ছিল। গৌড়ে বাসনিবন্ধন সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে গৌরবণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এক্ষণে সম্রান্ত রাঢ়ীয় শৌণ্ডিকগণের সহিতই ইঁহারা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। নিম্নে বংশলতা প্রদত্ত হইল।
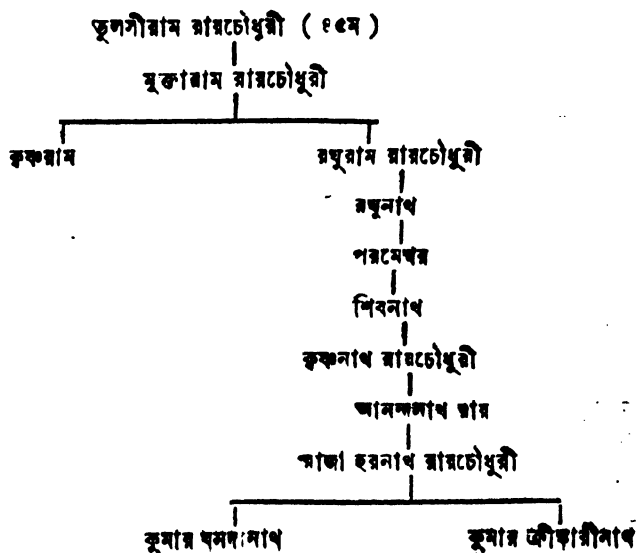
দাতা খেলারাম।—প্রায় একশত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলায় পদ্মার দক্ষিণকূলে বিশ্রুতকর্ম্মা "দাতা" খেলারাম জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় খেলারাম মাহা ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ছিলেন এবং নবরত্ন, দীর্ঘিকা, জলাশয়, অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ইনি ঈদৃশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, এখনও তাঁহাকে 'দাতা খেলারাম' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই মহাপুরুষ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের পূজা ও সেবার জন্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি ঢাকা, নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় দাতার বংশধরগণ উক্ত বিগ্রহের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা চালাইতেছেন। শুনা যায়, সুন্দরবনের "লবণের জাঙ্গাল" নামক একটি স্থান উক্ত মহাত্মার বিস্তৃত কারবার ও খেলারামের বাণিজ্য-সম্পদের কেন্দ্রভূমি।

ফরিদপুর জেলার অন্যান্য স্থানেও রাঢ়ীয় শ্রেণী বহু ধনী ও সম্রান্ত পরিবারের বাস আছে, তন্মধ্যে হরামপুরের পণ্ডিতবংশ ও কানাইপুরের শিগদার-পরিবার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য রাঢ়ী শ্রেণীর সৌলুক বণিক্‌গণের বাস আছে। নেত্রকোণার অন্তর্গত মধুরাখালী ও সুখারী গ্রামের "ছয়কুলী" সমাজের সাহাবংশ বিশেষ বিখ্যাত। দান, সৎকার্য্য ও অতিথি-সৎকারের জন্য এই সমাজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরের সাহাবংশ।—রামহরি ও গৌরহরি রায়ের বংশ এবং বাজিতপুরের অন্তর্গত সাহাপুরের রূপশ্রীবংশ বিশেষ প্রাচীন।

ঘোড়াশালের (বেলতৈল) সাহাবংশ।—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়াশাল গ্রামে এই বংশের বাস। ইহারা সম্রান্ত ও বিশিষ্ট ধনী। দৌলতপুরের চৈতন্যকৃষ্ণ সাহার বংশ বিশেষ প্রখ্যাত।

উল্লাপাড়ার সাহাবংশ।—উল্লাপাড়ার সাহাবণিক্‌গণ বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতি-হিতৈষী। ইহাদের চেষ্টায় এখানে একটী উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

বাগমারার সাহাবংশ।—ঢাকা জেলার সদর মহকুমায় বাগমারা গ্রামের সাহাবংশ সম্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী। ইহাদের অতিথিশালা এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস এই বংশের রত্ন, তিনি সমাজসংস্কারে বহুদিন হইতে যত্নবান্।

ঢাকা রঘুকুশের সাহাবংশ।—শিক্ষিত ও সুপরিচিত। এই বংশের শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সামাজিক উন্নতি ও সমাজসংস্কারকল্পে যথেষ্ট যত্নবান্।

মুন্সীগঞ্জের অন্তর্গত কাঠিয়াপাড়ার সাহাবংশ।—কলিকাতা বেলেঘাটা ও উল্টাডিঙ্গীতে ললিতমোহন বৃন্দাবন সাহার নামে আড়ত, এই পরিবারের প্রভূত ধনসম্পত্তির পরিচায়ক। ইহাদের দানশীলতা, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সৈদপুরের রায়বংশ।—রাঢ়ীয় সমাজে এই বংশ কুলীন বলিয়া সম্মানিত। ইহাদের বহু সৎকার্য্যের কথা শুনা যায়। এই বংশের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়ের নাম প্রসিদ্ধ। ইনি দুবলহাটীর রাণী শ্যামাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

সৈদপুরের রায়বংশ

শুকদেব রায়
জয়নারায়ণ
দর্পনারায়ণ
রামনারায়ণ
রাজনারায়ণ
রঘুনাথ
ভবানীপ্রসাদ
চৈতন্যকৃষ্ণ
ব্রজকিশোর
গঙ্গাপ্রসাদ
শিবচন্দ্র
গুরুপ্রসাদ
বংশীবদন
চূড়ামণি
গৌরচন্দ্র
কাশীনাথ
কমলাকান্ত
ভৈরবচন্দ্র
গোলোকচন্দ্র
নদিয়ারচাঁদ
ধনঞ্জয়
মৃত্যুঞ্জয়
গোবিন্দচন্দ্র
ঠাকুরদাস
আনন্দচন্দ্র (পোষ্যপুত্র)
চন্দ্রকুমার
মতিলাল
নরেন্দ্রচন্দ্র
পার্ব্বতী
প্রসন্নগোপাল (পোষ্যপুত্র)
হরিনারায়ণ
অনুকূল
আশুতোষ
কিরণচন্দ্র
সুরেন্দ্র
জিতেন্দ্র
শম্ভুচন্দ্র
মোহনচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
স্বরূপচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র (পোষ্যপুত্র)
বিপিনচন্দ্র (পোষ্যপুত্র)

বারেন্দ্র সৌলুক-সমাজ
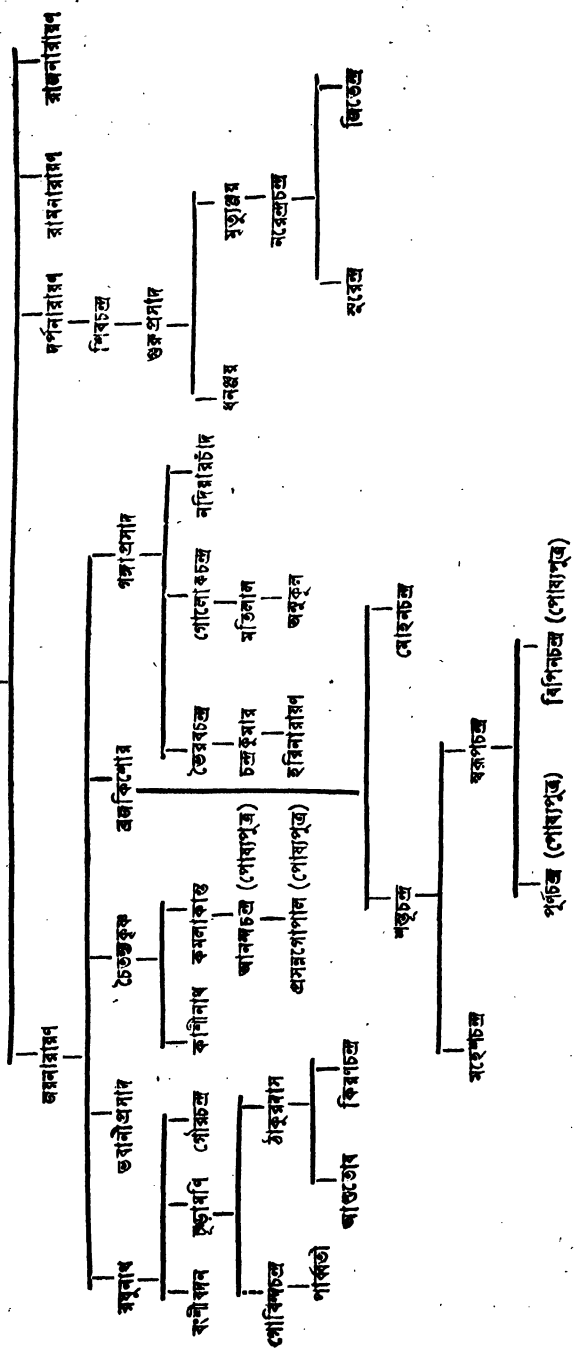
উত্তর বঙ্গ

কোচবিহার ; রঙ্গপুর জেলায় মাহীগঞ্জ, মোগলহাট, ছিলাই, নাগেশ্বরী, পাগলা, আহল্লাপুর, চকগায়েনপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলার কোন কোন স্থানে বারেন্দ্র শ্রেণীর বাস আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের বারেন্দ্র সাহাগণের নিকট ইহারা অনেকটা উত্তর বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। ইহারা সকলেই প্রায় বৈষ্ণব ও গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। ইহাদের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে কয়েক ঘর কুলীন আছেন। সাধারণতঃ কুলীনেরা কুলমর্য্যাদার ও ভোগের সময় ভোজ্য পাইয়া থাকে। ইহাদের আচার-ব্যবহার অপর স্থানের সৌলুকগণের মত।

কোচবিহারের অযোধ্যারাম সাহার বংশ—রঙ্গপুর জেলায় মোগলহাটে অযোধ্যারাম বাণিজ্যোপলক্ষ্যে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র গোরাচাঁদ একজন অতিবুদ্ধি মহাজন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোরাচাঁদের অনেকগুলি পুত্র হয়, তন্মধ্যে কিঙ্করসাহা প্রধান। কিঙ্কর সাহার সময় হইতে যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত নারায়ণী মুদ্রা বৃটীশ রাজ্যে আনিয়া এখানকার মুদ্রার সহিত বিনিময় করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইত, এ ছাড়া মোগলহাটে, তাঁহাদের দুইটী নীলকুঠী ছিল। কিঙ্করের দুই পুত্র কালীচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদাই কোচবিহারে আসিতেন। কোচবিহার-রাজগণ তাঁহাদিগকে খুব বিশ্বাস করিতেন, এ কারণ অনেক সময় ইহাদের গৃহেই কোচবিহারের রাজকোষ থাকিত। ইহাদের কোচবিহাররাজসরকারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু ইঁহাদের অভাবের সহিত সেই পূর্ব্ব সম্মান অনেকটা লোপ পাইয়াছে। তবে কালীচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র হরিশ্চন্দ্র এখানে কতকটা পৈতৃক সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে ১১ই অক্টোবর সপরিবারে কোচবিহারে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শীকারী ছিলেন, সর্ব্বদাই তিনি কোচবিহাররাজ ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের ব্যাঘ্রশীকারে যোগদান করেন, এজন্য তাঁহারা সকলে ইঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৺হরেকৃষ্ণ দাসের বংশ—কোচবিহারের খাগড়াবাড়ী এই বংশীয়ের বাস। হরেকৃষ্ণ ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাণিজ্যোপলক্ষ্যে তিনি প্রথমে মাহীগঞ্জ এবং তথা হইতে কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন। হরেকৃষ্ণের পুত্র নিত্যানন্দ দাস একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি স্বীয় পুত্র আউলরামের উপর ব্যবসা বাণিজ্যের ভার দিয়া ভারতের অধিকাংশ তীর্থ পর্য্যটন করেন। আউলরাম হইতে 'পৈতৃক' দাস উপাধির পরিবর্ত্তে 'সাহা' উপাধি প্রচলিত হয়। ইনিও বৈষয়িক উন্নতি করিয়া যান। তৎপুত্র আউলরাম এখনও পুত্র পৌত্র সহ বিদ্যমান, ইনি আপন বুদ্ধিবলে যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছেন, সেইরূপ অনেক অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কোচবিহারের ধর্ম্মসভার মন্দির ইহারই কীর্ত্তি। কোচবিহারের কোন কোন স্থানে জলকষ্ট নিবারণের জন্য পাকা ইন্দারা ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়া নিজ হরিভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র—চন্দ্রমোহন ও হরমোহন। চন্দ্রমোহনের পুত্র সতীশচন্দ্র।

ভক্তিরামদাসের বংশ—তুলারামদাস এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ, তিনিই বাণিজ্যো-পলক্ষ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিয়া বাস করেন, পরে তৎপুত্র জয়ন্তীরাম কোচবিহারে আসিয়া বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া এখানে থাকিয়া যান ও বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তৎপুত্র ভক্তিরামদাস কোচবিহার-রাজবংশোদ্ভব নাজিরদেবের খাজাঞ্চির কাজ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র রাধাচরণ একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তৎকালে কোচবিহার হইতে দূরদেশ তীর্থভ্রমণ কষ্টসাধ্য হইলেও পিতাপুত্র উভয়েই ভারতের সকল প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণের যত্নে বিষ্ণুমন্দির, জলাশয় এবং স্বগ্রামে মাইনর ইংরাজী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাধাচরণের পুত্রগণের মধ্যে রামপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ সুপরিচিত, ইঁহারা এক্ষণে "সাহা" উপাধিতে ভূষিত। নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য—
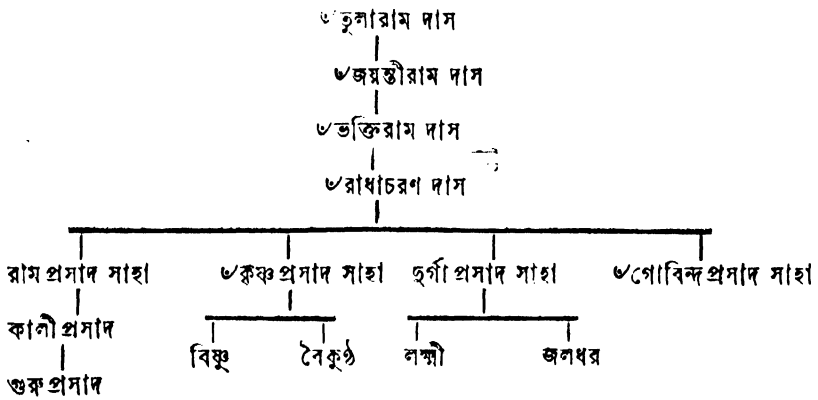
পাগলাহরিপুরের ৺ভক্তরাম সাহার বংশ—রঙ্গপুর জেলাস্থ গাইবান্ধা মহকুমায় অনেক বারেন্দ্র সৌলুকের বাস আছে, তন্মধ্যে পাগলা হরিপুরের ভক্তরাম সাহার বংশ উল্লেখ-যোগ্য।

বগুড়ার সাহাবংশ—বগুড়া জেলার মধ্যে চাঁচাইতারা, সেরপুর, মাণিকচর প্রভৃতি স্থানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র সৌলুকের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে চাঁচাইতারার দয়ারাম ডাক্তার, গোপালচন্দ্র, গৌরকিশোর, রাজকিশোর, সেরপুরের রামসুন্দর ও ভবানীচরণ, মাণিকচরের কিনুরাম, কর্পূরের চৈতন্যচাঁদ ও রামকানাই কবিরাজ, শিবগঞ্জের রামসুন্দর ও ধাপের হাটের মোহনচন্দ্র সাহার নাম করা যাইতে পারে।

ওসমানপুরের কৃপারাম প্রধানের বংশ।—এই বংশে দশরথ সাহা কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন গড়াই নদীতীরে ওস্মানপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশ অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া স্বসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। এই বংশীয় শ্রীকানাইলাল সাহা স্বীয় গ্রামের রাস্তা এবং স্কুলগৃহের নির্ম্মাণকল্পে আনুকূল্য করিয়া স্থানীয়

জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইনি স্বীয় নব অট্টালিকায় প্রবেশ উপলক্ষে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া জলপান করাইয়া ছিলেন, সাহাবংশের মধ্যে এরূপ সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত বিরল। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য]

ওস্‌মানপুরবাসী তুলারাম প্রধানের বংশ।
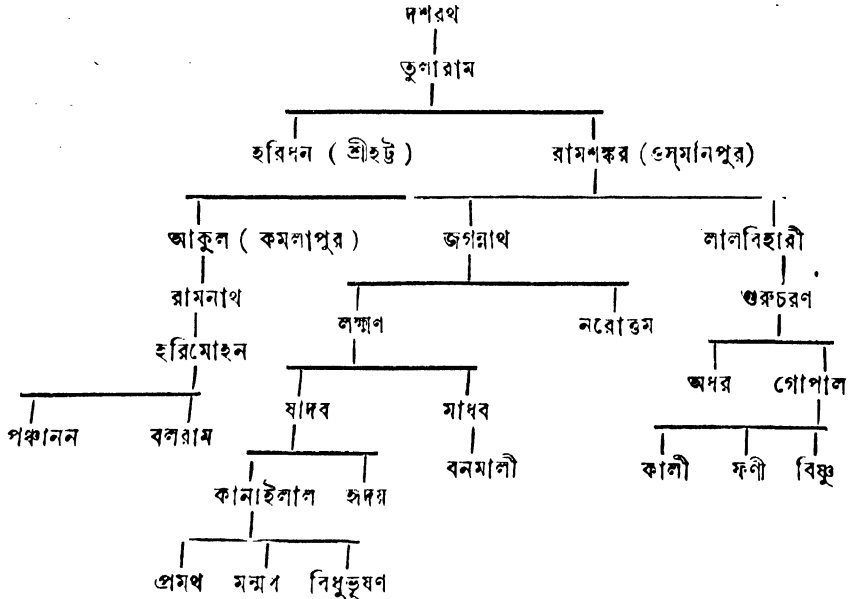
ভূষণার প্রামাণিকবংশ।—এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন, তথা হইতে রামরাম ভূষণায় আসিয়া সর্ব্বেশ্বর সাহুর কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া ভূষণাবাসী হইয়া ছিলেন, এজন্য তাঁহার বংশীয়গণ ভূষণার প্রামাণিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বংশধরগণ নেমদবাড়ী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ গড়াইনদীর পূর্ব্বতীরস্থ জানিপুর, এবং পশ্চিম তীরস্থ ওস্‌মানপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ওস্‌মানপুর ও জানিপুর-সমাজের মধ্যে এই প্রামাণিকবংশ একটী শ্রেষ্ঠ বংশ। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

খোকসার সাহাবংশ।—এই বংশ পূর্ব্বে ভূষণায় বাস করিতেন, ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বেশ্বর একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ এবং স্বমাজে 'প্রধান' বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর প্রামাণিক বংশ যখন এ অঞ্চলে চলিয়া আসেন, তৎকালে এই প্রধানবংশও খোকসায় আসিয়া বাস করেন, ভূষণায় পূর্ব্ববাস ছিল বলিয়া ইঁহারা "ভূষণার" সাহা বলিয়া পরিচিত। এই বংশের সুখচাঁদ, হারাণচন্দ্র, প্রভৃতির নাম

ভূষণার প্রামাণিক-বংশ।
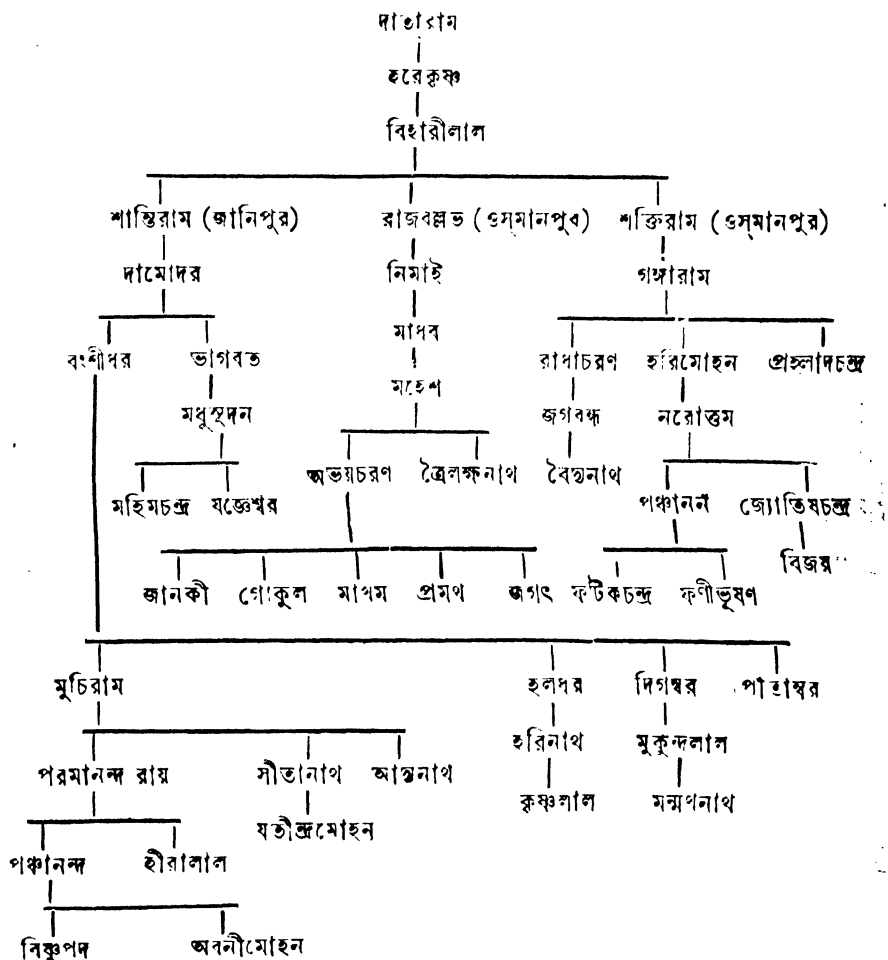
উল্লেখযোগ্য। সুখচাঁদ কয়েক বৎসর মহা সমারোহে দুর্গোৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পরিবার অতি নিষ্ঠাবান্ ও সম্মানিত। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

খোক্‌সা জানিপুরের পোদ্দারবংশ—প্রবাদ এইরূপ, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ হরেরাম নবদ্বীপে থাকিয়া ব্যবসা চালাইতেন এবং তিনি মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব উপদেশ শুনিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে নানা স্থানে বাসের পর এই বংশীয় রামশঙ্কর জানিপুরে চলিয়া আসেন। এই বংশের বহুসংখ্যক বাণিজ্যপোত সমুদ্রের অপর পারে যাতায়াত করিত, তজ্জন্য এই বংশ পোতদার বা পোদ্দার উপাধি লাভ করেন। এই বংশ স্বসমাজে সম্মানিত। [৩৫১ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

খোকসার কিশোরীমোহন সাহার বংশ।
কিশোরীমোহন সাহা
সুবলচাঁদ
গৌরীচরণ
বলরাম
বাণেশ্বর
বদনচন্দ্র
গঙ্গারাম
সৃষ্টিধর
দধিরাম
হরিমোহন
হলধর
হারাণচন্দ্র
কৃষ্ণমোহন
আনন্দচন্দ্র
ব্রজমোহন
দীননাথ
গোপালচন্দ্র
গগনচন্দ্র
যদুনাথ
রজনী
প্রতাপ
ক
বিপিন
যদুনাথ
বনমালী
সাধুচরণ
গদাধর
গিরিধর
শশাঙ্ক
অশ্বিনী
সুরেন্দ্রনাথ
মুকুন্দলাল
প্রাণবন্ধু
নারায়ণ
রাধাকান্ত
রাধারমণ
গোপীনাথ
শ্রীশচন্দ্র
কালাচাঁদ
শ্যামাপদ
ধনঞ্জয়
গুরুচরণ
শুকচাঁদ
অক্ষয়কুমার
সনাতন
রঘুনাথ
রাধাগোবিন্দ
পূর্ণচন্দ্র উকীল
বিভূতিভূষণ
সুধাংশুকুমার
ভুবনমোহন
শ্রীনিবাস
কুঞ্জলাল
নদীয়ারচাঁদ
দেবনাথ
বিপিনচন্দ্র
তুষ্টলাল
বিরিঞ্চি
খোকন
ভোলানাথ
রাধানাথ
সুরেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
কালীপদ
তারাপদ
নীলমাধব
বেণীমাধব
লালমাধব

জানিপুরনিবাসী পোদ্দারবংশ।

জানিপুরের দধিরাম সাহার বংশ।—এই বংশীয় কৃষ্ণদাস বাণিজ্য-বিস্তার উপলক্ষে জানিপুরে আসিয়া কুঠী স্থাপন করেন ও অবশেষে এখানে অধিবাসী হইয়া পড়েন। তাঁহার পৌত্র দধিরাম সাহা একজন স্বধর্ম্মানুরাগী প্রথিতনামা ব্যক্তি। তাঁহার বংশীয় শীতলচন্দ্র একজন স্বধর্ম্মানুরাগী সত্যবাদী পুরুষ। ইঁহার আশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞান ছিল। অনেক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজও ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ইনি কয়েকটী ব্রাহ্মণের বৃত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। ইনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভারতবর্ষের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ১৩০২ সালের ৩০শে ফাল্গুন
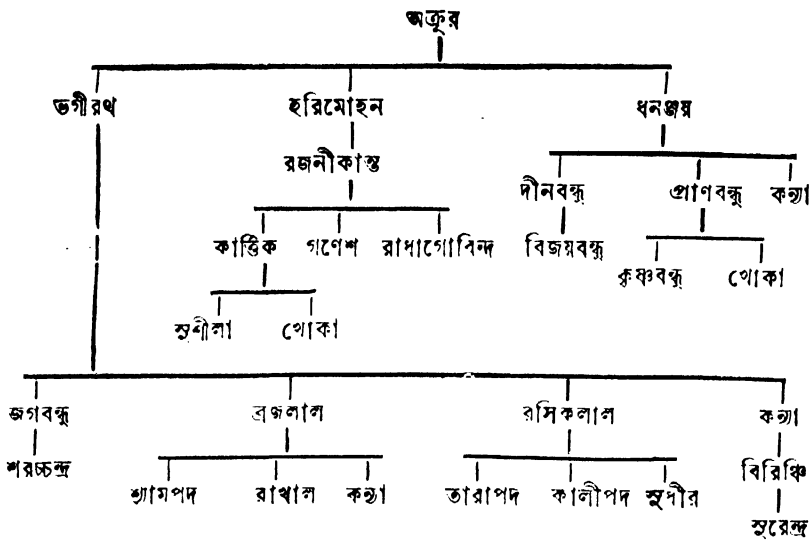
বারুণীগঙ্গাস্নান দিবসে ৬৫ বৎসর বয়সে ৺প্রয়াগধামে ত্রিবেণীসঙ্গমে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী হারোয়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জীউর মন্দিরে প্রদত্ত সুবৃহৎ পিত্তলনির্ম্মিত ঝাড় এখনও শীতলচন্দ্রের কীর্ত্তি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। নিম্নে ইঁহাদের বংশলতা উদ্ধৃত হইল—
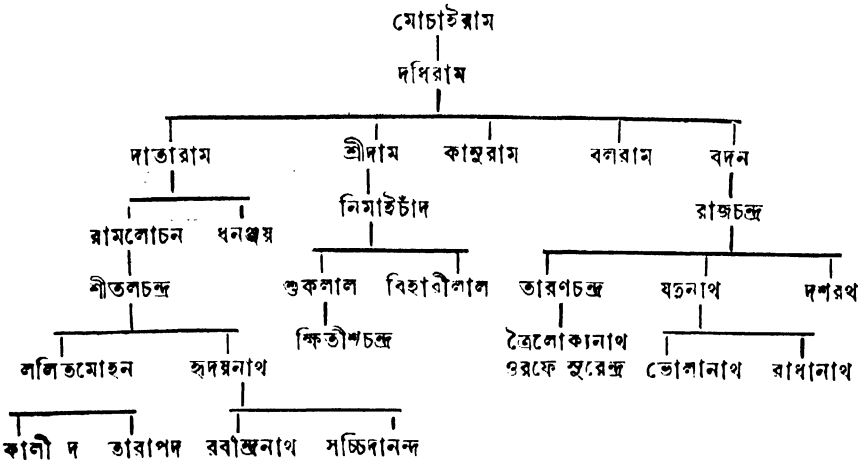
জানিপুরবাসী মণিরামের বংশ— এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। তথা হইতে তোতারাম সাহা প্রথমে পদ্মার কূলে এবং সেই গ্রাম পদ্মা গ্রাস করিলে পরে গড়াই নদীর কূলে জানিপুরে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র মণিরাম নিজ ব্যবসাবুদ্ধিপ্রভাবে

প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও সৎকর্ম্ম করিয়া নিজ সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ ও সুদূর পাটনায় পর্য্যন্ত তাঁহার কুঠী ছিল। তাঁহার বংশধর আপ্‌তাব্ চাঁদ একজন সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। নবাব ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষগণ আপ্‌তাব্‌কে বিশেষ স্নেহ করিতেন। গঙ্গাকূলে তিনি একটী মন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ করেন। সাজীর মন্দির ও সাজীর ঘাট বলিয়া তাহা খ্যাত ছিল। আপ্‌তাবের বংশে মধুসূদন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সমাজে ইঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। [নিম্নে বংশলতা দ্রষ্টব্য]
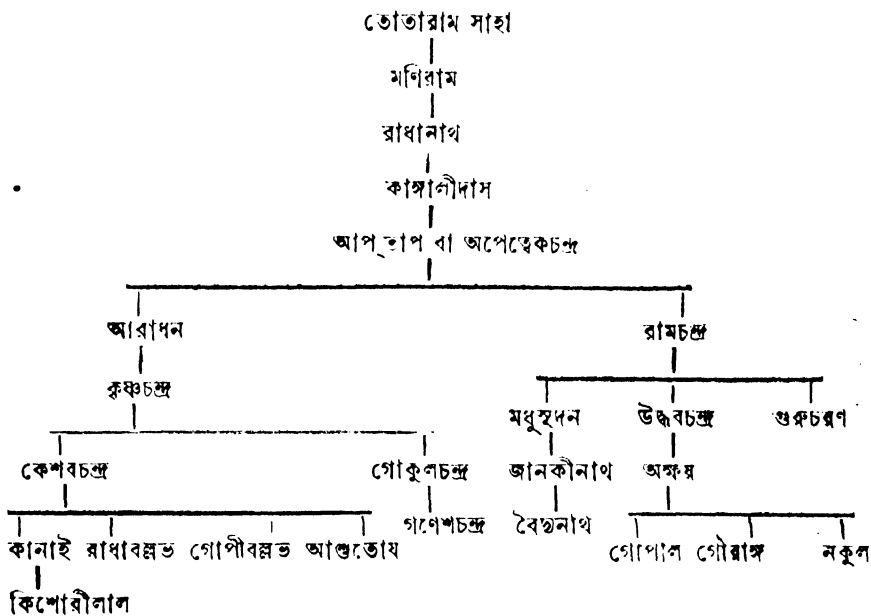
জানিপুরের কীর্ত্তনিয়ার বংশ। ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত সৈদপুরে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। তথা হইতে এক্ষণে অনেকে জামালপুরে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশীয় বিজয়কৃষ্ণ সাহা কার্য্যোপলক্ষে জানিপুরে আগমন করেন এবং তাঁহার কীর্ত্তন-গানে মুগ্ধ হইয়া এখানে তাঁহাকে একজন কন্যা দান করেন। পূর্ব্বে ইনি বারেন্দ্র সমাজভুক্ত ছিলেন, বিবাহ করিয়া রাঢ়ীয় সমাজে প্রবেশ করেন। ইঁহার জ্ঞাতিগণ অদ্যাপি বারেন্দ্রসমাজভুক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার বংশধরগণ কীর্ত্তনীয়া বলিয়া পরিচিত। বিজয়কৃষ্ণের পৌত্র শিবনাথ কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন গান করিয়া অধুনা শিক্ষিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

রাজসাহী কুমারপাড়ার সাহাবংশ—এই বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এই বংশের রামকৃষ্ণ একজন সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন।
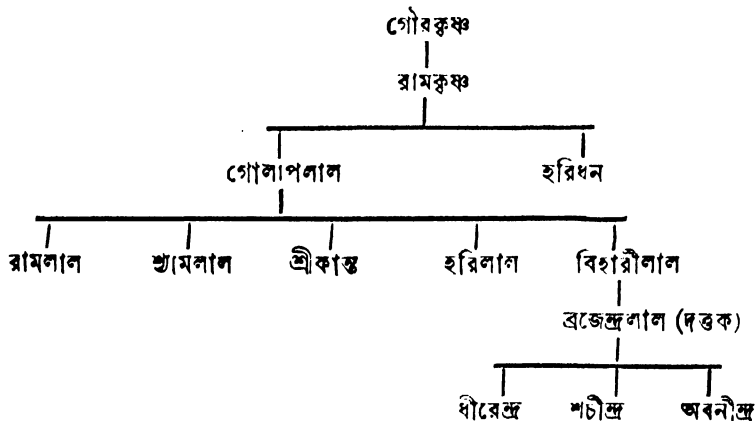
দিনাজপুরজেলাস্থ মাজ্‌ডিহার চৌধুরীবংশ—দিনাজপুরজেলাস্থ সৌলুকগণ মধ্যে এই বংশ অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। এই বংশের পূর্ব্ববাস ফরিদপুরজেলার ভূষণায়। বলরাম চৌধুরী প্রথমে দিনাজপুরে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র গিরিধর দিনাজপুরে ওকালতী করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র মাণিকচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্র অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। গুরুপত্নীর দানসাগর-শ্রাদ্ধের ব্যয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা এবং গুরুদেবের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। বৃন্দাবনেও তিনি ঠাকুর-সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপেও নিয়ম-সেবার জন্য নগদ ১০০৲ টাকা ও এক শত মণ চাউল পাঠাইতেন। ৺মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ৺চন্দ্রমণিও অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে পরবর্ত্তী বংশধরগণ সকলেই গুরুভক্তি ও দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে ইঁহাদের বংশলতা উদ্ধৃত হইল :—
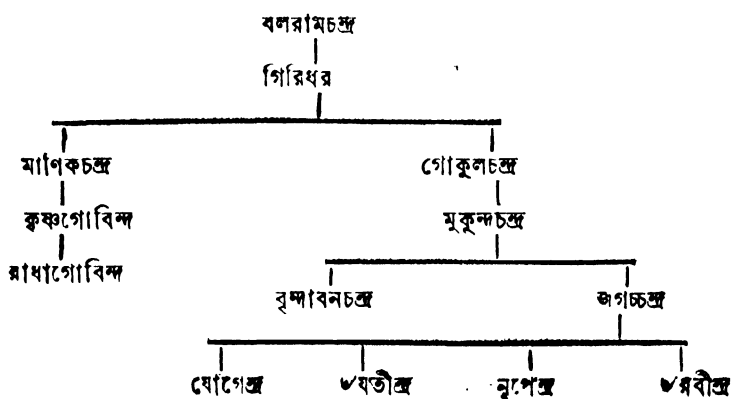
মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কামারগাঁ।—কামারগাঁর মণ্ডলবংশ ও সাহাবংশ সম্ভ্রান্ত। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন ও ঘাট বাঁধা প্রভৃতি সাধারণ হিতকর-কার্য্যে উক্ত মণ্ডলবংশ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জাফরগঞ্জের কতিপয় বিশিষ্ট বংশ।—ধুসরের স্বরূপচন্দ্র দেওয়ান, মথুরাকান্ত চৌধুরী ও ঈশানচন্দ্র প্রামাণিকবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। স্বরূপচন্দ্র দেওয়ান একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। মথুরাকান্ত চৌধুরী প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের নিষ্ঠা ও আতিথ্যসৎকার উল্লেখযোগ্য।

ঈশানচন্দ্র প্রামাণিক একজন সামাজিক নেতা ছিলেন।

নবীনগরের রায়চৌধুরীবংশ।—ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার নবীনগরের রায়চৌধুরী পরিবার সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া।—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রায়বংশ, পোদ্দার ও বৈরাগীবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। দানধর্ম্মে ও আতিথ্যে ইঁহাদের বিশেষ খ্যাতি শুনা যায়।

মাধবপাশার রায়চৌধুরীবংশ।—বরিশাল সহরের আট মাইল পশ্চিমে প্রসিদ্ধ চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে রায়চৌধুরী উপাধিবিশিষ্ট সুপ্রাচীন জমিদার বংশের যে সমস্ত কীর্ত্তি-কলাপ আছে, তন্মধ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। স্কুল, টোল প্রভৃতিতে সাহায্য, নিয়মসেবা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী-ভোজন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানও ইঁহাদের যথেষ্ট আছে।

মহাদিপুরের জমীদারবংশ।—মহাদিপুরনিবাসী খ্যাতনামা জমিদার ৺বিশ্বম্ভর সাহা অনেক সৎকার্য্য করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ঝালকাটী, সুতালরীর রায়বংশ।—এই প্রাচীন পরিবারের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা ও একটী প্রসিদ্ধ দেউল নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

নোয়াখালী সন্দীপ।—সন্দীপবাসী সৌলুকগণ প্রথমতঃ দুই গ্রামে বাস করিতেন এবং ঐ গ্রামনামানুসারে মুছাপুর ও কবীরপুর নামে দুইটী সমাজ গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনগণ নায়ক ও সরদার নামে অভিহিত হইত। ইঁহাদের সামাজিক পীড়ি বা কুলমর্য্যাদা ১৷০। সামাজিক নিমন্ত্রণে পূর্ব্বকালে সকলে পাতায় বসিলেও ইঁহাদিগকে থালা ও অপর সকলের পূর্ব্বে আহার্য্য দিতে হইত।

ভগীরথপুরের চৌধুরীবংশ—মুর্শিদাবাদ জেলার সৌলুকসমাজে এই বংশ প্রধান ও সম্মানিত। খোসালচাঁদ হইতে এই বংশের সমৃদ্ধি। লবণের ব্যবসায় তিনি যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করেন। অদ্যাপি পাটনাতে ইঁহাদের কুঠী আছে। এই বংশে বর্ত্তমান করুণা-কৃষ্ণ চৌধুরীই ধনে-মানে প্রধান। নিম্নে ইঁহাদের বংশলতা উদ্ধৃত হইল—
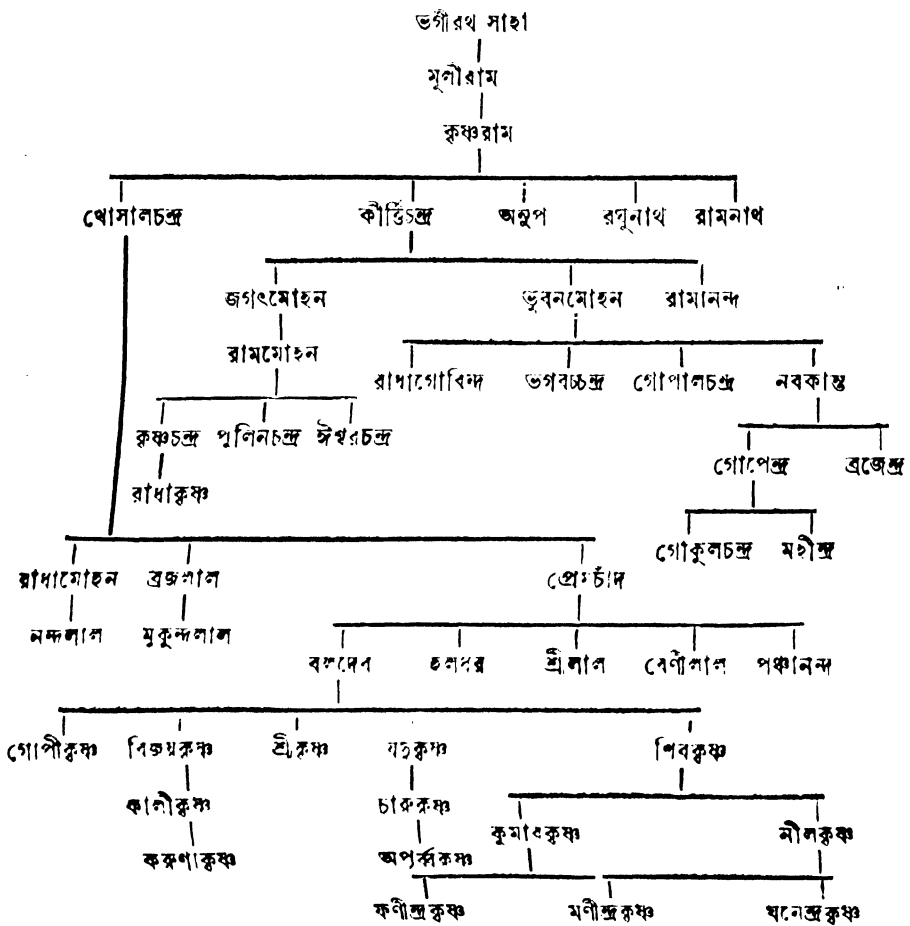
ভগীরথপুরের বিশ্বাসবংশ—এই বিশ্বাস-বংশ অতি প্রাচীন ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা স্থানীয় জমীদারদিগের দেওয়ানী, ম্যানেজারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা ডাক্তারি ও কেহ বা শিক্ষকতা করিতেছেন। স্থানীয় জমীদার চৌধুরী বংশ ও দুবলহাটী রাজবংশের সহিত এই বংশের বিবাহাদি সম্বন্ধ আছে।

ভগীরথপুরের বিশ্বাসবংশ।
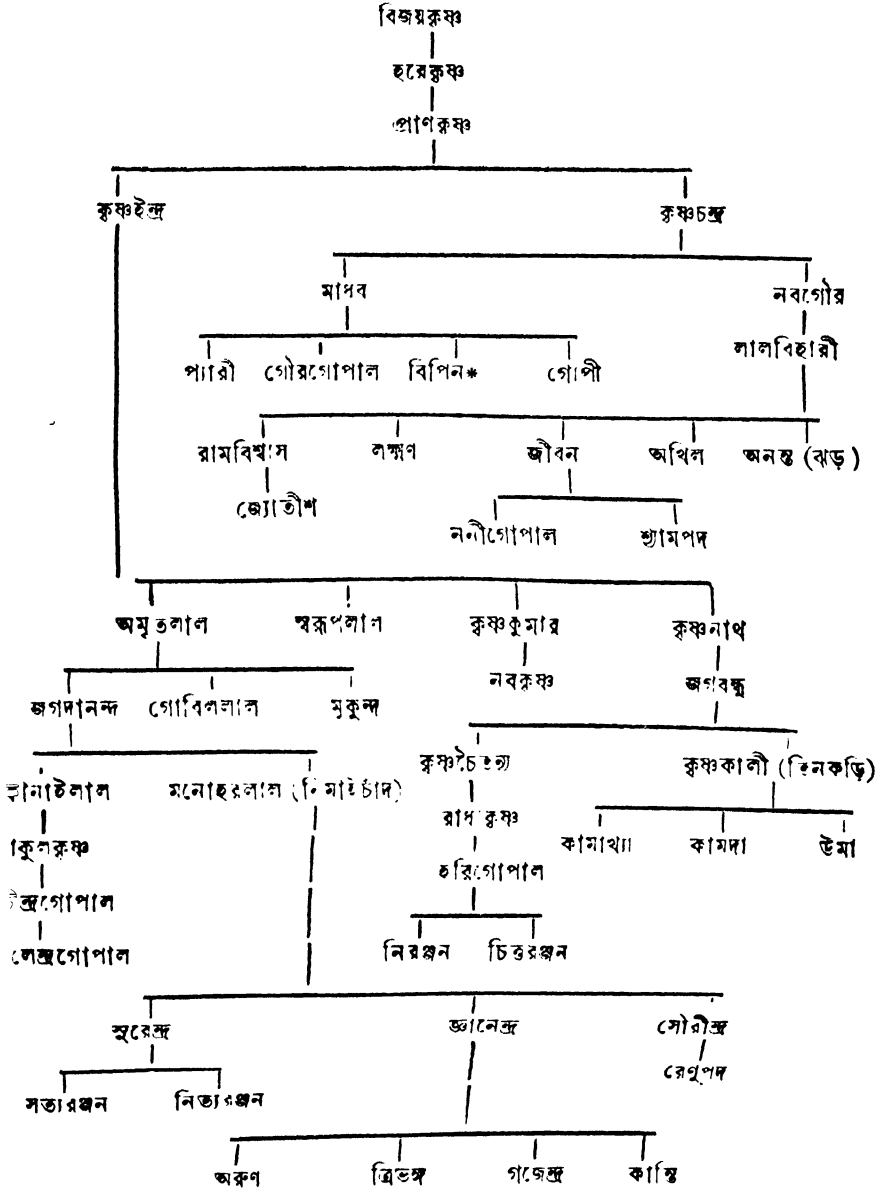
* ইহাঁর দুই কন্যা কৃষ্ণকামিনী ও নলিনী। দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায়ের সহিত নলিনীর বিবাহ হয়।

ঘ-পরিশিষ্ট

শ্রীহট্ট জেলায় সাহুবণিক্

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, শ্রীহট্টই শ্রেষ্ঠ অগরু চন্দনের জন্মভূমি। এই কারণে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই অগরুবণিক্‌গণের এখানে গতিবিধি ছিল। সৌলুক্‌গণ সমুদ্রবন্দরে আসিয়া মিলিত হইবার পর, এখানকার সাহুর পরামর্শে শ্রীহট্টেও আসিয়া কেহ কেহ মোকাম স্থাপন করেন। এ সময়ে অপর সাহুগণও এখানে বাস করিতেন, "সাহুকুল-পরিচয়" হইতে তাহার আভাস পাই। সেই পূর্ব্বতন অগরুবণিক্ ও সাহু বণিক্‌গণের বংশধরগণ 'সাধুবৃত্তি' অবলম্বন দ্বারা পূর্ব্ব হইতে "সাধু"র অপভ্রংশে 'সাহু' বা 'সাউ' নামে পরিচিত আছেন। এই জাতি বৈদ্য ও কায়স্থসমাজ হইতে পুত্রকন্যা লইয়া যে কেবল বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা নহে; বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় অনেক ব্যক্তি এই সমাজে মিশিয়াও পড়িয়াছেন। এই সমাজের সেন, মজুমদার, সোম, পুরকায়স্থ প্রভৃতি উপাধি বৈদ্য ও কায়স্থবংশব্যঞ্জক। কিন্তু মূল কায়স্থ বা বৈদ্যসমাজের সহিত এই সাহুসমাজের কোনপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই।

শ্রীহট্ট জেলার সাহু বণিক্‌গণ সাধারণতঃ উজান, দক্ষিণভাগ, শ্রীহট্ট, তরপ, বানিয়াচুঙ্গ ও জিনারপুর এই ছয়টী সমাজের অন্তর্গত। উপরোক্ত ৬টী সমাজের মধ্যে তরপ, বানিয়াচুঙ্গ ও জিনারপুর এই তিন সমাজ অপেক্ষা উজান, দক্ষিণভাগ ও শ্রীহট্ট এই সমাজত্রয় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। উপরোক্ত ছয় সমাজ ব্যতীত আরো কয়েকটী সমাজ আছে, যথা ইটা, ভানুগাছ, চৌয়াল্লিশ, কুবাজপুর ও পুটীজুরী। এই সকল সমাজ পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন একটী সমাজ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ কোন কারণে মূল সমাজ হইতে বর্ত্তমান পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন ইটাসমাজ দক্ষিণভাগ সমাজেরই একটী অংশ। ইটার প্রধানেরা দক্ষিণভাগ সমাজ বন্ধনের নিয়মনির্দ্ধারণ মানিতে সম্মত হন নাই বলিয়া দক্ষিণভাগ সমাজ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাই যেন বর্ত্তমান কালে প্রধান মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইটাসমাজ নামে সাধারণে পরিচিত ও যেন দক্ষিণভাগের বর্জ্জিত বলিয়া সাধারণ্যে পরিজ্ঞাত হইতেছেন। অপর ভানুগাছ সমাজও দক্ষিণভাগ সমাজের অংশবিশেষ। কুবাজপুর সমাজও জিনারপুর ও বানিয়াচুঙ্গ সমাজ হইতে উৎপন্ন। পুটীজুরী তরপের খারিজ।

উজান, দক্ষিণভাগ ও শ্রীহট্ট এই তিন সমাজ শ্রীহট্ট সদর, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশ ও সুনামগঞ্জ সবডিবিসনের কোন কোন অংশ লইয়া সীমাবদ্ধ।

ইটা, চৌয়াল্লিশ ও ভানুগাছ এই তিন সমাজ দক্ষিণ শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশেই সীমাবদ্ধ।

তরপ, বানিয়াচুঙ্গ ও জিনারপুর এই তিন সমাজ দক্ষিণ-শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশের কিয়দংশ, হবিগঞ্জ মহকুমা ও সুনামগঞ্জ মহকুমার কিয়দংশ লইয়া গঠিত।

উল্লিখিত কয়েকটী সমাজ-বিভাগ ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় শ্রীহট্ট জেলার সাহু বণিক্ জাতির মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই অথবা পূর্ব্বোক্ত রাঢ়ী-বারেন্দ্রের সহিত শ্রীহট্ট জেলার সাহুবণিক্ জাতির কোনরূপ বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত নাই।

কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, মধুকুল্য (মৌদ্‌গল্য), বাৎস্য ও আলম্বায়ন প্রভৃতি গোত্র এই বণিক্‌সমাজে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশই আলম্বায়ন গোত্রের অন্তর্গত। কাশ্যপ-গোত্রে চৌধুরী ও পুরকায়স্থ এবং ভরদ্বাজ গোত্রে অষ্টপতি, শিখিপতি ইত্যাদি কোন কোন উপাধি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সমাজে দাস, দত্ত, বিশ্বাস, সেন, মজুমদার, সোম, রায়চৌধুরী, দাসচৌধুরী, পোদ্দার, সাহা, খাঁ, মাঝি, হালদার, পাল, হোমদার, শিকদার, পুরকায়স্থ, লালা, মুন্সী, অষ্টপতি, লস্কর, সাহা প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়।

দক্ষিণভাগ সমাজে উমানন্দ গুপ্ত, নারায়ণ দেব, গোবিন্দ পুরকায়স্থ ও দেবানন্দ সেন এই চারিঘর শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাসম্পন্ন।* উচ্চ ৪ ঘরের নীচে আটঘরী নামে পরিচিতগণ মর্য্যাদাপন্ন।

* শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণনৃপতি সুবিদ্‌নারায়ণের সময় উমানন্দ গুপ্ত তাঁহার মন্ত্রী ও ব্রহ্মানন্দ নামে পরাশর গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাসদ ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন মন্ত্রী উমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কএকজন রাজকর্ম্মচারী সহ সাগরদীঘীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তৎকালে সাহা জাতীয় কোন ব্যক্তিকে এক ব্রাহ্মণ তর্পণ করাইতে ছিলেন। তর্পণ যথাশাস্ত্র হইতেছে না দেখিয়া মন্ত্রীর অভিপ্রায়ে ব্রহ্মানন্দ সেই ব্রাহ্মণকে তর্পণের মন্ত্রাদি বলিয়া দেন, একথা রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি সামাজিক বিচারে মন্ত্রী প্রভৃতিকে দণ্ডিত করেন। এই সূত্রে মন্ত্রীর সহিত রাজার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এমন কি রাজপ্রকোপে মন্ত্রী সদলে সমাজচ্যুত হন। কিছু কাল তিনি পৃথক্ থাকিয়া পরে শ্রীহট্টের দেওয়ানের সহিত মিলিত হন। দেওয়ানের উদ্যোগে রাজার বিরুদ্ধে খোজা ওসমান্ যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন, ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজা পরাজয় স্বীকার করিলেন, সেই সঙ্গে ইটারাজ্য মুসলমান অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু উমানন্দ প্রভৃতি আর স্বসমাজে গৃহীত হইলেন না, সাহুরূপেই গণ্য হইতে থাকেন। উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টেই অদ্যাপি সেই সমাজচ্যুত মন্ত্রিদলস্থ ব্যক্তিবর্গের বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তলেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত বিবরণী অনুসারে আমরা বিশ্বকোষে লিখিয়াছিলাম যে, "মৌলিক সাহাদের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ নাই, বলিতে গেলে কায়স্থ ও মৌলিক সাহাদের মধ্যে ইঁহারা মধ্যবর্ত্তী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।" (বিশ্বকোষ ২১শ ভাগ ৬৭২ পৃঃ) "সামাজিক বিবাদে বৈদ্য কায়স্থ জাতি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।" (৬৬৬পৃঃ) কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মন্ত্রী সদলে সাহাসমাজে মিলিত হওয়াতেই তাঁহারা 'সাউ' বলিয়া পরিচিত হন এবং জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ থাকাতেই তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি শ্রীহট্টের সাহুসমাজে শ্রেষ্ঠ কুলমর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট ও উত্তর সিলেটের অন্য স্থানস্থিত সাউ হইতে ভিন্ন অথবা অভিনব সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য নহেন। পূর্ব্ব হইতেই উক্ত তিন সমাজ সম্মানিত। মন্ত্রী উমানন্দ এই সমাজে মিলিত হইলে পর সম্ভবতঃ কায়স্থ-বৈদ্য সংস্রবের সূত্রপাত হয় এবং অদ্যাপি ঐরূপ সংস্রব দেখা যাইতেছে।

তৎপর ১৬ ঘর, তন্মধ্যে ১১ গোষ্ঠী যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ। উক্ত ৪ ঘর ইন্দানগর গ্রামে ও অপর বংশ নানা স্থানে আছেন। কিন্তু দক্ষিণভাগ সমাজের উক্ত শ্রেষ্ঠ চারিঘর হইতে ও লাতুর অষ্ট-পতির গোষ্ঠী নামে এক বংশ বর্ত্তমানে সমাজে অধিক সম্মানিত। হোমদার, শিখদার (অষ্টপতির বংশের এক শাখা) প্রভৃতি কয়েক ঘরও তাদৃশ সম্মানিত ছিলেন। বর্ত্তমান কালে অনেক বংশ লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইটা-সমাজ দক্ষিণভাগ-সমাজের একটী অংশ। এই ইটা সমাজের দাসের মহল মৌজায় হালদার উপাধির যে এক বংশ আছে, তাঁহারাই শ্রীহট্ট জেলার সাহু বণিক্‌গণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহাদের কুলদেবতা দামোদরের সেবা করায় তাঁহাদিগকে দেবল বলিয়া গ্লানিভাজন হইতে হইয়াছিল। এই হেতু ব্রহ্মানন্দের বংশ সহ অপর যে যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দক্ষিণভাগ গ্রামে বসিয়া সাহু-জাতীয় অপর সকলকে আহ্বান করিয়া যে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন, সেই সভায় উক্ত হালদারগণকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেও তাঁহারা যান নাই। ইহাতেই দক্ষিণ-ভাগ নামে সমাজ গঠিত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন বা তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করেন। শিবাই কাশীর বংশ নামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ হালদার বংশের কুলঠাকুর দামোদরদেবের সেবা স্বীকার করিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগকে এবং মাঝি, ঢালকর প্রভৃতি অপর কয়েক ঘর সাহু লইয়া দাসের মহলের হালদারবংশ ইটা নামে প্রসিদ্ধ সমাজের অন্তর্গত হইয়া রহিলেন।

দক্ষিণভাগ সমাজে অষ্টপতিবংশ বলিয়া যাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সাধারণের নিকট তাঁহারা অশ্বপতির বংশ বলিয়া পরিচিত। অশ্বপতি ও শিখিপতি নামে দক্ষিণভাগ সমাজে দুই ঘরের প্রসিদ্ধি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। শিখিপতিবংশ বিরল হইয়া পড়িয়াছেন। অশ্বপতি-বংশ এখন উক্ত অষ্টপতিবংশ নামে পরিচিত আছেন। যাঁহার নামে অতঃপর বংশপরিচয় আছে, সেই সকল ব্যক্তি হইতে এক্ষণে নয় দশ পুরুষ চলিতেছে।

দক্ষিণভাগ সমাজের প্রধান প্রধান বংশপ্রবর্ত্তকদের নাম :—উমানন্দ গুপ্ত, নারায়ণ দেব, গোবিন্দপুরকায়স্থ, দেবানন্দ সেন এই ৫ ঘর প্রধান, তৎপর গঙ্গাই, মেধাই, যাদব হোমদার, জটু দুর্গাদাস, সুদামরায়, রূপরায়, মধুমনোহর, গোপীনাথ রায়, মুকুন্দ রায়, রামনাথ, কমাই মাণিক রায়, রাঘব রায়, জয়রাম, কালা লখাই, বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ রায় প্রভৃতি।

তদ্ব্যতীত যাদব, বলাই, কানু সেন প্রভৃতি এবং হরিদাস (চৌধুরীগোষ্ঠীপ্রবর্ত্তক) ডরাই প্রভৃতি আরও কয়েকটী সম্মানিত বংশ-প্রবর্ত্তকের নাম উল্লেখযোগ্য।

উজান সমাজ—এ সমাজে ৪ ঘর ও ৮ ঘর কুলীন বলিয়া সম্মানিত। ৪ ঘর যথা—গোবিন্দ রায়, বাণীনাথ, হৃদি ও গৌরী (গৌরী রায়)। ৮ ঘর যথা—রামজীবনের গোষ্ঠী গং।

শ্রীহট্ট সমাজ—এ সমাজে পীড়ই বা গোমটবংশই সর্ব্বপ্রধান। তৎপর তেরনগর, দুইমাইল, কুতলখানি, পঞ্চখানি, কুমারিয়া, কাপাসিয়া ও এগার-ঘরী সম্মানিত। তৎপর শেখবর্গীয়া নামে অভিহিত বংশ।

শ্রীহট্টের রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব আত্মীয়গণকে অনেকে উক্ত পীড়ই বা গোমট

বলিয়া মনে করেন। রাজা বর্ত্তমান থাকা অবধি তাঁহার নিজবংশকে "বৈশ্য" বলিয়া পরিচয় দিতেন। এদিকে আবার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মাণিকরায় হুগলী হইতে শ্রীহট্টাগত কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।*

অতিপূর্ব্ব কালে শ্রীহট্টের সাহুবণিক্ জাতির ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের উপাধি বিতরণকার্য্য উজান, দক্ষিণভাগ ও শ্রীহট্ট এই তিন সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রধান তিনব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইত। সমাজত্রয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ তিন জন "তিন শিক" নামে অভিহিত ছিলেন এবং ইঁহাদের দ্বারাই উপাধিটীকা প্রদত্ত হইত। বর্ত্তমানে টীকা প্রদানের প্রথা রহিত হওয়ায় অথচ নিজ নিজ সমাজের মধ্যে সামাজিক প্রাধান্য নিবদ্ধ থাকায় কেবল রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের বংশই "শিক" বংশ বলিয়া পরিচিত আছেন।

তরপ সমাজ—এই সমাজে তিন কায়স্থ, তিন খাঁ, ঘর মাঝি, প্রভা (পরবা) এই আট বংশ বা ঘর শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। ইহার পর আর আট, ছয় ক্রমে আরো ২।১ থাক পরিচিত গণনীয় লোক ছিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠ থাকে কালা কায়স্থ (পদ্ধতি পোদ্দার), চন্দাই কায়স্থ ও গোরা কায়স্থ এই নামে তিন কায়স্থ পরিচিত। তিন খাঁ যথা—যশোবন্ত খাঁ, শ্রীমন্ত খাঁ ও জয়মন্ত খাঁ এবং উক্ত ঘর মাঝি, প্রভা এই আট বংশের মধ্যে,—পূর্ব্ব মর্য্যাদা হারাইয়া বর্ত্তমান ২।১ ঘর মাত্র সেই সেই বংশের পরিচয় দিতেছেন। অপরের বংশ লোপ হইয়াছে।

বাণিয়াচুঙ্গ সমাজ—১ সদাই, ২ বাউসাই, ৩ দেবীদাস, ও ৪ মথুরাদাস এই চারি বংশ বাণিয়াচুঙ্গ সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাসম্পন্ন। হালদার, চৌধুরী ও পোদ্দার ইঁহাদের উপাধি। এই সমাজে হালদার উপাধির হরাইর গোষ্ঠী নামে আর এক শ্রেষ্ঠ বংশ তরপ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাদৃশ মর্য্যাদার পোদ্দার উপাধিযুক্ত "পইয়া" নামে এক গোষ্ঠী তরপে ও 'ধইয়া নামে এক বংশ জিনারপুরের অন্তর্গত হইয়া যান। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় থাকের মর্য্যাদায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের আর পূর্ব্ববৎ মর্য্যাদা নাই। অনেকের বংশ-লোপ ঘটিয়াছে।

দিনারপুর বা জিনারপুর সমাজ—এই সমাজের সম্ভ্রান্ত বংশ গুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণী।

দিনারপুর সমাজের সর্ব্বপ্রধান ১ শ্রেণীতে ছয় বংশ (গোষ্ঠী) যথা—১ ভালাই, ২ গোরাই-ওঝা, ৩ হীরাই, ৪ ঘুরাই, ৫ হরি, ও ৬ ধইয়া। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আটবংশ (গোষ্ঠী) যথা—১ সাউদখাঁ, ২ সুবিদখাঁ, ৩ আকবর, ৪ খুলা পড়াজগাই, ৫ কাইয়া সর্ব্ব, ৬ রতি, ৭ হরাই, ৮ পরাণ।

তৃতীয় শ্রেণীতে ষোলবংশ (গোষ্ঠী) যথা—১ মাধব চৌধুরী, ২ গন্ধাই, ৩ নারায়ণ, ৪ দেবাই,

* শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর রচিত "নবাব হরেকৃষ্ণ" ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫ কুমুদ, ৬ লুকাই, ৭ বিশ্বানন্দ, ৮ যদু, ৯ গঙ্গাই, ১০ চাঁদ, ১১ ভুলাই, ১২ ঢালী, ১৩ কালা-জীবন, ১৪ অনন্ত, ১৫ ভুধাকমা, ও ১৬ ফলভাগাই।

ইঁহাদের উপাধি পোদ্দার, হালদার, রায়চৌধুরী ইত্যাদি। হরাইপ্রমুখ তন্নিম্ন মর্য্যাদার কয়েকবংশ তরপ ও বাণিয়াচুঙ্গ সমাজমধ্যে এক স্বতন্ত্র সমাজরূপে থাকিয়াও তরপের সঙ্গে অনেকটা সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ধন, ভাগাই, পইয়া, সুখরায়, বেবাজ, দয়ালদাস, আনন্দদাস, নিত্যানন্দ দাস, এই আট বংশ লইয়া তরপ ও বাণিয়াচুঙ্গের মধ্যে মধ্যসমাজ নামে এক স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারাও ক্রমে তরপের আসনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রায় পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে তরপ পরগণার অন্তর্গত মাছুলিয়া-গ্রামনিবাসী স্বজাতি-হিতচিকীর্ষু ৺রত্নবল্লভ দাসচৌধুরী জমিদার মহাশয় স্ব স্ব যাজনিক ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষাসংপ্রসারণের উদ্দেশ্যে উপাধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চতুর্গুণ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিতদের দ্বিগুণ দক্ষিণার ব্যবস্থা ছিল। সেই নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া এ জেলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ নিয়ম অবান্তর সমাজসমূহ সহ শ্রীহট্টের বর্ণিত ছয় সমাজেই প্রচলিত আছে। স্বজাতির মধ্যে সংস্কার ও শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াকলাপাদি পূজাপার্ব্বণাদি প্রচারে উক্ত স্বর্গীয় জমিদার মহাশয় অনেক চেষ্টা ও সাহায্য করিয়াছিলেন।

নবাব হরেকৃষ্ণের সময়ে শ্রীহট্টে নবাব সাদেক উল্লা খাঁ বাহাদুর ও নবাব আবু আলী খাঁ বাহাদুর নায়েব ফৌজদার ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে দেওয়ান মাণিকচাঁদ রায় নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টে পূর্ব্বাবধি একদল সৈন্য রক্ষিত হইত। হরদয়াল নামক জনৈক ব্যক্তি এই সময়কার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। শুকুরুল্লা কর্তৃক নবাব হরেকৃষ্ণ নিহত হইলেও কর্ম্মচ্যুত শুকুরুল্লাকে হরকৃষ্ণের পদে তৎক্ষণাৎ নিয়োজিত করা হয় নাই। দিল্লী হইতে নূতন ফরমান্ আনাইতে তাঁহার এক বৎসর লাগিয়াছিল, এই এক বৎসর কাল শ্রীহট্টের শাসনভার নায়েব ফৌজদার, সেনাধ্যক্ষ ও দেওয়ানের উপর সমভাবে অর্পিত হয়। তাঁহারা তিনজনে একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্ত নামের মোহরাঙ্কিত সনদ এখনও শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই মোহরে "সাদেকুল্ হরমাণিক" লিখিত আছে। সাদেক উল্লা, হরদয়াল, ও মাণিকচাঁদ, এই তিন নামের আদি শব্দ উক্ত মোহরে গ্রথিত হইয়াছে। দেওয়ান মাণিকচাঁদই শ্রীহট্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ।

এই সমাজের বয়োবৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রায় দুইশত বৎসর হইতে চলিল, শ্রীহট্টের নবাব কায়স্থজাতীয় হরেকৃষ্ণ দস্তিদার মহাশয় ও দেওয়ান মাণিকচাঁদ রায় শ্রীহট্ট জেলায় দশসালা বন্দোবস্ত করেন এবং সাহু ও কায়স্থ জাতির মধ্যে একবার সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীহট্টের সাহু জাতীয় হুকুমত রায় তাহাতে উদ্যোগী ছিলেন। তৎপরে প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সহরবাসী সাধুকুলতিলক মহাত্মা লালা আনন্দরাম রায় এ দেশীয় কায়স্থ ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে জলাচরণ ও পংক্তিভোজনাদি সমন্বয়-প্রয়াসী হইয়া অকুণ্ঠশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এ জেলায় এক মহা আন্দোলন উপস্থিত

করিয়াছিলেন। প্রবাদ এরূপ যে, এখানকার কোন বিরোধী ব্রাহ্মণ গোময়-নির্ম্মিত শিবপূজারূপ অভিচার দ্বারা রক্ত বমন করাইয়া সময়ের অনতিকাল পূর্ব্বে, লালা মহাশয়ের বিনাশসাধন করেন। তজ্জন্যই তাঁহার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হইতে পারে নাই। যাহা হউক, সেই সময় হইতেই উচ্চ শ্রেণীর যাজনকারী এবং অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাধু-বণিক্সমাজের ব্রাহ্মণগণের বৈবাহিক আদানপ্রদান চলিতেছে। ব্রাহ্মণকায়স্থাদির ন্যায় এই সমাজেও যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, বিবাহ, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম (ষষ্ঠীব্রতাদি) নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ এই অষ্টবিধ সংস্কার উচ্চ উচ্চ পরিবারে প্রচলিত আছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে উল্লিখিত সংস্কারগুলির ৫।৬টী মাত্র প্রচলিত দেখা যায়। সোহাগস্নান, আদরে স্নান, সুন্দা, বিবাহ, দধিমঙ্গল, তৎপর বাসর, পর দিন বাসিবিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত আছে। শ্রীহট্ট জেলায় এই জাতির সকলেই বংশপরম্পরায় প্রধানতঃ বণিক্-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সহজে কেহ চাকুরী স্বীকার করিতে চাহেন না। শ্রীহট্টসদর ও দক্ষিণভাগ সমাজের কেহ কেহ ইংরাজের আমলের পূর্ব্বে ঢাকার নবাবের অধীনে শ্রীহট্টসহরের শাসনকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এখানকার সাহু বণিকেরা স্বজাতি ও রাজসরকার ব্যতীত অপর কাহারও চাকুরী গ্রহণ করেন না।

তেজারতী ও মহাজনী এই জাতীয়ের প্রধান ব্যবসায়। শ্রীহট্টে এই জাতির মধ্যে অনেক জমিদার, তালুকদার ও মিরাশদারও আছেন। অধিকাংশই ব্যক্তিই শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামী ও ব্রাহ্মণবংশীয় বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য। প্রায় সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। পশ্চিমাঞ্চলের অগর্‌বাল্ প্রভৃতি বৈশ্যবেণিয়ার সহিত এই জাতির আচার-ব্যবহারের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার। পশ্চিমদেশীয়দের ন্যায় বিবাহে কুশণ্ডিকা, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও অধিবাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষদের জন্য তর্পণ ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে যথারীতি গীতা ও বিরাট পাঠ হয়। বৈশ্যবিহিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি ইঁহাদের নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণের নিত্যকর্ম্ম। বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য, নিরামিষভোজন প্রভৃতি সদাচার প্রতি পরিবারেই যথারীতি প্রতিপালিত হইতেছে। সকলেই প্রায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মাংসভক্ষণ এই সমাজে নিন্দনীয়। আজকাল নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়-মধ্যে কেহ কেহ মাংসভক্ষণ করিয়া থাকেন। মদ্যস্পর্শ ইঁহারা মহাপাপ মনে করেন। বিধবাবিবাহ এই সমাজে অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে সাধু, সাউধ, সাউ, মহাজন প্রভৃতি পদবী ছিল ও আছে। ইঁহাদের অবস্থান-গ্রামগুলি এখনও সাউধপাড়া, সাধুহাটী, মহাজন-পাড়া, মহাজনপট্টি প্রভৃতি নামে পরিচিত।

দাসত্ব-প্রথা—দাসত্ব-প্রথা এদেশ হইতে এ পর্য্যন্ত নিঃশেষে নির্ব্বাসিত হয় নাই। পূর্ব্বে কবালাপত্রে দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় হইত। শ্রীহট্টের সাহুসমাজের অবস্থাপন্ন প্রায় প্রতিঘরের দাস-দাসী ছিল এবং দাস ক্রয়বিক্রয়ের কবালা ও ডিক্রী প্রভৃতি এখনও অনেকের কাছে আছে। ঐ দাসদাসীর সন্তানসন্ততিগণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব প্রভুর আশ্রয়ে ও একান্নবর্ত্তী পরিবারমধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদিগকে নবশাখ ও জলাচরণীয় অন্যান্য কৃষিজীবি জাতি হইতে সংগ্রহ করা হইত।

এই জেলায় বিশিষ্ট সম্মানিত ও অবস্থাপন্ন সাহবণিকগণের নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই, যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

৺জয়গোবিন্দ সোম, এম্ এ, বি, এল্।—ইনি শ্রীহট্ট জেলার প্রথম এম এ, উপাধিধারী। অনেক দিন পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত কলিকাতা হাইকোর্ট ওকলাতী করেন, পরে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যান। ৺বিপিন বিহারী দাস, এম, এ, বি, এল্,। ইনি জগদ্বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয়া পণ্ডিতা রমাবাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই "বিরজা" নাম্নী একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৺প্যারীচরণ দাস—শ্রীহট্টপ্রকাশ-সম্পাদক। শ্রীহট্ট জেলায় প্রথম যে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহার নাম "শ্রীহট্টপ্রকাশ" ছিল। বাবু প্যারীচরণ দাসই তাহার পরিচালক ছিলেন। "শ্রীহট্ট-প্রকাশ" শ্রীহট্টের সাহ বণিক্‌গণেরই কীর্ত্তি। তাঁহার রচিত কয়েকখানা গ্রন্থও আছে। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পদ্য পুস্তক, শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কবিতা তাঁহার কবিত্বের পরিচায়ক। ৺বৈকুণ্ঠচরণ দাস—সবজজ, ৺গুরুচরণ দাস—মুনসেফ, ৺চৈতন্যচরণ দাস—মুনসেফ, ৺শ্যামাচরণ রায়—মুনসেফ, ৺বৈকুণ্ঠনাথ দাস চৌধুরী অনারেরী মেজিষ্ট্রেট, ৺প্যারীচরণ দাস এম, এ, বি, এল্। ৺রমাকান্ত রায় এম, ই। ইনি জাপান খনিজবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অতীব প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর কাশ্মীরের মহারাজের অধীনে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়া কাজ করেন। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। ৺রামচন্দ্র দাস—একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এগ্রিকালচারেল বিভাগের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর আসামবিভাগের একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনাররূপে কাজ করিয়া অল্পকাল-মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৺রঙ্গগোবিন্দ চৌধুরী—কবি ও পদকর্ত্তা। ইনি একজন সাধু-পুরুষ ছিলেন।

শ্রীকিশোরীমোহন সেন, বি, এ, একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার, শ্রীরাধামোহন দাস, বি, এ, একষ্ট্রা এঃ কঃ, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, বি, এ ডিপুটী কালেক্‌টার, শ্রীউদয় চাঁদ সাহা, বি, এ, সব ডিপুটী কালেক্‌টার। ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, ৺হেমেন্দ্রকুমার দাস সবরেজিষ্টার হাইলাকান্দী। শ্রীদেবীচরণ রায়, এম, এ, একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার, শ্রীঅভয়াচরণ দাস, এম, এ, হেড মাষ্টার ঢাকা হাইস্কুল, রায় হরিচরণ দাস বাহাদুর বি, এল গবর্ণমণ্ট প্লিডার, শিলচর, শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী, এম, এ, জমিদার, শ্রীবনমালী দাস ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস, বি, সি, ই, ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারি কলেজের শেষ পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীরাধামাধব রায় ইনি লণ্ডন কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতেছেন। শ্রীযোগীন্দ্র-চরণ দাস জমিদার অনারেরী মাজিষ্ট্রেট, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় জমিদার, অনারেরী মাজিষ্ট্রেট, শ্রীরসরাজ দাস উকীল, শ্রীবিশ্বম্ভরচরণ দাস গবর্ণমেণ্ট উকীল, ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র রায় চৌধুরী, পরিদর্শক-সম্পাদক। সম্প্রতি ইনি ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় আছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বি, এ—ইনি সম্প্রতি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রদ্যুম্নচরণ দাস—সব ডেপুটী কলেক্টার শিলচর। প্রাণকৃষ্ণ দাস—রেভিনিউ পেস্কার ডেপুটী কমিশনার আফিস শিলচর। রমেশচন্দ্র দাস—ক্লার্ক কমিশনার আফিস শিলচর। অশ্বিনীকুমার দাস—সবরেজিষ্ট্রার খাল্লুয়া (ত্রিপুরা), কালিকাপ্রসাদ দাস পুরকায়স্থ—উকীল করিমগঞ্জ। রমণীমোহন দাস—জমিদার ভাইস চেয়ারমেন করিমগঞ্জ লোকেল বোর্ড। ব্রজমোহন দাস—সেরেস্তাদার করিমগঞ্জ মুনসেফী। লাবণ্যচন্দ্র দাস—ট্রেজারার ও নাজির করিমগঞ্জ। বসন্তকুমার পুরকায়স্থ বি, এ—হেডমাষ্টার শ্রীহট্ট নেশনেল স্কুল। রাজগোবিন্দ সোম—উকীল শ্রীহট্ট। রাইচাঁদ দাস—2nd clerk জজকোর্ট শ্রীহট্ট। গোপীরঞ্জন দাস—নাজির, ডিষ্ট্রিক্ট জজকোর্ট। গিরিশচন্দ্র দাস—এসিষ্টাণ্ট জেইলার তেজপুর। রামলোচন দাস—উকীল মৌলবিবাজার। সুদর্শন দাস—বি এল উকীল হবিগঞ্জ। গিরিশচন্দ্র দাস—উকীল হবিগঞ্জ। রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস বি, এ,

১। জেলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জ—কীর্ত্তিখোলাস্থ তামোলি-বংশ।

- ভক্তদাস
  - রঘুনাথ
    - সনাতন
      - ঠাকুর দাস
        - গোঁসাইদাস
          - আন্দিরাম
            - বাঞ্ছারাম
              - শান্তিরাম
                - রাধামাধব
                  - নদীয়াচাঁদ
                    - মনোহর
                      - জগৎবিহারী
                        - অমৃতলাল
                        - ব্রজবাসী
                        - শ্রীনাথ
                      - বিপিনবিহারী
                      - রাইমোহন
                        - নলিনীকান্ত
                        - রমণীকান্ত
                        - রোহিণীকান্ত
                  - গাথুলী
                - হরেকৃষ্ণ
                  - রবিদাস
                    - জগচ্চন্দ্র
                    - বিহারীলাল
                    - মদনমোহন
        - রামচন্দ্র রায়
          - শ্যামচন্দ্র
            - সেবকদাস
              - গোপালচন্দ্র
                - ফাগুন
                  - শ্যামসুন্দর
                    - রামসুন্দর
                      - দয়ালচন্দ্র
                      - ত্রৈলোক্যনাথ
                        - কন্তা
                        - বসন্ত
                    - গিরি
                  - নারাণচন্দ্র
                  - যাত্রারাম
                    - বাঁশী
                    - শ্রীহরি
                      - শ্রীধরচন্দ্র
                      - গদাধর
                        - দুর্গানাথ
                        - গজেন্দ্রমোহন
                      - দামোদর
                    - বল্লভিকান্ত
                - শোভারাম
              - কালীচরণ (কানুনগো)
                - দুঃখীরাম
                  - দুলালচন্দ্র
                    - বৃন্দাবনচন্দ্র
                      - গোপেশ্বর
                        - ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বি,এ
                        - নগেন্দ্রনাথ রায়
                        - খগেন্দ্রনাথ রায়
                      - বাকেশ্বর
                        - যোগেন্দ্রমোহন
                        - উপেন্দ্রমোহন
                        - হরেকৃষ্ণ
                        - জ্যোৎস্না
                        - শ্রীকৃষ্ণ
                    - চন্দ্রনাথ (চাঁদসাহা)
                    - নিশানচন্দ্র
                    - বিপিনচন্দ্র
                      - মাখনলাল
                        - কালিদাস
                      - রাধিকালাল
                        - পূর্ণচন্দ্র
                      - যশোদালাল
                      - মুনীন্দ্রমোহন
                      - ধনীরাম
                - লোকনাথ

২ ক। জেলা পাবনা। বেলকুচির প্রামাণিকবংশ।

- পুরুষোত্তম
  - কৃপাসিন্ধু
    - রাজেন্দ্র
      - সঙ্কর্ষণ (ইনিই বেলকুচি আসেন)
        - ত্রিবিক্রম
          - জগদীশ
            - আবালকৃষ্ণ
              - শ্রীমন্ত (বেলকুচির দোলমঞ্চপ্রতিষ্ঠাতা)
                - বল্লভ
                  - হরি* (শ্যামরায় নামক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা)
                  - যাদুরাম†
              - বিশ্বান্ত
                - অভিরাম
                  - রঘুরাম
                    - সীতারাম
                      - আকালু
                        - কাশী
                          - হরি
                            - বটেশ্বর
                          - বিপিন
                          - গোবিন্দ
                        - কানাই (গৃহত্যাগী)
                      - লালু (পোদ্দার)
                        - শম্ভু
                          - ঈশান
                          - রসিক
                            - রাজিব
                        - শিবু (গৃহত্যাগী)
                        - ভৈরব
                          - কৃষ্ট
                          - মোহন
                          - চুণী
                            - রবীন্দ্র
                        - হরিনাথ
                    - মাত্তারাম
                      - সয়ারাম
                        - রাজকৃষ্ণ
                          - গোবিন্দ
                        - গৌর
                          - কীর্ত্তি
                            - কালীনাথ
                            - গয়ানাথ
                              - ধর্ম্ম
                            - শ্রীনাথ
                              - নেধ
                              - রামগোপাল
                          - কোমল
                      - ময়ারাম
                        - রূপচাঁদ
                          - তিলক
                            - ফুলচাঁদ
                              - গোলেশ্বর
                            - দ্বারিকা
                          - বলাই
                            - বনারী
                          - কানাই
                            - কৈলাশ
                            - মেঘনাদ
                            - পরম
                          - ছিদাম
                        - নিতাই
                          - যুধিষ্ঠির
                          - অর্জ্জন
                            - রজনী
                            - যাদব
                          - বিশ্বনাথ
                            - কুরাণ
                        - স্বরূপ
                      - পরাণ
                        - নিহাল
                          - গোকুল
                          - হরিলাল
        - সুলোচন
          - জয়কৃষ্ণ
            - পঞ্চানন্দ
              - সীতারাম
                - কৃষ্ণপ্রসাদ
  - হৃষিকেশ
  - শ্রীমন্ত

* ২থ বংশলতায় গঙ্গাহরির বংশাবলি দ্রষ্টব্য।

† ২গ ঐ যাদুরামের ঐ

২খ। জেলা পাবনা। বেলকুচির প্রামাণিকবংশ।

- গঙ্গাহরি
  - দ্বারিকানাথ
    - জিতরাম
      - যুগল
        - কুইমঙ্গল
          - মুরলীধর
          - গদাধর
        - বেহুরাম
          - গোকুল
            - শুকদয়াল
              - মাখনলাল প্রভৃতি
          - রঘুনাথ
        - জগন্নাথ
          - যশোমন্ত
          - বিপিন
            - নরেন্দ্রনাথ
            - ব্রজলাল
            - কুঞ্জলাল
        - নারায়ণ
        - পাচু
      - গৌরকিশোর
        - রঘুনাথ
        - চাঁদকৃষ্ণ
          - সুধীর
            - দিনদয়াল
              - দেবেন্দ্র
                - রাজেন্দ্র
                  - পূর্ণচন্দ্র
            - সুখময়
            - ক্ষুদীরাম
          - রাধাকান্ত
            - রসরাজ
            - দ্বিজরাম
          - রমাকান্ত
            - হৃদয়
            - হৃষিকেশ
          - রুক্মিণী
          - রজনী
            - রঙ্গলাল
            - মাখনলাল
        - মণিকৃষ্ণ
          - গোপীনাথ
          - নীলরতন
          - মহাভারত
      - নন্দরাম
        - গোবিন্দ
          - গঙ্গাধর
            - যোতিন্দ্র
    - সীতারাম
    - নিধিরাম
      - বিষুরাম
        - আমিরচাদ
          - জলধর
            - বৃকদর
            - ক্ষুদীরাম
          - শ্রীধর
          - গিরিধর
        - রাইচাদ
      - জুলীরাম
    - রামগোপাল
  - রামেশ্বর (দেলুয়া)
    - সভারাম
      - কান্ত
        - কালীচরণ
          - গোবিন্দ
            - বেণীমাধব
            - নীলমাধব
          - মহানন্দ
            - কুঞ্জলাল
          - দেবেন্দ্র
          - রাজেন্দ্র
            - কানাই
            - ললিত
          - বৃন্দাবন
            - দুর্লভ
      - মাখন
    - বুলচাদ
      - ইন্দ্রনারায়ণ
        - শ্যামসুন্দর
          - কালীপ্রসাদ
            - কেশব
            - হেমচন্দ্র
          - দেবীপ্রসাদ
            - শ্রীহরি
              - বরদা
                - মনিন্দ্র প্রভৃতি
            - দিগাম্বর
              - শুকলাল
            - শুকদয়াল
              - মাখন প্রভৃতি
          - দশরথ
      - হরিকৃষ্ণ
        - নিতাই
          - হরিনাথ
          - নবীন
            - ললিত ও ক্ষুদু
          - হরিলাল
          - মোহনলাল
            - অমর
      - কেলীকৃষ্ণ
      - বাণীকৃষ্ণ
    - দুর্লভ
      - কালীনাথ
        - ময়রাম
          - নিমাই
          - রামকুমার
          - রামকানাই
        - রাধাগোবিন্দ
          - রামলোচন
            - রাজচন্দ্র
            - জগৎচন্দ্র
              - রসরাজ
                - ক্ষেত্রনাথ
                - যতিন্দ্রমোহন
          - রামদুলাল
    - রামনারায়ণ*

* ২ষ বংশলতায় রামনারায়ণের অধস্তনবংশ দ্রষ্টব্য।

২গ। জেলা পাবনা। বেলকুচির প্রামাণিকবংশ।

২ঘ। জেলা পাবনা। বেলকুচির প্রামাণিকবংশ।

৩। পাবনাজেলান্তর্গত ধোবাখোলার চৌধুরীবংশ।

৪ক। পাবনা জেলা, সিরাজগঞ্জ মহকুমা, নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী চৌধুরীবংশ।

* ৪র্থ সংখ্যায় ইহার অধস্তন বংশ দ্রষ্টব্য।

৪থ। পাবনা জেলা, সিরাজগঞ্জ মহকুমা, নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী চৌধুরীবংশ।

৫ক। জেলা ময়মনসিংহ, মহকুমা টাঙ্গাইল—আলিসাকান্দার রায়বংশ।

- বঙ্গাই বিশ্বাস
  - তপাই মজুমদার
    - কেশবচন্দ্র রায়
      - রামচন্দ্র রায়
        - সনাতন*
        - অনন্তরাম
          - গদাধর
            - খোশল
              - কান্ত
                - আরাধন
                  - হরিবন্ধু
            - জিতরাম
              - নীলরাম
                - নিহাল
                - নিমাই
                  - বিপিন
                    - শরত
                      - শশাঙ্ক
                    - ক্ষীরোদ
              - শ্যাম
            - মুচিরাম
        - যাদবরাম
          - পাটারাম
            - মনিকৃষ্ণ
              - মহানন্দ
                - বনমালী
                - পঞ্চানন্দ
              - রাধাকৃষ্ণ
                - মধুসূদন
                  - মতি
                  - মদন
                - রমণী
                - তারিণী
                  - তীর্থ
                  - প্রাণগোবিন্দ
                - রজনী
            - কৃষ্ণকান্ত
            - ভগীরথ
              - ভবানীচরণ
          - দয়ারাম
            - নেধু
              - রামানন্দ
                - কিনুরাম
            - ভৈরব
              - গোবিন্দ
                - হরিলাল
                  - নিবারণ
              - শ্রীরাম
        - মাধবরাম
          - অপত্যদাস
            - বোচাই
              - বদন
                - আমির
                  - গুরুদয়াল
                - নবীন
                  - কেদার
                  - লালবিহারী
                  - রবিলোচন
                  - মহিমচন্দ্র
                    - শশধর
                    - প্রশান্ত
                    - খোকা
                - গোপাল
                  - করুণাকান্ত
                - সাহেব
              - ভুবন
                - আনন্দ
                  - বিশ্বম্ভর
                    - সাহেব
                    - চলু
                    - রবিলোচন
                  - গয়ানাথ
                    - সতীশ
                  - গদাধর
                - প্যারিমোহন
            - অরি (হরি)
              - গৌরমোহন
                - গোবিন্দ
                - শশী
              - জানকী
                - নন্দলাল
                - বীরচন্দ্র
                - রামচন্দ্র
                  - কানাইলাল বি, এল,
                    - নীলমাধব
                    - খোকা
                - পরমানন্দ
        - বৈষ্ণবদাস
          - রত্নাকর
            - রঘুনাথ
              - নবীন
                - গোপাল
                - শশী
              - যুধিষ্ঠির
                - গৌরহরি
                - পঞ্চানন্দ
              - দীননাথ

* ৫খ বংশলতায় সনাতনের অধস্তনবংশ দ্রষ্টব্য।

৫খ। জেলা ময়মনসিংহ, মহকুমা টাঙ্গাইল—আলিসাকান্দার রায়বংশ।

৬। জামুর্কীর পাইনপোদ্দার বংশ, জেলা ময়মনসিংহ, মহকুমা টাঙ্গাইল।

- কৃষ্ণদাস পাইন
  - ঘনশ্যাম
    - বৈষ্ণবদাস
      - অভিরাম
        - অপত্য
          - বদনচন্দ্র
            - সাচাচাঁদ
              - ১ম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান
                - ছকুমচাঁদ
                - গৌরচাঁদ
                - কালাচাঁদ
              - ২য় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান
                - জগন্নাথ
                - প্রাণনাথ
                  - হরিকিঙ্কর
                    - দুর্গাচরণ
                      - রসরাজ
                      - কামিনী
                    - উমাচরণ
                      - গোপেশ্বর
                    - তারিণীচরণ
                      - রমেশ
                      - যামিনী
                    - অম্বিকাচরণ
                    - অভয়চরণ
                  - হরিনন্দ
                    - কালীকুমার
                      - সারদা
                      - রমণী
                      - কেদার
                  - হরিকিশোর
                    - নিবারণচন্দ্র
                  - হরিশ্চন্দ্র
                    - কৃষ্ণ
                      - ক্ষিতীশ
                      - সতীশ
                    - রাধিকা
                    - গোবিন্দ
                    - মেঘলাল
                    - ধীরেন্দ্র
                - ব্রজনাথ
                  - ঈশ্বরচন্দ্র
                    - অশ্বিনীকুমার
                    - মাখনলাল
                      - মোহিনী
                      - মৃণীন্দ্র
                      - বিজয়
                    - অমৃতলাল
                - কাশীনাথ
                  - গুরুচরণ
                    - সখীচরণ
                      - রাধাচরণ
                      - জ্ঞানেন্দ্র
                    - অশ্বিনীকুমার
                      - নাতু
                    - প্রসন্নকুমার
                  - হৃদয়গোবিন্দ
                    - মনগোবিন্দ
                    - দয়ালচন্দ্র
                    - ভজগোবিন্দ
                    - শ্রীগোবিন্দ
                    - পূর্ণচন্দ্র
                - লোকনাথ
                  - গোপালচন্দ্র
                    - হীরালাল
                      - সুরেন্দ্র
                      - জ্ঞানদা
                    - যতীন্দ্র
                    - ক্ষীরোদ
                    - কালাচাঁদ
                  - হরনাথ
                    - অযোধ্যালাল
                    - ষোড়শীলাল
                - রামনাথ
                  - বৃন্দাবনচন্দ্র
                  - ভরতচন্দ্র
                  - গিরীশচন্দ্র
                    - কালীকুমার
                    - সাধুচরণ
                    - রাধিকালাল
                    - গঙ্গাচরণ
                    - সুরেশ
                  - ললিতচন্দ্র
                    - লক্ষ্মীকান্ত
                  - মহিমচন্দ্র
                    - ভবানীকিশোর
                    - নারায়ণচন্দ্র
                - জয়নাথ

৭। ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল মহকুমা, বিন্যাফৈরগ্রামবাসী সাহা-বংশ।

- অযোধ্যারাম
  - রামরাম
    - অদিতরাম
      - পরশুরাম (রাজপুর)
        - দয়ারাম
          - দেনীরাম
            - বিশ্বনাথ
              - বনমালী
                - মাখন
                - কৃষ্ণ
                  - কানাই
              - জানকী
                - গঙ্গাধর
                - নিতাই
                - মধুসূদন
              - হৃদয়নাথ
              - মহিমচন্দ্র
                - জনার্দন
                - নারায়ণ
      - ধনিরাম
        - কলিরাম
          - কাশীরাম
            - হুকুমচাঁদ
              - জগন্নাথ
              - বলরাম
                - বিপিনচন্দ্র
                  - কৃষ্ণচন্দ্র
                    - মাধব
                    - যাদব
                    - গোপাল
                  - রামচন্দ্র
                  - উপেন্দ্র
                  - পূর্ণ
                  - ব্রজেন্দ্র
                  - গজেন্দ্র
                  - বীরেন্দ্র
                  - জুবাণ
              - কানাই
              - কিমুরাম
              - মহাভারত
                - মাখনলাল
                  - যতীন্দ্র
                  - মুইকা
                - মহাদেব
            - বালকচাঁদ
              - বৃন্দাবন
              - গোবিন্দচন্দ্র
                - মহেন্দ্রচন্দ্র
                  - সুরেন্দ্রনাথ (প্রচারক)
                  - প্রসন্ন
                  - ধীরেন্দ্রনাথ
                  - নগেন্দ্রনাথ
                  - ভূপেন্দ্রনাথ
                - উমেশচন্দ্র
              - মথুরাকান্ত
                - বেণীমাধব
              - কৃষ্ণচন্দ্র
              - লক্ষ্মীকান্ত
              - দ্বারকানাথ
                - খগেন্দ্রমোহন
                  - ক্ষিতীশচন্দ্র
                - যোগেন্দ্র
                - রবীন্দ্র
                - যতীন্দ্র
                - নরেন্দ্র
                - দেবেন্দ্রমোহন

৯। ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল মহকুমা, বিন্যাফৈর গ্রামবাসী রামদেবের বংশ।

১০। ঢাকা জেলা—নারিশা গ্রামবাসী সাহাবংশ।

১১। ঢাকা জেলা, সাভার গ্রামের সাহাবংশ।

১২। ঢাকা জেলা, ফুলবাড়িয়াগ্রামবাসী রামগোবিন্দ সাহার বংশ।

- রামগোবিন্দ সাহা
  - কৃষ্ণদাস
    - বংশীবদন
      - গঙ্গাগোবিন্দ
        - জগবন্ধু
          - যশোদালাল
        - দীনবন্ধু
          - ব্রজলাল
            - গোপীমোহন
            - মদনমোহন
            - ভূপতিমোহন
            - লক্ষ্মীকান্ত
        - সর্ব্বমোহন
          - মুকুন্দলাল
          - মণীন্দ্রলাল
      - রাধাগোবিন্দ
        - পূর্ণচন্দ্র
          - রমেশচন্দ্র
      - চন্দ্রনাথ
      - নিত্যানন্দ
    - কানাই
      - হরিমোহন
        - প্যারীমোহন
        - গগনচন্দ্র
        - শশীমোহন
          - সুরেন্দ্রমোহন
          - দেবেন্দ্রমোহন
          - যতীন্দ্রমোহন
          - যোগেন্দ্রমোহন
          - মণীন্দ্রকুমার
        - রেবতীমোহন
      - রাজমোহন
      - চাঁদমোহন
  - ঢলুদাস
    - বৃন্দাবনচন্দ্র
      - পীতাম্বর
        - রামচরণ
          - অভয়াচরণ
            - সতীশচন্দ্র
            - জগচ্চন্দ্র
          - তারিণীচরণ
            - হরিদাস
          - কৃষ্ণচন্দ্র
            - তারকচন্দ্র
    - গোপীনাথ
      - চন্দ্রশেখর
        - আনন্দমোহন
      - শম্ভুনাথ
        - হরিদয়াল
          - নিবারণচন্দ্র
      - কাশীনাথ
        - হরিচরণ
          - রাধাবল্লভ
            - প্রাণবল্লভ
  - আহ্ল
    - ডেঙ্গরচন্দ্র
      - মদনমোহন
        - রামসুন্দর
          - রাধিকামোহন
            - হরলাল
            - হীরালাল
            - চুণীলাল
      - নবকান্ত
        - মনমোহন

১৩। ঢাকা জেলা, ফুলবাড়িয়ার চাঁদরামের বংশ।

১৪। ঢাকা জেলা, মামুদপুরের সাহাচৌধুরী-বংশ।

১৫। ফরিদপুর জেলা, পাঁচুরিয়া কুঠীবাড়ীর সাহাবংশ।

১৬। জেলা ফরিদপুর, চৌদ্দরশী-জমিদার-বংশ।